ভাগ, ১। সংখ্যা, ১।] [শ্রাবণ, সন ১৩০১।

সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য।

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীয় চিন্তার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ,—এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখা যায়। আমি দুই চারিটী কথাতে এই বিষয়ে কি লিখিব? সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশার পূর্ণবিকাশস্থল। বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে,—তিনি সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক চিন্তা তাঁহাকে সংগঠিত করিয়াছে,—তিনি সেই চিন্তাকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক আশা ভরসা, উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছে,—আবার বঙ্কিমচন্দ্র সেই আশা ও উদ্যমকে জলন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—আবালবৃদ্ধবনিতা সকল সহৃদয় বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিস্তৃত করিয়াছেন।

বড়লোকের ইতিহাস এইরূপ। আমরা এখানে ধনবান্, উপাধিবান্ বা কেবল বিদ্যাবান্‌কে বড়লোক বলিতেছি না। যাঁহারা গাড়ি ঘোড়ায় চড়েন, যাঁহারা অসংখ্য উপাধি ধারণ করেন, যাঁহারা বড় পদ বা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। জগতের যে সমস্ত কর্ম্মিষ্ঠ লোক আপনাদের কর্ম্মের অঙ্ক জাতীয় ইতিহাসে অঙ্কিত করিয়াছেন,—অপ্রতিহত বল ও অপ্রতিহত তেজে যাঁহারা সময়ের গতি চিহ্নিত করিয়াছেন,—বিদ্যাক্ষেত্রে বা যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে বা কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা স্বীয় ধীশক্তিতে সমস্ত যুগ রঞ্জিত করিয়াছেন,—আমরা সেই ক্ষণজন্মা লোকের কথাই বলিতেছি। তাঁহারা নিজ সময়ের চিন্তা, উদ্যম ও উৎসাহ দ্বারা গঠিত, এবং তাঁহারা কতকটা সেই সাময়িক চিন্তা ও উদ্যমকে গঠন করেন।

যাঁহারা বলেন,—এই মহারথিগণ সময়ের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কেবল নিজ বলে বলবান্,—তাঁহারা ভুল বলেন। সক্রেটিস্ কেবল নিজ জ্ঞানে জ্ঞানী নহেন,—গ্রীকদিগের তাৎকালিক অসামান্য চিন্তা-ক্ষমতার পূর্ণবিকাশ মাত্র। লুথর নিজ বলে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করেন নাই। সেই সময় নূতন জ্ঞানালোক ইউরোপে প্রকাশিত হওয়ায় তাৎকালিক আচার অনুষ্ঠানের অনিষ্টকর নিয়মগুলি ইউরোপের মহা পরাক্রান্ত ও নব বলে বলীয়ান্ জাতিদিগের অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল,—লুথর তাঁহাদের মুখপাত হইয়া সেই নিয়মগুলি তিরোহিত করিলেন। নেপোলিয়ন কেবল নিজ তেজে পূর্ণ হইয়া জগৎ বিপর্য্যস্ত করেন নাই,—ফরাসী-বিপ্লবের অপরিসীম শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া নেপোলিয়ন বিস্ময়কর ও অতুল্য তেজ জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন।

আবার যাঁহারা বলেন,—এই মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণরূপে সময়ের দাস,—সময়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত,—সময়ের বলে বলবান্, তাঁহারও ভুল বলেন। সময় প্রস্তুত হইলেও একটী নেতার আবশ্যক হয়। আলেকজেণ্ডরের ন্যায় অসীম সাহসী বীর জন্মগ্রহণ না করিলে গ্রীকদিগের বীরত্ব ও সভ্যতা জগতে ব্যাপৃত হইত না। জ্ঞান ও বাণিজ্যের উৎকর্ষের সহিত লোকে দেশ বিদেশ আবিষ্কার করিতে লাগিল, কিন্তু কলম্বসের ন্যায় ক্ষণজন্মা, অসীম সাহসী বীর জন্মগ্রহণ না করিলে অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অকূল আটলাণ্টিক মহাসাগর পরিক্রম করিতে কে সাহসী হইত? তাহার পর শতাব্দীদ্বয় আবিষ্কার-পূর্ণ। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিভা দ্বারাই সে আবিষ্কারগুলি সম্পাদিত হইয়াছিল। কোপর্নিকস ও গ্যালিলিও যে সকল আবিষ্কার করিলেন, শেক্ষপিয়র যে অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিলেন, ডেকার্ট্ যে অপূর্ব্ব চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিলেন, সে সমস্ত অনেকটা সময়ের গুণে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে গুলি ব্যক্তিগত প্রতিভা ও শক্তি অবলম্বন করিয়া বিকাশ পাইয়াছিল। ফলতঃ সময়ের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম নেতাকে বাছিয়া লয়,—ব্যক্তিগত প্রতিভাকে অবলম্বন করে, এবং ক্ষণজন্মা মহারথীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণবিকাশ পায়। দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সকল মহারথীর সম্বন্ধেই সে কথা বলা যায়।—

"ত্বাং ধূরিয়ং যৌগ্যনয়াধিরূঢ়া
দীপ্ত্যা দিনশ্রীরিব তিগ্মরশ্মিম্।"

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্। ৩।৫০।

উপরে আমরা বড় জাতির বড় ইতিহাসের কথার উল্লেখ করিলাম। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষীণ জাতি,—কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতির নিয়ম একই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন লোক,—আমাদের বঙ্গদেশের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া,—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ-বিকাশ পাইয়াছে।

এ কথা যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের এই শতাব্দীর ইতি-

[...]াসের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য উন্নতির আলোক সহসা বঙ্গদেশে দেখা দিল। আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বল-[...]তম কিরণ বঙ্গদেশে প্রতিফলিত হইল,—আধুনিক উদ্যম, উৎসাহ ও উন্নতি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইল। ভিন্নরুচি লোকে ভিন্ন প্রকারে সে সভ্যতা গ্রহণ করিলেন। পল্লব-গ্রাহিগণ ইউরোপীয় সুরাপান প্রভৃতি দোষ গ্রহণ করিলেন, ফলগ্রাহিগণ ইউরোপীয় উৎসাহ, উদ্যম, স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বধর্ম্ম-প্রিয়তা গ্রহণ করিলেন। দেশে মহা আন্দোলন হইল, চিন্তার লহরী বহিল, উৎসাহ ও উদ্যম উৎকর্ষ লাভ করিল, দেশপ্রিয়তা ও ধর্ম্মপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তা. সেই উৎসাহ, সেই ধর্ম্মপ্রিয়তা ও দেশ-প্রিয়তা প্রাতঃ-স্মরণীয় রামমোহন রায়ে পূর্ণ-বিকাশ পাইল।

শতাব্দীর মধ্যকালেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ দেশে বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও ফলিল, কুফলও ফলিল। সমাজে কতকটা বিশৃঙ্খলতা হইল, কতকটা নূতন বলেরও আবির্ভাব হইল। বিদেশীয় আচারের অনুকর-ণেচ্ছা প্রবল হইল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশহিতৈষিতা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল,এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কথা জানি-বার ইচ্ছাও বলবতী হইল। দুই দিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া যেন সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই পরস্পর-প্রতিঘাতী উর্ম্মিরাশির মধ্যে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল,জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় উদ্যম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল। এই প্রতিঘাতী চিন্তা-তরঙ্গ, এই জাতীয় বল ও জাতীয় উদ্যম মধুসূদন দত্তে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন বিদেশীয় ভাবে ও আচারে বিধ্বস্ত, এবং তাঁহার যশোলিপ্সাও প্রথমে বিদেশীয় পথে প্রধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা শেষে জাতীয় ভাবে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইল।

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে' (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

* * *

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে;—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই—যা রে ফিরে ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

এই সুমধুর কথাগুলি কেবল মধুসূদনের জীবনের ইতিহাস নহে,—সেই সময়ের বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাস। সেই সময়ে শিক্ষিত ধীশক্তি-সম্পন্ন সকলেই পরধন-লোভে মত্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন,কিন্তু অবশেষে ঘরে আসিয়া পৈতৃক ধন পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভ্রমণ, সে ভিক্ষাবৃত্তি ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগের পক্ষে ফলশূন্য হয় নাই। পাশ্চাত্য উদ্যম ও উৎসাহ আমাদিগের পক্ষে মূল্যবান্। সেই শিক্ষাবলেই আমরা নিজের ধন চিনিতে পারিয়াছি, সেই উৎসাহ বলেই আমরা পৈতৃক রত্ন আহরণ করিতেছি। এই সুফলটী শতাব্দীর চরম ফল,—এই সুফলটী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে সম্পূর্ণ রূপে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া দেশীয় ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার অনুশীলন, পাশ্চাত্য উৎসাহের সহিত স্বদেশের উন্নতি ও ঐক্যসাধন, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া কায়মনঃপ্রাণ দেশের জন্য সমর্পণ করা,—এইটী আমাদের শতাব্দীর শেষ ফল,—এইটী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। সামান্য অনুকরণশীল ব্যক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় লোকের মধ্যে প্রভেদ এই ;—পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার মন পুষ্টিলাভ করিয়াছে, অজীর্ণতা-ক্ষুব্ধ হয় নাই। জ্ঞানরত্ন সকল স্থান হইতেই আহরণীয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সকল দেশ, সকল স্থান হইতে সেই রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভা আরও সমুজ্জ্বল করিলেন। সে প্রতিভার ফল কি, তাহা আমরা গত ত্রিংশৎ বৎসর ক্রমান্বয়ে দেখিয়াছি।

যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল,বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় পুস্তক পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। সেরূপ মৌলিকতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যচ্ছটা, সেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্পের চাতুর্য্য বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যে পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎসিংহ ও ওস্‌মানের দুর্দ্দমনীয় তেজ ও বীরত্ব, প্রখরা বিমলার চাতুর্য্য ও জগদ্বি-মোহিনী কমনীয়তা, শান্তিময়ী আয়েসার প্রগাঢ় নিঃশব্দ হৃদয়ভাব, গড়মন্দারণ, দেবমন্দির, কতলুখাঁর গৃহে উৎসব,—এ সকল চিত্র অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অবিনশ্বর! কল্পনাসাগর মন্থন করিয়া মহারথী বঙ্কিম এই অমৃত বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করিলেন,—বঙ্গবাসিগণ সে অমৃতসাগরে ভাসিল।

নিন্দুকগণ নিন্দার তান তুলিলেন। দুর্গেশনন্দিনী বিদেশীয় ভাবে পূর্ণ, বঙ্কিম বাবু

বিদেশীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, বঙ্কিম বাবু বিকৃত-মস্তিষ্ক! কিন্তু সে নিন্দা উল্লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত বঙ্গবাসীর জয় জয় নাদ দেশ পূর্ণ করিল,—গগনে উত্থিত হইল। দুর্গেশনন্দিনীতে বিদেশীয় শিক্ষার পরিচয় যথেষ্ট আছে। ওসমান্ ও জগৎসিংহের উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। আয়েসার প্রগাঢ় নিভৃত হৃদয়ের ভাব বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। বিমলার অপূর্ব্ব জিঘাংসা ও বৈরনির্য্যাতন বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। বিদেশীয় শিক্ষা লাভ করিয়া,—বহু বিদ্যা লাভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এইটী আধুনিক সময়ের ভাব, এই ভাব বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এটী কি দোষ?

শেক্ষপীয়রের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ইতালীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া ইংরাজি সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন। ড্রাইডেনের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ফরাসী সাহিত্যের রত্নরাজিতে দেশীয় সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রাচীন কালে রোমীয় কবি ভর্জিল গ্রীক সাহিত্যের সম্পত্তি দ্বারা নিজ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গবাসিগণ ইংরাজি সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নলাভ করিতেছেন,—একটু উদ্যম, উৎসাহ, স্বদেশপ্রিয়তা লাভ করিতেছেন। এই সদ্গুণগুলি আর একটু অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।

আমরা বঙ্কিমবাবুর একখানি পুস্তকের কথা বলিলাম। তাঁহার কমনীয় কল্পনা হইতে উদ্ভূত সকল চিত্রের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ধ্যার আকাশে যেমন একটীর পর একটী জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া শেষে নৈশ গগন জ্যোতির্ম্ময় করে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রগুলি সেইরূপ একটীর পর একটী ফুটিয়া সাহিত্যাকাশ জ্যোতির্ম্ময় করিল। অরণ্যবাসিনী কপালকুণ্ডলার চিত্রটী কি অপূর্ব্ব, কি বিস্ময়কর! দেশবিদেশবিচারিণী গিরিজায়ার গীত কি সুমধুর, কি হৃদয়গ্রাহী! গরীয়সী সূর্য্যমুখী, প্রশান্তমতি কমলমণি, দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী, আর চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, ভ্রমর, দেবী চৌধুরাণী,—কত নাম করিব? প্রভাতে নিকুঞ্জবনে বন-পুষ্পগুলি যেরূপ একে একে ফুটিতে থাকে, বঙ্কিমের হৃদয়-কুঞ্জে কল্পনাপুষ্পগুলি সেইরূপ স্বতই ফুটিতে লাগিল। সেগুলিও সেইরূপ সুন্দর,—সেইরূপ সুমধুর!

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতাম,—অদ্যও তাহা করিতেছি, এবং ভরসা করি বহুদিন পর্য্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করিতে থাকিব। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙ্গালীর ন্যায় ফিরিতাম, অদ্য আমাদের নিজের একটু ধনসঞ্চয় হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান আহরণকারী। এখন আমরা দর্প করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, বাৎসল্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। ধনের সহিত একটু শক্তি হইয়াছে,—রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য

সম্বন্ধে বল, প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের একটু স্পর্দ্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের স্তুতিবাদক নহি, দেশীয় আচার-ব্যবহারে বীতরাগ নহি, দেশীয় ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্ম্মে অবহেলা করি না। আমাদের শরীরে যেন একটু বল হইয়াছে, মনে একটু স্পর্দ্ধা হইয়াছে, জাতীয় ধন চিনিয়াছি, জাতীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম শিখিয়াছি। এটী উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ। আমরা যেন ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

এ উন্নতি যে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা সাধিত, তাহা নহে। এটী কতকটা ইংরাজি শিক্ষার ফল, কতকটা দেশের ও সময়ের উন্নতি, কিন্তু এ উন্নতিও বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণবিকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ আমি পড়ি নাই, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার কি মত, তাহাও জানি না। কিন্তু মতামতের আলোচনা এখানে করিতেছি না। তিনি হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটী লক্ষণ,—একটী চিহ্ন স্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জ্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানবিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজি বঙ্গসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ ক্রমশঃ ঐক্যলাভ করিতে শিখিতেছেন,—প্রাচীন ধর্ম্ম-জ্ঞান এবং উদার আচার ও অনুষ্ঠান সেই ঐক্যসাধনের এক মাত্র মন্ত্র।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।*

শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি চান্‌সেলর শ্রীযুত স্যার আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানের সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিবার ও জানিবার অনেক কথা আছে। যে সময়ে শত শত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ পূর্ব্বক আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়া, আশ্বস্তহৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন; লোকে যে সময়ে এই সম্মোহন দৃশ্যে উচ্চশিক্ষার অভাবনীয় উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে করিতেছে; অধ্যবসায়ে অনলস, উপাধিগৌরবে উন্নতাকাঙ্ক্ষ, পাশ্চাত্য ধারণা ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় পরিচালিত শত শত যুবক যখন উদরান্নের চিন্তায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; তখন উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে প্রতিনিধি চান্‌সেলর মহোদয়ের কথাগুলির আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে।

স্যার আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ মহোদয় যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে অভিনব তত্ত্বের সমাবেশ নাই। উহার আলোচনাপ্রসঙ্গে উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইবে, তাহাতেও কোনরূপ অপূর্ব্বভাবের বিকাশ হইবে না। কিন্তু পুরাতন হইলেও বিষয়টি স্বদেশের—স্বদেশীয় শিক্ষিত সমাজের উন্নতি ও অবনতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ জন্য উহার পুনঃপুনঃ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

প্রতিনিধি চান্‌সেলর মহোদয় যে সকল প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের ভাবার্থ এই:—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. উপাধিধারীদিগের সংখ্যা প্রায় সহস্র। ইঁহাদের পুরোভাগে জ্ঞানরাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। ইঁহারা এই রাজ্যে আপনাদের গবেষণার পরিচয় দিবার জন্য আহূত হইতেছেন। কিন্তু কয়জন এই আহ্বানে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন? কতিপয় উপাধিধারী এখনও ছাত্রত্বের পরিচয় দিতেছেন। জ্ঞানালোচনায় ইঁহারা আপনাদিগকে এবং আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মানিত করিতেছেন। ইঁহাদের নাম অন্যান্য দেশের বিদ্বৎসমাজে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। ইঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাদিগকে যাহা দিয়াছেন, ইঁহারা তাহা দ্বারাই জ্ঞানের সাধারণতন্ত্ররাজ্যে সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা কত অল্প! মুক্তহস্তে

**Address delivered at the Annual Convocation of the Calcutta University for conferring Degrees, on the 3rd February, 1894, by Sir Alfred Croft, M. A., K. C. I. E., Vice-Chancellor.*

যে বীজ রোপিত হইয়াছে, কেবল এখানে ওখানে তাহার অঙ্কুরোদ্গম ও ফল হইতেছে কেন ?

"এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, আমাদের উপাধিধারীদিগের উদ্দেশ্য কর্ম্মগত উদ্দেশ্য। তাঁহারা প্রধানতঃ সংসারে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই উপাধিলাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহা যথার্থ কথা। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যেরূপ যথার্থ, অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও সেইরূপ যথার্থ। আমাদের উপাধিধারিগণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধুতাসহকারে ও পরিপাটীরূপে আপনাদের কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা দেশের শাসনসংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছেন; বিচারাসনে বসিয়া তাঁহারা বিচারকার্য্যে যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন; তাঁহারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; বিদ্যালয়সমূহে তাঁহারা ভবিষ্যবংশীয়দিগকে আপনাদের স্থানপরিগ্রহের জন্য সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও কিছু আছে। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ উপযোগিতারই পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আরও কিছু কার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্র বহির্গত হয়েন, তাঁহারা জ্ঞানালোচনায় কখনও বিরত থাকেন না। তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করেন, বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের অবকাশকাল মনোনীত শাস্ত্রের অনুশীলনে অতিবাহিত হয়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষিত হয়েন, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিয়োজিত থাকেন; তথাপি যে বিষয়ের অনুশীলনে তাঁহাদের আমোদ জন্মে, তাঁহারা সেই বিষয়ের অনুশীলন করেন। আমাদের উপাধিধারীদিগের মধ্যে এই ভাব এত অল্প কেন ? ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তুলনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের এইরূপ অনুশীলনপ্রবৃত্তি অতি অল্প। আমরা কিছুমাত্র কৃপণতা না করিয়া, মুক্তহস্তে শিক্ষার বীজরোপণ করিয়াছি। ইহা কি বীজের দোষ? বা রোপণপ্রণালীর দোষ ? অথবা যে ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রের দোষ ?"

প্রতিনিধি চান্‌সেলর মহোদয়, এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শাস্ত্রানুশীলনে অপ্রবৃত্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উহার কতিপয় আরোপিত কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষাপ্রণালী, বহুসংখ্য পাঠ্য পুস্তকের নির্দ্ধারণ, পাঠকশ্রেণীর অভাব প্রভৃতি কারণ একে একে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কারণসমষ্টির সকলগুলিই যে, ছাত্রদিগের শাস্ত্রাসক্তি ও জ্ঞানগভীরতার প্রতিকূলতাসাধন করিতেছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। যেহেতু যাহাতে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান জন্মে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় তদ্‌বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা অধিক; এই ভাবে শিক্ষার্থীদিগের হৃদয় সম্প্রসারিত না হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে; একথা স্বীকার্য্য। শেষে পাঠক-

শ্রেণীর অভাবপ্রযুক্ত জ্ঞানানুশীলনের প্রসরবৃদ্ধি হইতেছে না, এই কথা অতিরঞ্জিত। এখন জ্ঞানানুশীলনে পরস্পরসহকারিতার বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে। যুবকদিগের জ্ঞানোন্নতিসাধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানসভায় বিজ্ঞানশাস্ত্রালোচনার সুবিধা আছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণায় উৎসাহিত করিবার জন্য মহামান্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত পারিতোষিক রহিয়াছে।

বাইস্‌-চান্‌সেলর মহোদয় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে জ্ঞানানুশীলনপ্রবৃত্তি বলবতী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ তাঁহার বক্তৃতায় কি ভাবে পরিচালিত হয়েন, তাহা ভবিষ্যতের ফলে বুঝা যাইবে। এখন উপস্থিত প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

প্রথমতঃ বলা আবশ্যক, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরববর্দ্ধনে তৎপর, শাস্ত্রানুশীলনে যাঁহাদের আমোদলাভ হয়, জ্ঞানরাজ্যে প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় যাঁহাদের যত্ন হয়, সদ্‌গ্রন্থের প্রণয়নে যাঁহাদের আগ্রহ হয়; তাঁহারা জাতীয় ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে কোন বিষয়ে কোন উপকার হইবে না, এবং তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসন্তান বলিয়াও স্বদেশে গৌরবান্বিত বা সমাজে সম্মানিত হইবেন না। বিদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও, কেহ কখনও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নপূর্ব্বক বিদেশীয় সাহিত্যসংসারে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। জাতীয় সাহিত্যের আদর করা এবং যে কোন উপায়ে হউক, জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে যুবকদিগের সম্মুখে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, এই জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নসংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা হইতে পারে। যিনি এবিষয়ে উদসীন থাকেন, ইংরেজীতে সুপণ্ডিত হইয়া, ইংরেজের সমাজে কেবল ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতে পারে, বহুদর্শিতা থাকিতে পারে, বিচারক্ষমতা থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি স্বদেশের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারেন না। তাঁহার স্বদেশের জনসাধারণ তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে না, বহুদর্শিতায় বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারে না, বা বিচারক্ষমতায় বিবেকের পথে পরিচালিত হইতে পারে না। তিনি যাঁহাদের নিকটে জ্ঞানোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকেই সংগৃহীত জ্ঞানে বিমুগ্ধ করিতে যত্নশীল হইয়া উঠেন। যে দেশের গ্রন্থরাশির কিয়দংশের আলোচনায় তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে, সেই দেশেই অসীম সাগরতলে গণ্ডূষজল প্রক্ষেপবৎ দুই এক খানি গ্রন্থপ্রচার করিয়া তিনি চরিতার্থ হইয়া থাকেন। তিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও স্বদেশে স্বদেশীয় জনসাধারণের সমক্ষে অপরিচিতভাবে অবস্থিতি করেন। তাঁহার আবির্ভাবে দেশের কোন উপকার হয় না,—তিরোভাবেও দেশের কোন অপকার ঘটে না।

আমাদের দেশের যে দুইজন শাস্ত্রজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত আপনাদের অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞানে এক সময়ে সমগ্র সভ্যসমাজের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের জ্ঞানগভীরতার পরিমাণে ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীও সময়ে সময়ে অসমর্থ হইতেন, তাঁহারা জাতীয় ভাষার আলোচনায় কখনও ঔদাস্যপ্রকাশ করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের উভয়কেই সম্মানসূচক উপাধি দিয়া আপনার সম্মানবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের অপরিসীম অভিজ্ঞতা ছিল, ইংরেজী রচনায় তাঁহারা ক্ষমতার একশেষ দেখাইতেন, ইংরেজী প্রণালীতে বিষয়সন্নিবেশে ও যুক্তিবিন্যাসে তাঁহারা সুদক্ষ ইংরেজ গ্রন্থকারদিগকেও বিস্মিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহাদের রচনানৈপুণ্য, তাঁহাদের বিচারপারিপাট্য দেখিয়া, ইউরোপের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেন। তথাপি তাঁহারা এক সময়ে জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টিসাধনে যথোচিত যত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন সাময়িক পত্রে বিবিধ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত রহিয়াছেন। অপর জন ইংরেজী গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় বিবিধ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া, গবর্নরজেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং ইংলণ্ডের প্রধান রাজনীতিজ্ঞ স্যার রবর্ট পীলেরও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

আত্মোন্নতির সহিত সমাজের উৎকর্ষসাধন শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন, সেই সমাজের পরিচালক ও শিক্ষাদাতা হইবেন। সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি না হইলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় না। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ জ্ঞানসংগ্রহ করিবেন, সেইরূপ সংগৃহীত জ্ঞানে সমাজের উপকারসাধনে নিয়োজিত থাকিবেন। দুঃখের বিষয়, অধুনা রাজপুরুষগণ এবিষয়ে তাদৃশ মনোযোগবিধান করিতেছেন না। যাঁহারা অস্মদ্দেশে শিক্ষার বিস্তারে ও শিক্ষার উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের যথোচিত উন্নতির জন্য যুবকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনে অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু পূর্ব্বতন রাজপুরুষদিগের এবিষয়ে সমবেদনার অভাব বা ঔদাস্য ছিল না। তাঁহারা এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। লর্ড ডালহৌসী ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত থাকিয়াও এতদ্দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় ভাষাশিক্ষা দিবার জন্য বিলাতের ডিরেক্টরদিগকে যে পত্র লিখেন, তাহা তদীয় রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয়স্থল। বঙ্গের প্রথম লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেবও বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষসম্পাদনের চেষ্টা করেন। পূর্ব্বতন শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ কামেরণ সাহেব কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন—"যদি গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ উৎসাহ দেন, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় ভাষায় উদ্ভাবনী

শক্তির পরিচয়সূচক অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলীর প্রচারেই যথোচিত উৎসাহ দিবেন।” পূর্ব্বতন রাজপুরুষগণ কেবল জনসাধারণকে তাহাদের জাতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য যত্নশীল ছিলেন না,—আপনারাও এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য যত্নপ্রকাশ করিতেন। লর্ড হেষ্টিংস্ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন ছাত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন:—“যদি আমরা কোন জাতির সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা ভাল করিয়া জানা উচিত। বিশেষতঃ যখন আমরা মানবজীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসম্পাদনে ব্রতী হই, তখন সেই জাতির ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক।” বলা বাহুল্য, যে সকল ইংরেজ এতদ্দেশের রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইতেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা শিখিতে হইত। লর্ড হেষ্টিংস্ প্রজাপালনরূপ কার্য্যকেই তাঁহাদের জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা শিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যখন এক দিকে মহারাষ্ট্রচক্রের বীরপুরুষগণ ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, আর এক দিকে পিণ্ডারীরা দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে শান্তিভঙ্গ করিতেছিল, অপর দিকে নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও লর্ড হেষ্টিংস্ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে উৎসাহ দিতে বিমুখ হয়েন নাই। এইরূপ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যে—এইরূপ বিলুণ্ঠন, বিধ্বংসের ভয়াবহ সময়েও ভারতের প্রধানতম শাসনকর্ত্তার উৎসাহে বাঙ্গালা ভাষা উন্নতিপথে পদার্পণ করিয়াছিল। লর্ড মেকলে এক সময়ে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন:—“We must, at present, do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, in intellect. To that class we may leave it to refine vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the western nomenclature and to render them by degrees fit for conveying vehicles knowledge to the great mass of the population.”

লর্ড মেকলের উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য এই—“যাঁহারা আমাদের মনোগত ভাব আমাদের শাসনাধীন সহস্র সহস্র লোককে বুঝাইয়া দিতে পারেন, উপস্থিত সময়ে সেইরূপ সম্প্রদায়সংগঠনের চেষ্টা করা উচিত। এই সম্প্রদায় ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়া আপনাদের জাতীয় ভাষার উৎকর্ষসম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিবেন, পাশ্চাত্য পরিভাষা হইতে বৈজ্ঞানিক শব্দ সংগঠিত করিয়া আপনাদের ভাষা শব্দসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ করিবেন, এবং ক্রমে সেই ভাষাকে দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উপযোগিনী করিয়া তুলিবেন।”

শিক্ষাসমাজাধ্যক্ষ মহামতি কামেরণ তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগসংসৃষ্ট ছাত্রদিগকে

কহিয়াছিলেন :—"Placed as you are between the learning of Europe and the mass of your countrymen, you may make yourselves their benefactors to an incalculable extent, by interpreting to them, in your vernacular tongue, what you have learnt in English."

শিক্ষাসমাজাধ্যক্ষ মহোদয়ের এই কথার ভাবার্থ এই :—"তোমরা একদিকে ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার অপর দিকে স্বদেশের জনসাধারণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ। তোমরা ইংরেজিতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা তোমাদের মাতৃভাষায় স্বদেশের জনসাধারণকে বুঝাইয়া বহুলপরিমাণে তাহাদের উপকার করিতে পার।" ইহা অতি মহার্থ উক্তি। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, বঙ্গের শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয় যুবকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষার অনুশীলন জন্য এইরূপ সদুপদেশ দিয়াছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, গৃহে গৃহে ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার হয় নাই। তখন সঙ্কীর্ণ স্থানে—সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আবদ্ধ ছিল। ইংরেজী শিক্ষার এইরূপ শৈশবাবস্থাতেও মহামতি কামেরণের সারগর্ভ উপদেশ নিষ্ফল হয় নাই। পূর্ব্বে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা কামেরণের সদুপদেশের পর বিদ্যাকল্পদ্রুমপ্রচার করিয়াছিলেন।

মহামতি কামেরণ প্রভৃতির পরেও অনেক সুপণ্ডিত ইংরেজ ইংরেজীশিক্ষিত যুবকদিগকে মাতৃভাষার আলোচনায় মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আধুনিক সময়ের বঙ্গের প্রধান কবি প্রথমে একখানি ইংরেজী কাব্য প্রণয়ন করেন। সেই কাব্যের একখানি মহামতি বীটন সাহেবের নিকটে উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হয়। মহাত্মা বীটন সাহেব এই উপহার পাইয়া বাঙ্গালীর বঙ্গভাষার প্রতি অবজ্ঞার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষে এই মহাকবি মাতৃভাষার সেবায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, এবং অভিনব উপাদানে—অভিনব ভাবে নানা রত্ন দিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি করেন। কবি মাতৃভাষার হস্তে যে রত্নসমর্পণ করিয়াছেন, তাহারই জন্য আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। Captive Ladyর কবি বঙ্গের পাঠকসমাজে আদরলাভ করিতে পারেন নাই, এবং Captive Ladyর কবি টেনিসন্ বা ব্রাউনিং প্রভৃতির সমক্ষেও আসনপরিগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু মেঘনাদবধের কবি সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছেন। মাতৃভাষার সেবার জন্য তাঁহার যশোরাশি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। তিনি সন্তানোচিত কার্য্যে যে কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, মহাবিপ্লবেও তাহা বিপর্য্যস্ত হইবার নহে।

ফলতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ জাতীয় ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে স্বদেশে আদৃত বা স্বদেশের উপকারসাধনে সমর্থ হইবেন না। পুরাবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায়, ভারতভূমি এক সময়ে সর্ব্ববিদ্যার প্রসূতিস্বরূপ ছিলেন। জ্ঞানালোক

প্রাচ্য জনপদ হইতেই ক্রমশঃ প্রতীচ্য ভূখণ্ডে বিকীর্ণ হইয়াছিল। আরবেরা যদি স্বদেশে ভারতবর্ষীয় ভাষায় ভারতবর্ষ হইতে আনীত শাস্ত্রের প্রচার করিতেন, তাহা হইলে আরব সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বা জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইত না। গ্রীক পণ্ডিতগণ যদি গ্রীক ভাষায় ভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত জ্ঞানরাশির আলোচনা না করিতেন, তাহা হইলে গ্রীস ইউরোপে বিদ্যাবুদ্ধির বিস্ফুরণক্ষেত্র বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিত না। ইংরেজ যদি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নদেশাগত পণ্ডিতগণের উপদেশ শুনিয়া ভিন্ন ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে ইংরেজী সাহিত্যের এরূপ অসামান্য উন্নতি লক্ষিত হইত না। বেকন যদিও ভিন্ন ভাষার অলঙ্কারে আপনার গ্রন্থসমূহ অলঙ্কৃত করিতে অভিলাষী ছিলেন, তথাপি তিনি উহার অধিকাংশ ইংরেজী ভাষাতেই লিখিয়া গিয়াছেন। সার তমাস্ ব্রাউন লাতিন এবং ইংরেজী, এই দুই ভাষার মধ্যে কাহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন, এই বিষয়ে বিচারবিতর্ক করিয়া শেষে মাতৃভাষারই অনুগত হইয়াছিলেন, এবং মহাকবি মিল্টন লাতিনে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াও, স্বদেশীয় ভাষায় অপূর্ব্ব কাব্যপ্রণয়নপূর্ব্বক জগতে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

এইরূপে যে দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করা যায়, সেই দেশেই স্বদেশীয় ভাষার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে কেন? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুবকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতেছেন। গৃহে গৃহে পাশ্চাত্য সমাজের গবেষণা, শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইতেছে। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে না কেন? যুবকগণ যে জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, তদ্দ্বারা জাতীয় ভাষার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে উদাসীন রহিয়াছেন কেন? মহামতি কামেরণের উক্তিতে যাঁহাদের জ্ঞানের উদয় না হয়,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী না হয়; তাঁহারা শিক্ষিত হইতে পারেন, ভূয়োদর্শী হইতে পারেন, অভিনব তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহাদের উৎসাহ থাকিতে পারে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে সম্মানিত হইতে তাঁহাদের যত্ন হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা স্বদেশের প্রকৃতকার্য্যকারক ও প্রকৃত হিতৈষী নহেন। অহম্মুখতার প্রচণ্ড আবেগে তাঁহাদের লোকহিতৈষিতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, জাতীয় সমাজের উন্নতিসাধনপ্রবৃত্তি, সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কৃতী হইয়াও মাতৃভূমির অকৃতী সন্তান,—পণ্ডিত হইয়াও স্বদেশের লোকসমাজে অনাদৃত এবং স্বদেশীয় হইয়াও গরীয়সী জন্মভূমিতে জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীর ন্যায় অপরিচিত।

ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য উত্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপাধিধারিগণ বিদেশী ভাষায় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে উদ্যত হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের উপকার

হইতে পারে না। তাঁহারা প্রতীচ্য ভূখণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা বিদেশীয় ভাষাবিজ্ঞানে উক্ত পণ্ডিতগণের সমকক্ষ নহেন। তাঁহারা আপনাদের জ্ঞানগরিমায় কোন বিষয়ের অভাবমোচনেও সমর্থ হইতে পারেন না; যেহেতু প্রতীচ্য সাহিত্যসংসার কোন বিষয়ে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী নহে। তাঁহারা জ্ঞান-সমুদ্রমন্থনপূর্ব্বক রত্নের উদ্ধার করিলেও প্রতীচ্য জনপদে চিরস্মরণীয় হইতে পারেন না, যেহেতু প্রতীচ্য ভাষা তাঁহাদের প্রদত্ত ভূষণের জন্য লালায়িত নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এইরূপ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বদেশের যেরূপ উপকার হয়, বিদেশেও তাঁহাদের সেইরূপ সম্মানলাভ হইতে পারে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে,জাতীয় ভাষার আলোচনায় অমনোযোগী রহিয়াছেন, একথা বলা উচিত নয়। অনেকে এখন মাতৃভাষায় সংগৃহীত জ্ঞানরাশির প্রচার করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। কেহ কেহ এবিষয়ে অসামান্য কৃত-কার্য্যতার পরিচয় দিয়া সাহিত্যসংসারে অপরিসীম প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। বঙ্গের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপন্যাসলেখক রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, মাতৃভাষার হস্তে বহুমূল্য রত্নরাশি সমর্পণ করিয়াছেন; প্রধান কবি আইনের কূট তর্কের মীমাংসায় নিযুক্ত হইয়াও, উৎকৃষ্ট কাব্যে জাতীয় ভাষা গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন; এবং প্রধান সমালোচক ও প্রধান গদ্যলেখক রাজকার্য্যের জটিলতা ও সাংসারিক গোলযোগের মধ্যে মাতৃভাষার সেবা করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছেন। ইঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাতৃভূমির সুযোগ্য সন্তান। ইঁহাদের সংগৃহীত জ্ঞানই জাতীয় সাহিত্যের পরিচর্য্যারূপ মহত্তর কার্য্যে প্রয়োজিত হইয়াছে। ইঁহারা আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য কোনরূপ আড়ম্বর প্রকাশ করেন নাই, আত্মগৌরববৃদ্ধির জন্য কোনরূপ কৌশলবিস্তারে অগ্রসর হয়েন নাই, বা আত্মকীর্ত্তিপরিকীর্ত্তনের জন্য কোনরূপ অপকার্য্যের প্রশ্রয় দেন নাই। প্রশংসা বা নিন্দা-বাদে দৃক্‌পাত না করিয়া, অপরের অনুরাগ বা বিরাগে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইঁহারা যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সেই কার্য্যেই ইঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। ইঁহারা স্বদেশীয়দিগের যেরূপ শিক্ষাদাতা হইয়াছেন, বিদেশীয়দিগকেও আপনাদের ভাষার মাধুর্য্য দেখাইয়া সেইরূপ বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ইঁহাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইঁহারা যেমন পুরস্কার বা তিরস্কারের বিষয় না ভাবিয়া জাতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও সেই ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। ধীরতা ও একাগ্রতা সহকারে মহৎ কার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হইলে অবশ্যই একদিন তাঁহাদের যথোচিত পুরস্কারলাভ হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বাঙ্গালার আলোচনা বা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়ন করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে তাঁহাদের সুনাম হইবে না,—যাঁহাদের নিকটে তাঁহারা

এতকাল জ্ঞানোপার্জ্জন করিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে উপার্জ্জিত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবেন না। এরূপ ধারণা সুবুদ্ধি বা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। কেবল আত্মম্ভরিতাপ্রকাশের জন্য কেহ কখনও জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় না। স্বদেশীয়-দিগের জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ততর করা আপনার জ্ঞানসংগ্রহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বতন রাজপুরুষগণ প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সম্মুখে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যদি দেখেন যে, তাঁহারা যাঁহাদিগকে আপনাদের জ্ঞানরত্নে ভূষিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন তাঁহাদের জাতীয় ভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইলে সেই পণ্ডিতসমাজ আপনা হইতেই তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিবেন। এই সাধু-বাদই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত পুরস্কার। যাঁহারা বাঙ্গালাভাষার আলোচনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীতে এই ভাবে পুর-স্কৃত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পুরাবৃত্তবিৎ এক সময়ে বিভিন্নদেশের পণ্ডিতগণের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে গবেষণাপূর্ণ বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক আমাদের দেশে সাহিত্যগুরুর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাঁহার বিয়োগে সর্ব্বত্র গভীর শোকের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া ইংলণ্ডের পণ্ডিতসম্প্রদায় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া-ছিলেন, এবং বাঙ্গালা ভাষার ঈদৃশ সম্পত্তি দর্শনে মূল গ্রন্থকারকে হৃদয়ের সহিত সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় পাণ্ডিত্য, গবেষণা বা রচনাকৌশলপ্রকাশ করিলে, এইরূপে ভিন্ন দেশেও সম্মানলাভ করিতে পারা যায়। দামুন্যার দরিদ্র কবি যখন দুঃসহ দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে মর্ম্মাহত হইয়া স্বীয় কাব্যপ্রণয়ন করেন, তখন বোধ হয়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার কাব্য সাহিত্যসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এবং তদীয় অপূর্ব্ব ও অকলঙ্ক কবিত্বসম্পত্তি সুদূর ইংলণ্ডের সাহিত্যসেবককেও বিমুগ্ধ করিয়া তুলিবে। কালের পরিবর্ত্তনে অসম্ভাবিত বিষয়ও সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কালের পরিবর্ত্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জাতীয় সাহিত্যের পরিচর্য্যাও এইরূপ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতে পারে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে পাঠ-কের অভাব হইবে না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে যুবকদিগের প্রবৃত্তি জন্মে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদ্বিষয়ে কিছু করা কর্ত্তব্য হইতেছে। অধিক দিন অতীত হয় নাই, অস্মদ্দেশের যে দূরদর্শী অভিজ্ঞ বিচারপতি বাইস্‌-চান্‌সেলরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি একবার বিদ্যা-লয়ের উপাধিদানের সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালাভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহার বক্তৃতার সেই অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study and Urdu and Hindi are also progressing fairly in the same direction...I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own vernaculars. Consider the lesson that the past teaches. The darkness of the middle ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of numerous modern languages. So in India, notwithstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our Society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all round will never be illumined until light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars."

ইহার ভাবার্থ এই ঃ—

"বাঙ্গালা ভাষায় এখন পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে। হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষারও অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার না হইলে, আমরা কখনও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না। অতীত সময় যে উপদেশ দিতেছে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করুন। যাবৎ বহুসংখ্যক আধুনিক ভাষায় জ্ঞানালোক চারিদিকে বিকীর্ণ না হইয়াছে, তাবৎ ইউরোপখণ্ডে মধ্যযুগের অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। সেইরূপ ভারতবর্ষে একটি অতি বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানালোক প্রসারিত হইলেও, যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের জাতীয় ভাষায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট না হইবে, তাবৎ চারিদিকের গভীর অজ্ঞানান্ধকার বিলুপ্ত হইবে না।"

পূর্ব্বতন বাইস্‌-চান্‌সেলর মহোদয় এইরূপ দূরদর্শিতাসহকারে সদুপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন রাজপুরুষগণও বারংবার এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সদুপদেশেও কোন ফল নাই। উক্ত বক্তৃতার পর একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালাপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি আবার এই বিষয়ে প্রস্তাব হইয়াছে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থ একান্ত পক্ষে পাঠ্য নির্দ্ধারিত না হইলেও অন্য উপায়ে উচ্চপরীক্ষার্থী যুবকদিগকে বাঙ্গালাচর্চ্চায় মনোযোগী করা যাইতে পারে। এখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় যেমন বাঙ্গালা রচনার নিয়ম আছে, উচ্চতর পরীক্ষায় সেইরূপ বাঙ্গালা রচনার নিয়ম করিলে যুবকগণ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী হইতে পারেন এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে যত্নপ্রকাশ করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার নিয়ম ছিল। যাঁহাদের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা কেবল রচনার জন্য স্বতন্ত্র পারিতোষিকলাভ করিতেন, এবং তাঁহাদের রচনা পুরস্কারদানের সভায় সমাগত পণ্ডিতগণের সমক্ষে পঠিত হইত। এখন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে Convocation বা উপাধিদানের সভার অধিবেশন হয়, তখন টাউনহলে সেইরূপ পুরস্কারদানের সভার অধিবেশন হইত। বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর স্যার হারবর্ট ম্যাড্‌ডক্ একবার সভাপতি ছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে বাঙ্গালারচনার জন্য একটি স্বর্ণপদক পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। তাঁহার বক্তৃতার সেই অংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"I cannot but congratulate the Council of Education and all employed under them on the increasing attention shown to the study of the vernacular language, and I should impress on the students of all our Scholastic Institutions the vast importance to themselves and their countrymen of their acquiring a thorough knowledge of the native languages.

*　　*　　*　　*　　*

"Before I leave India I shall request the Council of Education to accept a gold medal to be presented next year to the writer of the best essay in the Bengali language on such subject as may be selected, and I shall make a similar request to the Lieutenant-Governor of the North-West Provinces to accept a medal for the best essay in the Oordu language written by a student of one of the schools or colleges in that division of the presidency."

ডেপুটি গবর্ণর মহোদয়ের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই :—শিক্ষাসমাজ এবং যাহারা ঐ সমাজের অধীনে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাঁহারা এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হওয়াতে আমি আহ্লাদপ্রকাশ করিতেছি। আপনাদের জাতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করা যে নিরতিশয় প্রয়োজনীয়, তাহা আমি আমাদের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগের ও তাহাদের স্বদেশীয়দিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি।

"ভারতবর্ষপরিত্যাগের পূর্ব্বে আমি, নির্দ্ধারিত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালারচনার লেখককে পারিতোষিক দিবার জন্য শিক্ষাসমাজে একটি স্বর্ণপদক দিয়া যাইব। এইরূপ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের স্কুল বা কলেজের ছাত্রকে উর্দ্দু রচনার পারিতোষিক দিবার জন্য ঐ প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটেও একটি পদক দিব।"

রচনামহিমায়, যখন সুদূর পাশ্চাত্য জনপদের পণ্ডিতগণও বিস্ময়প্রকাশ করিতেছেন, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যাভিমানীদিগের হস্তে সেই ভাষা পূর্ব্বের ন্যায় সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট। ইঁহারা সংস্কৃতের অনুশীলন করিতে পারেন, সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া আত্মভিমানের বিস্তারে উদ্যত হইতে পারেন, সংস্কৃতগ্রন্থের প্রচারে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন না করিলে ইঁহারা জাতীয় ভাষার সৌন্দর্য্যরক্ষায় সমর্থ হইবেন না, এবং স্বদেশে স্বদেশীয় জনসাধারণের সমক্ষে সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়াও পরিচিত হইতে পারিবেন না।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। দেশের নিয়ন্তা, সমাজের পরিচালক বা তদনুরূপ প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে যখন যে বিষয়ের আদর দেখা যায়, তখন সেই বিষয়ের প্রতি সাধারণের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি বাঙ্গালার আদর দেখা যায়, তাহা হইলে যুবকদিগেরও বাঙ্গালাভাষার আলোচনায় আগ্রহ জন্মিতে পারে। যাঁহারা বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন, বঙ্গভাষায় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছেন, বিবিধ সদ্‌গ্রন্থপ্রচার করিয়া বঙ্গভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতেছেন, সংক্ষেপে যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যসেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ যদি তাঁহাদের প্রতি আদরপ্রদর্শন ও তাঁহাদের যোগ্যতার সম্মানরক্ষা করেন, তাহা হইলে যুবকগণ তদনুরূপ সম্মানলাভের জন্য অধ্যবসায়সম্পন্ন হইতে পারে। এ অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনায় অনেক সময়ে সামান্য মানুষও প্রাধান্যলাভ করিতে পারে। যিনি অপরের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার ক্ষমতা সামান্য নহে। এইরূপ ক্ষমতার সম্মান না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারভাব পরিস্ফুট হইবে না। যাঁহারা সাহিত্যসংসারে যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের প্রতিও আদর দেখাইবেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সবিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারাও সময়ে সময়ে অপরের পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় পরাজিত হইয়া থাকেন। বাইস্-চান্সেলর মহোদয়, মহামান্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রতিষ্ঠিত যে পারিতোষিকের উল্লেখ করিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একটি অপ্রসিদ্ধ উপবিভাগের একজন অধস্তন রাজকর্ম্মচারী সেই পারিতোষিকলাভে সমর্থ হইয়াছেন।

যাঁহারা সভ্যসমাজে কৃতবিদ্য বলিয়া সম্মানিত হইতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ভাষায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কেহ ভিন্নদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াও, যদি জাতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা

সম্পূর্ণ হয় না এবং তিনি কৃতবিদ্য বলিয়াও সম্মানিত হইতে পারেন না। ইংরেজীতে Culture শব্দে যে ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহার সহিত জাতীয় ভাষার অনুশীলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জাতীয় ভাষায় উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানানুশীলন করিলে, সে অনুশীলনের কোন সার্থকতা থাকে না এবং সে অনুশীলনপ্রবৃত্তিদ্বারাও সমাজের কোন উপকার সাধিত হয় না। বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ভাবরত্নে মাতৃভাষার সৌন্দর্য্যসম্পাদন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির একটি উদ্দেশ্য। যিনি এই উদ্দেশ্যসাধনে ঔদাস্যপ্রকাশ করেন, তিনি ভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও সমাজে অকৃতবিদ্য বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন বাইস্-চান্সেলর মহোদয়ের যে উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ আছে, "জাতীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার না হইলে, আমরা কখনও বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না।" এই উক্তি অতি যথার্থ। অতীতদর্শী ঐতিহাসিকগণ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। যে সকল জাতি জ্ঞানগরিমায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস এই উক্তির সত্যতার পরিচয় দিতেছে। ইংরেজ ভিন্নদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াও, যদি জাতীয় ভাষার অনুশীলনে উপেক্ষাপ্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড আজ জগতে অতুলনীয়জ্ঞানবৈভবসম্পন্ন মহাজাতির আবাসভূমি বলিয়া সম্মানিত হইত না। ইংলণ্ডের ইতিহাসের আলোচনা করুন। ইতিহাসে এবিষয়ে যে উপদেশ দিবে, তাহা কখনও উপেক্ষার যোগ্য নহে। নর্ম্মাণেরা ইংলণ্ডে অধিকারস্থাপন করিলে আপনাদের ভাষা—আপনাদের বেশভূষা—আপনাদের আচারব্যবহারের প্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হয়। তাহারা ইংলণ্ড হইতে ইংরেজী ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। একশত বৎসরকাল কোন ইংরেজ কোন প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হয় নাই। তাহাদের ভাষা, এবং যে অক্ষরে ঐ ভাষা লিখিত হইত, সেই অক্ষর পর্য্যন্ত অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে। বিধিব্যবস্থা ফরাসী ভাষায় লিখিত হয়। ধর্ম্মাধিকরণে ফরাসীভাষায় বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইতে থাকে। তিন শত বৎসর কাল, এইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্যরক্ষার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই দীর্ঘকালের চেষ্টাতেও বিজাতীয় ভাষা ইংলণ্ডে বদ্ধমূল হয় নাই। শেষে তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের আদেশে ইংলণ্ডে ফরাসী ভাষার স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ যদি ফরাসীভাষার প্রাধান্য দেখিয়া, আপনাদের জাতীয় ভাষার অনুশীলনে নিরস্ত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের ভূপতির উক্ত আদেশ আবার একটি অভিনব অত্যাচারের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু ফরাসীভাষা ইংলণ্ডে প্রথমে প্রচলিত হইলে, অধিবাসিগণ যেরূপ অত্যাচার মনে করিয়াছিল, তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের

আদেশ তাহারা সেরূপ অত্যাচারসূচক বলিয়া ভাবে নাই। বরং এই আদেশে তাঁহাদের যারপরনাই আহ্লাদের সঞ্চার হয়। ইহার অব্যবহিত পরে, ধর্ম্মযাজক উইক্লিফ্ যখন ইংরেজীতে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন, তখন তাহাদের সন্তোষের অবধি থাকে নাই। তিন শত বৎসরকাল রাজকীয় কঠোর শাসনেও ইলণ্ডবাসীদিগের হৃদয়ে জাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত ছিল; তিন শত বৎসর কাল, লোকালয়ে, সভাগৃহে, ধর্ম্মাধিকরণে, বিদ্যালয়ে, সর্ব্বত্র ফরাসীভাষা প্রচলিত থাকিলেও ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ জাতীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে-ছিল; শেষে সর্ব্বসাধারণের সেই একীভূত অনুরাগ—সেই সর্ব্বতোমুখী শ্রদ্ধার বলে অসামান্যশক্তিসম্পন্ন ভূপতিদিগের সুদীর্ঘকালের উদ্যমও পর্য্যুদস্ত হয়। ইংলণ্ড-বাসীদিগের অনুরাগ ও শ্রদ্ধায় যে ভাষা পুনঃসঞ্জীবিত হয়, সেই ভাষা এখন ফরাসী ভাষা অপেক্ষাও গৌরবান্বিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনার অপূর্ব্ব প্রভাবের পরিচয় দিতেছে।

চীনের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক যখন ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্ন-সংগ্রহ পূর্ব্বক গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন, তখন জর্ম্মণির আরণ্য ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মালোক ধীরে ধীরে গতিবিস্তার করে; ক্রমে এই আরণ্য প্রদেশ যেরূপ ধর্ম্মা-লোকে আলোকিত, সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে, উহা হইতে যে সাহি-ত্যের উৎপত্তি হয়, তাহা ক্রমে পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া, জর্ম্মণজাতিকে সমগ্র সভ্যসমাজের বরণীয় করিয়া তুলে।

এক শত বৎসরের কিছু অধিক কাল পূর্ব্বে এই জর্ম্মণ ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, ভাবিয়া দেখিলে, অধুনা উহার অসাধারণ উন্নতিতে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ সময়ে জর্ম্মণির প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে লাতিন ভাষায় উপদেশ দেওয়া হইত। জর্ম্ম-ণির অধিপতিদিগেরও জর্ম্মণ ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল না। পঞ্চম চার্লসের ন্যায় সম্রাটও বলিতেন যে, তিনি জর্ম্মণ ভাষা কেবল তাঁহার ঘোড়ার নিকটে বলিতে পারেন। ফ্রেড্‌রিক, প্রুশিয়াকে একটি সামান্য খণ্ডরাজ্য হইতে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন; তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যে জর্ম্মণ ভাষার পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যিনি ইতিহাসে 'মহৎ' বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় যিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া-ছেন, যাঁহার বিজয়িনী শক্তির মহিমা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে, তিনিও জাতীয় ভাষার জয়ে সমর্থ হয়েন নাই। সেই সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করুন। বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মণ ভাষা ফরাসী ভাষার উপরেও প্রাধান্যস্থাপন করিতেছে। মধ্য-যুগে ইউরোপে লাতিনের যেরূপ প্রাধান্য ছিল, অধুনা সাহিত্যসমাজে জর্ম্মণ ভাষারও প্রায় তদনুরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফলতঃ, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ পূর্ব্বক আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত হইয়া, যাঁহারা লোকসমাজে প্রতিপত্তি-বিস্তারে উদ্যত হইতেছেন, তাঁহারা যদি মাতৃভাষায় অজ্ঞতার পরিচয় দেন, এবং মাতৃ-ভাষার অনুশীলনে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে সমাজ কাতরভাবে তাঁহাদিগকে অকৃত-বিদ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিরত্নে ভূষিত হইলেও তাঁহা-দের শিক্ষার সার্থকতা হইবে না, পাশ্চাত্য শাস্ত্রের অনুশীলন করিলেও, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সম্মান থাকিবে না; এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে পরিচিত হইলেও তাঁহা-দের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি জাতীয় ভাষার প্রতি সর্ব্বাংশে অনুরাগ প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে এইরূপ কৃতবিদ্যাভিমানী অকৃতবিদ্যের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে।

জাতীয় ভাষার অনুশীলনের সহিত জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিকাশ হয়। চারি দিকে বিজাতীয় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ও বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাব হইলেও চীন যে অদ্যাপি চীনই রহিয়াছে, কোন বিষয়ে উহা রূপান্তরপরিগ্রহ করে নাই, জাতীয়ভাবমূলক সাহিত্য উহার একটি কারণ। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের জন্য আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জনসাধারণের ধর্ম্মপ্রবণতা অটল রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুলপ্রচার হইলেও আজ পর্য্যন্ত গৃহে গৃহে রামায়ণ এবং মহাভারতের অমৃতময়ী কথার আলোচনা হইতেছে, এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ হিন্দুর পূর্ব্ব-তন গৌরবের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের দুইখানি গ্রন্থদ্বারা এইরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আর যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে আত্মোৎ-সর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে জাতীয়ভাবে বিসর্জ্জন দিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি-কার্য্যেই যেন পাশ্চাত্য ভাবের অনুবাদ হইতেছে। আধুনিক হিতৈষিগণ জলদ-গম্ভীরস্বরে আপনাদের হিতৈষিতার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতে পারেন, সহায়সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী পুরুষগণ স্বীয় কার্য্যের জন্য আপনাদের গৌরবঘোষণা করিতে পারেন, বিদ্যাভিমানী আপনাদের অভিমানে স্ফীত হইয়া, সর্ব্বত্র আত্মগরিমার বিস্তারে উদ্যত হইতে পারেন, কিন্তু যে দুইজন অসহায় দরিদ্র কবির নাম উল্লিখিত হই-য়াছে, তাঁহাদের মহীয়সী কীর্ত্তির সমক্ষে ইঁহাদের কোন কার্য্য গৌরবান্বিত হইবে না। তাঁহারা সমাজের হিতের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সংযতভাবে সমা-জের হিতসাধন করিয়াই অনন্তপদে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহাদের মহৎ কার্য্যের জন্য লোকসমাজের যে উপকার হইতেছে, সে উপকার অতুলনীয় এবং দেশের জন-সাধারণকে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ও সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য সে উপকার চিরমহিমান্বিত। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়া-

ছিল, সেই সাহিত্য আজ পর্য্যন্ত সজীব থাকিয়া, জনসাধারণকে সমবেদনায় সম্বদ্ধ করিতেছে। যদি অবিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন হয়, স্বদেশীয়দিগের অবিচ্ছিন্ন চেষ্টায় যদি জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার ক্রমে সমৃদ্ধ হইতে থাকে, তাহা হইলে পরস্পর সমবেদনাপর, পরস্পর একতাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত এরূপ মহাজাতির আবির্ভাব ঘটিবে যে, তাহাদের জাতীয় ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া, জগতের প্রধান প্রধান জাতিও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইবে, এবং কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টন যেমন স্বদেশে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সমর্থনপ্রসঙ্গে মহাজাতির সমুত্থানের আশা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আশান্বিত-হৃদয়ে এই মহাজাতির সমুত্থান চাহিয়া দেখিবে।

পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাধিক্যে এবং এক সঙ্গে বহু বিষয়ের অধ্যয়নে জ্ঞানের গভীরতা জন্মে না। উহাতে কেবল পল্লবগ্রাহিতারই প্রশ্রয়বৃদ্ধি হয়। এ অংশে অস্মদ্দেশের টোলের অধ্যাপনাপ্রণালী উৎকৃষ্ট। যাঁহার যে বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্তি হয়, তিনি চতুষ্পাঠীতে সেই বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ অনুশীলনপ্রযুক্ত তাঁহার সেই বিষয়ে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতালাভ হয়; তিনি জ্ঞানগভীরতায় পণ্ডিতসমাজে সম্মানিত হইতে থাকেন। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার হয় নাই, পাশ্চাত্য গ্রন্থ গৃহে গৃহে স্থানপরিগ্রহ করে নাই, তখন নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপেই শিক্ষার্থীদিগকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন হইত না। এ বিষয়ে মিথিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য ছিল। অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্যারীনগরী প্রভৃতির পণ্ডিতগণ সমাগত হইয়াছিলেন; মিথিলার পণ্ডিতগণ সেইরূপ নবদ্বীপে উপস্থিত হয়েন নাই। তখন মুদ্রিত পুস্তক ছিল না, অধ্যাপকগণ যত্নসহকারে হস্তলিখিত পুস্তকরক্ষা করিতেন, উহা তাঁহাদের অমূল্যরত্নের মধ্যে পরিগণিত ছিল। মিথিলার অধ্যাপকগণ এইরূপে ন্যায়শাস্ত্রসংক্রান্ত পুস্তকগুলি আপনাদের নিকটে রাখিতেন; যতদিন ছাত্রেরা তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত, ততদিন তাঁহারা যত্নসহকারে ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। পাছে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কোন ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্রের কোন পুস্তক কোথাও লইয়া যাইতে দিতেন না। এই সময়ে নবদ্বীপের একজন অধ্যবসায়সম্পন্ন ছাত্র মিথিলায় গমন করিলেন। প্রগাঢ়অধ্যবসায়বলে ন্যায়শাস্ত্র ছাত্রের কণ্ঠস্থ হইল। ছাত্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কণ্ঠস্থ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন এবং নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে নবদ্বীপ মিথিলার গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল। বেদকীর্ত্তিত পবিত্র পঞ্চনদ হইতে সুদূর দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের ছাত্রগণ নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাগত হইয়া, শাস্ত্রাভ্যাস করিতে লাগিল। এই ছাত্রের অক্ষয় কীর্ত্তিতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত হইতেছে, এবং এই ছাত্রের গভীর জ্ঞানের নিকটে পাশ্চাত্য জনপদের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণও শ্রদ্ধাসহকারে অবনতমস্তক হইতেছেন।

অধ্যবসায়সহকারে একবিষয়ে অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলে, কিরূপ অভিজ্ঞতালাভ হয়, এইবিষয় তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেশের দারিদ্র্যকষ্টও জ্ঞানানুশীলনের একটি অন্তরায় হইতে পারে। নিরন্ন দেশ, নিরবলম্ব অধিবাসী, নিঃসম্বল বহু পরিবারের শোচনীয় দৃশ্য, যাঁহারা মানসপটে একবার অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষিত যুবকদিগের পক্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে শাস্ত্রানুশীলন কিরূপ দুরূহ ব্যাপার। যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু পরিবারের পরিপোষণভার তাঁহার স্কন্ধে সমর্পিত হইল। তিনি এই ভারে পীড়িত হইয়া, সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাকে জ্ঞানানুশীলনে বিসর্জ্জন দিতে হইল। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা হইতে যে, আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না, এইরূপ সাংসারিক বিপত্তিও উহার একটি কারণ হইতে পারে। দেশের ধনিগণ সভায় যে পরিমাণে অর্থ দিয়াছেন, তাহার তুলনায় সভা হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের কোন উপকার হয় নাই। শিক্ষার্থিগণ যথানিয়মে সভায় উপস্থিত হইয়া উপদেশ শুনিতেছেন, বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব কৌশলে বিমোহিত হইতেছেন, কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়া পারিতোষিক পাইতেছেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিতেছে? কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা সাংসারিক দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া, পূর্ব্বতন মনোনীত বিষয় বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইতেছেন। নানা কারণে অস্মদ্দেশের সহিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের তুলনা হইতে পারে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্মভেদে অস্মদ্দেশ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত। পাশ্চাত্য জনপদে যতটুকু কার্য্যে কিছুমাত্র শ্রান্তি জন্মে না, এখানে হয়ত ততটুকু কার্য্যে অবসাদ উপস্থিত হয়। ইহার পর বহু পরিবারের পরিপোষণচিন্তায় অবসন্ন হইতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমাদের দেশে নিষ্কর ভূমি বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যোৎসাহী ধনিগণ যথানিয়মে শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতদিগকে নিষ্কর ভূমি বা বৃত্তি দিতেন। পণ্ডিতগণ ইহাতে সাংসারিক চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তমনে শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং গ্রন্থরচনায় আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিতেন। এইরূপ নিয়ম থাকাতেই এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় সুললিত কবিতাও অমূল্যরত্নস্বরূপ পরমার্থপদাবলীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃতের অনুশীলন এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির এখন জন্যও স্বদেশীয় ধনীদিগের এইরূপ দানশীলতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নিজের চেষ্টায় জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনাদের চেষ্টায় যে উন্নতি হয়, সে উন্নতি দীর্ঘকালস্থায়িনী। সাহিত্যসেবক পরকীয় সাহায্যের প্রত্যাশী হইলে, হয়ত পরের মনস্তুষ্টিসাধনার্থে আত্মক্ষমতার অপব্যবহারও করিতে পারেন। আপনাদের অনুরাগ ও প্রবৃত্তি থাকিলে, জ্ঞানানুশীলনে এবং সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদিগের পুরোভাগে অনন্ত জ্ঞানরাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। অপরদিকে তাঁহাদের মাতৃভাষার দরিদ্রভাব প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। তাঁহারা এখন এই দারিদ্র্য দূরীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হউন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ অপর ভাষা হইতে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের জাতীয় ভাষার অনাদর করা উচিত নহে। তাঁহারা কখনও এই বলিয়া আত্মসমর্থন করিতে পারেন না যে, "আমরা যখন অন্য উপায়ে নানাবিষয় জানিতে পারিতেছি, তখন আমাদের জাতীয় ভাষার উন্নতিতে প্রয়োজন কি?" এরূপ উক্তি নিরতিশয় অনুদারতার পরিচায়ক। দান্তে বা চসর মাতৃভাষার দারিদ্র্যদর্শনে কখনও তৎপ্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করেন নাই, এই দরিদ্রভাবই তাঁহাদিগকে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনরূপ মহৎকার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। দান্তের পূর্ব্বে ইতালীয় ভাষা ওজস্বিতায় বা কোমলতায় গৌরবান্বিত ছিল না। ভাষার এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় দান্তে জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসম্পাদনে সমুত্থিত হইলেন। একজন মাত্র লেখক একখানি মাত্র কাব্যপ্রণয়ন করিয়া, সমগ্র সভ্যসমাজকে দেখাইলেন যে, তাঁহার স্বদেশের ভাষা কোন বিষয়ে দরিদ্র বা কোন সময়ে অসম্পূর্ণ নহে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগেরও মনে রাখা উচিত যে, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের ভাষা অনেক পরিমাণে শব্দবৈভবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এবং ওজস্বিতায়, উদ্দীপনায় ও কোমলতায় অপরাপর সভ্য জনপদের ভাষার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাষায় যে সকল উৎকৃষ্ট কাব্য, উৎকৃষ্ট উপন্যাস, উৎকৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যে কোন উন্নতিশীল ভাষায় প্রকাশিত হইলে সেই দেশ ও সেই ভাষার গৌরবের বিষয় হইতে পারে। তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগের অবচ্ছিন্ন চেষ্টাতেই ভাষার এইরূপ অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখন তাঁহারাও স্বদেশীয়দিগের অনুগামী হউন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, জাতীয় ভাষার অবনতিতে কোন দেশ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই, কোন সমাজ উন্নতিসোপানে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হয় নাই, এবং কোন জাতি উৎসাহে অবিচলিত ও উদ্যমে অপ্রতিহত হইয়া, সজীবতার পরিচয় দিতে পারে নাই। বিলাসে উপেক্ষা করিয়া, ভোগাভিলাষে বিসর্জ্জন দিয়া, সংযতভাবে জাতীয় ভাষার পুষ্টিসাধন করিলে, যে অনন্তও অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার সমক্ষে বিশ্বজয়া সম্রাটের বিশ্বব্যাপিনী বিজয়কীর্ত্তিও কিছুই নহে।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা।

ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়। কোন্ অজ্ঞাত অধিত্যকায়, কোন্ অজ্ঞাত শৈলোৎস হইতে নদীর উৎপত্তি। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্বচ্ছ পঙ্কিল, ক্ষার, স্বাদু জলস্রোতে নদীর অঙ্গপুষ্টি। সমবেত সলিলসমষ্টির কেমন উচ্ছলিত বক্র খর ভঙ্গীময় গতি। শেষে, সাগরসঙ্গমে নদীর কেমন মন্থর আয়ত শতমুখ ধারা। ভাষাপ্রবাহও নদীগতির তুল্য।

কোন্ আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোন্ প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোন্ বীরের উদ্দীপনায়, কোন্ ভক্তের ভক্তিসাধনায়, ভাষার উদ্ভব কে স্থির করিবে? কত কবি গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্যস্রোত, গীতস্রোত, রচনাস্রোত, চিন্তাস্রোতে ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হয়। জাতির মধ্যজীবনে সুপুষ্ট ভাষার কেমন গদ্যপদ্যনাটককাব্য, উপন্যাসময়নবরসরুচির অভিরাম প্রবাহ লক্ষিত হয়। শেষে, ভাষার চরম উন্নতির কালে জাতীয় সাহিত্যের কেমন প্রশান্ত, গম্ভীর সর্ব্বতোমুখ প্রসার। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়।

সকল নদীই জলস্রোত; কিন্তু নদীতে নদীতে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, নদীর এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা চাই। সিন্ধুনদে বর্ষায় বন্যা না হইয়া শীত কালে কেন বন্যা হয়, আর গঙ্গানদীতে শীতে বন্যা না হইয়া বর্ষাকালে কেন বন্যা হয়; এ প্রভেদ, নদনদীর এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না। ভাষারও এইরূপ। সকল ভাষাই বাক্যস্রোত। কিন্তু ভাষাতে ভাষাতে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, ভাষাগত এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, ভাষার উদ্ভব ও কলেবরের পুষ্টি বুঝা চাই। গ্রীসে হোমর কেন, ইতালীতে দান্তে কেন, ভারতে কালিদাস কেন, ইংলণ্ডে সেক্ষপীয়র কেন, এ প্রভেদ, গ্রীক ইতালীয় সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না।

নানা কারণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝিবার জন্য সভ্য জগৎ সচেষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রনদ কি মানসসরোবরজাত, ইহার অঙ্গ কি সামপুর জলে পুষ্ট; নীলনদী কি নায়েনজাহ্রদ হইতে উদ্ভূত, ইহার অঙ্গ কি অটবরার সলিলে প্রবৃদ্ধ; এই সকল কথার সুমীমাংসার জন্য কত ভূগোলবিৎ কত নৌযাত্রার শ্রম ব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় সভ্য জগতের এই শ্রম ব্যয় বিপদ অধ্যবসায়ের মূলে জাতীয় স্বার্থান্বেষণ নিহিত আছে। বোধ হয় তাঁহারা বুঝিয়াছেন জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নদীর গতি বুঝা আবশ্যক। আর

নদীর গতি বুঝিবার জন্য তাহার উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের নৌযাত্রার এত শ্রম ব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার। ভাষার উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি বুঝিবার জন্যও ভাষাস্রোতে নৌযাত্রা আবশ্যক। এই নৌযাত্রার জন্য প্রয়োজনমত শ্রমব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যক। অন্যথা ভাষার প্রভেদ, ভাষার বিশেষত্ব—ভাষা-প্রবাহের স্বরূপ, বুঝা যাইবে না।

নদীর স্রোতের মত ভাষার স্রোতেও কয়েক বৎসর হইতে সভ্য জগৎ নৌযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। জননী লাটিন ভাষার কোন্ 'প্রাকৃত' প্রত্যঙ্গ হইতে ফরাশীর উৎপত্তি; বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি আদি কবি চশরের সহিত ফরাসী রোমান্সলেখকদিগের কি সম্বন্ধ; লুথরের বাইবেলের অনুবাদ কি পরিমাণে জর্ম্মন ভাষার শিশু অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছিল; এই সকল কথার মীমাংসার জন্য কত ভাষাতত্ত্ববিৎ কত শ্রম ব্যয় আয়াস অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সভ্য জগতের এই শ্রম ব্যয় আয়াস অধ্যবসায়ের মূলেও জাতীয় স্বার্থান্বেষণ নিহিত আছে। তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে ভাষাগত জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাষার প্রবাহ বুঝা আবশ্যক। আর ভাষার প্রবাহ বুঝিবার জন্য তাহার উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের ভাষাস্রোতে নৌযাত্রার এত শ্রম ব্যয় আয়াস ও অধ্যবসায়।

ভাষার এই উদ্ভব কোথায়? ভাষার এই কলেবরপুষ্টি কোথা হইতে? দেশ কাল ও অবস্থাভেদে ভাষার উদ্ভব কোথায়ও আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোথায়ও প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোথায়ও বীরের উদ্দীপনায়, কোথায়ও ভক্তের ভক্তিসাধনায়। ভাষা-প্রবাহের যে অংশ আমাদিগের নয়নের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে, সে অংশ উদ্ভব-স্থান হইতে এত যোজন দূরে, যে বহু আয়াসেও ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণানৌকা ততদূর পহুঁছিতে পারে না। সুতরাং অনেক ভাষার উদ্ভবস্থান আজিও স্থির হয় নাই; কখনও হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ।

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্যস্রোত গীতস্রোত রচনাস্রোত এবং চিন্তাস্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবরপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণার লক্ষ্য এই প্রাচীন কবি গায়ক লেখক ভাবুকের কাব্যগীতরচনাচিন্তার সংগ্রহ। তাঁহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার, প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম। ভাষা তত্ত্ববিদ্ বুঝেন যে, এ সকল না বুঝিলে ভাষার কলেবরপুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবর পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেই জন্যই প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তা বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম ব্যয় আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার।

প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। অবশ্যই কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, কোন উচ্চ জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ এই

শ্রম ব্যয় আয়াস অধ্যবসায় স্বীকার করিতেছেন। এই প্রয়োজন কি? প্রাচীন কাব্য গীত রচনা চিন্তার আলোচনায় প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিশেষই আছে। আর প্রয়োজন এক নহে অনেক। কথাটার একটু অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ ফল কি, কাব্যামোদী মাত্রেরই বিদিত আছে। এ ফল হৃদয়ের একটা প্রসার, জ্ঞানের একটা বিস্তৃতি, চিত্তের একটা গভীরতা, সুখের একটা পরাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন্দ লাভ। অধিকন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব ভাব, একটা সারল্য স্বাভাবিকতা অকপটভাব আছে, যাহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক ফল।

দ্বিতীয় কথা। নবীন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্ত্তনরূপে বুঝা চাই; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কিরূপে কত দিনে ক্রমবিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই। অর্থাৎ এ সকল বিষয় ঐতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাসের আলোকে দেখা চাই। যেমন বাষ্পীয় যানের স্বরূপ বুঝিতে আমরা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বাষ্প ক্রীড়াযন্ত্রের ক্রমোন্নতি ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি; যেমন শঙ্করের বেদান্ত মত বুঝিতে আমরা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত অদ্বৈত বাদের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি, এইরূপ নবীন সাহিত্য সম্যক্ বুঝিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা চাই। এইরূপে আমরা নবীন সাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; অন্যরূপে নহে। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচক কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাকাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের নিন্দা করিতেছেন। "এরূপ পাঠে আলোচনা হয় না, ইহাতে অযথা উপাসনারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে আমাদের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়, কিন্তু আদর্শের উদ্ভব কিরূপে, তাহা আমরা জানিতে পাই না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিকের পক্ষে মহাকবির কাব্যাদির এরূপভাবে আলোচনা বড় অসঙ্গত। এরূপে আমরা কবিকে কালের সম্বন্ধ হইতে অপহৃত করিয়া লই, কবির প্রকৃত জীবন, কবির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করিয়া লই। এরূপে সমালোচনা প্রচলিত অযথা আদরের অনুবর্ত্তী হয়; এবং সাহিত্যের বিকাশক্রমের আলোচনাবিষয়ে অযত্ন ঘটে"। *

---

*It (a classic) claims not study but veneration; it does not show us how the thing is done, it imposes upon us a model. Above all for the historian, this creation of classic personages is inadmissiable; for it withdraws the poet

ফরাসী সমালোচক মহাকবির কাব্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন নবীন সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা বলা যায়। নবীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধবিহীন করিয়া, সাহিত্যের বিকাশক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রীতিমত আলোচিত হইতে পারে না। নবীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস রচনাপ্রণালী বুঝিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস রচনাপ্রণালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এই প্রয়োজন এক নহে, অনেক।

তৃতীয় কথা। ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ—সমাজের তেমনি জীবনের একটা ইতিহাস আছে। আর সমাজের যে প্রধান বন্ধনী—ভাষা, যাহাতে বায়ুতাড়িত বালুকণার মত ব্যষ্টি মানুষ দশদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাজে দলবদ্ধ থাকে, সেই ভাষারও একটা ইতিহাস আছে। সজীব মানুষের ভাষাও সজীব। ভাষাও অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত, অবিশেষ হইতে বিশেষ, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, অবিকাশ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যাকৃত বিশিষ্ট ব্যক্ত বিকশিত ভাষারও অঙ্কুর হইতে পল্লব, পল্লব হইতে শাখা, শাখা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মহামহীরুহের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকাশের ক্রমই ভাষার ইতিহাস। ইংরাজী ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে গথিক হইতে স্যাকসন, স্যাকসন হইতে অর্দ্ধ স্যাকসন, অর্দ্ধস্যাকসন হইতে আদ্য ইংরাজি, আদ্য ইংরাজি হইতে মধ্য ইংরাজি, মধ্য ইংরাজি হইতে পুরাতন ইংরাজি, পুরাতন ইংরাজি হইতে আধুনিক ইংরাজির প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজি ভাষার ইতিহাস।* এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষা-সংস্কৃত, ভাষাসংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বাঙ্গালা

---

from his time from his proper life, it breaks historical relationships, it blinds criticism by conventional admiration and renders the investigation of literary origins unaceptable.—M. Charles, d'Hericault quoted in M. Arnold's Essays in criticism.

*The grammar of modern English is not the same as the grmmar of Wycliffe. Wycliff's English may be traced back to what we may call Middle English from 1500 to 1330; Middle English to Early English from 1330 to 1230, Early English to Semi Saxon from 1230 to 1100 and Semi Saxon to Anglo Saxon.

Max Müller : Science of Language, First Series P. 132.

ভাষার ইতিহাস। এই ভাষার ইতিহাসজ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানসাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাসজ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার আলোচনার প্রয়োজন।

আর এক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরণসংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান থাকা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক। এ বিষয়ে পণিনির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এসম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত এই। "ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীনতম কাব্য বেদ অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি। বেদ মন্ত্রের ভাষা এবং পরবর্ত্তী কালের রচনার ভাষা এই উভয়ের প্রভেদ সযত্নে লিখিত ও রক্ষিত হইত। ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রথম উদ্যমের নিদর্শন প্রাতিশাখ্য। ঐ সকল গ্রন্থের উপর দৃঢ় ভিত্তি করিয়া বৈয়াকরণের পর বৈয়াকরণ যে অদ্ভুত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহা পাণিনির ব্যাকরণে সম্পূর্ণতা লাভ করে।"*

এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কারণ কোন ভাষার প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণসংকলন সর্ব্বথা অসম্ভব।

আর যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যে একই আর্য্য ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, গথিক, কেল্‌টিক ও স্লাভনিক, এ সকল ভাষার জননী, ইহারা যে পরস্পর ভগিনী স্থানীয়া, এ তত্ত্বের উদ্ভাবন ও মীমাংসা কেবল ঐ সকল ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ যদি আমরা সংস্কৃতের দুহিতৃ-ভূতা বাঙ্গালা হিন্দী গুরমুখী মহারাষ্ট্রী উড়িয়া আসামী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষার ভগিনীসম্বন্ধ বুঝিতে ইচ্ছা করি, যদি একটা ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান রচনা করিবার প্রয়াস করি, তবে আমাদিগকে ঐ সকল ভাষার প্রাচীন কাব্যগীতরচনা চিন্তার বহুল আলোচনা করিতে হইবে।

চতুর্থ কথা। কোন ভাষার প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু প্রচলিত শব্দ সকলের প্রচলিত অর্থসংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। প্রণালী বিশুদ্ধ অভিধানে অধুনা প্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ উৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। এবিষয়ে মারের নূতন ইংরাজি

* Max Müller : Science of Language. First Series. p 126.

অভিধানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অভিধান ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ে ইংরাজ জাতির আয়াস ও অধ্যবসায়ের চরম উদাহরণ। এই অভিধান সংকলন বিষয়ে সহস্র সহস্র মনীষী পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্পাদক মারে সাহেব এইরূপ* লিখিয়াছেন। "এই অভিধানে প্রত্যেক শব্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে;—কবে কিরূপে কি আকারে কি অর্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয়; কালে কালে উহার আকার ও অর্থের কি বিকাশ হইয়াছে; ঐ আকার ও অর্থের কোনগুলি প্রচলিত, কোনগুলি অপ্রচলিত। কি প্রণালীতে, কতদিন হইল, কি নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি আবার দৃষ্টান্তসহ দেখাইবার জন্য সেই শব্দের প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রয়োগ বা আজ কালকার প্রয়োগ পর্য্যন্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপে সেই শব্দের ইতিহাসও অর্থক্রম প্রকটিত হইয়াছে; এবং ঐতিহাসিক নিয়মে, আধুনিক শব্দ বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হইয়াছে"। বলা বাহুল্য এই রীতি অনুযায়ী অভিধান সংকলন হওয়া উচিত; আর এইরূপে অভিধান সংকলিত করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভূত আলোচনা আবশ্যক। মারের অভিধানগত একটা শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিড শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে অন্ততঃ দেড়শত প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদি হইতে উদ্ধারের সংখ্যা অধিক। প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধারেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। অতএব এই একটা শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য নয়শত বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে হইয়াছে। বোধ হয়, এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অভিধানসংকলনের জন্য প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার প্রভূত আলোচনা আবশ্যক।

---

*It endeavours (1) to shew with regard to each individual word when how in what shape and with what signification it became English; what development of form and meaning it has since received; which of its uses have in the course of time become obsolete and which still survive; what uses have since arisen by what processes and when: (2) to illustrate these facts by a series of quotations ranging from the first known occurrence of the word to the latest or down to the present day; the word being thus made to exhibit its own history and meaning: and (3) to treat the etymology of each word strictly on the basis of historical fact and in accordance with the methods and results of modern philological science—Murray's New English Dictionary. Preface p. 1.

পঞ্চম কথা। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে তন্তুবিচ্ছেদ * বলেন, ভাষার উদ্দামযৌবনে প্রায়ই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। শিক্ষাবিস্তারের সহিত ভাব ও ভাষার একটা আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের আরম্ভ হয়। তাহার ফলে জাতীয় সাহিত্য বিজাতীয় আদর্শের অনুগামী হইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে সংযোগ-তন্তু, যে ধারাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহুদিন হইতে ইংরাজি সাহিত্যের ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় বিশেষত্ব হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই সূক্ষ্মদর্শী চন্দ্রনাথ বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন "এখনকার বাঙ্গালা কবিতা (সাহিত্য বলিলে হয় না?) প্রায়ই চিনিতে পারি না; সে জন্য আমি বড় কাতর"। মনীষী ৺বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এখনকার বাঙ্গালা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরাজি যে না জানে, সে বোধ হয়, সকল সময়ে বুঝিতে পারে না"। এই বিকৃতি দূর করিবার জন্য, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগতন্তু অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক। বিজাতীয় আদর্শের পার্শ্বে প্রাচীন জাতীয় আদর্শ সাহিত্যসেবীর নয়নের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্য, গীতরচনাচিন্তার আলোচনার এই আর এক প্রয়োজন।

শেষ কথা। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ তুল্য; যে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব—জাতির যাহা রীতি নীতি প্রণালী পদ্ধতি—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। সেক্ষপীয়র যে নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্বগ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা। এ হিসাবে কবি সমসাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক যুগ অতীত হইয়াছে; সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার, ব্যবহারের চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এইরূপ ইলিয়াদে* অতীত গ্রীকজীবনের এবং এদায় † অতীত স্ক্যানডিনেভীয় জীবনের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। বাস্তবিক জাতীয় ইতিহাসলেখকের জাতীয় সাময়িক সাহিত্য উৎকৃষ্ট অবলম্বন। মেকলে সাহেব সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে তাৎকালিক নাটকাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। অতএব অতীত

---

*Solution of continuity.

* Homer's Iliad.

† The two Eddas.

যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য, তখনকার রীতিনীতি, আচারবিচার, প্রণালীপদ্ধতি জানিবার জন্য, প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

সেই জন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকপটভাব ও স্বাভাবিকতার আস্বাদ; দ্বিতীয়, নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়; তৃতীয়, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণসংকলন এবং ভাষাবিজ্ঞানরচনা; চতুর্থ, প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধানপ্রণয়ন; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্তজ্ঞান। এইসকল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রাচীন কাব্য গীতরচনাচিন্তার আলোচনা অপরিহার্য্য। বলা বাহুল্য, এই সকল অতি উচ্চ প্রয়োজন এবং ইহাদিগের সম্যক্ সাধনেই জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং উর্দ্ধ গতি।

এই সকল উচ্চ প্রয়োজন বুঝিবার জন্য কতকটা জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যক। জাতিসাধারণ্যে কতক পরিমাণে সাহিত্যের অনুশীলন প্রবর্ত্তিত না হইলে এই সকল প্রয়োজনের সাধন একরূপ অসম্ভব। সেই জন্য দেখা যায়, জাতীয় সাহিত্যের কতকটা উন্নতি সাধিত হইলে পর, প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। তখন প্রাচীন কাব্য গীতরচনাচিন্তার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; কেবল অল্পাংশই অনাদর অন্ধকারে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া অবশিষ্ট আছে। তখন বিস্মৃতিপারাবার হইতে যথাসম্ভব সেই রত্নরাশি উদ্ধৃত করিবার জন্য কত শ্রমব্যয় আয়াস অধ্যবসায় স্বীকার করিতে হয়। কিছুদিন হইতে ইউরোপে জরমান ফরাসী ও ইংরাজজাতি এ বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। এ জন্য সভাসমিতির স্থাপনা হইয়াছে। এক ইংলণ্ডেই ভাষাবিজ্ঞান সভা, প্রাচীন সাহিত্যসভা, চসরসভা, প্রভৃতি দৃঢ়প্রযত্নে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার মধ্যেই অনেক সুফল ফলিয়াছে। ইংরাজি ভাষার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইংরাজি ব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছে, প্রণালীবিশুদ্ধ ইংরাজি অভিধান সংকলিত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার এত ফল।

সুখের বিষয়, আমাদেরও প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গালা বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির শুভাদৃষ্ট বটে। বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি অদূরবর্ত্তী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত করেন। তাহাতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের পদাবলি সংগৃহীত হয় এবং কবি কঙ্কণের চণ্ডী এবং রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাসী প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাষান, শিবায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, ভক্তিবিলাস প্রভৃতিও মুদ্রিত হইয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত, পদকল্পতরু, রামপ্রসাদ ও ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাবলি ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃষ্ণরামের আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন সম্প্রতি অনেক প্রাচীন কাব্যের সংগ্রহ করিতেছেন। অতএব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যে, বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রাচীন সাহিত্য-সংগ্রহের জন্য শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায় যেরূপ সংহতরূপে ও স্থায়িভাবে হওয়া উচিত, তাহার কিছু হইয়াছে কি? অথচ সংহত ও স্থায়ী উদ্যম এবং চেষ্টা ভিন্ন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। এ দুরূহ ব্রতসাধনে যে সময়, শক্তি ও অর্থের প্রয়োজন, তাহা অল্পলোকেরই আছে। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় নিঃস্বার্থভাবে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের জন্য শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের শত ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এখনও অনেক কায বাকি আছে। বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীদিগের সংহত ও স্থায়ী উদ্যমে তাহা সম্পাদিত হওয়া উচিত। এবিষয়ে সকলে সচেষ্ট হউন। কারণ এ কাজ সম্পন্ন না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশ-ক্রম পরিজ্ঞাত হইবে না; বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সংগৃহীত হইবে না। বাঙ্গালায় বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ এবং প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সংকলিত হইবে না; বাঙ্গালী জাতির অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইবে না; আর বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান বিকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া প্রাচীন ও নবীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার সংযোগতন্তু রক্ষিত হইবে না। এই সকল কথা কৃত্তিবাসের দৃষ্টান্ত লইয়া পরবর্ত্তী প্রবন্ধে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?

সাহিত্য জাতিপ্রসূত লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি হউক, অথবা জাতিবিশেষের লিখিত মনোভাবই হউক, সাহিত্যসংসারের একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। সাহিত্য মানবের সমক্ষে অন্তর্জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে। সাহিত্য লোকস্থিতির পক্ষে মহাশক্তি-রূপে এবং লোকোন্নতির পক্ষে প্রবলসহায়রূপে মানব সমাজের শত প্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছে,—এবং সাহিত্য দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান অপসারিত করিয়া দিয়া মানবসমাজে জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। এখন দেখা যাউক, জাতীয় সাহিত্যের কিছু আবশ্যকতা আছে কি না ?

আমি বিবেচনা করি, জাতীয় সাহিত্য ব্যুৎপত্তির পথপরিষ্কারক। অধীত বিদ্যার উপরে স্বীয় অধিকার স্থাপনার নাম ব্যুৎপত্তি, কিংবা যে শক্তিতে অধীত বিদ্যাকে যথেচ্ছ-রূপে প্রচলিত ও ব্যবহৃত করিতে পারা যায়, তাহার নাম ব্যুৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি জাতীয় সাহিত্যের আলোচনাব্যতিরেকে সহজে লাভ করা যায় না। আমাদের দেশের বালকেরা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচ ছয় বৎসরের পরিশ্রমে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও অপরাপর বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে, ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে ইতিহাস ভূগোলাদি বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান কোন রূপেই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান বালকের মনে সহজেই যেরূপ অঙ্কিত হয়, বিদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান সহজে সেরূপ মুদ্রিত হয় না। এ কথা একদিকে যেমন ঠিক, অপর দিকে সেইরূপ এ কথাও ঠিক যে,—স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা বালকের চিত্তে এরূপ যোগ্যতার সঞ্চার করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা বালকচিত্ত ভবিষ্যতে বিদেশীয় সাহিত্য ও বিদেশীয় শিক্ষা সহজেই আয়ত্ত করিবার পক্ষে অনুকূল ও অধিকারী হইয়া উঠে। এই কারণ বশতঃ দেখিয়াছি,—এতদ্দেশীয় ইংরাজীশিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যেই দেখিয়াছি,—যাঁহারা স্কুলে বা কলেজে পঠদ্দশায় পদে পদে শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিকট প্রশংসার পাত্র হইয়া-ছেন, এবং অবশেষে সকল পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষিত

সমাজের বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রথমাবস্থায় বাঙ্গালাসাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন কি, তাঁহাদিগের অনেকেই ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বা অপর কোন স্থানের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে এরূপ এক সময় ছিল,—যখন বালকদিগকে প্রথমাবস্থায় গ্রীক ও লাটিন অধ্যয়নে নিযুক্ত করা হইত। এইরূপ ব্যবস্থা সুফলোৎপাদক হয় নাই, এই কারণ উত্তরকালে ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।* প্রথমাবস্থায় স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা ও উহার উপর অধিকার লাভ ব্যতিরেকে মানুষ যে, ভবিষ্যতে বিদেশীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত ও উত্তরকালে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, আমি ইংলণ্ডীয় শিক্ষার ইতিহাস হইতেও তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। যথা—"learning our own language first is the most expeditious way to come at the knowledge of another, else why are not our youths in England, designed for scholars set to Latin and Greek before they are taught English."†

জাতীয় সাহিত্য একদিকে ব্যুৎপত্তির পথ-পরিষ্কারক,—অপরদিকে কৃতবিদ্যতারও সঞ্চারক। জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ব্যতীত কৃতবিদ্যতার উৎপত্তি অসম্ভব। ইংরাজি ভাষায় যাহাকে Culture বলে, বাঙ্গালা ভাষায় আমি তাহাকেই কৃতবিদ্যতা নামে অভিহিত করিতেছি। আমি ইংরাজি, ফরাসি, জর্ম্মণ, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি বহুভাষায় বিশারদ হইয়াছি, আমি ইংরাজি ভাষায় অনর্গল দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিতে পারি, গ্রীক ভাষায় অবিশ্রান্ত বর্ষার বারিধারার ন্যায় ছয় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া লোককে স্তম্ভিত করিতে পারি, পুরাতন গ্রীকদিগের সামাজিক ও সাংসারিক কোন একটা তত্ত্ব প্রশ্নমাত্রেই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইতে পারি, নরমান্ অধিকারের সময়ে ইংরাজেরা কোন দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইত, রাজ্ঞী এলিজাবেথের পরিধেয় গাউন্‌টি বিস্তার ও পরিধিতে কয় হস্ত ও কয় অঙ্গুলি পরিমিত ছিল,—ইত্যাদি সংবাদ জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার অব্যবহিত পরেই বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু স্বদেশীয় ভাষায় দুইটা কথার যোজনা করিতে হইলে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে, স্বদেশীয় সাহিত্য ও

---

* Were the faculties of the young unfolded in preparatory Vernacular schools, they would learn a *foreign* tongue *much sooner*, on the same principle as the man who receives a good general education is better qualified for a profession,—it has been found a mistake in England to begin too early with the study of Latin and Greek, and the English Vernacular is in consequence *now* cultivated at Eton, Westmininster &c, with assiduity.—*Calcutta Review Vol. XXII. P 296.*

† *Calcutta Review Vol. XXII, P 296.*

স্বজাতীয় সমাজ সংক্রান্ত কোন একটা সামান্য প্রশ্ন উপস্থিত করিলেই কণ্ঠশুষ্ক হইয়া পড়ে,—শরীর শিহরিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করি, আমার মত লোককে আপনারা কৃতবিদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? আমি দেশ মধ্যে কৃতবিদ্য নামে পরিচিত, শিক্ষা-সমাজে সম্মানিত,—অথচ স্বদেশীয় সাহিত্যের সহিত আমার আদৌ সাক্ষাৎ নাই। জিজ্ঞাসা করি,—সংসারে ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক কথা আর কি হইতে পারে? আমি মাতৃভক্ত সন্তান বলিয়া প্রখ্যাত হইতে চাহি, অথচ আপনার মাকে মা বলিয়া স্বীকার করি না,—এমন কি মাতৃ-মুখ জন্মেও একবার দর্শন করিতে উদ্যত হই না! বড়ই দুঃখের বিষয়,—এতদ্দেশে এইরূপ মাতৃভক্ত সন্তানের সংখ্যাই অধিক,—এইরূপ কৃতবিদ্যের দলই প্রবল! জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা বিনা মানুষ যেমন বিজাতীয় সাহিত্যালোচনার অধিকারী ও অনুকূল হয় না, সেইরূপ কৃতবিদ্য নামে আখ্যাত হইবারও উপযুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—জাতীয় সাহিত্য সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের চরিত্রের উৎকর্ষসাধক ও জ্ঞানোন্নতিকারক। সকল জাতি ও সকল দেশের ভিতরেই এক দল লোক দেখিতে পাওয়া যায়,—যাঁহারা ইচ্ছা করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মালোক সমাজের উন্নত শ্রেণীর মধ্যেই বিকীর্ণ হউক,—মনের উন্নত ভাব এবং চরিত্রের স্বর্গীয় বিকাশ কেবল সমাজের শিরোভাগেই বিকশিত হইতে থাকুক; আর সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ অর্থাৎ তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায়ান্তর্গত ব্যক্তিরা কেবল আপন আপন পুরুষ-পরম্পরাগত বৃত্তি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়াই কালাতিপাত করুক। আমি তাঁহাদিগের এই অযথা আপত্তি বা একান্ত অসহনীয় আবদারকে সর্ব্বাংশেই অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। মানুষমাত্রেই বিধাতার সন্তান,—মানুষমাত্রেই বিধাতৃপ্রদত্ত অধিকারে অধিকারী। মানুষমাত্রেই শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে আপন আপন অন্তর্নিহিত জ্ঞানের অঙ্কুরকে বৃক্ষে পরিণত করিবে, ক্রমে সেই বৃক্ষকে শাখাপ্রশাখায় সুশোভিত করিবে, এবং অবশেষে সেই শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত জ্ঞান-বৃক্ষ অশেষবিধ ফল ফুলের উৎপাদক হইয়া উঠিলে, তদ্দ্বারা আপনার ও অপরের শান্তিসুখ বিধান করিতে থাকিবে, ইহাই বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা ও আদেশ। এই ইচ্ছা সিদ্ধ না হইলে,—এই আদেশ প্রতিপালন করিয়া না চলিলে, সমাজ অশান্তির কারণ হইয়া উঠে,—সংসার দুঃখদুর্গতির আকর হইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ধর্ম্মকে শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার অধিকারও কাহার নাই,—উন্নত চিন্তা ও উন্নত ভাবকে সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে ন্যস্ত করিয়া রাখিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ধর্ম্মালোক সমাজের সকল অংশে—সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া দাও, জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বসমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া রাখ, তন্তুবায় ইচ্ছা করিলে সেই দ্বারে প্রবিষ্ট হউক এবং যথাশক্তি জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক আপনার চিরাগত বৃত্তির অবলম্বনে কালাতিপাত করুক। ইচ্ছা করিলে কৃষকপুত্রও সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া আপ-

নার ইচ্ছানুরূপ জ্ঞানরত্ন লাভ করুক, এবং লব্ধজ্ঞান হইলে পিতৃ-পিতামহাদির মত হলচালনাতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক। সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মকে সংসারের সকল অংশে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি যে,—বাঙ্গালা দেশে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইতিহাসকীর্ত্তিত কবি তুলসীদাস নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের চরিত্রের উন্নতি ও জ্ঞানের বিকাশপক্ষে যে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনা মানবজাতির সাহিত্যের ইতিহাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দেখিয়াছি,—পণ্যবিক্রেতা পণ্যশালায় উপবিষ্ট হইয়া হস্তস্থিত তুলাদণ্ডের সাহায্যে ক্রেতাকে সামগ্রীবিক্রয় করিতেছে,—আর মহাভারত-পাঠ-নিযুক্ত পুরোহিতের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"যুধিষ্ঠির কি করিলেন ?" পুরোহিত তদুত্তরে বলিলেন—"তার পর যুধিষ্ঠির অমুক কর্ম্ম করিলেন।" তখন পণ্যবিক্রেতা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—"তা ত তিনি করিবেনই,—তিনি যে ধর্ম্মপুত্র"। এইরূপ বলিয়া বাঙ্গালার এক জন সামান্য মুদি বা পণ্যবিক্রেতা যুধিষ্ঠির-চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। আমি দেখিয়াছি,—পল্লীগ্রামের প্রান্তরে ধূমপাননিরত কৃষকেরা হলচালনা করিতেছে, আর লক্ষণের জ্যেষ্ঠ-প্রীতি বা জ্যেষ্ঠভক্তির কথা আলোচনা করিয়া বিস্ময়ে এক এক বার স্তম্ভিত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি,—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সামান্য নারীগণ পর্য্যন্ত সুগভীর কূপ হইতে জলোত্তোলন করিতেছে,—আর সতীকুল-শিরোমণি সীতাদেবীর বনবাস ও অগ্নিপরীক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া জলোত্তোলনজনিত শ্রান্তির শান্তি করিতেছে। আমি দেখিয়াছি,—বিপুল-কলেবরা বেগবতী সরযূর তটে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিয়াছি,—অযোধ্যার নিরক্ষর লোকেরা পর্য্যন্ত সরযূবারি স্পর্শ করিয়া একদিকে কৃতার্থ হইতেছে, অপরদিকে সেই অতুলকীর্ত্তি কবি তুলসীদাসের অমৃতসিক্ত গাথায় রঘুবীর রামচন্দ্রের অমানুষিক পিতৃভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছে। ভারতের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, সকল প্রদেশে সকল স্থানে রাম ও লক্ষ্মণ, সীতা ও সাবিত্রী প্রভৃতি যেন একান্ত আত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় গৃহীত ও সমাদৃত হইতেছেন। ভারতে এমত গৃহ নাই,—যে গৃহে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রমাহাত্ম্য আলোচিত না হয়, ভারতের এমন নারী নাই,—যে নারীর কণ্ঠে সতীত্বের সাক্ষাৎ-মূর্ত্তিরূপিণী সাবিত্রী বা সীতাদেবীর কথা কীর্ত্তিত না হয়। রামচন্দ্রের অলৌকিক সত্যনিষ্ঠা, যুধিষ্ঠিরের অদ্ভুত ক্ষমা, এবং সীতা ও সাবিত্রীর অভাবনীয় পতিপ্রাণতা বাঙ্গালার আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যে এত সাধারণ হইয়া পড়িল কিরূপে ? বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য না থাকিলে,—অবিনশ্বর-কীর্ত্তি কৃত্তিবাস ও কাশীদাস আবির্ভূত না হইলে, এই অমূল্য আদর্শনিচয় কখনই সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রতিভাত হইতে পারিত না। আমি বিশ্বাস করি,—শত উপদেশে, শত বক্তৃতায়, শত ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনে বাঙ্গালীর যাহা হয় নাই।

হইবে না, কেবলমাত্র কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের আবির্ভাবে তাহা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি বিশ্বাস করি,—ইয়ুরোপে অল্প মূল্যের সংবাদপত্র, সাধারণ পুস্তকালয়, বাইবেল, এবং পাদরী সাহেবদিগের বক্তৃতা একযোগে যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, বাঙ্গালায় কাশীদাস ও কৃত্তিবাস তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, কাশীদাস ও কৃত্তিবাস মহাভারত ও রামায়ণ বাঙ্গালায় না লিখিয়া ইংরাজি বা অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিলে তদ্দ্বারা বাঙ্গালার কোন্ কল্যাণ সিদ্ধ হইত? জিজ্ঞাসা করি, কিছুদিন হইতে ইংলণ্ডে এবং ইয়ুরোপের অপরাপর স্থানে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের—বিশেষতঃ শ্রমজীবিদিগের জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থ যে সকল বিদ্যালয় ও বক্তৃতালয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সেই সকল বিদ্যালয় ও বক্তৃতালয়ে জাতীয় ভাষা বা জাতীয় সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন না করিলে তদ্দ্বারা কি কোন সুফলোৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল? বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা এক দিকে যেমন বহু আয়াস-সাপেক্ষ,—অন্যদিকে সেইরূপ বহুব্যয়-সাপেক্ষ। এই কারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা সম্ভব হইলেও নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের পক্ষে তাহা কোন অংশেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং নিম্নশ্রেণী ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোন্নতি ও চরিত্রোন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

চতুর্থতঃ—জাতীয় সাহিত্যের সেবায় উদ্ভাবনা ও প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে। আমেরিকার একজন দূরদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"literature is the nurse of genius" অর্থাৎ সাহিত্য প্রতিভার পরিপোষক। সাহিত্য প্রতিভার পরিপোষক বটে, আবার উদ্ভাবনার উদ্দীপকও বটে। যে জাতি আপনার জাতীয় সাহিত্যে বিসর্জ্জন দিয়াছে, যে জাতি জাতীয় সাহিত্যের স্থানে বিদেশীয় সাহিত্যকে আসন প্রদান করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে উদ্ভাবনাশালী বা প্রতিভা-সম্পন্ন লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর আমি জাতীয় সাহিত্যের পঞ্চম আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিতেছি। জাতীয় সাহিত্যের অভাবে সংস্কার ও আবিষ্কারের পথে অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে। কি সমাজ-সংস্কার, কি রাজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার, সকল সংস্কারই জাতীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সমাজের জন্য যাহা কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যকে অবলম্বস্বরূপ না করিলে তিনি স্বদেশীয়দিগকে আপনার অভিমত বুঝাইতে সমর্থ হইতেন না, এবং জাতীয় সাহিত্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন না। ইয়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন পোপদিগের আধিপত্য ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার উপকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, যখন পোপদিগের তীব্র কটাক্ষ ইয়ুরোপবাসী নরনারীর মর্ম্মভেদ করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা তিল তিল করিয়া

হরণ করিতেছিল, যখন ইয়ুরোপের স্বর্ণকিরীটী সম্রাটগণ আপন আপন মস্তকোপরি পোপদিগের পাদুকা বহন করাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন, এবং যখন ধর্ম্মের নামে ইয়ুরোপের ভজনামন্দিরে ও সন্ন্যাসিনিবাসে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতাস্রোত যুগপৎ প্রবাহিত হইতেছিল, তখন জর্ম্মণির এক প্রান্ত হইতে মার্টিন লুথর অভ্যুদিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—পোপদিগের প্রচারিত ধর্ম্মমতসকল সত্য সত্যই খৃষ্টের প্রচারিত মত কি না? এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় লুথর একখানি বাইবেল দেখিতে পাইলেন। পাইবামাত্র পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়া যাহা পাইলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সংশয়ান্ধকার ঘুচিয়া গেল, এবং তাঁহার অবলম্বিত বিশ্বাস শতগুণে দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বাইবেল রূপ সুশাণিত অসির সাহায্যে ইয়ুরোপের ধর্ম্মসংস্কার করিতে অগ্রসর হইলেন,—জর্ম্মণ ভাষাতে বাইবেলের অনুবাদ করিয়া দিলেন। অনূদিত বাইবেল পাঠ করিয়া লোকের চক্ষু ফুটিতে লাগিল,—বাইবেল-লিখিত ধর্ম্মে আর পোপ-প্রচারিত ধর্ম্মে প্রভেদ কি, লোকে তখন অনায়াসেই অবধারণ করিতে সমর্থ হইল। সুতরাং লুথরপ্রবর্ত্তিত সংস্কারাগ্নি তখন বায়ুবিলোড়িত বহ্নিস্তূপের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দপ্ দপ্ করিয়া সমগ্র ইয়ুরোপের বক্ষে জ্বলিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করি,—যদি হিন্দুর জাতীয় সাহিত্য না থাকিত, এবং বাইবেলগ্রন্থ যদি জর্ম্মণভাষায় অনূদিত না হইত, এক কথায় যদি হিন্দুর ও জর্ম্মণের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইত, তাহা হইলে রামমোহন রায় ও লুথর আপনাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতেন কি না? কখনই না। তার পর জাতীয় সাহিত্য আবিষ্কারকার্য্যেও একান্ত সহায়। ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীর আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে এরূপ এক প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, যে প্রশ্ন ঘোর চিন্তা ও ঘোর সংশয়ে আমার চিত্তকে অবিরত আকুল করিতেছে, এবং যে প্রশ্ন তৎসম্বন্ধীয় একটা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে না পারিলে—একটা নূতন পথ দেখিতে না পাইলে কিছুতেই নিরস্ত হইতেছে না। আমি সেই প্রশ্নের চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যথিত—চিন্তান্বিত—অভিভূত। তন্নিমিত্ত নিদ্রাতে আমার শান্তি নাই,—আহারে আমার শান্তি নাই। অশান্তি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে আমার দিনের পর দিন চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় একদিন প্রাতঃকালে পথে যাইতে যাইতে স্তূপী-কৃত আবর্জ্জনার পার্শ্বে অকস্মাৎ পুস্তকের একখানি ছিন্ন ও জীর্ণ পত্র দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া উহা হস্তে লইলাম,—পাঠ করিতে লাগিলাম,—আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠ করিতে করিতে শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল,—হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল,—শ্বাস-প্রবাহ ঘন ঘন বহিতে লাগিল—সকল সংশয় তিরোহিত হইল,—আমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। যাহা খুঁজিতেছিলাম,—বহুদিন হইতে খুঁজিতে-ছিলাম,—যাহা খুঁজিবার জন্য দিবসের আরাম ও রাত্রির শান্তি বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম,

তাহা সেই ছিন্ন জীর্ণ ও কর্দ্দমাক্ত পত্রের ভিতরে পাইলাম। অথবা তন্মধ্যে এমন কিছু পাইলাম,—যাহা পাওয়াতে সহজেই আমার মীমাংসার পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি,—জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্—যিনি বাষ্পীয়যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন ইহলোকে অসীম কল্যাণের সূচনা করিয়া যিনি পৃথিবীবাসীর নিকট একান্ত আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি ওয়াট ও বোল্‌টন প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থ পাঠ না করিতেন,—তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি অনায়াসে এই অশেষ হিতকর বিষয়ের আবিষ্কারে সমর্থ হইতেন? তুমি যে বিষয়ে চিন্তা করিতেছ, তুমি যে তত্ত্বের উদ্ভাবনের নিমিত্ত দিবারাত্র আলোচনা করিতেছ, তোমার জন্মগ্রহণের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়ত কেহ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা সে তত্ত্বের উদ্ভাবনের পক্ষে কোন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তোমার জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া অনেক তত্ত্ব সংকলিত করিয়া গিয়াছেন। জাতীয়-সাহিত্য তৎপ্রসূত চিন্তা কিংবা তৎসংগৃহীত উপাদানসমূহ অতি যত্নের সহিত, সমাদরের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তুমি জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় লাভ করিয়া সেই সংগৃহীত চিন্তা ও সঞ্চিত উপাদাননিচয় আহরণ কর,—আহরণ করিয়া তোমার অবলম্বিত বা অভিলষিত তত্ত্বাবিষ্কারের পথে অগ্রসর হও। ফল কথা,—জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে তুমি কোনরূপেই সংস্কার বা আবিষ্কারকার্য্যে সফল হইতে পারিবে না।

ষষ্ঠতঃ—জাতীয় সাহিত্য জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বসাধক। ইহলোকে পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ পূর্ব্বক কেহ দশলক্ষ মুদ্রার অধিপতি হইতেছেন, কেহ বিশলক্ষ মুদ্রার অধিপতি হইতেছেন, কেহ বা শত গ্রাম বা সহস্র গ্রামের অধিস্বামী হইয়া ইন্দ্রবৎ পূজিত হইতেছেন। তাই বলি,—তুমি পঞ্চভূতের সাহায্যে পিতৃ-পিতামহাদির উপার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পার, অধিক কি,—তুমি চেষ্টা করিলে সুবর্ণরেখা-নদীর উভয়তটে যে সকল স্বর্ণরেণু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সে সকল সংগ্রহ করিতে পার, এবং তুমি অনুসন্ধান বা অধ্যবসায়বলে সাগরের উর্ম্মিমালার অভিঘাতে বেলাভূমির মধ্যে যে সকল মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তৎসমুদায়ও আহরণ করিয়া আনয়ন করিতে পার। কিন্তু জ্ঞানের পবিত্র মন্দিরে পূর্ব্বতন মনস্বী ও মহাপুরুষগণ যে সকল রত্ন, হীরক, বৈদূর্য্যাদি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় আহরণ করিতে হইলে তোমাকে একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জাতীয় সাহিত্য তোমার সমক্ষে জ্ঞানমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে, এবং জাতীয় সাহিত্যই তোমাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া সেই সকল বহুযুগ-সঞ্চিত হীরক-রত্নাদির অধিকার প্রদান করিবে। পার্থিব সম্পত্তির অধিকার সামান্য অধিকার—নিকৃষ্ট অধিকার, কিন্তু জ্ঞানসম্পত্তির অধিকার মহৎ ও শ্রেষ্ঠ অধিকার। দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য

অধিকারের অমূল্যত্ব মানুষ অনেক সময় বুঝিতে পারে না। পক্ষান্তরে পার্থিব সম্পত্তির অধিকারকে স্থায়ী ও নিরাপদ করিবার নিমিত্তই মানুষ যত্ন করে,—চেষ্টা করে,—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও সমর্পণ করিয়া থাকে।

সপ্তমতঃ—জাতীয়সাহিত্য জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ও রক্ষক। লর্ড মেকলে তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক অভিপ্রায়লিপির একস্থলে বলিয়াছেন,—"আমরা ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা এদেশে এমন একদল লোক প্রস্তুত করিব, যাঁহারা বাহিরে হিন্দু এবং অন্তরে ইংরাজ হইবেন"†। অনেকে বলিবেন,—মেকলের কথাটা খুব দূরদর্শিতার পরিচায়ক। দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইলেও কথাটা খুব স্বাভাবিক। যাহা হউক, আমি আপনাদের নিকটে কথাটার রহস্যভেদ করিতেছি : আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—জাতীয় সাহিত্য জাতির লিপি-বদ্ধ মনোভাব, অথবা লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জাতীয় মনো-ভাব বা জাতীয় চিন্তার মধ্যে সেই সেই জাতির জাতিত্ব বা জাতীয় প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম ও অতি গূঢ়ভাবে নিবিষ্ট থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় প্রচারক সেণ্টপল করিন্থীয় সমাজের প্রতি লিখিত পত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"অবিবাহিত ও বিধবাদিগের প্রতি আমার উপদেশ যে, তাহারা বিবাহ না করিয়া আমার মত—অবিবাহিতভাবে কালযাপন করুক,—কারণ ইহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ"।*

হিব্রু সেণ্টপল অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর হিন্দুর সংহিতাকার অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—এমন কি অপুত্রক ব্যক্তিকে দারান্তরগ্রহণের বিধিও প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু-সংহিতাকারের এই বিধি একমাত্র পুত্রার্থে,—অপর কোন উদ্দেশ্যের নিমিত্ত নহে। এখন হিব্রু ও হিন্দুর বিধি বিশ্লেষিত করিয়া কি দেখিতেছি ? দেখিতেছি,—পুত্রার্থিতাই হিন্দুর নিকটে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর পুত্রার্থিতা হিন্দুর নিত্যত্ব-প্রিয়তার নিদর্শন। হিন্দু নিত্যত্বাভিলাষী,—এই কারণ হিন্দু পুত্রাভিলাষী। আর হিব্রু তাহা নহে,—এই কারণ হিব্রু হিন্দুর মত পুত্রাভিলাষীও নহে। ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব,—ইহাই হিন্দুর জাতিত্ব। এই জাতিত্বের নিদর্শন হিন্দুর সাহিত্য হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি বা আচার্য্য-ভক্তির কথা পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

† We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.—*Lord Macaulay's Minute.*

* *The First Epistle to the Corinthians Ch VII, V-8.*

মাতাপিতা ও আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, এই ভাবে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি বা আচার্য্যভক্তির উপদেশ একমাত্র হিন্দুর সাহিত্য ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি প্রতিপাদন করিতে পারি যে, জাতীয় চিন্তার সহিত জাতীয় প্রকৃতির অতিনিকট ও অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,—এমন সম্বন্ধ যে, অনেক স্থলেই একটির অভাবে অপরটির অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, জাতীয় সাহিত্যের সহিত জাতীয় ভাব জড়িত ও মিশ্রিত থাকে। বিজাতীয় সাহিত্যের অনুশীলনে বিজাতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় *। তুমি জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা কর, তোমার মনে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত ও বর্দ্ধিত হইবে। আলোচনা না কর, তোমার মনে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত বা বর্দ্ধিত হইবে না। বালক-কাল হইতে বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে তোমার মনে জাতীয় ভাব স্থান পাইতেছে না, উদ্দীপিত হইতেছে না,—অধিকন্তু তোমার প্রকৃতিগত যেটুকু জাতীয়ভাব ছিল, সে টুকু হইতেও তুমি দিন দিন বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছ এবং কিছু কাল পরে তুমি একটি বিদেশীয়-ভাবাপন্ন বিকৃত জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছ,—তুমি বাহিরে বাঙ্গালী হইলেও অন্তরে সাহেব হইয়া গিয়াছ। সুতরাং মেকলে সাহেবের পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে স্বাভাবিক, তাহা এক্ষণে আপনারা বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছেন। মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী যে সার্থক হইয়াছে,—তাঁহার কথা যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহাও এক্ষণে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন। যে সকল যুবক শিক্ষাভিমানে স্ফীত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে কোলাহলময় করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা বাহ্যদৃশ্যে এতদ্দেশীয় হইলেও অন্তঃকরণে ঘোর বিদেশীয়। বৈদেশিকত্ব তাঁহাদিগের মজ্জায় মজ্জায় এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, পরিবারের একান্ত আত্মীয়জনের সঙ্গেও ইংরাজীতে আলাপ করিতে না পারিলে, তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া মনে করেন না, এবং অধিক কি নিশাযোগে ইংরাজীতে স্বপ্নদর্শনে সমর্থ না হইলে আপনাদিগের শিক্ষা সার্থক হইল বলিয়া বিবেচনা করেন না। যে জাতীয় ভাবের অভাবে জাতীয় দুর্গতির অবসান হয় না,—যে জাতীয় ভাবের সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর ব্যতিরেকে জাতীয় অভ্যুত্থান কোন কালেই হইতে পারে না, নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, সেই জাতীয় ভাব আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে দিন দিনই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। আমার কণ্ঠস্বর যতদূরে উঠিতে পারে, ততদূরে উঠাইয়া

---

* পুরাকালে রাজনীতিকুশল রোমকগণ এই কারণ বশতই অধিকৃত জাতিসমূহের মধ্যে লাতিনভাষার বহুলপ্রচার করিতেন। এই বিষয়ে গিবন লিখিয়াছেন ;—So sensible were the Romans of the influence of the language over national manners, that it was their most serious care to extend, with the progress of their arms, the use of the Latin tongue.—*Gibbon's Roman Empire.*

আমি বলিতেছি,—এই বিজাতীয় ভাবপ্রবাহ হইতে আমাদিগের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে,—আমাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন ও আরাধনা আরম্ভ করিতে হইলে, আমাদিগের পক্ষে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা যার পর নাই আবশ্যক।

অষ্টমতঃ—জাতীয় সাহিত্য জাতীয় গৌরবের উদ্দীপক। জাতীয় গৌরব কি? আমরা একটা জাতি,—জগতের জাতীয় মহাসমিতি মধ্যে অপরাপর জাতির সহিত আমরাও আসন পাইবার উপযুক্ত, জগতের নিকটে আমাদিগের কিছু বলিবার ও শিখাইবার আছে, ইত্যাদি জাতিগত ভাবের উপরেই জাতীয় গৌরব নির্ভর করিতেছে। ইংলণ্ডের একজন মনস্বী বলিয়াছেন,—"a nation is judged by its great men" অর্থাৎ কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে আগে সেই জাতির মহাপুরুষদিগকে বুঝা উচিত। মহাপুরুষেরা যেমন জাতিকে প্রকাশিত করেন, জাতীয় সাহিত্য সেইরূপ মহাপুরুষদিগকে প্রকাশিত করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে,—জাতীয় সাহিত্য কি মহাপুরুষদিগের গৌরব, কি জাতীয় গৌরব, সকল গৌরবের কারণ। জাতীয় সাহিত্য আছে বলিয়াই ইতালি আজ পৃথিবীর সমক্ষে দান্তে ও প্রেত্রার্কের নাম উচ্চারিত করিয়া আস্ফালন করিতেছে। জাতীয় সাহিত্য আছে বলিয়াই আজ জর্ম্মণি গেটে ও লেছিঙ্গের নাম কীর্ত্তিত করিয়া আপনাদিগের গৌরব-পতাকা উড্ডীন করিতেছে। জাতীয় সাহিত্য আছে বলিয়াই আজ ইংলণ্ড সেক্সপীয়র ও মিল্টন এডিসন ও জনসনের নাম ধ্বনিত করিয়া ধরণীমণ্ডলে বিদ্যাগৌরব ও জ্ঞানগৌরব সম্বন্ধে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচারিত করিতেছে। আর জাতীয় সাহিত্য ছিল বলিয়াই পরপদবিদলিত ও পরানুগৃহীত হিন্দু এই অবর্ণনীয় অধঃপতনের দিনেও বাল্মীকি ও ব্যাস এবং কালিদাস ও ভবভূতির নাম উচ্চারিত করিয়া আপনাদিগের গৌরবগীতি গান করিতেছে। আমি স্বীকার করি,—আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য এখন অপরিস্ফুট—অমার্জ্জিত ও দৈন্যদশাগ্রস্ত। আমি স্বীকার করি,—আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য এখন শক্তিতে ও সম্পদাংশে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইলেও কি আমরা কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র এবং মাইকেল ও হেমচন্দ্রের নামে স্পর্দ্ধা করিতে পারি না? এবং রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নামে আমাদিগের গৌরব-পতাকা একবারের জন্যও উড্ডীন করিতে সমর্থ হই না? অতএব বাঙ্গালী, যদি জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কায়মনে জাতীয় সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হও।

জাতীয় সাহিত্যের নবম বা শেষ আবশ্যকতা ধর্ম্মানুশীলনী বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ। যে বৃত্তি লাভ করিয়া মানুষ মর্ত্ত্যলোক-বাসী হইয়াও স্বর্গের স্বাদগ্রহণে সমর্থ হইতেছে, যে বৃত্তি আছে বলিয়া মানুষ একবারে মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছে না, এবং যে বৃত্তি ইহকাল, পরকাল,—অনন্তকালের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া মানুষকে অনির্ব্বচনীয়

অক্ষয়সুখের অধিকার প্রদান করিতেছে,সেই বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ পক্ষে জাতীয় সাহি-ত্যের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শোক, রোদন, আনন্দ ইত্যাদির প্রকাশ বিদেশীয় ভাষায় করিলে তাহা যেমন কোন কার্য্যকর হয় না,—অধিকন্তু তাহা একটা উপহাসাস্পদ ব্যাপার হইয়া পড়ে, সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মসংগীত বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বা ব্যক্ত হইলেও তাহা হৃদয়ের স্তরভেদ করিতে সমর্থ হয় না। হিব্রু ভাষায় দায়ুদের ধর্ম্মসংগীত আছে, আর বাঙ্গালা ভাষায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ধর্ম্মসঙ্গীত আছে। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ গায়ক থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সুললিত স্বর-সংযোগে দায়ুদের ধর্ম্মসঙ্গীত গান করুন, আর রামপ্রসাদী সঙ্গীতও গান করুন। দেখিবেন কোন্ সঙ্গীতে বাঙ্গালীর চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। কোন্ সঙ্গীত মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়কে ধর্ম্মভাবে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। ভজনা আরাধনার কথা, বৈরাগ্য-বাসনা-ত্যাগের কথা রামপ্রসাদের সঙ্গীতেও আছে, দায়ুদের সঙ্গীতেও আছে। তবে দায়ুদের সঙ্গীত বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বা বিজাতীয় পরিচ্ছদে আবৃত বলিয়া আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। সায়ংকালে যখন সুশী-তল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া একদিকে মানবচিত্তের তাপহরণ করে, এবং অন্যদিকে মানবচিত্তকে নিস্তরঙ্গ তড়াগের ন্যায় ধীর ও শান্তভাবাপন্ন করিয়া তুলে, তখন কলিকাতার রাজপথে অনেক সময় দেখিয়াছি,—ভিক্ষোপজীবী গায়ক আপ-নার সুকণ্ঠনির্গত সুতান তুলিয়া কবিরঞ্জনের পদাবলী গাইতে গাইতে চলিয়াছে। সেই সঙ্গীতলহরী যাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, সেই অভিভূত হইতেছে,—ভাববিগলিত হইয়া পড়িতেছে। গৃহী গৃহে বসিয়া সে সঙ্গীত শুনিতেছে, ছাত্র ছাত্রাবাসে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহা কর্ণগোচর করিতেছে, দুঃখী সে সঙ্গীতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত দুঃখ দূর করিতেছে, এবং ক্লান্ত অবসন্ন ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও তাহাতে চিত্তের শান্তিবিধান করিতেছে। বাঙ্গালা দেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও গোবিন্দ অধিকারীর দেহতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব-বিষয়িণী সঙ্গীতমালা লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপন পক্ষে যে কার্য্য সাধন করিতেছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কবীর, দাদু ও সুন্দর-দাস প্রভৃতি মহাজনের মহাভাবোদ্দীপনকারিণী পদাবলীও ঠিক সেই কার্য্য সাধন করি-তেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সংসারের নশ্বরতা ও ব্রহ্মের নিত্যতা-প্রতিপাদক সঙ্গীতসমূহ এতদ্দেশীয় লোকদিগের ধর্ম্মভাবোদ্দীপন বিষয়ে এরূপ কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, যে, তাহা শত বক্তৃতা ও শত ধর্ম্মোপদেশেও হয় নাই,—এবং হইতে পারে না। লুথরের বাইবেলের অনুবাদ জর্ম্মণ ভাষাতে না হইয়া অপর কোন ভাষাতে হইলে জর্ম্মণি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পথে কখনও সহজে অগ্রসর হইতে পারিত না। আর ইংলণ্ডের অন্যতম সংস্কারক জন্ উইক্লিফ্ খৃষ্টধর্ম্মের একমাত্র শাস্ত্র বাইবেলের ইংরাজিতে অনু-বাদ না করিয়া তৎকালপ্রবল ফরাসি ভাষায় করিলে ইংলণ্ডবাসীর দৃষ্টিকে কখনই

সত্যের দিকে সহজে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না। জাতীয়ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের শক্তি এইরূপ সুদূরগামিনী—এইরূপ মর্ম্ম-স্পর্শিনী। ধর্ম্ম মানুষের অন্তরকে অধিকার করিতে চায়, ধর্ম্ম মানুষের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করিতে চায়। যে ধর্ম্ম মানুষের মনোরাজ্যে অধিকার না পাইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে ধর্ম্ম মানুষের মর্ম্মস্থল-স্পর্শে অসমর্থ হইয়া একটা অপরিচিত বস্তুর ন্যায় অবস্থিতি করে, আমি তাহাকে ধর্ম্ম নামে আখ্যাত করিতেই প্রস্তুত নহি। ধর্ম্ম মানুষের মর্ম্মাধিকার করিতে চায়। এই কারণ ধর্ম্মভাবাভিব্যক্তির পক্ষে মর্ম্মের ভাষা চাই—মাতৃভাষার সাহায্য চাই। তাই বলিতেছি,—ধর্ম্মানুশীলনী বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ জন্য জাতীয়ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যাবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শিরোনাম "অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা?" প্রবন্ধলেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র নহে। "অসমীয়া ভাষার উন্নতিসাধিনী" নামে একটি সভা আছে। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় আসামী ভাষায় লিখিত জোনাকীনামক সাময়িকপত্রে বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার স্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন। নব্যভারতের প্রবন্ধলেখক মহাশয় এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী হইয়া, গোস্বামী মহাশয়ের মতখণ্ডনে প্রয়াস পাইয়াছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি এই—প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রসিদ্ধি এবং তৎকালীন সংস্কৃতভাষার প্রচলন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। সুতরাং পৌরাণিক যুগে 'আসাম' নামে কোন জনপদ ছিল না। তৎকালে অসমীয় ভাষারও উৎপত্তি হইতে পারে না। "অসমীয়া" শব্দ "অসম" আর "অসম" শব্দ "আহম" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আহম জাতির রাজত্বকালে বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত হয়। এই সময়ে আসামে প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্করদেবের আবির্ভাব ঘটে। শঙ্করদেব বঙ্গদেশ প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তাঁহারই প্রসাদে নূতন অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সময়ে বাঙ্গালায় ও ত্রিহুতে অন্তঃস্থ বকার ও বর্গীয় বকার বিভিন্নরূপে লিখিত হইত। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'করপারা ব পেটকাটা' বলিয়া ব কার লেখান হইয়া থাকে। আসামেও ঠিক এইরূপ অক্ষর আজি পর্য্যন্ত চলিতেছে। ফলতঃ ত্রিহুতী, অসমীয়া, ও বাঙ্গালা, এই ত্রিবিধ অক্ষর এক। ৺শঙ্করদেবের সময়ে বঙ্গে ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত। শঙ্করদেব বঙ্গদেশে ঐ অক্ষর শিখিয়া, স্বদেশে যাইয়া আপন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার অবিচ্ছিন্ন ভাবের অন্যতম প্রমাণ।

*** *** ***

কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ ও উচ্চারণবৈষম্য ব্যতীত বর্ত্তমান আসামী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচনাগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রবন্ধলেখক "জোনাকীর" প্রবন্ধের একস্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, "আরু" "আন্দোলনেই" "সকলো" প্রভৃতি অসমীয়া কথার উকার, একার, ওকার বাদ দিলে উহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার সহিত অভিন্ন হইয়া

যায়। এইরূপ "ধরিছে" "বাঢ়িছে" "দেখিশুনি" প্রভৃতি ক্রিয়াতে "য়া" "তে" প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যে উহার প্রয়োগ না হইলেও বাঙ্গালা পদ্যে এখন পর্য্যন্ত উহার প্রয়োগ দেখা যায়। উচ্চারণবৈষম্য প্রযুক্ত অনেকস্থলে বাঙ্গালা কথার বিকৃতি ঘটে। পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থলে "ড়"এর উচ্চারণ নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে "ষএর স্থলে "হ" উচ্চারিত হয়। আসামেও বোধ হয়, এইরূপ উচ্চারণবিকৃতিবশতঃ "বড়" স্থলে "বর" "মানুষ" স্থলে "মানুহর" লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, উচ্চারণ-বৈষম্য হেতু যদি ভাষার বিভিন্নতা হয়, তাহা হইতে পূর্ব্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাও পৃথক্ হইয়া যায়। ভাষার অভিন্নতা ও বিশুদ্ধির রক্ষার স্থলে উচ্চারণগত বিভিন্নত ও দেশজ শব্দের পার্থক্য ধরিলে চলে না।

*** *** ***

প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন—"ঐ (জোনাকীর) প্রবন্ধ হইতেই আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, হিন্দুরাজত্বকালে আসাম প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। মধ্যে অনার্য্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরে আহমপ্রাধান্য যুগে ৺ শঙ্করদেব কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা ঐ দেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত, লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইত্যবসরে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালা বিকৃত হইয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য, পার্ব্বত্যজাতিগত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত হইয়া, অসমীয়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া, অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুর ও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন। * * * কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদসাধন করিয়া, অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্‌বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন,—ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে অনুরোধ করাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য" আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবন্ধ লেখকের মতের অনুমোদন করি। ভাষাভেদে জাতীয় একতার হানি হয়। জাতীয় বলবৃদ্ধির জন্য ভাষার অভিন্নতা বাঞ্ছনীয়। এখন এই অভিন্নতারক্ষার চেষ্টা করাই সঙ্গত। ভেদসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে। বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের ভাষার মুল এক। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এক বাঙ্গালাই রূপান্তরিত হইয়া আসামে ও উড়িষ্যায় ভিন্ন ভাষারূপে পরিগৃহীত হইতেছে। ভাষার এইরূপ বিভিন্নতায় জাতিগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই পার্থক্য দূর হয়,

একবিধ ভাষার শক্তিতে বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া এক মহাজাতি হইয়া উঠে, ইহাই প্রার্থনীয়।

* * *

অক্ষয়-কীর্ত্তি কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর গৌরব এবং বাঙ্গালারাও গৌরব, তাঁহার কাব্যে বাঙ্গালার গৌরব, আর তাঁহাতে বাঙ্গালীর গৌরব। কবি এখন কালকুক্ষিগত, সুতরাং কবির কাব্যই এখন কবির একমাত্র গৌরবস্থল। অথবা কাব্যেই কবির যাহা কিছু কবিত্ব বা ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত, এই হেতু কাব্যই কবির একমাত্র গৌরব-স্থল। বাঙ্গালার দরিদ্র কবি লোকান্তরিত হইলেও তাঁহার কাব্যে তিনি কীর্ত্তিমান্ এবং মূর্ত্তিমান্। বাঙ্গালার পল্লিতে পল্লিতে কৃত্তিবাস ঘুরিতেছেন, গ্রামের বারোয়ারি তলার ও বটছায়ায় কৃত্তিবাস ফিরিতেছেন। ঠাকুরদাদার আবর্জ্জনাময় অপরিস্কৃত প্রকোষ্ঠে খর্জ্জুরপত্র বিরচিত শয্যার উপরে কৃত্তিবাস বসিয়া রহিয়াছেন, আর আরও মুদির কণ্ঠে কণ্ঠে কৃত্তিবাস নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং আমাদের কৃত্তিবাস মৃত হইয়াও জীবিত। অথবা তাঁহার রামায়ণ আছে বলিয়াই তিনি জীবিত। তাই বলি, কবির গৌরব রক্ষা করিতে চাহিলে আগে কাব্যের গৌরব রক্ষা চাই। কবি কিরূপে খাইতেন, কোন্ স্থান শুইতেন, কোন্ বৃক্ষতলে বসিতেন, আনন্দ ও উল্লাসের সময় অথবা বিপদ ও বিষাদের সময় কবি কিরূপ ভাবান্তরিত বা অবস্থান্তরিত হইতেন, বাহ্যতত্ত্ব জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার কাব্য কি ও কিরূপ তাহা জানিতে চেষ্টা করাই উচিত। কবির মস্যাধার বা মন্ত্রণাকক্ষ রক্ষা করিবার পূর্ব্বে কবির কাব্যরক্ষায় যত্নপর হওয়াই বিধেয়। আর মহাজনদিগের বাহ্যধিকারের নিদর্শনগুলি রক্ষা করিবার ইচ্ছা আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির অনুগত নয় বলিয়াই বোধ হয়। আর জাতীয় প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইলেও কবির কাব্যরক্ষাতেই অধিকতর যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার জন্য বাঙ্গালী কি করিতেছেন? কৃত্তিবাসের অধিকতর কীর্ত্তিস্থল রামায়ণরচনার প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ কই? বটতলার গ্রন্থাবলীতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে, কৃত্তিবাস কৃত্রিম হইয়া যাইতেছেন,—বলিতে কি কৃত্তিবাস অকীর্ত্তিবাস হইয়া পড়িতেছেন। জাতীয় সাহিত্যের নামে—জাতীয় প্রতিভার পবিত্রতার নামে কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে।—

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা গ্রীক পুস্তকের নাম আছে; লাতিন পুস্তকের নাম আছে—এমন কি জর্ম্মণ পুস্তকের নামও থাকিবে। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা

পুস্তকের নাম নাই। এক প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোন পরীক্ষায় পাঠ্যতালিকাতে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমাবেশ নাই। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক লাতিনের স্থান আছে, কিন্তু বাঙ্গালার স্থান নাই কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার আদর বা আলোচনা যে কোন কালে ছিল না,—এরূপও না। অধিকন্তু বাঙ্গালা যখন অপুষ্ট ছিল, অপ্রসারিত ছিল, বিস্তার ও বৈভবে বাঙ্গালা যখন এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে হীন ছিল, তখন বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচিত হইত। এখন বাঙ্গালার আলোচনা হইবে না কেন? শিশুর সংসর্গে যদি শক্তিলাভ হয়, যুবার সংসর্গে শক্তিলাভ হইবে না কেন? যদি বল, শক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু শক্তির প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার প্রয়োজন নাই,—অথবা বাঙ্গালা-ভাষালব্ধ শক্তির প্রয়োজন নাই,—ইহাই বা কিরূপ কথা। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাঙ্গালার স্থান হইলে, সংস্কৃতের আদর থাকিবে না। যুবকগণ দেবভাষার আলোচনা করিবেন না। কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা না চলিলেও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা চলিতে পারে। বাঙ্গালী সংস্কৃতের সহিত জাতীয় ভাষার আলোচনা করিতে পারে। সম্প্রতি এবিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য আলবার্টহলে একটি সভা হইয়াছিল। পত্রিকায় "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, সেই প্রবন্ধ উক্ত সভায় পঠিত হইয়া ছিল। বিষয়টি গুরুতর। জাতীয় ভাষানুরাগিগণের এবিষয়ে মনোযোগ দিলে ভাল হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

ও

সভ্যগণের তালিকা।

কার্য্য বিবরণ।

প্রথম অধিবেশন।

বিগত ২৯শে এপ্রেল রবিবার অপরাহ্ণে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন হয়।

১। অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই র সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই, মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন।

২। শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে এবং সকলের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী-সভাপতি হইলেন।

৩। সকলের অনুমোদনানুসারে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

বিগত ১৭ই জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

১। অধিবেশনে সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সম্পাদক সংশোধিত নিয়মাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী।

পাঠ করেন। পাঠান্তে নিয়মাবলী আলোচিত ও কোন কোন অংশে সংশোধিত হইল। অবশেষে সভ্যবৃন্দের অনুমোদনানুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী নিম্নলিখিত অবধারিত হইল :—

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গালীলেখকদিগের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করিবেন,—তদ্ভিন্ন সংস্কৃত বা ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন।

২। বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী যে কোন ব্যক্তি এক জন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত, অন্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের ৪/৫ অংশ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৩। সাধারণ সভ্যমাত্রকেই নির্ব্বাচিত হইবার সময় এক টাকা এবং মাসে মাসে আট আনা আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

৪। খ্যাতনামা লেখকেরা বিশিষ্ট (অনারেরি) সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। কিন্তু উপস্থিত সভ্যেরা সকলে এক মত হইলে তবে কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া পরিগৃহীত করা হইবে। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা অনধিক বার জন থাকিবে।

৫। সভ্যগণ মাসে একবার করিয়া সম্মিলিত হইবেন। সম্মিলনের স্থান ও সময় সম্পাদক কর্ত্তৃক যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। প্রয়োজন হইলে মাসিক অধিবেশন ব্যতীত বিশেষ অধিবেশনও হইবে।

৬। পরিষদের একজন সভাপতি, দুই জন সহকারী-সভাপতি, এবং দুই জন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন। সভাপতি, সহকারী-সভাপতি এবং সম্পাদকগণ ব্যতীত অপর ছয় জন নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের গ্রন্থরক্ষক ধনরক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৭। পরিষদের কার্য্যবিবরণ এবং কথোপকথনাদি বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত ও ব্যক্ত হইবে। তবে কোন ইংরাজি গ্রন্থালোচনার সময়ে সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সমালোচনার্থ গ্রন্থাদি গ্রহণ করিয়া সভ্যদিগের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার দিবেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সমালোচনা সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৯। পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের

কার্য্যবিবরণ, গ্রন্থসমালোচনা এবং সারবান্ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং ইহার একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন।

১০। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পূর্ব্বোক্তরূপ সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা ভিন্ন সভ্যদিগের কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা-প্রসূত এবং বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিয়া পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন, এবং অনুমোদিত হইলে পর তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন।

(১) কাব্য।

(২) উপন্যাস।

(৩) নাটক।

(৪) ধর্ম্ম ও দর্শনসংক্রান্ত বিষয়।

(৫) বাঙ্গালা-গ্রন্থকারদিগের জীবনী।

(৬) প্রত্নতত্ত্ব।

(৭) ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

১১। পরিষদ নিম্নলিখিত প্রকারের গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার লইবেন।

(১) সারগর্ভ প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পুনর্মুদ্রণ বা প্রকাশ।

(২) বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসালোচনা।

(৩) বাঙ্গালাভাষার একখানি প্রণালীবদ্ধ বিস্তৃত অভিধান।

(৪) বাঙ্গালাভাষার একখানি প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ।

১২। পরিষদের পত্রিকা সভ্যেরা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরে বাৎসরিক ৴ন টাকা মূল্য দিলে পাইবেন।

১৩। কোন সভ্য ছয় মাস কাল মাসিক চাঁদা প্রদান না করিলে সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত হইবেন।

১৪। পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত এককালীন দান সাদরে গৃহীত হইবে।

২। তার পর কার্য্যনির্ব্বাহক সভাগঠনের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। উপস্থিত সভ্যগণ অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত ছয় জন ব্যক্তিকে লইয়া বর্ত্তমান বৎসরের নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত করিলেন। ছয় জন ব্যক্তির নামঃ—

১। মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত
৩। „ মনোমোহন বসু
৪। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্
৫। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

৩। মিঃ এল্ লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বৎসরের নিমিত্ত পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপেও পরিগণিত হইলেন।

৪। দুই জন সহকারী-সভাপতির একজন পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্য জনের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অন্যতর সহকারী-সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করা হইল।

৫। বিশিষ্ট (অনারেরি) সভ্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক বিচার ও আলোচনার পর সকলের সম্মতি অনুসারে নিম্নলিখিত দশজন ব্যক্তি পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন। এই দশ জনের চারিজন ইতিপূর্ব্বেই পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। বিশিষ্ট-সভ্যদিগের নাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।
২। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল।
৩। „ নবীনচন্দ্র সেন।
৪। „ চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল।
৫। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
৬। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। „ সার মনিয়র উইলিয়মস্।
৮। „ জন্ বিমস্।
৯। „ স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বারন।
১০। „ ডবলিউ, ডবলিউ, হাণ্টার।

তৃতীয় অধিবেশন।

বিগত ২৯শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
৩। " " শারদারঞ্জন রায়, এম্, এ।
৪। " " দীননাথ সেন
৫। " " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্।
৬। " " অমৃতলাল রায়, (হোপ-সম্পাদক)।
৭। " " প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮। " " প্রমথনাথ বসু, বি, এস্ সি।
৯। " " যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।
১০। " " মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ।
১১। " " রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম্, এ।
১২। " " অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল।
১৩। " " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
১৪। " " বীরেশ্বর পাঁড়ে
১৫। " " নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।
১৬। " " কৃষ্ণবিহারী সেন, এম্, এ।
১৭। " " গোবিন্দলাল দত্ত।
১৮। " " নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্, এ।
১৯। " " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (সাহিত্য-সম্পাদক)।
২০। " " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষাপরিচরসম্পাদক।
২১। " " মথুরানাথ সিংহ, বি, এল।
২২। " " পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল।
২৩। " " নবীনচন্দ্র দাস ডিঃ মজিষ্ট্রেট।
২৪। " " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্,এ ডেঃ মাজিষ্ট্রেট।
২৬। " " শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সবডেপুটি।
২৭। " " শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল।

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে অনেক আলোচনা হইল। যে কয়েক খানি রামায়ণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে এক এক অংশ পাঠ করিয়া দেখা গেল যে, পাঠ-বৈলক্ষণ্য বিলক্ষণ আছে। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে,কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি আরও পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। পুঁথি সংগ্রহের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনও দিবেন এবং সংগৃহীত হইলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন।

৩। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা হইল। পত্রখানি এই :—

শ্রীহরিঃ

শরণম্।

সবিনয় নিবেদন,

এখন ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে সকল পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হইতেছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে পরস্পরসামঞ্জস্য নাই। গ্রন্থকারদিগের ইচ্ছানুসারে নিত্য নূতন পরিভাষার সৃষ্টি হইতেছে, যে শব্দটি যে গ্রন্থকারের মনোনীত হইতেছে, তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে তাহারই প্রয়োগ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিদ্যায় এক electricityর ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায়; এক positive ও negative শব্দের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে গণিতসংক্রান্ত গ্রন্থের ও একখানির সহিত আর একখানির ঐক্য নাই। ফলতঃ, যে কোন বিষয়ই হউক, বাঙ্গালায় পরিভাষিক শব্দের স্থিরতা নাই। যিনি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ পরিভাষা চালাইতেছেন।

পরিভাষার এইরূপ অস্থিরতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, উভয়েরই বিস্তর অসুবিধা ঘটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা থাকাতে শিক্ষার্থী কোন একটি নির্দ্ধারিত নাম আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। শিক্ষকও কোন্ বিষয়ের কোন্ নামটি নির্দ্ধারিত থাকিবে, বুঝাইতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু ইহাতে ভাষারও স্থিরতা থাকিতেছে না। বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে প্রণালীবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখন পরিভাষাও প্রণালীবদ্ধ করা উচিত হইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা এক করিবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন হইলে পরিষদের সভ্য ভিন্ন অপরাপর খ্যাতনামা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইবেন। সমিতি বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়া এক একটি পরিভাষা নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন।

পরিভাষার এই তালিকা অতঃপর শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের বিবেচনার্থ প্রেরিত হইবে। তালিকা সকলের অনুমোদিত হইলে, উহাই পারিভাষিক শব্দের বিধিসিদ্ধ তালিকা বলিয়া পরিগণিত হইবে। গ্রন্থকারগণ অতঃপর ঐ তালিকা-নির্দ্দিষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ভূগোল ও ইতিহাসে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, পূর্ব্বে তৎসমুদয়ের উচ্চারণগত বর্ণবিন্যাস এক ছিল না। এক পেশাবর নগরকে কেহ পেশৌর, কেহ পেশোয়ার, কেহ বা পেশবার নামে নির্দ্দেশ করিতেন। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই গোলযোগের প্রতীকার জন্য কতিপয় নিয়মের নির্দ্ধারণ করেন। পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার সম্মতিক্রমে গ্রন্থকারগণ ঐ নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে বর্ণ বিন্যাস ক্রমে এক হইতেছে। আমার বোধ হয়, পরিভাষার সম্বন্ধেও এইরূপ করিলে ফল হইতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে বিষয়টি যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ গুরুতর। আমার আশা আছে, পরিষদ এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগবিধান করিবেন। উপস্থিত প্রস্তাবানুসারে শীঘ্র সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কার্য্য সম্পন্ন হইতে অনেক সময় লাগিবে। পরিষদ সুযোগ বুঝিয়া, অল্পে অল্পে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

১২ই শ্রাবণ, ১৩০১ সাল।

বশংবদ
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

উক্ত বিষয়ে আলোচনার পর সকলের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করা হউক। সমিতির সভ্যগণ ভূগোল, গণিত, প্রভৃতির পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন সম্বন্ধে ইচ্ছানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া লইবেন। সমিতির সভ্যগণ :—

১। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল, (সমিতির সভাপতি)।
২। „ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। „ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
৪। „ „ শারদারঞ্জন রায়, এম্, এ।
৫। মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। „ „ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্, এ।
৭। „ „ রজনীকান্ত গুপ্ত।
৮। „ „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সমিতির সম্পাদক)।

৪। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক প্রসাদ বর্ম্মার পত্র পঠিত হইলে তদ্বিষয়ে আলোচনার পর স্থির হইল যে, পত্র লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান আবশ্যক।

৫। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় যাহাতে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা আলোচনা হয়, তন্নিমিত্ত পরিষদের পর হইতে চেষ্টা করা উচিত। বিষয়টি বড় গুরুতর,—এই কারণ অনেক আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইল যে, এই বিষয়ে যখন অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্থাপিত হইতেছে, তখন এবিষয়ে পরিষদ আপাততঃ কিছু করিতে পারিতেছেন না। তবে বিশেষ বিবেচনার পর এ বিষয়ে কিছু কর্ত্তব্য বুঝিলে, পরিষদ তাহা করিতে যত্নপর হইবেন।

পারিভাষিক-সমিতির অধিবেশন।

বিগত ১২ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে পারিভাষিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়।

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ীর পত্র পাঠের পর স্থিরীকৃত হইল যে, বিজ্ঞানসংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন যখন পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য, আর চিকিৎসা শাস্ত্র যখন বিজ্ঞানেরই একটি অঙ্গ, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পরিষদ অবশ্যই করিবেন।

২। সাধারণের—বিশেষতঃ নর্ম্মালস্কুল ও মডেল স্কুলের শিক্ষকদিগের এবং সব-ইনস্পেক্টর ডেপুটি-ইনস্পেক্টর ও শিক্ষাসংক্রান্ত অপরাপর ব্যক্তিদিগের পরিভাষা বিষয়ে অভিমত জানিবার জন্য পরিষদ কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থিরীকৃত হইল।

৩। আপাততঃ ভূগোলের পারিভাষিক শব্দ অকারাদি বর্ণক্রমে সঙ্কলিত ও প্রণীত করিবার ভার পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শারদারঞ্জন রায় এম, এ, বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, এবং বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়দিগের প্রতি অর্পিত হইল। এই বিষয়ে প্রাচীন ও নবীন ভূগোল যতগুলি পাওয়া যায়, তৎসমস্ত সংগৃহীত করা কর্ত্তব্য স্থির হইল। আপাততঃ নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ হউক, ইহা স্থিরীকৃত হইল :—

ভূগোল।

১। ভূগোল বিবরণ।
২। ভূগোল প্রকাশ।
৩। ব্যবহারিক ভূগোল।
৪। ভূগোল কৌমুদী।
৫। ভূগোল সারসংগ্রহ।
৬। বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ।
৭। ভূবৃত্তান্ত।
৮। Stewart's Geography.
৯। Madras manual Geography.
১০। Clarke's Geography.
১১। গোলাধ্যায়—সংস্কৃত।
১২। " ইংরাজি।

প্রাকৃতিক ভূগোল।

১। রাজেন্দ্রলাল কৃত।
২। রাধিকাপ্রসন্ন কৃত।
৩। প্রমথনাথ বসু কৃত।
৪। যোগেশচন্দ্র কৃত।
৫। নৃসিংহচন্দ্র কৃত।
৬। ব্লানফোর্ডের অনুবাদ।
৭। Blanford's Physical Geography.
৮। Geiki's Elementary Lessons.
৯। Huxley's Physiography.

সভ্যের তালিকা।

১।	মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,	কলিকাতা।
২।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্, সি, আই, ই,	বর্দ্ধমান।
৩।	" রজনীকান্ত গুপ্ত,	কলিকাতা।
৪।	Mr. L. Liotard,	"

৫।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ বি এল্,	কলিকাতা
৬।	,, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী,	,,
৭।	,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	,,
৮।	,, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী,	,,
৯।	,, শারদাপ্রসাদ দে,	,,
১০।	,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	,,
১১।	,, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	বেলডাঙ্গা—মুরসিদাবাদ।
১২।	,, মতিলাল হালদার, মুন্সেফ,	কলিকাতা।
১৩।	,, জগচ্চন্দ্র সেন,	কুমিল্লা।
১৪।	,, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৫।	অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,
১৬।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই,	,,
১৭।	,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যারিষ্টার,	,,
১৮।	পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,	,,
১৯।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	,,
২০।	,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	,,
২১।	,, সুন্দরীমোহন দাস, এম, বি।	,,
২২।	,, মনোমোহন বসু,	,,
২৩।	,, সাতকড়ি হালদার, মুন্সেফ,	কাঁথি।
২৪।	,, গোঁসাইদাস গুপ্ত,	কলিকাতা।
২৫।	,, ডাক্তার আশুতোষ ঘোষ,	,,
২৬।	,, নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ, সি, এস্,	,,
২৭।	,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়,	,,
২৮।	,, ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ,	,,
২৯।	,, উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি এস্,	মালদহ।
৩০।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা।
৩১।	,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,
৩২।	,, বসন্তরঞ্জন রায়,	বেলেতোর বাঁকুড়া।
৩৩।	,, রাজেন্দ্রলাল সিংহ ,	কলিকাতা।
৩৪।	,, ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন,	,,
৩৫।	,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
৩৬।	,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	,,

৩৭। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, (বিশিষ্ট), রাণাঘাট।
৩৮। অনারেবল জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৩৯। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, ,,
৪০। ,, শারদারঞ্জন রায় এম্, এ, ,,
৪১। ,, দীননাথ সেন স্কুঃ ইনস্পেক্টর ঢাকা।
৪২। ,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্, কলিকাতা।
৪৩। ,, অমৃতলাল রায় (হোপ সম্পাদক), ,,
৪৪। ,, রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
৪৫। ,, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৪৬। ,, প্রমথনাথ বসু, বি, এস্, সি, কলিকাতা।
৪৭। Sir Monier Williams (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৮। শ্রীযুক্ত যোতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, বরাহনগর।
৪৯। Sir William Hunter (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫০। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, কলিকাতা।
৫১। ,, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম্। ,,
৫২। ,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি এল্, বাঁকুড়া।
৫৩। ,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, (বিশিষ্ট) খিদিরপুর।
৫৪। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ,,
৫৫। ,, Mr. John Beames (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫৬। ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে,
৫৭। ,, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৫৮। ,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।
৫৯। ,, কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ, কলিকাতা।
৬০। ,, চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্, (বিশিষ্ট), ,,
৬১। ,, গোবিন্দলাল দত্ত, ,,
৬২। ,, নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্, এ, ,,
৬৩। Sir William Wedderburn. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৬৪। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (সাহিত্য সম্পাদক) কলিকাতা।
৬৫। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, (শিক্ষাপরিচর সম্পাদক), উত্তরপাড়া।
৬৬। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), কলিকাতা।
৬৭। ,, মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।
৬৮। ,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্,এ বি এল্, ,,

৬৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, ডেঃ ম্যাজিষ্টেট, কেন্দ্রপাড়া।
৭০। ,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, ডেঃ ম্যাজিষ্টেট, রঙ্গপুর।
৭১। ,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সবডেপুটি, বীরভূম।
৭২। ,, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্, কলিকাতা।

পরিষদের কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি, আই, ই।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত এল লিওটার্ড (Liotard)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

পত্রিকাসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।

গ্রন্থরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।

ধনরক্ষক।

শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত পুস্তক, মাসিক-পত্রিকা ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুস্তক।

১। মা ও ছেলে ১ম ও ২য় ভাগ।—(শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।)

২। আত্মতত্ত্ব বা জন্মান্তরবাদ।—(শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।)

৩। স্বর্ণমণি—পারিতোষিক প্রবন্ধ।—(শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র মোস্তফি।)

৪। যুগপূজা।—(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত।)

৫। বিদ্রুপ ও বিকল্প।—(ঐ)

৬। দারোগার দপ্তর।—(শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।)

মাসিক পত্রিকা।

১। ভারতী। ২। নব্যভারত। ৩। জ্যোতি। ৪। সৎসঙ্গ। ৫। খৃষ্টীয়-বান্ধব। ৬। হীরা। ৭। দাসী।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

1. Indian Nation. 2. Hope.

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার।
গ্রন্থ-রক্ষক।

Printed by B. N. Nandi at the Valmiki Press, 100/1 *Machooa Bazar Street, Calcutta.*

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

ত্রৈমাসিক

১ম ভাগ। ২য় সংখ্যা।

কার্ত্তিক, ১৩০১।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃত্তিবাস—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৬৫
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৮১
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক	৯৬
সাময়িক প্রসঙ্গ	১১৪
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ	১১৮

কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। এই সংখ্যার মূল্য বার আনা।

বঙ্গাব্দ ১৩০১।

ভাগ, ১। সংখ্যা, ২।] [কার্ত্তিক, সন ১৩০১।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস অমরকবি। তাঁহার রামায়ণ অমৃতকাব্য। বিগত চারি শত বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্যস্রোতে কত কত বুদ্বুদ ফুটিয়া মিলাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ অটল পাষাণস্তম্ভের মত কালপ্রবাহে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বোধ হয়, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী নামের অস্তিত্ব থাকিবে, কৃত্তিবাসের অতুলকীর্ত্তি সেই রামায়ণের ততদিন বিনাশ নাই।

কৃত্তিবাস বাঙ্গালার একরূপ আদিকবি। সংস্কৃত কাব্যে বাল্মীকির যে স্থান, বাঙ্গালা কাব্যে কৃত্তিবাসের অনেকটা তাহাই। তিনি বাঙ্গালীর কবিগুরু। তাঁহার পদচিহ্ন ধ্যান করিয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া, কত কবি কাব্যমন্দিরের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, কত কবি মহীয়সী কবিত্বকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে রামায়ণ অতি প্রাচীন কাব্য। বৈষ্ণব কবিদিগের মধুর পদাবলী এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি দুই চারিটি রচনা কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কাব্য বলিলে আমরা যাহা বুঝি, সেইরূপ আয়ত, একতান, সুসংগত, নানারসরুচির গ্রন্থ রামায়ণ প্রণয়নের কালে একখানিও বিদ্যমান ছিল না। রামায়ণেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা কাব্যের সৃষ্টি। যে দিন সেই সুকণ্ঠ-পিক মধুর রামনামের তান ধরিয়াছিলেন, সেই দিনই বাঙ্গালা সাহিত্যকাননে প্রথম বসন্তোদয় হইয়াছিল।

কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার শৈশবাবস্থা। অল্প দিন মাত্র ভাষাশিশুর জিহ্বার জড়তা ঘুচিয়া অর্দ্ধস্পষ্ট কথা ফুটিয়াছে। শিশু এখনও সকল মনোভাব কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; এখনও এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা আনিয়া বসে। শিশুর কথার মাত্রা এখনও ঠিক হয় নাই; ফলে সময়ে সময়ে কথাস্রোত অর্দ্ধপথে থামিয়া যায়। কথার ভঙ্গিও এখনও সুসংযত হয় নাই; কোথায় কি ভাবে কি কথা বলিতে হয়, তাহা জানে না। শিশু অধিকাংশ কথা পদ্যেই কহে, শিশুরা বড় গদ্যের প্রিয় নহে। কিন্তু এখনও ছন্দের, যতির, মিলের ভাল জ্ঞান হয় নাই। ভাষার এই অবস্থায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হয়। রচনার ফলে ভাষা শৈশব ছাড়াইয়া কৈশোরে উপস্থিত হয়। যৌবন তখনও আইসে নাই, কিন্তু যৌবন অদূরবর্ত্তী, আগত-প্রায়। বয়ঃসন্ধির সকল মধুর লক্ষণ প্রস্ফুটিত হইয়া ভাষার অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছে।

নানাগুণে রামায়ণ লোকায়ত গ্রন্থ। যে সময়ে রামায়ণ রচিত হয়, তখন অন্য সৎ-কাব্য প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ইহাই কাব্যামোদীর একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠে। মধুময় রামচরিত মধুর তানে গীত হইয়া, সকলেরই চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়। অধিকন্তু নরনারায়ণের কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া, রামায়ণ ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম্মপিপাসার তৃপ্তি-সাধন করে। কবির দেবপ্রতিভা নানারসের অবতারণা করিয়া সহৃদয় লোককে নূতন ভাবতরঙ্গে আপ্লুত করে। এই সকল কারণে রামায়ণ বাঙ্গালী জাতিসাধারণ্যে বহুল প্রচার লাভ করে। কালসহকারে এই কাব্য লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত হয়। ইহার ফলে আজিও কৃত্তিবাসের অক্ষয় গীতি বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনে এই রামায়ণ যেমন কার্য্যকারী হইয়াছে, এরূপ আর কোন গ্রন্থ হইয়াছে কি?

ভাষার অপরিণত অবস্থায় লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত হওয়াতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত বাঙ্গালা ভাষার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার স্রোত এখন যে খাতে প্রবাহিত, উহার খনক কৃত্তিবাস। তাঁহার প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষাকে যে পরিচ্ছদে সাজাইয়াছে, আজিও ভাষার অঙ্গে সেই পরিচ্ছদই শোভমান। তাঁহার শিল্পকুশল হস্ত ভাষাকে যে আকারে গঠিত করিয়াছে, ভাষার বর্ত্তমান আকার তাহারই বিকাশ মাত্র। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। লোকায়ত গ্রন্থের পরীক্ষিত প্রভাবই এইরূপ। এ বিষয়ে দান্তে ও চসরের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ইতালীয় ভাষার যে অবস্থায় দান্তে কাব্য প্রণয়ণ করেন, এবং ইংরাজি ভাষার যে অবস্থায় চসর কবিতারচনা আরম্ভ করেন, সেই সেই অবস্থার সহিত কৃত্তিবাসের সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেই সেই সময়ের ইতালীয়, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার অপরিণত শৈশবাবস্থা।

বিশেষ বিশেষ কারণের ফলে দান্তে, চসর ও কৃত্তিবাসের কাব্য লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত হয়। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান ইতালীয় ভাষা দান্তের ভাষারই পরিণতি। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষা চসরের ভাষারই বিকাশ। যেমন সূর্য্যের আলোকে খদ্যোতের প্রভা নিবিয়া যায়, সেইরূপ দান্তের ও চসরের উদয়ে ক্ষুদ্র কবির প্রচলিত কাব্য নিষ্প্রভ হইয়াছিল। ইতালীতে দান্তে এবং ইংলণ্ডে চসরের অভ্যুদয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালায় কৃত্তিবাসের আবির্ভাবে তাহাই ঘটে।

ভাষার শৈশবে ভাষার একতানতা থাকে না। প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, অধিক কি গ্রামে গ্রামে ভাষার বিভিন্নতা থাকে। এইরূপ রচনার ভাষাও রচকের বাসস্থান ভেদে বিভিন্ন হয়। এ গ্রামের কবির সহিত ও গ্রামের কবির ভাষাগত পার্থক্য। কিন্তু দান্তে, চসর বা কৃত্তিবাসের মত কবির কাব্য লোকায়ত হইলে, তাহাই রচনার আদর্শ হইয়া উঠে। চলিত কথায়, রচনায়, কবিতায়, সর্ব্বত্র সেই আদর্শ অনুসৃত হয়। অনুকৃতের একতায় অনুকারীর একতা সাধিত হয়। এইরূপে ভাষার দেশগত, নগরগত, গ্রামগত ভেদ অন্তর্হিত হইয়া ভাষা একতান হইয়া উঠে। দান্তে ও চসরের লোকায়ত কাব্যের প্রভাবে ইংরাজী ও ইতালীয় ভাষার এইরূপ একতানতা সাধিত হইয়াছিল। আলোচনা করিলে দেখা যায়, কৃত্তিবাসের প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার শৈশবেও ঐরূপ ঘটনা হয়।

এখন বোধ হয় বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের স্থান কতক বুঝা গেল।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রাচীন সাহিত্যালোচনার যে সকল প্রয়োজন উল্লিখিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণসম্বন্ধে তৎসমুদয়ের প্রয়োগ সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে। প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উদ্দীপনার যে আবেগ, যে সরলতা, স্বাভাবিকতা ও অকপট ভাবের উল্লেখ করিয়াছি, কৃত্তিবাসে সে সকল পূর্ণ মাত্রায় আছে। থাকিবারই কথা, কারণ কৃত্তিবাসের কালেই বাঙ্গালাসাহিত্যকাননে প্রথম বসন্তোদ্গম।

বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বিকাশক্রম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে ধারাবাহিক সম্বন্ধ, নূতনের পুরাতন হইতে যে বিবর্ত্তন, তাহা কৃত্তিবাসের আলোচনা ভিন্ন বুঝা যায় না। কৃত্তিবাসকে ছাড়িয়া দিলে জাতীয় সাহিত্যে একটি এমন প্রকাণ্ড অবকাশ রহিয়া যায়, যে মনে হয় যেন, আমাদিগের এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে একটা মন্বন্তরের ব্যবধান, একটা প্রলয়প্লাবনের ব্যবচ্ছেদ।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস—মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা,—ভাষার এই বিকাশপদ্ধতি কৃত্তিবাসী বাঙ্গালার আলোচনা না করিলে বুঝা যাইবে না। কৃত্তিবাসের ভাষা মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিদর্শন। সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ ঐ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। ঐ নিদর্শন সম্মুখে না রাখিয়া বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে হইলে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রকৃতি, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে *। অন্যথা ব্যাকরণ, ভাষার স্বরূপজ্ঞানে সহায় না হইয়া অকিঞ্চিৎকর বাগাড়ম্বর মাত্র হইবে।

প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সঙ্কলনের জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের আলোচনা অত্যাবশ্যক। কৃত্তিবাসে এমন অনেক শব্দ আছে, অনেক শব্দের এরূপ অর্থে ব্যবহার আছে, যাহা এখন প্রচলিত নাই †; অনেক শব্দের এরূপ আকার প্রদর্শিত আছে, যাহা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'মারে' সাহেব যে প্রণালীতে ইংরাজি অভিধান সঙ্কলন করিতেছেন, বাঙ্গালায় সে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে, পদে পদে কৃত্তিবাসী রামায়ণের শরণ লইতে হইবে।

ইংরাজি ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অংশে উন্নতি সাধিত হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের স্থানে স্থানে এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে যে, অনেক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিনিতে পারা যায় না। এইরূপে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগতন্তু বিচ্ছিন্ন হইতেছে। আশা করা যায় যে, কৃত্তিবাসের খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা ও ভাবের আলোচনায় জাতীয় সাহিত্যের উক্ত বিকৃতি অনেকাংশে বিদূরিত হইতে পারে।

সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা, তদানীন্তন বাঙ্গালীর সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক জীবন, তখনকার আচার বিচার, রীতি নীতি, প্রণালী পদ্ধতি জানিবার জন্য কৃত্তিবাসের আলোচনা করা চাই। মানুষ যেখানেই থাকুক, তাহার ছায়া সঙ্গে সঙ্গে যায়। কৃত্তিবাস যদিও বাল্মীকিপ্রদর্শিত রামচরিত্র আঁকিয়াছেন, তথাপি বর্ণপাতের সময় তাৎকালিক জাতীয় জীবনের ছায়া সে রঙে অবশ্যই মিশিয়াছে। অতএব কৃত্তিবাসী রামায়ণের আলোচনা করিলে সে সময়ের জাতীয় জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানিবার সম্ভাবনা।

এই সকল কারণে কৃত্তিবাসের আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ। এবং ফলপ্রদ বলিয়াই সে আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য খাঁটি রামায়ণ পাওয়া চাই—যে রামায়ণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, অপপাঠের বাহুল্য, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ নাই, এরূপ খাঁটি রামায়ণ চাই। অন্যথা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। অধুনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া যে সকল গ্রন্থ আমরা নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতেছি, ইহাই

---

* মুক্রি, বুদ্ধে, খেদাড়িল বাপে, আছুক, উহার, তার তবে বলি।

† মেলানি, ভেঁড়ু, কাহল, আগল, রড়, লোহ, চাপ, ঝাটি, ঝকড়া, নির্য্যাস, নিবড়, আউদড়, বিভা, গদ্য, মিত, জোখা, কেনি, কোঙর, নেহালে, চড়া, ফলি, উভলেজ, ওর, বাহুড়িল।

কি সেই বিশুদ্ধ খাঁটি রামায়ণ? যাঁহারা এ বিষয়ের কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে বলিবেন—কখনই না। প্রথম, মুদ্রিত পুস্তকের আলোচনা করা যাক। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন যন্ত্রে প্রথমবার রামায়ণ মুদ্রিত হয়। ঐ সংস্করণ এখন অতীব দুর্লভ হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্কৃতপুস্তকরক্ষক শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ আমাকে লিখিয়াছেন, যে সোসাইটির পুস্তকাগারে ঐ সংস্করণের অসম্পূর্ণ গ্রন্থ (শেষ চারি কাণ্ড) একখানি মাত্র রক্ষিত আছে। ১২৮৭ সালে গুপ্তপ্রেস হইতে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দের উক্ত সংস্করণ অবলম্বনে, এক সচিত্র রামায়ণ প্রকাশিত হয়। এই রামায়ণে শ্রীরামপুরের রামায়ণের ধৃত পাঠ অবিকল অনুসৃত হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধির সংশোধন করা হইয়াছে। ১৮০৩ সালের মুদ্রিত পুস্তক অবশ্য সেই সময়ের পুঁথির আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব ঐ রামায়ণে আমরা তদানীন্তন পুঁথির অনেকাংশে প্রতিরূপ দেখিতে পাই।

শ্রীরামপুর প্রেস হইতে রামায়ণ প্রচারের পর বটতলায় রামায়ণপ্রকাশ আরম্ভ হয়। বটতলাপ্রসূত প্রথম সংস্করণের রামায়ণ আমার নেত্রপথে কখন পতিত হয় নাই। যদি কাহারও হইয়া থাকে, আমায় জানাইলে বাধিত হইব। কালক্রমে বটতলার শ্রীবৃদ্ধির সহিত মধ্যম, অধম, অধমাধম অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশককর্তৃক প্রচারিত চারিখানি বটতলার রামায়ণ মিল করিয়া দেখি। দেখিলাম, সকল গুলিই এক আদর্শের অনুযায়ী। সে আদর্শ ১৮০৩ সালে মুদ্রিত রামায়ণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সংস্কৃতের প্রলেপময় ও আধুনিকতার আবরণে সমাচ্ছন্ন। কোন্ আদর্শ কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণের অনুযায়ী?

সুখের বিষয়, এখনও অনুসন্ধান করিলে রামায়ণের হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এরূপ কয়েক খানি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি একত্র করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দুই খানি সম্পূর্ণ ও এক খানি অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমার কাছে এরূপ তিন খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, আরও হইবার আশা আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট একখানি অতি জীর্ণ কৃত্তিবাসী পুঁথি আছে; উহার বয়ঃক্রম প্রায় চারি শত বৎসর। এ পুঁথির কত মূল্য, তাহা কেবল সাহিত্যানুরাগীই অনুভব করিতে পারেন।

প্রাচীন পুঁথি এবং শ্রীরামপুরের রামায়ণের সহিত বটতলার রামায়ণ মিলাইলে দেখা যায় যে, অপ্রচলিত ও গ্রাম্যশব্দবহুল কৃত্তিবাসী ভাষা বটতলায় নবীন আবরণে আচ্ছন্ন এবং সংস্কৃতের প্রলেপময় হইয়াছে। আর প্রাচীনকাব্যসুলভ অন্ত্য স্বরের অমিল, অক্ষরের ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া আধুনিক একটানা সুমিল চৌদ্দ অক্ষর পয়ারে পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর অপপাঠের সংস্পর্শ, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির যে কত বাহুল্য, তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক

প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করিয়া বটতলার মহাভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, রামায়ণ সম্বন্ধেও ঠিক সেই সকল কথা বলা যায়। প্রফুল্ল বাবুর কথাগুলি এই ঃ—

"গ্রন্থগত দুর্দ্দশার কথা আর বেশী করিয়া বলিব কি? * * বটতলার ছাপার গুণে কোথাও কেতাবের দুই পাত, কোথাও দশ পাত, কোথাও বা অন্তর্নিহিত উপাখ্যান বিশেষ, সমস্তই প্রায় সর্ব্বদাই ত বাদ পড়িয়া থাকে এবং বটতলার ছাপাখানা ভেদে পুনঃ বাদের ভাগ এত বিভিন্ন ও বিবিধ যে, কোন দুই ছাপাখানায় কেতাবের সহ এক মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। * * কোথাও দুই পংক্তি, কোথাও দশ পংক্তি, কোথাও পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা এবং কোথাও বা দুই দশ পৃষ্ঠা, কোন কোন স্থানে পুস্তকের বিষয়কে বিষয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতঃ পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে। * * ঐ রূপ কত স্থানে যে কত উঠান হইয়াছে ও কত স্থানে কত যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। * * মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, (১) আসল গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার বহু স্থান বটতলার ছাপার কেতাবে একবারেই নাই; উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (২) আসল গ্রন্থের অনেক স্থান বটতলার কেতাবে একবারেই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, এমন কি, উভয়ের মধ্যে তিলমাত্রও সাদৃশ্য দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। (৩) তদ্ভিন্ন মাঝে মাঝে দুই পংক্তি বা চারি পংক্তির পরিবর্ত্তন বা নূতন সংযোজন, এ সকল বটতলার ছাপার কেতাবে যে কত, তাহার আর সংখ্যা নাই। (৪) তাহার পর সমস্ত গ্রন্থের মধ্যেই এমন কোন এক পংক্তি অতি বিরল, যাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর না ঘটনা হইয়াছে।"

প্রফুল্ল বাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও বহু আলোচনার পর এই কথা লিখিয়াছেন, "বরং কাশীরামের মহাভারতে দুই একটা কাশীরামের নিজ লেখনীপ্রসূত শব্দ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃত্তিবাসে তাহাও নাই। এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

আর শ্রীরামপুরের রামায়ণের সহিত পুঁথির এবং এক পুঁথির সহিত অন্য পুঁথির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যথাসম্ভব পাঠান্তর, অপপাঠ এবং প্রক্ষিপ্তের সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক পুঁথি মিলাইলেও দেখা যায় যে, প্রাচীন পুঁথিতে যাহা নাই, এরূপ দুই দশ পংক্তি, দুই চারিটি পরিচ্ছেদ বা দুই একটি ঘটনা বা উপাখ্যান আধুনিক পুঁথিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠান্তরও নানারূপ হইয়াছে। পংক্তি, বাক্য, বাক্যাংশ ও পদের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কোন এক পুঁথিতে কোন পংক্তি, বাক্য, বাক্যাংশ বা পদের সন্নিবেশ যে স্থানে যেরূপ আছে, তৎসমুদয় অন্য পুঁথিতে অন্য স্থানে সন্নিবেশিত বা অন্যরূপ হইয়াছে। ইহার উপর একপদেরও অক্ষরবিন্যাস পুঁথিভেদে স্থানে স্থানে ভিন্নরূপ হইয়াছে। ঐরূপ ছন্দের, মিলের এবং যতির বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। আর অপপাঠেরও অভাব নাই। কোন পুঁথির সার্থক বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ অন্য পুঁথির নিরর্থক বা অনর্থক বাক্য, বাক্যাংশ বা

পদে পরিণত হইয়াছে। কোনপুঁথির বিশুদ্ধ অক্ষরযোজনা বা ছন্দোবন্ধ অন্য পুঁথিতে অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর কিংবা অযথা বা অশুদ্ধাক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে অপপাঠের সন্নিবেশ ঘটিয়াছে।

কেন এরূপ হইল? কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে কেন এরূপ আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ,অপপাঠের বাহুল্য, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিল? কথাটার একটু আলোচনা করা উচিত। কালের পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রমে আলোচনা করিলে বিষয়টা কিছু বিশদ হইবার সম্ভাবনা। প্রথম পাঠান্তর ও অপপাঠের কথা ধরুন। সকলেই জানেন, এক শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ব্বকালে পাঠক, কবির কাব্য লেখক দ্বারা লিখাইয়া পাঠ করিতেন। পুঁথির অল্প বিস্তর প্রচলন ছিল; কিন্তু এখনকার মত মুদ্রিত গ্রন্থ আদৌ ছিল না। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিলে পুঁথিতে পুঁথিতে উহার প্রচার হয়। যত পাঠক, প্রায় ততই পুঁথি, অন্ততঃ প্রতি কাব্যামোদীর গৃহে এক এক খানি পুঁথি। এইরূপে নকলের নকল প্রচলিত হয়। ইহার কি ফল, সকলেই অবগত আছেন। নকল, নকলের নকল, তাহার নকলে আসল গ্রন্থের অপপাঠ অবশ্যম্ভাবী *। পুঁথিলেখক মহাশয়েরা যদি কদর্য্যভাবে নকল করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তবে অনেকটা রক্ষা হইত। কিন্তু মসীপাত্রে লেখনী ডুবাইলে কবিভাব আসিয়া পড়ে। কোথাও মূল গ্রন্থের অর্থ না বুঝিয়া এক বাক্য, বাক্যাংশ বা পদের পরিবর্ত্তে অন্য বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ লিখিয়া গ্রন্থের অশুদ্ধিসংশোধন করেন। কোথায়ও বা কবিভাবের উৎকটতার বশবর্ত্তী হইয়া, রচিয়া দুই ছত্র বসাইয়া দেন। এইরূপে পাঠান্তরের সৃষ্টি হয়। এই জন্য রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থের এত বিভিন্ন পাঠ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত অংশের সমাবেশের আর এক সুবিধা ছিল। অনেকেই জানেন, এদেশে রামায়ণ গানের প্রথা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। গায়নের রামায়ণ অনেক স্থলে পুঁথিতে লিখিত থাকিত না, স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকিত। এইরূপে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্তাংশসমাবেশের সুবিধা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদ

---

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একস্থলে লিখিয়াছেন—They (copies) have undergone the usual corruptions which a long course of copying and recopying under different circumstances renders inevitable.—Preface to Vayu Purana.

স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু স্বরচিত বৈদিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—You are, no doubt, aware how largely unwritten texts are liable to variations and interpolations. Even written literature when not printed is not free from the dangers which arise from ignorance and carelessness of copyists and the mischievous interference of interpolators.—Calcutta University Magazine, April, 1894.

লিখিত না হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত; সেই জন্য সামবেদের শতাধিক শাখা, যজুর্বেদের সহস্র শাখার উৎপত্তি হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও ঐরূপে পাঠান্তর এবং প্রক্ষিপ্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই লেখকাণুর হস্তকণ্ডূতি বড় ভয়ঙ্কর। ইহা হইতেই প্রক্ষিপ্তের উৎপাতের আবির্ভাব। ইহার কাছে কোন প্রাচীন কবিরই ক্ষমা নাই। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কোন্ কবির গ্রন্থ প্রক্ষিপ্তসমাবেশশূন্য? লেখকাণুর আশঙ্কা (এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলকও বলা যায় না) যে, তাঁহার নামে গ্রন্থ প্রচারিত হইলে উহা কেহ পড়িবে না। এই জন্য তিনি লোকসমাজে সমাদৃত সুকবির রচনার মধ্যে আপন রচনা ডুবাইয়া রাখেন। কীটাণু যেমন ফুলের অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিয়া ফুলের সাহচর্য্যফলে দেবতার অঙ্গে স্থান লাভ করে; লেখকাণুও সেইরূপ সুকবির কাব্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাব্যামোদীর নিকট আদর প্রাপ্ত হয়েন। আর যদি স্বীয় রচনা গ্রন্থান্তরে প্রক্ষেপ করিতেই হয়, তবে বাঙ্গালী লেখকাণুর পক্ষে রামায়ণের মত লোকায়ত গ্রন্থের লোভ সংবরণ করা বড়ই কঠিন। ফলে, তাঁহারা এই লোভসংবরণ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্তের এত উৎপাত।

উপরে যে অপপাঠের বাহুল্য, পাঠান্তরের সমাবেশ এবং প্রক্ষিপ্তের উৎপাতের কথা বলা হইল, তাহা কেবল কৃত্তিবাসী পুঁথির অসাধারণ দুর্ভাগ্য নহে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে সকল গ্রন্থেরই ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। কিন্তু ইহার পর যে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির আলোচনা করিতেছি, তাহা অল্প কবিরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কৃত্তিবাসের অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই কলিকাতা মহানগরীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে এক মহাত্মার আবির্ভাব হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিছু কবিত্বশক্তিও ছিল। এই শক্তিই কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিহরণের সহায় হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল—"কৃত্তিবাসের রচনা বড় গ্রাম্য শব্দে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা রহিয়াছে"। এই ধারণার বশে আর বটতলানিবাসিনী দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় জয়গোপাল সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপ্রচলিত ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের সংস্কার করেন।

সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী পয়ারের অক্ষরের ন্যূনাধিক্য, অযথা মাত্রা এবং অন্ত্যস্বরের অমিল সংশোধিত হয়। এই সংস্কার ও সংশোধনের ফলে, "কোথাও দুই পংক্তি, কোথাও দশ পংক্তি, কোথাও পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা, কোথাও দুই দশ পৃষ্ঠা, এবং কোন কোন স্থানে পুস্তকের বিষয়কে বিষয় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে।" আর পরিবর্ত্তনের কথা কি বলিব। এমন কোন এক পদ প্রায় নাই, যাহাতে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হইবে। এইরূপে সংশোধিত রামায়ণ প্রকাশিত হয়; সংস্কৃতের প্রলেপময়, আধুনিকতার

আবরণাচ্ছন্ন রামায়ণের এইরূপ প্রচার হইতে থাকে। বটতলার কৃপায় এখন এই রামায়ণই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত টুকু মৌলিকত্ব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরও অবশিষ্ট ছিল, বটতলার প্রকাশক মহোদয়দিগের কৃপায় সে টুকুরও অন্তর্ধান হয়। মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত হওয়ার এত মহিমা।

'বটতলার ছাপার গুণে কোথাও কেতাবের দুই পাত, কোথাও দশ পাত, কোথাও বা অন্তর্নিহিত উপাখ্যান বিশেষ, সমস্তই প্রায় সর্ব্বদাই ত বাদ পড়িয়াছে (যত বাদ দেওয়া যায়, ততই গ্রন্থের কলেবর ও সেই সঙ্গে মূল্যের লাঘব) এবং বটতলার ছাপাখানা ভেদে পুনঃ বাদের ভাগ এত বিভিন্ন ও বিবিধ যে কোন দুই ছাপাখানার কেতাবের সহ এক মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে মুদ্রাকরের প্রমাদ, অনবধান, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রকাশকের সুলভতা বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে কি পরিমাণে অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।'

এখন বোধ হয় বুঝা গেল, কেন কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপপাঠের বাহুল্য, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। ফলতঃ এখন আমরা বটতলার যে রামায়ণকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেছি, উহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

এখন উপায় কি? খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়? প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার যে সকল শুভ ফল উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির জন্য ত খাঁটি গ্রন্থ চাই। তাহা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

রোগের যখন নির্ণয় হইয়াছে, তখন ঔষধপ্রয়োগ তত দুঃসাধ্য হইবে না। যে বটতলার অত্যাচার হইতে প্রধানতঃ অপপাঠ, অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির উৎপত্তি হইয়াছে, সে অত্যাচারের প্রতীকার করা চাই। সেই সঙ্গে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লেখনীর মহিমায় সংস্কৃতের প্রলেপ, আধুনিকতার আবরণ প্রভৃতি যে অনাচার ঘটিয়াছে, তাহারও উপায় করিতে হইবে। এরূপ করা তত কঠিন ব্যাপার নহে। বটতলার অত্যাচারের উৎপত্তি ৭০।৮০ বৎসর মাত্র হইয়াছে। ৫০ বৎসর মাত্র হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয় কৃত্তিবাসের উপর আপনার কীর্ত্তি-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

সুখের বিষয়, এখনও শত বৎসরের পুরাতন কৃত্তিবাসী পুঁথি অনেক পাওয়া যায়। ঐ সকল পুঁথির পাঠের সহিত জয়গোপালের কারিগরি ও বটতলার মুদ্রাকবির তুলনা করিলে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, অপপাঠের বাহুল্য এবং অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির সংশোধন দুঃসাধ্য হইবে না। তাহার পর পুঁথিলেখকের আলস্যে, অনবধানতায়, বুদ্ধিহীনতা বা স্বেচ্ছাচারে যে অপপাঠ ও পাঠান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে,

তাহারও প্রতিবিধান করা চাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি মিলাইলে অপপাঠের প্রতীকার সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু নিঃসংশয়রূপে পাঠান্তরের মীমাংসা করা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে। আয়াস ও অধ্যবসায়ের সহিত অনেক গুলি পুঁথি মিলাইয়া দেখিলে এ বিষয়ে যে কতক পরিমাণে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষে অমীমাংসিত পাঠান্তরও স্থানে স্থানে স্বীকার করিতে হইবে। সকল প্রাচীন কাব্যেই এরূপ করিতে হইয়াছে ; ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, কালিদাস, দান্তে, সেক্ষপীয়র—কোন্ কবির কাব্যে পাঠান্তর স্বীকার করিতে হয় নাই ? কৃত্তিবাসী রামায়ণের পক্ষে এইরূপ হওয়ায় কিছু বিচিত্র হইবে না।

শেষে লেখকাণুর হস্তকণ্ডূতি, যাহা হইতে প্রক্ষিপ্তের উৎপাত,—তাহার সবিশেষ প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই প্রতিবিধান অতি দুরূহ ব্রত, কিন্তু একবারেই অসাধ্য ভাবিবার কোন কারণ নাই।

সকল কবির রচনার একটা তান, একটা বিশেষত্ব আছে। সে তান সেই কবিরই, অন্য কবির নহে। যেমন হস্তাক্ষর ; আপনি যতই লিখুন, যেমন লিখুন—লেখার ছাঁচ একই থাকিবে ; সে ছাঁচ আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। যদি আপনার অনেক লিপিপত্রাদি দেখিয়া থাকি, আপনার হস্তাক্ষরে যদি আমার অভিজ্ঞতা হইয়া থাকে, তবে একশত লোকের হস্তাক্ষরের মধ্যে আপনার হস্তাক্ষর চিনিয়া লইতে পারিব। রচনা সম্বন্ধেও এই-রূপ, যদি কোন কবির রচনার অনেক আলোচনা করা যায়, যদি সেই রচনার সহিত আমার সবিশেষ পরিচয় হইয়া থাকে, এক কথায় যদি সে রচনায় আমার অভিজ্ঞতা থাকে ; তবে অবশ্যই শত কবির রচনার মধ্য হইতে সেই রচনা বাছিয়া লইতে পারিব।

বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কাব্যের যে অপরিণত অবস্থায় কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন, তাহার ছায়া অবশ্যই কবির কাব্যে সুপ্রকাশ আছে। গ্রাম্য শব্দ ও ভাব, ছন্দের অসামঞ্জস্য এবং ব্যাকরণের প্রত্যয়াদির ভিন্নতা—এ সকল লক্ষণ কৃত্তিবাসের রচনায় প্রস্ফুট আছে। পরবর্ত্তী প্রক্ষেপকারীর রচনা ঐ সকল লক্ষণবিরহিত ; অতএব কৃত্তিবাসের রচনা হইতে বিভিন্ন। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—"আন আউদড় আগল" ; প্রক্ষেপকারী লিখেন,—"অস্থ আলু থালু পুতুলী"। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—"কান্দিতে কান্দিতে রামের ফুলিল দুই আঁখি" ; প্রক্ষেপকারী লিখেন—"বারি ঝরে কমললোচনে।" কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—"সাগরের পার সীতা রহেন অশোকবনে। ধাইয়া ঘরে আইলা রাম হাতে ধনুক বাণে॥" প্রক্ষেপকারী লিখেন "সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা যেন আমি মণি হারা ফণি॥" কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—"সীতা সমর্পিনু ভাই তোমার তরে" ; প্রক্ষেপকারী লিখেন—"সীতা সমর্পিনু তোমারে" ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্ষিপ্ত ভাগ এইরূপে ধরা যাইতে পারে ; কিন্তু ঐ সকল লক্ষণের সাহায্যে প্রাচীন প্রক্ষেপকারীর লিপিচাতুরী ধরা যাইবে না। উহার সম্বন্ধে

অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রক্ষেপকারীর উৎপত্তি অনেক যুগ হইতে, সে উপায় বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্রে বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

"সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মৌলিক অংশগুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে তাহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গত লক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।"

কৃত্তিবাস সুকবি; তাঁহার রচনার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রক্ষেপকারী কুকবি; তাহার রচনায় সে সকল লক্ষণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেই লক্ষণের অভাবই প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচনের প্রথম উপায়।

"যাহা পরস্পর বিরোধী তাহার মধ্যে একটী অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটী বিবরণ ভিন্ন প্রকার বা পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটী প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত।"

"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।"

এই দুই সূত্রের যথাযথ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্তের সুনির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। অবশ্য প্রক্ষিপ্তনির্ব্বাচন অনেক আয়াস ও অধ্যবসায়সাধ্য; সেই জন্যই ইহাকে দুরূহ ব্রত বলিয়াছি; কিন্তু অসাধ্য নহে,—কষ্টসাধ্য। অতএব কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণের উদ্ধার করিবার সময় এখনও যায় নাই। এখনও সংহত উদ্যম, শ্রম, আয়াস ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে রামায়ণের বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উৎকৃষ্ট বিবেকযুক্ত সংস্করণ প্রচারিত হইতে পারে। কিন্তু আর কয়েক বৎসর পরে এরূপ করা এক প্রকার অসাধ্য হইবে। এখনই পুঁথি পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। যে কয়খানি পুঁথি এখনও অনাদরের অত্যাচার সহিয়া পুরাণ কাগজরাশির মধ্যে অযত্নে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাও আর কতিপয় বৎসর পরে হয় আর্দ্রতার আক্রমণে বিনষ্ট হইবে, অথবা কেতাবকীটের বিশোদরে বিলুপ্ত হইবে কিংবা অগ্নিসন্ধুক্ষণরূপ মহাপ্রয়োজনে নিয়োজিত হইবে। তখন বাঙ্গালার কবি-গুরু অমর কৃত্তিবাসের অতুল কীর্ত্তি সেই অমৃতময় রামায়ণ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। আর তাহার স্থানে এক বিকৃত, বিড়ম্বিত, বিকলাঙ্গ, অপপাঠবহুল, প্রক্ষেপের উৎপাতগ্রস্ত, সংস্কৃতের প্রলেপময়, আধুনিকতার আবরণাচ্ছন্ন গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া প্রচারিত হইবে। কোন্ সহৃদয় বাঙ্গালী উদাসীনভাবে এই দৃশ্য দেখিবেন?

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পরিশিষ্ট।

বটতলার রামায়ণ।

মহারাজ দশরথ জন্ম সূর্য্যবংশে।
সর্ব্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সবার উপর।
বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্রিংশৎ বৎসর॥
দৈবের ঘটনে রাজার হইল নির্ব্বন্ধ।
হেন কালে ঘটে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ॥
কোশলের রাজা সে কোশল দণ্ডধর।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তাঁর ঘর॥
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মূর্চ্ছিত।
কারে কন্যা দিব বলি রাজা সুচিন্তিত॥
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্বর।
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিজবর॥
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সমর্পিব তাঁরে॥
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী॥
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যা নগর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া কহে আপনার নাম॥
কোশল দেশেতে ঘর রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি নিয়োজিত॥
পরমা সুন্দরী কন্যা আছে তাঁর ঘরে।
কৌশল্যা নামেতে তাঁকে দিবেন তোমারে॥

ইত্যাদি।

৯০ বৎসরের পুঁথি।

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যকুলে।
শস্ত্রে শাস্ত্রে প্রবীণ রাজা ধর্ম্মে রাজ্য পালে॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।
বাহুবলে শাসে রাজা সব নৃপবরে॥
দৈবের কারণে রাজার ঘটিল নির্ব্বন্ধ।
যেন মতে রঘুনাথের জন্ম অনুবন্ধ॥
কোশল দেশের রাজা কোশল নাম ধরে।
ধার্ম্মিক রাজা সে, ধর্ম্মে রাজ্য করে।
কৌশল্যা নামে কন্যা তার পরম সুন্দরী।
কারে কন্যা বিবাহ দিব অনুমান করি॥
মনে মনে চিন্তে রাজা যুক্তি অনুমানি।
প্রধান পুরোহিত রাজা ডাক দিয়া আনি॥
আমার সম্বাদে যাহ তাহার গোচরে।
কৌশল্যা নামে কন্যা তরে বিভা দিব তাঁরে॥
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
তাঁরে কন্যা বিবাহ দিলে আমি হৈ সুখী॥
চলিল ব্রাহ্মণ পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া দ্বিজ অযোধ্যার দেশে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করি বলে আপনার নাম॥
কোশল দেশে ঘর মোর কোশলপুরোহিত।
তোমা নিতে রাজা মোরে পাঠাইল ত্বরিত॥
কৌশল্যা নামে কন্যা তাঁর পরমসুন্দরী।
রূপে বেশে কন্যা যেন স্বর্গবিদ্যাধরী॥

ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ।

পড়িলেক শ্রীরামের চরণ কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তারে লইলেন কোলে॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥

৯০ বৎসরের পুঁথি।

গোসাঞি ২ বলি ভরত রামের পায়ে ধরে।
ভাই ভাই বলি রাম ভরতে কোলে করে॥
ভরত বলে বামা জাতি আমার মা বামার বচনে
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি আইলা কি কারণে॥

বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে॥
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়।
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়॥
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল।
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন পিতা মহাশয়॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে॥
ইত্যাদি।

আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে।
এখন বাহুড়িয়া গোসাঞি চল নিজ দেশে॥
রাম বলে ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিমাতার দোষ নাই মোর কপালের লিখিত।
বিমাতার তরে দোষ দেহ অকারণ।
বনবাস করিব আমার কপাললিখন॥
বাট বাপের কথা তুমি করোহ কুশল।
রাজ্যশূন্য করিয়া আসিলে বাপ একেশ্বর রইল॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম কহিতে বাসি ভয়।
স্বর্গবাসে গেলা বুড়া রাজা মহাশয়॥
বশিষ্ঠ বলেন রঘুনাথ শুন মহাশয়।
ভরতের তরে এখন কোন যুক্তি হয়॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই প্রাণের সমান রাখি।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরত লইয়া বশিষ্ঠ তোমরা সত্বর ত চল।
যাবৎ নাহি হয় রাজ্যের অমঙ্গল॥
রাজ্য শূন্য করিয়া তোমরা আসিয়াছ সব পুরী।
ভাঙ্গিল বাপের রাজ্য অযোধ্যা নগরী॥
ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ।

মধুপানে রাবণ হইল কামাতুর।
বলে চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তর।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবর॥
দুই হাতে দুই স্তন ঢাকিল জানকী।
লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা হেন শক্তি॥
রাবণ বলিল সীতা কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে॥
রামের অত্যল্প ধন অত্যল্প জীবন।
শোকে ভোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ॥
মোর বাণে সুমেরু নাহি ধরে টান।
মানুষ সে রাম তারে কত বড় জ্ঞান॥

৭৫ বৎসরের পুঁথি।

বসি আছেন মা জানকী ঘরের ভিতর।
এমন কালে উপনীত হইল লঙ্কেশ্বর॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিছেন ডরে।
মলিন বস্ত্রেতে ঢাকিছেন সকল শরীরে॥
দুই হস্ত দিয়া অঙ্গ ঢাকিছে জানকী।
লজ্জাতে আপন অঙ্গ হৈতে চান লুকি॥
বিচিত্র আসনে বসিলা লঙ্কেশ্বর।
আমারে দেখিয়া সীতা কেন কর ডর॥
আমারে দেখিয়া কেন ভয় কেন বাস।
করিব পাটেশ্বরী মোর বামে বস॥
আমার লঙ্কাতে আছে দশ হাজার নারী।
সকলের উপরে করিব পাটেশ্বরী॥
তোমার পিতা জনকে দিব অর্দ্ধেক দেশ।
রাজ আভরণে তোমার করে দিব বেশ॥

দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
যুদ্ধে করিলাম চূর সবাকার গর্ব্ব ॥
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা।
সর্ব্বলোকে তোমারে ত কে বলে পণ্ডিতা ॥
তোমার সেবক আমি তুমিত ঈশ্বরী।
তোমার চরণে লয়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে২ ॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধমনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে।
ইত্যাদি।

হরি হর পরাভব আমার সমরে।
জটাধারী রাম মোর কি করিতে পারে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর যতেক অপ্সরা।
আমার আজ্ঞায় কার্য্য করে দেবতারা ॥
তপস্যায় ত্রিভুবন করিয়াছি বশ।
মনে নাহি কর আমি দুরন্ত রাক্ষস ॥
অগ্নিতে ঘৃত দিলে অধিক সে জ্বলে।
কোপে কম্পবান মা রাবণেরে দেলে।
রাবণ পাছু করি বৈসে আপনার মনে।
আপন ইচ্ছায় বলে কথা রাবণ রাজা শুনে ॥
ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছট ফট।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে।
রক্ত নেত্র শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড় মড় করে দেয় গালাগালি ॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে ॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম এ কোন বিধান ॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিবা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী ॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির ॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি শাখামৃগে কোন প্রয়োজন ॥
নির্দ্দোষী বানর আমি আর কোন কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে ॥
কোন দেশ লুটাইয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে ॥
ইত্যাদি।

গুপ্তপ্রেস রামায়ণ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছট ফট।
ধাইয়া রঘুনাথ গেলেন বালির নিকট ॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম বালি রাজার পাশে ॥
পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি ॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
হেন চণ্ডালে বিশ্বাস গেলাম ধার্ম্মিক জ্ঞানে ॥
রাজকুলে জন্মিয়া রাম ধর্ম্ম নাহি শিক্ষি।
পঞ্চনখীর ভিতর আমি নহি পঞ্চনখী ॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম আর শল্লকী গোধা।
এই পঞ্চনখী মারিতে কিছু নাহি বাধা ॥
নর বানর আর কিন্নর কুম্ভীর।
এই পঞ্চ নখী রাম ভক্ষ্যের বাহির ॥
আমার চর্ম্মেতে তুমি না করিবে বৈসন।
আমার মাংস তুমি না করিবে ভক্ষণ ॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মারিলে কোন কার্য্যে।
তুমি হেন রাজা হইলে সুখ নাই রাজ্যে ॥
কোন দেশ লুটিলাম পোড়াইলাম কোন দেশ।
কোন দোষে করিলে তুমি মোর পরমায়ুঃ শেষ ॥
আর বংশ জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক রাম তোমায় সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥
ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ (১৩০০ সাল)

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল রাম দেখেন সত্বরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলা পাড়া শ্রীরাম করেন কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেন নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মম রক্ষা কর সীতা॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী॥
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম হ্বাপ্য ধন॥

ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ (১২৫৭ সাল)

ওখানেতে রামচন্দ্র মৃগ লয়ে হাতে।
অতি ব্যস্ত ত্রস্তে চলিলেন কুটীরেতে॥
দেখিলেন সম্মুখে পেচক করে রব।
শিবে সনে শব টানে কাক অসম্ভব॥
উল্কাপাত বিনি মেঘে রক্ত বৃষ্টি হয়।
কত শত অমঙ্গল না হয় নির্ণয়॥
বামচক্ষু স্পন্দন করে পদ কম্পে ঘন।
অমঙ্গল দেখে ত্রাস কমললোচন॥
হেনকালে সম্মুখেতে দেখিলা লক্ষ্মণে।
দ্বিগুণ চিন্তিত রাম হইলেন মনে॥
কহ রে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ আমারে।
কি বুঝিয়া শূন্যঘরে রাখিয়া সীতারে।
আনি পুন আগমন কৈলে কি কারণ।
দেখে শুনে মন প্রাণ হলো উচাটন॥
লক্ষ্মণ বলেন দাদা বলিয়ে এখন।
উচ্চৈঃস্বরে তুমি রব করিলে যখন।
শুনিয়া চিন্তিত হৈল জনকনন্দিনী।
আমারে আসিতে আজ্ঞা করিলেন আপনি॥
রাম বলেন শীঘ্র চল প্রাণের লক্ষ্মণ।
বুঝি কোন বিপদ ঘটিল এতক্ষণ॥
এত বলি দ্রুতগতি যান দুই জনে।
উপনীত হৈল গিয়া পঞ্চবটীর বনে॥

ইত্যাদি।

হস্তলিখিত পুঁথি (১২৩৮ সাল)

পড়িলেন বালি রাজা শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাক্যা তাহা তারা দেবী শুনে॥
বস্ত্র না সম্বরে তারা ধায় আতুর কেশে।
অঙ্গদ লইয়া চলে স্বামীর উদ্দেশে॥
বানর সব পালাইয়া আমান্য আউ আসে॥
তারা দেবী বার্ত্তা পুছে করুণ ভাবে॥
রাজার পাত্র তোমরা সব রাজার সম্মতি।
হেন রাজাকে থুএ পালাও থুইএ অখ্যাতি॥
বানর সব বলে মাতা শুনহ কাহিনী।
দুই ভাই যুদ্ধ যখন হলো হানাহানি॥

হস্তলিখিত পুঁথি (১২৩৭)

পড়িলেন বালি রাজা শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারা দেবী শুনে॥
বস্ত্র না সম্বরে তারা ধায় ঊর্দ্ধ কেশে।
অঙ্গদে লইয়া চলে স্বামীর উদ্দেশে॥
বানর সব লইয়া সাম্বার আশু আসে।
তারা দেবী বার্ত্তা পুছে করুণার ভাষে॥
রাজার পাত্র তোমরা সব রাজার সঙ্গতি।
হেন রাজা ফেলে পলায় থুয়্যা অখ্যাতি॥
বানর সব বলে মা শুন কাহিনী।
দুই ভাই সঙ্গে যখন হইল হানাহানি॥

বড় বড় গাছ ফেলে বড় ২ পাথর।
ভায়ে ভায়ে যুঝিতে বাজেছে রামের শর॥
রামরূপ যম আইল কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
অঙ্গদে লইয়া তুমি না হয় বাহিরে॥
চারি দ্বারা চতুর্দ্দিকে রাখহ প্রহরী।
অঙ্গদ রাজা করে পাল কিষ্কিন্ধ্যা পুরী॥
অন্য রাজা নহিবে অঙ্গদে করিব রাজা।
সবে মিলিয়া আমরা তোমার করিব পূজা॥
তারা বলে না চাই রাজ্য না চাই অঙ্গদ।
প্রাণনাথ গেল যদি কিসের সম্পদ॥
হিয়ে হানে চুল ছিড়ে ধেয়ে যায় রড়ে।
শোকেতে পাগলী অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে॥
গড়ের বাহির হয়ে চৌদিক নেহালে।
এক ভিতে আছেন রাম ধনুক ধরিয়া নোলে॥
ইত্যাদি।

বড় গাছ ফেলে বড় ২ পাথর।
ভেয্যা যুঝিতে বেজেছে রামের শর॥
রামরূপী যম আইল কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
অঙ্গদকে লয়ে তুমি না হয় বাহিরে॥
চারি দ্বারে চতুর্দ্দিকে রাখহ সুন্দরী।
অঙ্গদ রাজা করে পাল কিষ্কিন্ধ্যাপুরী॥
তারা বলে না চাই রাজ্য না চাই অঙ্গদ।
প্রাণনাথ গেল যদি কিসের সম্পদ॥
হিয়া হানে চুল ছিড়ে ধেয়ে যায় রড়ে।
শোকেতে পাগল অঙ্গদ আছাড়িয়া পড়ে॥
রামের বামে লক্ষ্মণ হাতে গাণ্ডীবান।
হেট মাথায় বালি আছে করিয়া ধেয়ান॥
হেন বালি রামের বাণে গোটায় ধরণী।
অঙ্গদ পুত্র ফেলে বালি কোলে নিল তারামণি॥
ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

আমার মনের ভাব তোমাকে জানাইবার জন্য ভাষা, এবং এই উদ্দেশ্য যত সহজে যত অল্প শ্রমে ও যত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ততই ভাষার সার্থকতা। মানুষ একের মনোভাব ভাষার সাহায্যে অপরকে জানায়। এই জন্য মানুষের মধ্যে তড়িদ্-গতিতে জ্ঞানের প্রচার ও উন্নতি। ফলে জ্ঞানবিস্তার ও জ্ঞানোন্নতির এমন দ্বিতীয় সহায় আর নাই।

শব্দ লইয়া ভাষার শরীর ও ভাব লইয়া ভাষার জীবন, এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না। তবে ভাবের সহিত শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধটা বিধাতার বিধি-নির্দ্দিষ্ট কি না, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টায় সম্প্রতি কোন প্রয়োজন নাই, এবং সেই বিতণ্ডা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডপ্রবেশে লেখকের সম্প্রতি কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই। সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলে, শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ মানুষেরই কল্পিত ও হাতগড়া, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শব্দ একটা সঙ্কেত মাত্র। পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া সঙ্কেতটা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক অর্থে প্রয়োগ করিলেই সংসারযাত্রা চলিয়া যায় ও ভাষার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

মানুষের মনে যে কিছু ভাবের উদয় হয় বা হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের জন্য এক একটি পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কেত থাকিলে বোধ করি, এক হিসাবে ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মনের ভাবসংখ্যার সীমা নাই, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শব্দসঙ্কলনশক্তি বড় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। শব্দ সঙ্ক-লনের শক্তি অসীম থাকিলেও মস্তিষ্কের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান দুষ্কর হইত। ফলে কয়েকটি মাত্র শব্দ বা সঙ্কেত লইয়া আমাদিগের অসংখ্য মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হয়। ভাষার এই প্রথম ও প্রধান অসম্পূর্ণতা। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা পরিহারের উপায় দেখা যায় না।

তবে এই দোষ কথঞ্চিৎ পরিহারের জন্য নানাবিধ কৌশল ব্যবহৃত হয়। পাঁচটা ভাব একজাতীয় হইলে আমরা একটা শব্দকেই বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গাদি যোগে নানা উপায়ে গড়িয়া পিটিয়া নানাবিধ আকারে প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু এ সকল কৌশলেও কুলায় না। ভাবের সংখ্যা এতই অধিক, ও শব্দের সংখ্যা এতই কম।

অগত্যা বাধ্য হইয়া একটা শব্দ কখন কখন পাঁচটা অর্থে ব্যবহার করিতে হয়। অগত্যা বটে, তথাপি ইহা ভাষার নির্ধনতাসূচক। আবার একটা অর্থে কখন পাঁচটা শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা অবশ্য নির্ধনের ধনপ্রদর্শনের আড়ম্বর। এই আড়ম্বর না থাকিলে ভাষার বাহ্যসৌষ্ঠব, আকার, বসন, ভূষণ প্রভৃতির একটু হানি হইত, কিন্তু তাহার অস্থি মজ্জা মাংসপেশী সবল ও সমর্থ থাকিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সংসারে নির্ধনেও ধনের বড়াই করিতে যায়; ভাষাও অনেকস্থলে আসল জায়গায় ভাবপ্রকাশে অসমর্থ হইয়াও অনাবশ্যক স্থলে বাগাড়ম্বর বাচালতা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না।

তবে জ্ঞানরাজ্যে ভূমিকর্ষণ করিতে গিয়া সেখানে কৃষিযন্ত্রের পারিপাট্য ও সৌষ্ঠব অপেক্ষা উহার কার্য্যকারিতার উপর অধিক পরিমাণে দৃষ্টি রাখিতে হয়। মৃত্তিকা সেখানে বড়ই দৃঢ়, এবং সেখানে এমন যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সেই শক্ত মাটি আঘাত মাত্র বিচূর্ণিত হয়। কবিতা ও বক্তৃতা হইতে একটু দূরে থাকিয়া যখন শুদ্ধ নিরেট জ্ঞানের বিস্তার ও বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিতে হয়, তখন ভাষার সম্পূর্ণতার দিকেই বেশী দৃষ্টি রাখিতে হইবে; ভাষার অযথা সমৃদ্ধি প্রদর্শনের আবশ্যকতা থাকিবে না; অর্থাৎ ভাষার যাহা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য যত পূর্ণভাবে সাধিত হয়, তাহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তোমার প্রতিবাসীকে যদি ঠকাইবার অভিপ্রায় না থাকে, যদি তাহাকে প্রকৃত সরল ভাবে কোন নূতন লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী করিবার বাসনা থাকে, তবে হেঁয়ালির ছন্দে কথা কহিও না। দ্ব্যর্থ শ্লেষ ত্যাগ করিয়া স্পষ্ট ভাবে পরিষ্কার ভাষায় কথা কহিও।

জ্ঞানের ভাষা বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিত্বহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র। এই মূল সূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা প্রণয়ন করিলে ভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তাহার সাহায্যে জ্ঞানের বিস্তার—তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে। কোন গোলযোগ বা আপদ উপস্থিত হইবে না।

সে কালের লেখকদের মধ্যে,—বিশেষতঃ কবিগণের মধ্যে অনেকের দুই অর্থবিশিষ্ট বা বহু অর্থবিশিষ্ট বাক্য রচনা করিয়া ক্ষমতা জাহির করিবার বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায়। ইহাতে লেখকের পরাক্রমপ্রকাশ এবং পাঠকের নিগ্রহ ভিন্ন অন্য ফল বড় দেখা যায় না। রাঘবপাণ্ডবীয় লেখকে আমরা কুস্তিগির মল্লযুদ্ধব্যবসায়ী পালোয়ান মাত্র দেখিতে পাই, কিন্তু সে বীরত্বে জগৎ সংসারের বড় কিছু আসে যায় না।

সর্ব্বদা লেখকের দোষ দেওয়া যায় না। অনেক সময় পাঠকের হস্তে লেখককে নিগৃহীত হইতে হয়। ভাগবত-ব্যাখ্যাতা কোন শ্লোকের বত্রিশ রকম ব্যাখ্যা দিয়া বাহবা

লইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আস্ফালন সহকারে বায়ান্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়া বাহবার উপর বাহবা লইলেন, এরূপও দেখা গিয়াছে।

জ্ঞানচর্চ্চায় এরূপ বাহাদুরীর বিশেষ আবশ্যকতাও নাই, বিশেষ অবকাশও নাই। রবরের স্থিতিস্থাপকতা ও মধূখের নমনীয়তা অনেক সময়ে কাজে লাগে বটে, কিন্তু ইস্পাতের দার্ঢ্য উভয়ের অপেক্ষা মূল্যবান।

জ্ঞানচর্চ্চার সময় দার্ঢ্য ও কাঠিন্যে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া সরসতা ও কোমলতা যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এরূপ কেহ যেন না বুঝেন। সরসতা ও কোমলতা যদি উন্নত মনুষ্যত্বের ব্যঞ্জক হয়, তবে তাহা উন্নত ভাষারও লক্ষণ। ভাষাকে কেবল যন্ত্র বা হাতিয়ার হিসাবে ধরিলেও, যদি হাতিয়ারের কার্য্যকারিতা বজায় রাখিয়া তাহাতে একটু পালিশ, একটু চাকচিক্য, একটু কারুকার্য্য দিতে পারা যায়, তাহা মন্দই বা কি? শুধু তাহাই নহে,ভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য,কোমলতা ও সরসতা সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায়। অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে হইবে, মনুষ্যজীবনের সফলতার এইটি মূল মন্ত্র। শারীরিক ও মানসিক শ্রমসংক্ষেপ জীবনযাত্রায় আবশ্যক, জীবনের সার্থকতার অনুকূল। সুতরাং ভাষা কোমল, প্রাঞ্জল, সরল হইলে উহার সার্থকতা বৃদ্ধি পায়; জ্ঞানবিস্তারের আনুকূল্য ঘটে। প্রথম শিক্ষার্থীর সমীপে পুনঃপুনঃ "দ্ব্যম্লজানাম্বিত অঙ্গারক" শব্দ প্রয়োগ করিলে শিক্ষানুরাগী উত্তম বালকেরও রসায়নবিদ্যার প্রতি প্রণয় না জন্মিতে পারে।

জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতন ভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়, নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হয়। এবং উল্লিখিত কয়েকটি সূত্র মনে রাখিয়া ভাষাপ্রণয়নে প্রবৃত্ত না হইলে উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, তত্ত্বপ্রচার ও সত্যপ্রচার যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদিগকে বিষয়ের গৌরববোধে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতির সহিত অকস্মাৎ আমাদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির বহুশ্রমাহৃত বহুযত্নলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে অকস্মাৎ প্রসারিত হইয়াছে। পার্থিব অন্য ঐশ্বর্য্যের সহিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যের সনাতন বিভেদ আছে। পার্থিব ইতর ঐশ্বর্য্যে যেরূপ ব্যক্তিগত অধিকার আছে, জ্ঞানৈশ্বর্য্যে সেরূপ ব্যক্তিগত অধিকার নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে, আমরা যত্ন করিলে, অপরের সঞ্চিত এই অতুল অক্ষয় সম্পত্তিরাশি আমাদের করিয়া লইতে পারি। ইহাতে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত বিরোধ বা বৈরিতা নাই। এক্ষণে যদি আমরা অলস হইয়া এই ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্‌মুখ হই, তাহাতে যে ক্ষতি, যে লজ্জা, যে পাপ, আমাদিগকে তাহার ফলভাগী হইতে হইবে। রত্নাকরের পাপের কেহ ফলভাগী হইতে চায় নাই, আমাদেরও এই মহাপাতকের ফলভাগী হইতে অপরে আসিবে না। বাঙ্গালী যদি আপনার মনুষ্য-

ত্বের গৌরব করিতে চায়, বাঙ্গালী জাতি যদি আপনার জাতীয়ত্বের স্পর্দ্ধা করিতে সাহস করে, তবে আমাদের মনশ্চক্ষুতে দীপ্তিমান্, উজ্জ্বল প্রভায় প্রভান্বিত সেই প্রাচীন পুরাকালে আর্য্যভূমে শিষ্য যেরূপ বিনয়ের সহিত অবনতশিরে গুরুসমীপে উপস্থিত হইত, সেইরূপ বিনয়ের সহিত আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থিরূপে পাশ্চাত্য জাতিগণের উদ্ঘাটিত বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

কিন্তু এই জ্ঞানার্জ্জনের পথে বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষা প্রধান অন্তরায়স্বরূপ অবিস্থিত রহিয়াছে। ফরাসী হয় ত আশা করেন, তাঁহার ভাষা কালে বিশ্বজগৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইবে; ইংরাজ হয়ত আশা করেন, তাঁহার ভাষা বিশ্বভাষা হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু সম্প্রতি সে আশা সুদূরপরাহত। শুনা যায় অনেকে সার্ব্বভৌমিক ভাষা সৃষ্টির জন্য প্রয়াস করিতেছেন; কিন্তু এখনও পৃথিবীর অদৃষ্টে সে দিন আসিতে বিলম্ব আছে। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলে বিজাতীয় অনাত্মীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলিবে না।

পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার ভাষা হইবে না; কখন আমরা হৃদয়ের ভাব, অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞানসম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের চিরপরিচিতা, আত্মীয়া, মাতৃভাষাকে এইরূপে গঠিত, মার্জ্জিত, পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তারকার্য্যের ও জ্ঞানপ্রচারকার্য্যের উপযোগিনী হয়। এই প্রাচীন বঙ্গভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া, নূতন অস্থি, নূতন মজ্জা সংগঠিত করিয়া তাহাকে পুষ্ট, বলিষ্ঠ, সমর্থ, বিকশিত, পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যসম্পাদনই এখন কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের অন্যতম কার্য্য। যাঁহারা এই কার্য্যসম্পাদনে ব্রতী হইবেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্মরণীয় হইবে, সুদূর ভবিষ্যৎ তাঁহাদের কৃতিত্বকর্ত্তৃক নিয়মিত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণয়ন কিছুদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। ভরসা করা যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। গ্রন্থকারগণ ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালায় অনুবাদ ও প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদে যতদূর সাবধান হওয়া আবশ্যক, সকলে ততদূর সাবধান হয়েন না। গ্রন্থকারগণের দোষ দেওয়াও বোধ করি সর্ব্বত্র সমীচীন নহে; কার্য্যটি প্রকৃত পক্ষে বড়ই দুরূহ। কিন্তু যখন বঙ্গভাষার উন্নতি, পুষ্টি, শ্রীবৃদ্ধি, বঙ্গে বিজ্ঞানের বিস্তার ও প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ভবিষ্যৎ, এই কার্য্যের সুচারুসম্পাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন বিষয়ের গৌরব বিবেচনায় গ্রন্থকারগণের সাবধান হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীযুত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক পরিভাষানির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরিষদও বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গভাষার গতিপথনির্দ্দেশে উদ্যোগী হইয়া ঐ কার্য্যের ভারগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং এই সময়ে এই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা উত্থাপন করা অসাময়িক ও অসঙ্গত না হইতে পারে।

বিজ্ঞানের ভাষার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতির সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিতে পারেন। বিজ্ঞানের ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র। উপরে সেই সেই কারণের উল্লেখ করিয়াছি। উভয়ত্রই ভাষার উদ্দেশ্য এক হইলেও, একত্র শোভার দিকে, অন্যত্র সামর্থ্যের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থ ভাষা, বলিষ্ঠ ভাষা না হইলে, বিজ্ঞান স্বয়ং পুষ্টিলাভ করে না; অঙ্গে বল পায় না; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতি যেমন প্রতিভাদ্বারা সাধিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের ভাষাসংগঠনেও সেইরূপ সময়ে সময়ে অসাধারণ প্রতিভা প্রয়োজিত হইয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দিয়া এই বিষয় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতবিদ্যা। গণিতবিদ্যার ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কতকগুলি চিহ্ন ও সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া গণিতবিৎ মনের কথা ব্যক্ত করেন। পাটীগণিতে দশমিক লিপি ও বীজগণিতে বর্ত্তমান বর্ণসঙ্কেতলিপি যতদিন প্রচলিত না হইয়াছিল, ততদিন ঐ দুই শাস্ত্রের বিকাশ হয় নাই। ভারতবর্ষ ঐ উভয়বিধ লিপিরই আকরস্থান। ইউরোপে নিউটন ও লাইব্‌নিট্‌জ্‌ একই সময়ে Differential Calculus নামক প্রচণ্ড শক্তিশালী গণিতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। কিন্তু নিউটনের আবিষ্কৃত লিপি লাইব্‌নিট্‌জের উদ্ভাবিত লিপিপ্রণালীর নিকট দাঁড়াইতে পারে নাই। সম্প্রতি বিশেষ কারণে স্থলবিশেষে নিউটনের প্রথা অবলম্বিত হইতেছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অভূতপুর্ব্ব উন্নতির সহিত পদার্থবিদ্যার জন্য স্বতন্ত্র ভাষা সঙ্কলনের প্রয়োজন হইয়াছে। উপযুক্ত সমর্থ ভাষা সঙ্কলনের জন্য প্রতিভান্বিত মনস্বী পুরুষগণ আপনাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। ক্লসিয়স্, রাঙ্কিন্, কেল্‌বিন্ প্রভৃতি মহারথ এই নিমিত্ত যথাকালে আসরে নামিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাঁদের মত প্রতিভান্বিত ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার ফলে আজ পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্যায় এই প্রবলা প্রখরা তীব্রশক্তিমতী ভাষার প্রচলন দেখিতে পাই।

মহামতি লাবোয়াশিয়ার রসায়নবিদ্যা ও রসায়নের ভাষা উভয়েরই জন্মদাতা। এই সুকৌশলময় ভাষার অস্তিত্ব না থাকিলে, রসায়নবিদ্যার আজ কি অবস্থা ঘটিত তাহা ভাবিয়াও পাওয়া যায় না।

রসায়নবিদ্যা যেমন লাবোয়াশিয়ারের নিকট ঋণী, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সেইরূপ লিনিয়সের নিকট ঋণবদ্ধ। লিনিয়স প্রণীত সুন্দর নামকরণ-প্রণালী না থাকিলে, বোধ হয়, জীববিজ্ঞান এরূপ দ্রুত গতিতে উন্নতিলাভ করিতে পারিত না।

ভাষার সংগঠন যে সে লোকের কাজ নহে, তাহা উল্লিখিত উদাহরণ দৃষ্টে বুঝা যাইবে। যাহা প্রতিভার সাধ্য, তাহা প্রতিভার জন্যই রাখা উচিত, এবং প্রতিভা-কর্ত্তৃক যথাকালে সম্পাদিত হইবে; এই কথায় পরিষদস্বীকৃত কার্য্যের প্রতি আপত্তি হইতে পারে।

কিন্তু এ আপত্তির খণ্ডন আছে। আমাদের কাজ দুরূহ বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের কাজের তুলনায় তাহার দুরূহতা উপেক্ষণীয়। তাঁহারা দুর্গের প্রাকার ভেদ করিয়াছেন; আমাদিগকে জড়তা পরিহার করিয়া সেই মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিতে হইবে মাত্র। উদ্ভাবন ও অনুবাদ এক নহে,সুতরাং পাশ্চাত্যদেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন, আমরা আমাদের ক্ষীণশক্তি লইয়াও তাহার অনুবাদে সাহসী হইতে পারি।

পরিষদ ভাষাসঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পরিষদ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের লেখকগণের হাত পা বাঁধিয়া দেন, তবে পরিষদের এই চেষ্টায় ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের ভাগ বেশী দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে পাঁচজন একত্র হইয়া অন্যের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে না। কেবল অন্যকে পথ দেখাইতে পারে মাত্র। এবং পরিষদও সেই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন সন্দেহ নাই।

পরিষদের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র মধ্যে অনেক কাজ করিবার আছে। এবং পরিষদ যদি সাবধান হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। 'সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা, কথাটি বড়ই প্রকৃত। এবং British Association ও International Congress of Electricians প্রভৃতি সমিতির সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ভাষার কতদূর পুষ্টি ও সামর্থ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে, পাঁচজনের সমবেত চেষ্টা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ইংরাজি হইতে অনুবাদের সময় যে যে বিষয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার দুই একটির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ইংরাজি শব্দের অনুবাদ বা রূপান্তর না করিয়া অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় কি না, এ কথা প্রথম বিবেচ্য। সর্ব্বত্র এই ব্যাপার সাধ্য হইলে, অবশ্য পরিভাষা প্রণয়নে চিন্তা করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহা সাধ্য নহে,—কর্ত্তব্যও নহে। ইংরাজিতে অবশ্য এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা অবিকল গ্রহণ করিলে কালে বাঙ্গালার

সহিত মিশিয়া যাইতে পারে, এবং আপাততঃ একটু অসুবিধা ঘটিলেও কালে তাহা মাতৃভাষার সহিত অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার সম্ভব। কিন্তু এ কথা সর্ব্বত্র খাটে না।

ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় সর্ব্বত্রই বিজাতীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা লাটিন, গ্রীক, ফরাসী হইতে দুই হাতে ঋণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধন করিয়াছে। এমন ভাষা নাই, যাহার শব্দসম্পত্তি এক্ষণে ইংরাজি কর্ত্তৃক অপহৃত ও স্বীকৃত হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাতে আরবী পারসী ও ইংরাজি শব্দ অজস্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল বিদেশীয় এখন নিতান্ত স্বদেশীয়ের ন্যায় আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই; ত্যাগ করিলে ভাষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র। যখন যে জাতির সহিত ঐতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক কারণে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই সেই জাতির ভাষার নিকট ঋণ গ্রহণ না করিলে চলে না। বঙ্গভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলে, বোধ হয় ফরাসী, পোর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষার নিকটেও যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রচলিত ভাষার পুষ্টির জন্য এইরূপ ঋণ গ্রহণ আবশ্যক; বৈজ্ঞানিক ভাষার পুষ্টির জন্য উহা অবশ্যম্ভাবী। এই ঋণ গ্রহণে কাতর হইলে চলিবে না; এখানে অযথা আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে গেলে নিজেরই ক্ষতি।

ইংরাজি শিল্প ও ইংরাজি বিজ্ঞানের বিস্তারের সহিত অনেক ইংরাজি শব্দ আমাদের দেশে লোকমুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টেবিল্, চেয়ার, বাক্স, তোরঙ্গ, বোতল, বিস্কুট্ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর নামের মত, কোর্ট, আপীল্, জজ্ পুলিস্ প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানি পদার্থের মত, রেল্ওয়ে, টেলিগ্রাফ্ টেলিফোন, মিনিট, সেকেণ্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সবগুলি এখনও আমাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই; কিন্তু ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতার সহিত কালে মিশিয়া যাইবে। ইহাদের প্রবেশ-পথের অবরোধ করিয়া, ইহাদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া, তত্তংস্থানে খাঁটি দেশী শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত নহে।

রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে এইরূপ ইংরাজি শব্দ আমাদিগকে অকাতরে অবিকলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অন্য উপায় নাই। রসায়নশাস্ত্রোক্ত আটষট্টিটা মূল পদার্থের জন্য আটষট্টিটা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু এমন স্থলেও কথা উঠিতে পারে; Uranium ও Tungsten না হয়, ইংরাজি হইতে অবিকল গ্রহণ করা গেল; Oxygen, Hydrogen, Chlorine প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী পদার্থেরও কি খাঁটি বাঙ্গালা নাম থাকিবে না? অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম

দেওয়া চলে না; সুবিধা বিবেচনায় চারিদিক্ বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ ভাবে বিচার করিতে হইবে।

বোধ করি কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, আমাদের অতলস্পর্শ সংস্কৃত শব্দসমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না।

সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে চাহিলেই এ সম্বন্ধে সঙ্গত উত্তর মিলিতে পারে। মহৈশ্বর্য্য-শালিনী আর্য্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্য্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্‌মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক ভাষা ঋণস্বীকারে কাতর হয় নাই।

প্রাচীনকালে হিন্দুর সহিত গ্রীকের জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আদান প্রদান চলিয়াছিল। তাই সংস্কৃত জ্যোতিষে খাঁটি গ্রীকশব্দ বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের নিকট এই সংবাদ নূতন, তাঁহাদের অবগতির ও কৌতূহল তৃপ্তির জন্য নীচে এইরূপ শব্দের একটি তালিকা দিলাম।

দ্বাদশ রাশির নাম।

খাঁটি সংস্কৃত নাম।	গ্রীক হইতে গৃহীত সংস্কৃত নাম। (বরাহমিহির কৃত বৃহজ্জাতক)	গ্রীক।
মেষ	ক্রিয়	Krios
বৃষ	তাবুরি	Tauros
মিথুন	জিতুম	Didumos
কর্কট	——	Karkinos
সিংহ	লেয়	Leon
কন্যা	পার্থোন্	Parthenos
তুলা	জুক	Jugon
বৃশ্চিক	কৌর্প	Skorpios
ধনুঃ	তৌক্ষিক	Toxikos
মকর	আকোকের	Akokeros
কুম্ভ	হৃদ্রোগ	Hudrokoos
মীন	ইথম্	Ikthos

সংস্কৃত	গ্রীক
হেলি	Helios
হিম্ন	Hermes
আর	Ares
জ্যৌ	Zeus
কোণ	Kronos
আস্ফুজিৎ	Aphrodite
হোরা	Hora
কেন্দ্র	Kentron
দ্রেক্কাণ	Dekanos
লিপ্তা	Lepta
অনফা	Anaphe
সুনফা	Sunaphe
দুরুধরা	Doruphoria
আপোক্লিম	Apoklima
পণফর	Epanaphora
জামিত্র	Diametros

ইত্যাদি।

সুতরাং যখন আমাদের অনন্তবিভবশালী পূর্ব্বপুরুষেরা পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তখন দরিদ্র, হীনজীবী, পরান্নভোজী, পরাশ্রিত আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণ গ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।

তবে সর্ব্বত্র ঋণ গ্রহণে প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্নগর্ভা। আমরা ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছ পরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। ইংরাজি বিজ্ঞানে লাটিন, বিশেষতঃ গ্রীক ভাষা হইতে প্রভূত পরিমাণে শব্দ সঙ্কলন করা হয়। ইংরাজির সহিত গ্রীকের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ তদপেক্ষা প্রভূতভাবে ঘনিষ্ঠ; অথচ সমৃদ্ধিতে সংস্কৃত ভাষা গ্রীক হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তভাবে দ্বিধাপরিশূন্য হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পাশে খাঁটি প্রচলিত বাঙ্গালা কখন কখন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাঙ্গালার দাবী কতক পরিমাণে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। চলিত ইংরাজি হইতে কতক-গুলি শব্দ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি

মধুর। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দিয়ে দিলাম—mass, force, stress, strain, step,spin, twist, shear, torque, whirl, squirt, pressure, tension, flux, power, work. বিজ্ঞানে এই শব্দগুলি প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় উহাদের যে অর্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় ঠিক সেই অর্থ নহে। এইরূপে চলিত বাঙ্গালা হইতে কতকগুলি শব্দ বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহণ করা চলিতে পারে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটী নাম দিয়ে দিলাম। পাঠকেরা ইহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করিবেন।

mass	...	জিনিষ
lens	...	পরকলা
prism	...	কলম
wind	...	হাওয়া
work	...	কাজ
tension	...	টান
spectrum	...	ছটা

বিশুদ্ধ সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতমূলক নহে বলিয়া, বোধ করি, কেহ ইহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন না।

নূতন শব্দ সঙ্কলনের সময় ইংরাজিতে আজকাল সুবিধার ও উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। ব্যাকরণের দিকে ও ব্যুৎপত্তির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে গেলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে অভিধান ছাড়া শব্দ সৃষ্ট হয়, অথবা আভিধানিক শব্দকে সুবিধা ক্রমে কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাষা মূলে সঙ্কেতমাত্র ইহা মনে রাখিলে এই বিষয়ে আপত্তির কোন কারণ থাকে না।

বলবিজ্ঞান ও তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতি ব্রিটিস-এসোসিয়েসন যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। রিপোর্টে ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির ও বিশুদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় নাই। সমিতির রিপোর্ট অনুসারে কতকগুলি অভিধান ছাড়া ও ব্যাকরণদুষ্ট (dyne,erg প্রভৃতি) নূতন সৃষ্ট শব্দ বিজ্ঞানের পরিভাষায় স্থান পাইয়াছে। এবং ইউরোপের সর্ব্বত্রই সকল জাতির মধ্যেই ঐ সকল শব্দ সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে তাঁহাদের নাম কাটিয়া ছাঁটিয়া কতকগুলি নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। উদাহরণ :—

Ohm	হইতে	ohm
Volta	...	volt
Ampere	...	ampere
Faraday	...	farad
Watt	...	watt

	Joule	হইতে	joule
	Henry	...	henri
	Coulomb	...	coulomb
পুনশ্চ	second এবং ohm	সন্ধি করিয়া	sec-ohm
	ampere এবং meter	সন্ধি করিয়া	am-meter *
এবং	ohm	উলটাইয়া	mho

পুনশ্চ—

centimetre	=	hundredth of a metre.
kilogramme	=	a hundred grammes.
megohm	=	a million ohms.
microfarad	=	millionth part of a farad.
milli-ampere	=	thousandth part of an ampere
gramme-nine	=	10^9 grammes.
ninth gramme	=	$\frac{1}{100}$ of a gramme.

সুবিধা, সরলতা, শ্রুতিসুখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ করিয়া একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মূল কথাটা এই।

প্রাচীন কালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পদে পদে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, গোলমিতি (Spherical Trigonometry) জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের রচয়িতৃগণ কিরূপ সাহসের সহিত, নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতেন, পুরাতন শব্দকে নূতন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিতেন, চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রচলিত অভিধানের পাতা খুঁজিয়া শব্দ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞানের গতি কচ্ছপের গতির ন্যায় মন্থর হইত, সন্দেহ নাই। ঐ সকল শাস্ত্রে যে সকল শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত আছে, আমরা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাহা এখন গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় যাঁহারা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ বর্ত্তমান থাকিতে তাহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া নূতন শব্দ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে কতকগুলি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল।

অক্ষান্তর	=	latitude (terrestrial)
লম্বান্তর	=	co-latitude.

* অবশ্য এইরূপ সন্ধির নিয়ম কোন ব্যাকরণে লেখে না।

দেশান্তর	=	longitude.
ধ্রুবক	=	longitude (celestial).
বিক্ষেপ	=	latitude (celestial).
ক্ষিতিজ	=	horizon.
প্রতিবৃত্ত	=	eccentric circle.
মন্দফল	=	equation of the centre.
উচ্চরেখা	=	line of apsides.
মন্দোচ্চ	=	apogee.
রবিমধ্য	=	mean sun.
চন্দ্রমধ্য	=	mean moon.
ভুজজ্যা	=	sine.
কোটিজ্যা	=	cosine.
ক্রমজ্যা	=	right sine.
উৎক্রমজ্যা	=	versed sine.
পরিধি	=	circumference (of a great circle).
স্ফুটপরিধি	=	rectified circumference (of a small circle.)
কক্ষা	=	orbit.
পাত	=	node.
স্ফুট, স্পষ্ট	=	corrected, recified, true.
ক্রান্তি	=	declination.
দৃক্‌সূত্র	=	line of vision.
লম্বন	=	parallax.
অধিমাস	=	intercalary month.
সূচী	=	cone, conical umbra.
স্বয়ংবহ যন্ত্র	=	self-revolving, automatic instrument.
শৃঙ্গ	=	cusp
চক্র	=	circle.
চাপ	=	semicircle.
তুরীয়	=	quadrant.
পটিকা	=	index arm.

ইত্যাদি।

সুন্দর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্ত্তমান থাকিতেও কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। এখনও সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীনকে গ্রহণের সময় যায় নাই।

ইংরাজিতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলি ভ্রান্তিজনক অর্থ সূচনা করে। অথচ সে গুলি বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকায় এক্ষণে ভাষার সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের চিরনির্ব্বাসনবিধান দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সেই সকল শব্দ এতই ভ্রমপূর্ণ ভাব আনিয়া ফেলে যে নূতন শিক্ষার্থীর বিষম অসুবিধা হয়। এখন শিক্ষার্থীর জন্য যাঁহারা গ্রন্থ লেখেন, তাঁহাদিগকে সেই শব্দ গুলিকে লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। স্বতন্ত্র করিয়া টিপ্পনী করিয়া বুঝাইতে হয় যে, এই এই শব্দে যেন এই এই অর্থ বুঝিও না। বাঙ্গালায় সেই সেই শব্দের ঠিক্ শব্দগত অনুবাদ করিলে, আমাদেরও সেই বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং নূতন অনুবাদের সময় এই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যেই এইরূপ অনেক গুলি শব্দ বাঙ্গালা বিজ্ঞানগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদকগণ ভবিষ্যৎ বিপদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

ইংরাজি Oxygen শব্দের যৌগিক ধাতুগত অর্থ অম্লোৎপাদক। উহার বাঙ্গালায় অম্লজান বা অম্লজনক এইরূপ একটা শব্দ গৃহীত হইয়াছে। Oxygen শব্দের যখন সৃষ্টি হয়, তখন পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, অম্ল পদার্থ মাত্রেই ঐ বায়ু বর্ত্তমান, অর্থাৎ ঐ বায়ুর বিদ্যমানতাই পদার্থের অম্লতার কারণ। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে, এমন তীব্র অম্ল পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহাতে Oxygen একবারেই নাই; এমন কি, পদার্থের অম্লতার অপর কারণ বর্ত্তমান আছে। পদার্থ বিশেষের অস্তিত্ব অম্লতার কারণ নহে। এই কারণে এক্ষণে Oxygen শব্দকে যৌগিক শব্দ রূপে গ্রহণ না করিয়া রূঢ় ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। পঙ্কজ যেমন পঙ্কজাত পদার্থ মাত্রকে না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকেই বুঝায়, সেইরূপ Oxygen অম্লজনক পদার্থ না বুঝাইয়া এমন কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থকে বুঝায়, যাহার সহিত অম্লতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিতেও পারে। Oxygen এর বাঙ্গালায় অম্লজান শব্দ বজায় রাখিলে এমন যে বিশেষ ক্ষতি আছে, তাহা নহে। বরং যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর উহাকে ত্যাগ না করাই ভাল। তবে অনুবাদের প্রথম প্রচলনের সময়ে এই আপত্তি টুকুর উপর দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত।

ইংরাজি পদার্থবিদ্যায় এমন আরও কতকগুলি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিষনয়নে দেখেন। এই শব্দগুলির অস্তিত্বে তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এগুলি ভাষা হইতে কোনরূপে উঠাইয়া দিতে পারিলে তাঁহাদের শান্তিলাভ হয়। উদাহরণস্থলে specific heat, latent heat, centrifugal force প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্য ক্রমে বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারগণ উহাদের স্থলে আপেক্ষিক তাপ, গূঢ় তাপ, কেন্দ্রাপসরণ অথবা কেন্দ্রবিমুখ বল প্রভৃতি শব্দ চালাইয়াছেন।

আমার বিবেচনায় উহাদের প্রতি নির্দ্দয় চিরনির্ব্বাসনদণ্ড প্রয়োগের সময় এখনও অতীত হয় নাই। ইংরাজিতে heat ও temperature দুইটি শব্দ বর্ত্তমান আছে। প্রচলিত ভাষায় উভয়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রচলিত ভাষায় এই নির্দ্দেশ না থাকায় শিক্ষার্থী সহজে উভয়ের পার্থক্য ধারণা করিতে পারে না। অধ্যাপক বিশেষ আয়াসে উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতে বাধ্য হয়েন। বাঙ্গালায় heat অর্থে তাপ ও temperature অর্থে উষ্ণতা প্রচলিত হইয়াছে। Heat মাপিবার যন্ত্রের ইংরাজি নাম calorimeter ; temperature মাপিবার যন্ত্রের নাম thermometer. কিন্তু বাঙ্গালায় thermometer অর্থে তাপমান শব্দ চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই ; calorimeterএর বাঙ্গালা কি হইবে ? *

আর একটী মাত্র উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইংরাজি পদার্থ-বিদ্যার পরিভাষায় এখনও যে ব্যবস্থা ও নিয়মের অভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় বিভক্তি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট অর্থে পুরাতন শব্দ ও নূতন সৃষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তন সাধনের নিমিত্ত সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালায় পরিভাষা প্রণয়নের সময় আমাদের সেই সেই চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রসায়নশাস্ত্রে ইংরাজিতে যে সুসঙ্গত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ত পরিভাষা প্রবর্ত্তিত আছে, অন্য কোন শাস্ত্রে তাহার তুলনা নাই। বাস্তবিকই রাসায়নিক পরিভাষার সেই শৃঙ্খলা দেখিলে অন্তঃকরণ মোহিত না হইয়া যায় না। পদার্থবিদ্যাতেও সেইরূপ শৃঙ্খলাবিশিষ্ট পরিভাষা প্রচলন করিবার চেষ্টা হইতেছে। মহামতি অলিবার হেবিসাইডের কল্যাণে পদার্থবিদ্যায় এক তাড়িতবিজ্ঞানে, কিয়ৎ পরিমাণ সফলতাও পাওয়া গিয়াছে।

তৎপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া আইরিস অধ্যাপক ফিট্‌জ্‌ গেরাল্‌ড্‌ যে নূতন পরিভাষা প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিম্নের উদাহরণ দেখিলে পাঠক কতক বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রস্তাবিত শব্দের পার্শ্বে, বন্ধনীর মধ্যে, এখন যাহা প্রচলিত আছে সেই শব্দগুলি দিলাম। পাঠক উভয়ের তুলনা করিবেন। যেরূপ বিবেচনা হয়, এই প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবারই সম্ভাবনা। বঙ্গভাষায় যাঁহারা নূতন ভাবে পরিভাষা প্রণীত করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন এই দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন এই প্রার্থনা।

হেবিসাইড্‌ প্রদর্শিত রীতি।—

Conduc*tion*=*phenomenon* of conduction of electricity.

অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনা বিশেষ, তাড়িত-পরিচালন ব্যাপার।

---

* সম্প্রতি দুই এক জন গ্রন্থকার Thermometerএর অন্য নাম দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

Conduct*ance*=*amount* of electricity conducted

অর্থাৎ পরিচালিত তাড়িতের পরিমাণ।

Conduct*ivity*=*coefficient* of conduction

অর্থাৎ পদার্থ বিশেষের পরিচালন শক্তি।

এই রীতি অনুসারে Fitzgeraldএর প্রস্তাবিত পরিভাষা।

Phenomenon.	*Amount.*	*Coefficient.*
Diffusion	diffusance	diffusivity
Expansion	expansance (=total increase in volume)	expansivity
Gravitation	gravitance	gravitivity.
Inertia	inertance (=mass)	inertivity (=density)
Rotation	rotatance (=moment of momentum)	rotativity (=moment of inertia)

এমন কি,

Heat	heatance (=amount of heat)	heativity (=specific heat)

ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, heatance,heativity প্রভৃতি শব্দ শুনিলে শাব্দিক ও বৈয়াকরণ পণ্ডিত-গণ সভয়ে কর্ণ আচ্ছাদন করিবেন। কিন্তু Fitz-Gerald সাহসের সহিত বলেন,—"Most of the words appear at first as if they would prove most awkward in practice, but remembering similar fears (which subsequently proved groundless) in similar matters, one is afraid to say they are due to more than unfamiliarity."

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, হিন্দুর পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের বিষয় যদি একবার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বোধ হইবে, হিন্দু পূর্ব্বে কখনও জাতীয়ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে—পুণ্যসলিলা সরস্বতীর পুলিন দেশে লোকসমাজের হিতার্থে পরাশক্তির ধ্যান করিতেন, তখন তিনি জাতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা জাতীয় সমাজ-বিরুদ্ধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। হিন্দু যখন শাস্ত্রানুশীলনে অপূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিতেন, তখন তিনি বিজাতীয় ভাবে পরিচালিত হইয়া, হিন্দুত্বের অবমাননা করেন নাই। হিন্দু যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনও তিনি হিন্দুত্বের সেই বিশুদ্ধ পথ, লোকপালনী শক্তির সেই পবিত্র ভাব, সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সেই সদুপদেশ বাক্য হইতে অণুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। হিন্দুর জাতীয়-বন্ধন এইরূপ সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত ছিল। এই জাতীয় বন্ধন দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে নাই। দৃশদ্বতীর তীরে পৃথ্বীরাজের অধঃপতনের সহিত হিন্দু নিয়তির নিকটে মস্তক অবনত করে। হিন্দুসমাজে মুসলমানের রীতি নীতি প্রবিষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমানের ভাষা শিক্ষা করে, মুসলমানের গ্রন্থপাঠে আমোদিত হয়, মুসলমানের পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারের অনুকরণে যত্নশীল হইয়া উঠে, শেষে মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে। মুসলমানের পর আর একটি পরাক্রান্ত জাতির সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই জাতি যেরূপ শক্তিশালী, সেইরূপ সাহসসম্পন্ন, যেরূপ জাতীয়-জীবনে সঞ্জীবিত, সেইরূপ সভ্যতাভিমানী, যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে গৌরবান্বিত। মুসলমান হিন্দুর বসতিস্থলে যে ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, এই জাতি তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়া হিন্দুকে চমকিত করিয়া তুলে। হিন্দু আবার মুসলমানের পরিবর্ত্তে এই জাতির পক্ষপাতী হয়, এবং এই জাতির সাহিত্য ও ইতিহাসাদি পাঠ করিয়া এই জাতির অনুকরণে ব্যগ্র হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইতে থাকে। এইরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে হিন্দুর হিন্দুত্ব বিচলিত হয়। কিন্তু হিন্দু জ্ঞানগৌরবে বা বুদ্ধি-বৈভবে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। যখন অপরাপর জাতি ধীরে ধীরে সভ্যতা-সোপানে অধিরূঢ় হইতেছিল, তখন হিন্দু সভ্যতার পূর্ণবিকাশে চির মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। গ্রীস যে সময়ে বাল্য-লীলা-তরঙ্গের আমোদ লাভ করিতেছিল, রোম যে সময়ে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীসের মুখপ্রেক্ষী ছিল, জর্ম্মণি যখন আরণ্য মৃগকুলের বিহার-ক্ষেত্ররূপে পরিচিত হইতেছিল, এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যখন ভীমমূর্ত্তি নরশ্বাপদদিগের

ভয়াবহ কার্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তে শৃঙ্খলশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্রে মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুমের বিকাশ হইয়াছিল, দর্শনের দুরবগাহ তত্ত্বের মীমাংসা হইতেছিল, বেদান্তে বেদমহিমার পরিণতি ঘটিয়াছিল, এবং অকলঙ্ক সভ্যতালোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রোমের বীরপুরুষ যখন বিশাল বারিধির ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র ব্রিটেনের উপকূলে পদার্পণ করেন, তখন তিনি ব্রিটনদিগের উলঙ্গ দেহ, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, অরণ্য-পরিবৃত বা পল্বলপঙ্কময় আবাস-ভূমি দেখিয়া, আপনাদের সুরম্যপ্রাসাদময়ী রাজধানী এবং আপনাদের অপূর্ব্ব সাহিত্য সম্পত্তি ও সভ্যতাসৌভাগ্যের জন্য আপনারাই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। রোমীয়দিগের বহু পূর্ব্বে সভ্যতাসম্পন্ন, সুশিক্ষিত গ্রীকেরা যখন পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমাগত হয়েন, তখন তাঁহারা হিন্দুর অপূর্ব্ব তেজস্বিতাসহকৃত আলোক-সামান্য শাস্ত্রজ্ঞান, বাসগৃহের পারিপাট্য,সুনীতি ও সভ্যতার উৎকর্ষ দেখিয়া, বিস্ময়সহকারে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা যাঁহাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের দেশ গ্রীস অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, এবং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে গ্রীকদিগেরও শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের প্রকৃত বীরোচিত অসামান্য তেজস্বিতা আছে, তাঁহাদের অনন্ত রত্নের আকর অপূর্ব্ব মহাকাব্য আছে, তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমার নিদর্শনসূচক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে,সর্ব্বোপরি তাঁহাদের অকলঙ্ক ও অপার্থিবভাবে চির-বিশুদ্ধ সভ্যতা আছে। তাঁহাদের বীরপুরুষদিগের বীরত্বকীর্ত্তির সমক্ষে লিওনিদস্ বা মিল্‌তাইদিসের উদ্দীপনাময়ী কার্য্যপরম্পরাও হীনভাব পরিগ্রহ করিতে পারে, আর তাঁহাদের শান্তরসাস্পদ তপোবনের সামান্যপর্ণকুটীরবাসী বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষদিগের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সমক্ষে সক্রেতিস্ বা পিথাগোরেস্‌ও অবনতমস্তক হইতে পারেন। হিন্দুর এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এক জনপদের পর আর এক জনপদের আবির্ভাব হইয়াছে ; এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় ঘটিয়াছে, এক স্থানের পর আর এক স্থানে পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে, হিন্দুর এই বিশাল কীর্ত্তি-স্তম্ভ বিচলিত হয় নাই। অতীতদর্শী ঐতিহাসিক প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে হিন্দুর এই অতীত গৌরবের কথা ঘোষণা করিতেছেন। আর যাহারা অসভ্য ও অনক্ষর বলিয়া পরিচিত ছিল,তাঁহারা এখন সভ্যতায় শ্রীসম্পন্ন ও জ্ঞানগৌরবে মহিমান্বিত হইয়া, হিন্দুর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, এবং সেই বিশ্বহিতৈষী মহান্ বংশের ঈদৃশ শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, কখনও বা অনন্তকালের অভাবনীয় শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

যাঁহারা সমবেদনাপর, উদারতা যাঁহাদিগকে অপরের প্রতি প্রীতিপ্রকাশে উত্তেজিত করিতেছে, তাঁহারা হিন্দুর এই দুর্গতিতে অবশ্য দুঃখিত হইবেন। হিন্দু এখন পূর্ব্বতন গৌরবে বিসর্জ্জন দিয়া, অপরের মোহমন্ত্রগুণে করসূত্রধৃত ক্রীড়াপুত্তলের ন্যায় নর্ত্তিত হইতেছে, এবং সর্ব্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আপনারাই আপনাদিগকে হেয় করিয়া

তুলিতেছে। এই শোচনীয় সময়ে আমাদের দেশে একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, একটি মহাপুরুষ পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়াও সেই দুর্দ্দমনীয় শিক্ষা-স্রোতের মধ্যে স্বদেশীয়দিগকে পূর্ব্বতন মহত্ত্বের কথা বুঝাইবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভূদেব যখন কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পাশ্চাত্যভাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকটে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে ভাসমান হইয়া, পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যখন কোন একটি অভিনব বিষয়ের চিত্তবিমোহন ভাব সম্মুখে উপস্থিত হয়,তখন সেই বিষয়ের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা জন্মে। দেশের নিয়ন্তা বা তদনুরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যখন সেই বিষয়ের পক্ষপাতী হয়েন, তখন হৃদয়াবেগের সংবরণ করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যিনি পিতৃ-পুরুষাগত প্রাচীন বৈভবের প্রতি দৃক্‌পাত না করেন, তাঁহার নিকটে এই অভিনব বিষয়ই জীবন-সর্ব্বস্বের মধ্যে পরিগণিত হয়। আর যাঁহার পুরাতন বৈভব নাই, তিনি আপনা-দেব সকল বিষয়েই বিসর্জ্জন দিয়া, অভিনব বিষয়ের সহিতই একীভূত হইয়া পড়েন। রাজপুতনার কোন কোন রাজ্যাধিপতি যখন মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েন, তখন তাঁহারা প্রাচীন আভিজাত্যের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। আপনাদের জ্ঞান-গরিমা, আপনাদের বংশোচিত পবিত্রতা, আপনাদের আভিজাত্যসম্পত্তিতে চির-শোভময়ী অপূর্ব্ব সভ্যতা, সমস্ত বিষয়ই ভুলিয়া, তাঁহারা মোগলের চিত্তবিমোহিনী সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়েন, এবং মোগলের সহিত একীভূত হইয়া, আপনারাই আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন। বীরপ্রবর সেকন্দর শাহ যখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাচ্যদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন সেই সকল জনপদের অধিবাসিগণ প্রীতির সহিত গ্রীসের সভ্যতা ও রীতি নীতির পক্ষপাতী হয়; যেহেতু তাহাদের সভ্যতা বা রীতি নীতি, গ্রীসের সভ্যতা বা রীতি নীতি অপেক্ষা উন্নত ছিল না। রোম যখন গলের উপর জ্ঞানালোক বিস্তার করে, তখন গলের অধিবাসীরা উহার উজ্জ্বলভাবে বিমুগ্ধ হয়; যেহেতু গলের জ্ঞান-গৌরব বা বুদ্ধিবৈভব কিছুই ছিল না। আমাদের দেশে প্রথম যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন যাঁহারা সেই শিক্ষালাভ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম পিতৃপুরুষাগত বৈভবের অধিকারী হয়েন নাই। স্বদেশের অতুলনীয় সাহিত্য তাঁহাদের আয়ত্ত হয় নাই, স্বদেশের শাস্ত্র ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাশি তাঁহাদের সমক্ষে প্রভাজাল বিস্তার করে নাই, স্বদেশের চির-মহিমান্বিত সভ্যতার ইতিহাস তাঁহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। এই সময়ে যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ তাঁহা-

দের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, শেক্ষপিয়র যখন তাঁহাদের হৃদয়ে অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবস্রোত প্রবাহিত করিলেন, মিল্‌টন যখন তাঁহাদিগকে কল্পনার উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন, বেকন যখন তাঁহাদের হৃদয় চিন্তাপ্রবাহে আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন, গিবন যখন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহাদের মানস-পটে অতীত ঘটনার বিচিত্র চিত্রজাল অঙ্কিত করিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দমনীয় অভিনব ভাবপ্রবাহের অভিঘাতে প্রথমে তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্ছৃঙ্খলার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সময়ে ভূদেব অচলশ্রেষ্ঠের ন্যায় অবিচলিত ছিলেন। তিনি ধীরভাবে পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ করিতে লাগিলেন। অভিজ্ঞতাসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের প্রবর্ত্তিত পথই তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। যে দিন তিনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, সেই দিন ভূগোলের অধ্যাপক তাঁহাকে কহেন, "ভূদেব! এখন তোমাকে ভূগোল পড়িতে হইবে। পৃথিবী গোলাকার ও সচলা, কিন্তু বোধ হয়, তোমার পিতা এ কথা স্বীকার করিবেন না।" ভূদেব কোন কথা কহিলেন না। নীরবে অধ্যাপকের উপদেশ শুনিলেন। বাড়ীতে যাইয়াই তিনি পিতাকে অধ্যাপকের কথা জানাইলেন। তাঁহার পিতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"কেন? পৃথিবীর আকার গোল। আমাদের শাস্ত্রেও এ কথা আছে। গোলাধ্যায়ের অমুক স্থান দেখ। ভূদেব তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থান বাহির করিয়া, দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—"করতলকলিতামলকবৎ গোলম্।" * ভূদেবের আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। সুকুমারমতি বালক পিতৃমুখে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণসূচক উপদেশ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি পরদিন অধ্যাপকের সমক্ষে নম্রভাবে অথচ তেজস্বিতাসহকারে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিলেন। ভূদেব বাল্যকালেই শাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষায় এইরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যে মহারথ অতঃপর সম্মুখসংগ্রামে হিন্দুত্বের প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বাল্যকালেই এই রূপে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিস্তরে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এই মহাশক্তিতেই তিনি অজেয় হইয়া বিশ্ব-বিজয়িনী কীর্ত্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ইংরেজীতে সুপণ্ডিত হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের নিরতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজী দর্শন, ইংরেজী ইতিহাস, তাঁহাকে ইংরেজী ভাবে পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সাহিত্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নরাশির সৌন্দর্য্য-পরিগ্রহে সামর্থ্য দিয়াছিল; তিনি ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাকে জাতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির পরিজ্ঞানে অধিকারী করিয়াছিল; তিনি

---

* শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তচরিতে ভূদেব বাবুর পত্র।

ইংরেজী ইতিহাসপাঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তাঁহাকে জাতীয় ইতিহাসের মহত্ত্বরক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়াছিল। তিনি বিদেশীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের তুলনা করিয়া, অধঃপতিত আত্মজাতিকে জাতীয়ভাবে শক্তি-সম্পন্ন করিবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিতা, তাঁহার স্বজাতি-প্রিয়তা, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এইরূপ বলবতী ছিল। তিনি প্রথমে সংস্কৃত শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু কোনও সংস্কৃত শ্লোক বা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনও সূত্র তঁহার মুখ হইতে বহির্গত হয় নাই। তিনি শেষে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজীতে তাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু অভিজ্ঞতা-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, তিনি সংস্কৃত বা বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। প্রথমে যে বিষয়ের সাধনায় তাঁহার সিদ্ধি-লাভ হয় নাই, শেষে সেই বিষয়ই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। তিনি সেই বিষয়েই অসাধারণ দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়া, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিস্মিত করিয়া তুলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সমক্ষে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষাভিমান সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাঁহার জাতীয় ভাব-প্রবাহের প্রখর বেগে বিজাতীয় ভাবের সঙ্কীর্ণ পঙ্কিল-প্রবাহ একবারে শক্তি-শূন্য হইয়াছিল। যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, লোক-সমাজে আপনাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন, সভাস্থলে ইংরেজী ভাষায় জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়া, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের লোকশিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতির রহস্যভেদ করিয়া থাকেন, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাঘটিত সমস্ত বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া আপনাদের অপূর্ব্ব জ্ঞান-সম্পদের জন্য আপনারাই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন, ভূদেব তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষিত হয়েন নাই। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই পাশ্চাত্যভাবে দর্শন করেন। কিন্তু ভূদেব স্বদেশের কোন বিষয়ে—স্বকীয় সমাজের কোন স্তরে পাশ্চাত্য-ভাবের রেখাপাত করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই। তিনি যেরূপ ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; যেরূপ ইংরেজ সমাজের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশীয় সমাজেরও অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংরেজের জাতীয় প্রকৃতির সহিত আপনাদের জাতীয় প্রকৃতি মিলাইয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজের নিকটে যাহা কিছু শিখিলে আপনাদের জাতীয় সমাজের সঞ্জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, তিনি স্বদেশীয়দিগকে তাহাই শিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সকল বিষয়েই ইংরেজসমাজের অনুকরণে তাঁহার যার পর নাই বিরাগ ছিল। তিনি আপনাদের জাতীয় সমাজের স্থিতিসাধন জন্য ইংরেজের নিকটে ভিক্ষা-প্রার্থী হয়েন নাই, উহার শক্তিসঞ্চারের জন্যও সর্ব্বাংশে ইংরেজের মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকেন নাই। এ বিষয়ে আপনাদের অনন্তরত্নের আকার শাস্ত্রই তাঁহার অবলম্বনীয় ছিল। হিন্দুর অকলঙ্ক জাতীয় ভাব, হিন্দুর অপূর্ব্ব জাতীয় গৌরব, সংক্ষেপে হিন্দুর অপাপবিদ্ধ হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ভূদেব সমালোচক,দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ। তিনি সুকুমারমতি শিক্ষার্থিদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তদীয় লিপিচাতুর্য্য ও বর্ণনা-বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যসংসারে ভূদেব ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মপটুতা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবভূতির উত্তরচরিতের সমালোচনায় তাঁহার ভাবুকতার একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরচরিত সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একটি অপূর্ব্ব রত্ন। ভূদেব এই অপূর্ব্ব রত্নের উজ্জলভাব পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। বহুদিনের পর রামচন্দ্র যখন শূদ্রমুনির উদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হয়েন; গোদাবরীতটের অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বত, বৃক্ষশ্রেণী, অরণ্যচর মৃগকুল যখন তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, তখন তাঁহার সীতা-নির্ব্বাসন শোক নবীভূত হইয়া উঠে। তিনি একসময়ে সীতার সহিত এই পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতেন; এই বৃক্ষশ্রেণীর সুস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া অরণ্যবাসের কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন, এই মৃগকুলের প্রীতিময় প্রশান্তভাবে পরিতৃপ্ত হইতেন। এখন সেই সকলই রহিয়াছে, কেবল সেই অরণ্যবাসসহচরী সীতা নাই। দুঃসহ শোকে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কবির অপূর্ব্বকৌশলে এই স্থলে ছায়াময়ী সীতা আবির্ভূতা হইলেন। ছায়াময়ীর স্পর্শে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র সেই স্পর্শসুখের অনুভব করিতে করিতে সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন:—

"প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদিপ্রসিক্তঃ॥"

রামচন্দ্র সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। সীতা ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিতা হইয়াছেন। কবির এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতত্ব ভূদেবের প্রতিভায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের শোকের গাঢ়তা বুঝিতে হইলে এই ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।—যে শোক মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তাহার নিদারুণ জ্বালাময় ভাব এই ছায়াময়ীর প্রতিস্পর্শে পরিস্ফুট হইতেছে। ভূদেব কবিরচক্ষে এই অলোকসামান্য কবিত্ব দেখিয়াছেন, এবং কবির ভাবে উহার বিশ্লেষ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরচরিতের সমালোচনা সাহিত্য-সংসারে অতুল্য ও অমূল্য। গিবনের পূর্ব্বে বা পরে রোম সাম্রাজ্যের কথা অনেকেই শুনিয়াছিলেন, উহার অধঃপতনের বিষয়ও অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু গিবনের মানসপটে রোম যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, অপরের

মানসপটে সে ভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। যে জগজ্জয়িনী নগরী এক সময়ে তিবরের তীরে দণ্ডায়মানা হইয়া, আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় দিয়াছিল এবং আপনার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যগৌরবে বিশ্বসংসারকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল; গিবন তাহার অতুল্য সমৃদ্ধি, তাহার অসামান্য প্রাধান্য, শেষে তাহার অভাবনীয় অধঃপতনের বিষয় প্রকৃত সাধকের ভাবে, প্রকৃত কবির ভাবে দেখিয়াছিলেন। হিউ এন্‌থ্‌সেঙ্গ যখন স্বদেশের জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণদিগের পদতলে বসিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন বারাণসী ও শ্রাবস্তী,কপিলবস্তু ও বুদ্ধগয়া তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে অতীত গৌরবের উদ্দীপক হইয়াছিল। তুমি হিন্দু; তুমি স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া থাক, তুমি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছ, সমগ্র ভারতের মানচিত্রখানি যেন তোমার নখদর্পণে রহিয়াছে, ভারতের কোথায় কোন্ নগর, কোথায় কোন্ পর্ব্বত, কোথায় কোন্ নদী ইত্যাদি রহিয়াছে, তুমি মানচিত্র দেখিবামাত্র, তৎসমুদয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পার। কিন্তু ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শনক্ষেত্রগুলিতে তোমার স্বদেশপ্রেম পরিস্ফুট হয় নাই, তোমার আত্মাভিমান উদ্দীপিত হয় নাই, তোমার স্বজাতিপ্রীতি তোমাকে কোন মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে নাই। যে সিন্ধুসরস্বতীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ত্রিকালদর্শী তপস্বিগণ বিশ্বপালনী শক্তির উদ্বোধন করিতেন, সেই সিন্ধু সরস্বতীর কথায় তোমার হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের মহান্ ভাব অঙ্কিত হয় নাই। ভারতে সেই কুরুক্ষেত্র নৈমিষারণ্য রহিয়াছে, সেই হরিদ্বারজ্বালামুখী লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই কনখল-কুমারিকা আর্য্যধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এগুলি তুমি ভাবুকের চক্ষে—কবির চক্ষে দেখ নাই। হিন্দুশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের অনুধ্যানে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই। ভূদেব প্রকৃত কবির ন্যায় ভারতের তীর্থস্থানগুলির বিষয় ভাবিয়াছেন, এবং প্রকৃত কবির ন্যায় রূপকের ভাবে প্রতি তীর্থস্থানে হিন্দুধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা তদীয় "পুষ্পাঞ্জলি"তে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি পিতৃমুখে হিন্দুশাস্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন; শেষে হিন্দুশাস্ত্র-সম্বন্ধে আপনার চিন্তাপ্রসূত বিষয়গুলি পিতৃপদেই পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" চিরকাল বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি অনেক সারগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা পরশুরাম-তীর্থে সমবেত হইয়াছেন। একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মহারাষ্ট্রীয় গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রামবাসিগণ শীতাতপে ক্লিষ্ট, বিষাদে অবসন্ন ও ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কেহ কর্ম্ম করিতে অক্ষম, কেহ পথ চলিতে অসমর্থ, কেহ বা নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে একজন আগন্তুকের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত হইল। আগন্তুক অশ্বারোহী ও ত্রিপুণ্ড্রধারী। তাঁহার কক্ষদেশে একখানি পুস্তক রহিয়াছে। আগন্তুক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে

অবতীর্ণ হইলেন, নিকটবর্ত্তী শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক খুলিলেন; মৃদুমন্দস্বরে ক্ষণকাল পুস্তক পাঠ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রোতৃবর্গকে কহিতে লাগিলেন:—

"আমরা সহ্যপর্ব্বতনিবাসী। * * * আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের বাসস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্ব। সহ্য, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস তিনিই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্লেশস্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না, তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।

"কষ্টস্বীকার সর্ব্বধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির-তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।" এইরূপ গম্ভীর ভাষায় এইরূপ গভীর শাস্ত্রীয় উপদেশ পুষ্পাঞ্জলির অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

মিল্টন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলণ্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম এক দিনে পর্য্যবসিত হয় নাই; এক স্থানে এই সংগ্রামস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজজাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্য প্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে। অন্য দিকে গ্রীস দুই হাজার বৎসরের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সময়ে ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘ-কালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে *। ভূদেবের সময়ে হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্ব্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে প্রজালোকের বিচারে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদ ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই। কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড না ঘটিলেও, এই বিপ্লবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলার আবির্ভাব হয়। নবীনভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়দংশে বিচলিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভূদেব যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন বঙ্গসমাজে ইংরেজীভাবের প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সমাজের আপাতরম্য দৃশ্য বঙ্গের ইংরেজী শিক্ষিত যুব

---

* মিল্টনের সম্বন্ধে লর্ড মেকলের প্রবন্ধ।

কের হৃদয়ফলকে মুদ্রিত হইতেছিল। এই দৃশ্যের সম্মোহনভাবে অনেক যুবক আত্মহারা হইতেছিলেন। এই পরিবর্ত্তনের যুগে—স্থিতিশীলতার সহিত পরিবর্ত্তনশীলতার, ধর্ম্ম-সম্মত ভাবের সহিত স্বেচ্ছাচারের, শৃঙ্খলার সহিত উচ্ছৃঙ্খলার ঘোরতর সংগ্রামস্থলে ভূদেব জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনে সমুত্থিত হইলেন। চারি দিকে বিরুদ্ধবাদিগণ কোলাহল করিতেছিলেন, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, বিরুদ্ধমতের সমবায়ে সম্মুখে নানা অন্তরায় ঘটিতেছিল, তাহাতে দৃক্পাত নাই, ভূদেব অটলভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন; অটলভাবে পূর্ব্বতনপথভ্রষ্ট স্বজাতিকে সংযত ভাবের অবলম্বন জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুদক্ষ সারথিগণ যেরূপ অপথে ধাবিত অশ্বদিগকে সংযতভাবে রাখিয়া সুপথে পরিচালিত করে, ভূদেবও সেইরূপ পাশ্চাত্যভাববিমুগ্ধ পরিবর্ত্তন প্রয়াসী স্বদেশীয়দিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার এইরূপ ধীরভাবে সমাজের স্থিতি-সাধন চেষ্টার ফল তদীয় "পারিবারিক প্রবন্ধ" ও "সামাজিক প্রবন্ধ"।

পারীনগরীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে একখানি হস্তলিখিত উপকথাগ্রন্থ আছে। পুঁথি-খানি আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম মহম্মদ কারুরিণী। এই উপকথায় খিদিজ নামক এক ব্যক্তি এইরূপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন :—

"একদা আমি একটি অতি প্রাচীন ও বহুজনপূর্ণ নগরে উপস্থিত হইয়া এক জন নগর-বাসীকে জিজ্ঞাসা করিল'ম, এই নগর কত কাল হইল স্থাপিত হইয়াছে? নগরবাসী কহিল, এই নগর কত কালের তাহা আমরা জানি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও এ বিষয় কিছুই জানিতেন না।" ইহার পাঁচ শত বৎসর পরে আমি সেই স্থানে উপনীত হইলাম। কিন্তু নগরের কোন চিহ্নই আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। একজন কৃষক সেই স্থানে তৃণলতা সংগ্রহ করিতেছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই জন-বহুল নগর কত কাল হইল বিধ্বস্ত হইয়াছে?" কৃষক উত্তর করিল, "এই স্থান পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়াছে।" আমি কহিলাম, "এই স্থানে কি একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না?" কৃষক কহিল, "কখনও না। আমরা যতকাল দেখিতেছি, কোন নগর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে শুনি নাই।" আর পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল; আমি পুনর্ব্বার সেই স্থানে সমাগত হইলাম; দেখিলাম, সেই বৃক্ষলতাপূর্ণ কঠিন ভূভাগ সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র তীরে একদল ধীবর ছিল; আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পূর্ব্বতন ভূখণ্ড কত কাল হইল, জলময় হইয়াছে? "তাহারা আমার কথায় একান্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, আপনার মত লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করা কি উচিত? এই স্থান চিরকাল এইরূপই রহিয়াছে।" আমি আবার পাঁচ শত বৎসর পরে সেই স্থানে যাইয়া দেখি, সমুদ্র অন্তর্হিত হইয়াছে। নিকটে একটি লোক দণ্ডায়মান ছিল, আমি তাহাকে সমুদ্রের কথা জিজ্ঞাসা

করিলাম। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল, আমি অবশেষে দেখিলাম, সেই স্থানে একটি সুদৃশ্য নগর শোভা পাইতেছে।” *

খিদিজের পরিদৃষ্ট পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল ভূখণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা হইতে পারে। ভারতে এক অধিপতির পর আর এক অধিপতি আধিপত্য করিয়াছেন; এক শাসনপ্রণালীর পর আর এক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক রীতিনীতির পর আর এক রীতিনীতি সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও চিরকাল একভাবে থাকে নাই। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে যিনি একটি মহাজাতিকে পূর্ব্বতন মহত্ত্ব, পূর্ব্বতন অভিমান, পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিক ভাবের কথা স্মরণ করাইয়া সৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ। ভূদেব এই মহাপুরুষোচিত কার্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতের থর্ম্মাপলীতে—সেই পুণ্যপুঞ্জময় গিরিসঙ্কট হলদীঘাটে যখন রাজপুত বীরগণ শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল, তখন প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, এই ভাবে দেহবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু যখন হিন্দুত্বের প্রতি অনাদর দেখাইয়াছে, যাহারা এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিল, তাহারা যখন পরানুকরণপ্রয়াসী হইয়াছে এবং আপনাদের চিরগৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়া, আত্মমহত্ত্বে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তখন ভূদেব গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, হিন্দুত্বে বিসর্জ্জন দিও না। হিন্দু হিন্দুত্বের বলেই বরণীয় ছিল। এখনও হিন্দু হিন্দুত্বের জন্যই পূজিত হইতেছে। তিনি পারিবারিক প্রবন্ধে ও সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের কথা বুঝাইয়াছেন। কি বিবাহপদ্ধতি, কি গৃহিণীধর্ম্ম, কি স্ত্রী-শিক্ষা, কি কুটুম্বতা, হিন্দু পরিবারের প্রায় সকল কথাই পারিবারিক প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জাতীয়ভাবের স্থাপন ও পরিবর্দ্ধন, এই প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজ-তত্ত্বের বিবরণ, ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের ফল ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা সামাজিক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভূদেব বলিয়াছেন, “যুক্তি ও শাস্ত্রের মতে সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ, প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ অতি গৌরবের বিষয়। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধন-প্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসীরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে? কিন্তু হিন্দু-সমাজ এখনও অটুট ও অটল।” হিন্দু শান্তিপ্রবণ। হিন্দুসমাজবন্ধনের মূলে শান্তি নিহিত রহিয়াছে।

* Calcutta Review. Vol. XLVII, p. 138-139.

হিন্দুর শান্তিপ্রবণতা প্রযুক্তই অত্যল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, এবং হিন্দুর শান্তি-প্রবণতা জন্যই, এক এক জন ইংরেজ ফ্রান্স বা বেলজিয়ম, প্রুশিয়া বা গ্রেটব্রিটেন অপেক্ষাও জনবহুল এক একটি ভারতীয় প্রদেশ নির্ব্বিবাদে শাসন করিতেছেন। হিন্দু বারংবার অপরের অধীন হইয়াছে; এজন্য হিন্দু-সমাজ কখনও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পৃথিবীর শান্তিপ্রবণ কোন্ উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ সমাজ অপরের অধীন না হইয়াছে? ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, স্পার্টাবাসিগণ এথিনীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিল, গ্রীকেরা মাকিদনীয়দিগের অধীন হইয়াছিল। তাতারীয়েরা চীনবাসিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, বর্ব্বরদিগের আক্রমণে, রোমক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল *। কিন্তু এইরূপ পরাজয়েও এথেন্স জ্ঞানগৌরবে স্পার্টা অপেক্ষা হীন বলিয়া পরিগণিত হয় নাই; গ্রীস সভ্যতায় মাকিদনের সমক্ষে মস্তক অবনত করে নাই; বিদ্যাবুদ্ধিতে তাতার চীনের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতে পারে নাই, বা সুসভ্য রোমীয়গণও অসভ্য বর্ব্বরদিগের নিম্নে স্থান পায় নাই।

ভূদেব দেখাইয়াছেন, "জাতীয়ভাবসাধন জন্য হিন্দু-সমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরেজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরেজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরেজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরেজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্য্য-কুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজ আত্ম-সর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরেজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না †।" ইংরেজ এখন অনেক বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছেন। ইংরেজের আদেশে আকাশ-বিহারিণী সৌদামিনী নানা স্থানে সংবাদ লইয়া যাইতেছে; ইংরেজের ক্ষমতায় সেই চঞ্চল সৌদামিনীই আবার স্থিরভাবে শুভ্র প্রভাজাল বিস্তার করিতেছে। ইংরেজের কৌশলে মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। যুদ্ধসময়ে ইংরেজের যুদ্ধোপকরণের অসীম প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ইংরেজের আপনার নহে। ইংরেজ টেলিগ্রাফ্ জর্ম্মণি হইতে, বৈদ্যুতিক আলোক আমেরিকা হইতে, যুদ্ধোপকরণ ফ্রান্স হইতে এবং মুদ্রাযন্ত্র হলন্দ হইতে পাইয়াছেন ‡। হিন্দুও এইরূপে অপরাপর জাতির স্থানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিখিতে পারে। এরূপ হইলে অযথাভক্তি আর হিন্দুকে সর্ব্বদা ইংরেজের অনুকরণে ব্যাপৃত রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেক বিষয়কে হিন্দু আপনার বলিয়া

* সামাজিক প্রবন্ধ—৩৭ পৃষ্ঠা।
† সামাজিক প্রবন্ধ—১৫ পৃষ্ঠা।
‡ ঐ ঐ ১৯ পৃষ্ঠা।

গৌরব করিতে পারে। যে দশগুণোত্তর সংখ্যাপ্রণালীর উপর গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হিন্দুর উদ্ভাবিত; যে প্রভাববতী চিকিৎসাবিদ্যা এক সময়ে সুদূর-বর্ত্তী জনপদের পণ্ডিতদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত, যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "সর্ব্বভূতময়ো হি সঃ" প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহারের মহামন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বপ্রথম হিন্দুর মুখ হইতে উচ্চারিত। এইরূপে হিন্দু অনেক বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা। ভূদেব হিন্দুকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার জন্য হিন্দুর মহত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধ্যাপক সীলি এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"অতি প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল, অনন্তরত্নের আকর অনুপম প্রাচীন মহাকাব্য ছিল, জ্ঞান-গরিমার ভিত্তিস্বরূপ দর্শনশাস্ত্রাদি ছিল। ঐ জ্ঞানালোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়াছিল। ইংরেজ ভারতে যে আলোক সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বল হইলেও হিন্দুর অধিকতর হৃদয়াকর্ষক ও অধিকতর কৃতজ্ঞতার উদ্দীপক হয় নাই। ঐ আলোক অন্ধকারময় স্থানে যেরূপ উজ্জ্বল হইত, ভারতে সেরূপ হয় নাই। সুতরাং ইংরেজের আনীত আলোক তমোনাশক উজ্জ্বল আলোক নহে। * * * আমরা হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন নহি; আমাদের হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব ধারণা সম্মুখে রাখিয়া, অসভ্যদিগকে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারি, হিন্দুকে সেরূপ পারি না। হিন্দু তাঁহার কাব্য লইয়া আমাদের মহত্তমভাবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহার নিকটে অভিনব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে,এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প আছে।" এক জন উদার-প্রকৃতি ইংরেজ এইরূপে হিন্দুর গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। ভূদেব প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। এইজন্য ভূদেব ধীরে ধীরে সেই মহিমান্বিত মহাজাতির অবলম্বনীয় কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইতে পারেন, তাঁহার কোন কোন সিদ্ধান্ত কাহারও নিকটে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কেহ কেহ তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির অনুমোদন না করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচারপটুতা সর্ব্বোপরি তাঁহার হৃদয়ের সাধুতার বোধ হয়, কেহই অনাদর করিবেন না। জ্ঞান-গভীরতায়—স্বজাতি-হিতৈষিতায় তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি জাতীয় সমাজের উপকারের জন্য পাশ্চাত্যসমাজের দোষ প্রদর্শন করিলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অপ্রিয় হয়েন

* Seeley, Expansion of England, p. 244,

নাই। পাশ্চাত্য সমাজভুক্ত দূরদর্শী প্রধান রাজপুরুষও তাঁহার অভিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। †

ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রণালী ভাষা প্রভৃতি ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে, তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। ভাষার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের ত্রুটি হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যূন হইয়া থাকে। মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতা মাতাও যাহা, মনুষ্য-সমাজের পক্ষে ধর্ম্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম্ম সমাজের পিতা, ধর্ম্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। ধন বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল, সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম্ম এবং ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।

"দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের আদিম নিবাসী ইণ্ডিয়ান লোকেরা বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম খৃষ্টান, এবং ভাষা স্পেনীয় অথবা পোর্টুগীজ্ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মও নাই, পূর্ব্ব ভাষাও নাই। ঐ সকল লোকের আত্মসমাজ সর্ব্বতোভাবেই বিলুপ্ত।

"মার্কিণেরা স্বদেশ হইতে নিগ্রোজাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া গিয়া আফ্রিকা খণ্ডের লাইবিরিয়ানামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাইবিরিয়াতে আপনাদের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিণদিগের বড়ই আশা ছিল যে, ঐ সকল লোক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং ঐ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রো জাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিবে। কিন্তু সে আশা বিফলা হইয়াছে। নিগ্রো জাতীয় ঐ লোক গুলি লাইবিরিয়ায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা আর

† "Babu Bhudeb Mukerjee's "Samajikprabandha" compares the Hindu social system with that of the west, and teaches that the Hindus have very little to learn in this respect from foreigners. * * * No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the lifelong study and observation of a Brahman of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share."—Annual Address delivered to the Asiatic Society of Bengal by the Hon. Sir Charles Alfred Elliott, K. C. S. I.

অপর নিগ্রোদিগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো জাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা সমুদায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম আছে, কোর্ট কোর্ত্তা আছে, গির্জা ঘর আছে, বৈদেশিক রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজিকী সন্ধি-পত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে; নাই লাইবিরিয়ার জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষা; বলও নাই, বৃদ্ধিও নাই, স্বচ্ছলতাও নাই, মৌলিকতাও নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আনুকূল্য না থাকিত, তবে এত দিনে সমীপবর্ত্তী বাস্তব নিগ্রোজাতিদিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিণপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যটী নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ফলতঃ অন্য জাতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভাষাদি পাইলে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

"রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত গ্রীস ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই তৎপ্রদেশীয় ভাষার শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় আদালতগুলিতেও রোমীয়দিগের নিজ লাটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পূর্ব্ব সাম্রাজ্যই বর্ব্বরবিপ্লব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরেরও অধিককাল মুসলমানদিগের একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্ম্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারতবাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দু-দিগেরই পুনরুজ্জীবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রকৃত কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাম্রাজ্যশক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে ভারতসাম্রাজ্য পাইয়াছেন, বস্তুতঃ হিন্দুর স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

"ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের আমলে সেই-রূপ বজায় থাকিবে কিংবা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোমসাম্রাজ্যের প্রদেশ গুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদিও সেইরূপ বিলুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে?

"বিচার্য্য বিষয়টীকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে (১) ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি থাকে, তবে কেমন ভাবে থাকিবে।

"ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে পূর্ব্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন একটী জাতি বাস করিয়া আছে, অথবা চির-কালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে—ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল, তাহারও পূর্ব্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয় ত তাহারও পূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনুমান এই পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে, দেশটী একবারে মনুষ্যশূন্য ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। হয়ত, কোলেরীয়দিগেরও পূর্ব্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্য অবশেষ মাত্র এখনও মোরভঞ্জের গভীরতম বনপ্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে—উহারা কোন প্রকার অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র পরিধানও করে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথাও কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়া বাহির করিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন ভাষা বা কেমন ভাষা ছিল, তাহা নির্ণীত হয় না।

"এই সকল উদাহরণের দ্বারা জানা যায় যে, জাতির বিধ্বংসে জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছে, যথায় জাতির বিধ্বংস না হইয়াও জাতীয় ভাষার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় নাই, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কর্ণ্‌ওয়াল প্রদেশে কর্ণিস্ নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা আর স্বতন্ত্র ভাষারূপে বিদ্যমান নাই—ইংরাজীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচলৎ ছিল। ব্রহ্মদেশীয়েরা পেগু বিজয় করিয়া ঐ ভাষাটীকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল—পেগুবী ভাষাটী ব্রহ্ম ভাষার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। রুসিয়াধিকৃত পোলণ্ডের মধ্যেও রুসীয়দিগের যত্নে পোলদিগের ভাষা অন্ত-র্হিত হইয়া যাইতেছে ; এবং রুসীয় ভাষার চলন হইতেছে।

* * * * *

"এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষপ্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি উল্লিখিত লক্ষণগুলি বা তাহাদিগের কোনটী সংলগ্ন হয় কি না।

"পূর্ব্বেই দেখাগিয়াছে যে,ভারতবাসী একেবারে নির্ব্বংশ এবং বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ব্বর, স্বল্পসংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল—জাতিপদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন এবং সুপরিস্ফুট হয় নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তদ্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতির

অনুক্রমেই জন্মে। বর্ব্বরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ এবং অসম্বদ্ধ থাকে। তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির সেরূপ অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬টী ভাষার নাম পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই অধিকসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, এবং পূর্ণাবয়বও নয়, এবং দৃঢ়সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটী ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, তাহা প্রধানতঃ ছয়টী; আর্য্যবর্ত্তে, (১) পঞ্জাবী-সিন্ধু, (২) হিন্দি-হিন্দুস্থানী এবং (৩) বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া; দাক্ষিণাত্যে, (৪) মহারাষ্ট্রীয়কানারী, (৫) তেলেগু, (৬) তামিল-মালায়ালম। এই ছয়টীর মধ্যে একটী অর্থাৎ হিন্দি-হিন্দুস্থানী ১০ কোটি লোকের ভাষা—সুতরাং পৃথিবীর যত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার সমপরিমাণ লোকে হিন্দি-হিন্দুস্থানীও কহে। পঞ্জাবী-সিন্ধুভাষী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৮৫ লক্ষ। অতএব ইউরোপের স্পেনীয় ভাষার সমান। বাঙ্গালা উড়িয়া আসামী ৫ কোটি লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্ম্মণভাষী লোকের তুল্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষীর সংখ্যা ২ কোটি, প্রায় ইটালীয়ভাষীর সমান। তেলেগুভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তামিল-মালায়ামভাষীর সংখ্যাও ১ কোটি ৭০ লক্ষ, অর্থাৎ তুর্কভাষী সমস্ত লোক অপেক্ষাও কিছু অধিক। এই ছয়টী ভাষার মধ্যে একটীও অসম্পূর্ণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকলগুলিতেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্যগ্রন্থ আছে। এরূপ পূর্ণাবয়ব ভাষা সকল মারা পড়িতে পারে না। জেতৃদিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিত জাতির ভাষা লুপ্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র ভাষা বৃহত্তরের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনটীই ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি খাটে না। ইংরাজরাজত্বে ভারতবর্ষীয় বহুপ্রচলিত-ভাষার লোপ সম্বন্ধে কোন শঙ্কা হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন না এবং প্রজার ভাষা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কোন ইচ্ছাই করেন না।" * * *

"যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা রোম সাম্রাজ্যে চলিয়াছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষের সেইরূপ প্রভুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচার্য্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন হইয়া উঠে, তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয়দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন।"

যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর, পক্ষান্তরে যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, তাঁহারা উভয়েই যেন অভিনিবেশসহকারে উদ্ধৃত কথাগুলির পর্য্যালোচনা করেন। আমাদের জাতীয়সাহিত্য অতি প্রাচীন। প্রাচীনত্বের সীমা নির্দ্দেশ করিলে উহা ইংরেজীর অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না।

বাঙ্গালায় যখন সর্ব্বপ্রথম গদ্য লিখিত হয়, তখন ইংরেজী গদ্যের অবস্থা উন্নত ছিল না। বরং প্রাচীন বাঙ্গাল গদ্য প্রাচীন ইংরেজী গদ্য অপেক্ষা অধিকতর সুব্যবস্থিত ও ক্রমোৎকর্ষের পরিচায়ক ছিল। এখন শব্দসম্পত্তিতে, ভাববৈভবে ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আধিক্যে ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইংরেজ যে পথে পদার্পণ করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণ করিলে, বাঙ্গালীও বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। পরাধীনতায় সাহিত্যের ক্রমোন্নতির পথ যে, অবরুদ্ধ হয় না, তাহা উদ্ধৃত উক্তিতেই পরিস্ফুট হইতেছে। বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট কবিতাকুসুম পরাধীনতার সময়েই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরাধীনতার কালেই বাঙ্গালা গদ্য পরিমার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় হিন্দুসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই; সুতরাং পরাধীনতাপ্রযুক্ত হিন্দুর সাহিত্যও কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ইংরেজ যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এখন জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় সমাজের উদ্যম, উৎসাহ ও একাগ্রতার উপর নির্ভর করিতেছে।

ভূদেব কেবল গ্রন্থ লিখিয়া দিনপাত করেন নাই। কেবল গ্রন্থ দ্বারা অস্মদ্দেশে সচ্ছলরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। গ্রন্থকারদিগকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ের অবলম্বন করিতে হয়। তৃতীয় উইলিয়ম ও আনের সময়ে ইংলণ্ডে গ্রন্থকারদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে খ্যাতনামা গ্রন্থকারদিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় নাই। জন্‌সন্ যখন ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন, তখন গ্রন্থকারদিগের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় ছিল, কনগ্রিব্ ও আডিসনের ন্যায় বিখ্যাত লেখকগণও কেবল আপনাদের লেখনীর সাহায্যে সংসারযাত্রানির্ব্বাহে সমর্থ হয়েন নাই। ভূদেব আত্ম-পোষণ ও পরিবার-প্রতিপালনের জন্য কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল আত্ম-পোষণ ও পরিবার প্রতিপালনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি হিন্দুর পুণ্য-ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন, শেষে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষার উপায় করিয়া পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর ক্রোড়ে চির-নিদ্রিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণরক্ষা না হইলে এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতানুশীলনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী না হইলে হিন্দু-সমাজের মঙ্গল হইবে না। যে ব্রাহ্মণের অলোকসামান্য প্রতিভায় এক সময়ে ভারতে অপূর্ব্ব সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, জ্ঞান-গৌরবের নিদর্শনস্থল ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছিল, কল্পনার লীলাকাননস্বরূপ অমৃতময় কাব্যাদি প্রচারিত হইয়াছিল; সংক্ষেপে যে ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের পরিচালক ও হিন্দুসমাজের গৌরবস্থল ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের এখন কি দশা হইয়াছে? ব্রাহ্মণ এখন অন্নের দায়ে বিব্রত, পরিবারপালনে উদ্‌ভ্রান্ত, ঘোরতর দারিদ্র্য মর্ম্মাহত। অতুলনীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তক, অনন্তশক্তিশালী সমাজের পরিচালকের সন্তান এখন নিদারুণ জঠরযন্ত্রণায় অপরের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। দারিদ্র্যের অতি-

যাতে তাহাদের শাস্ত্রচিন্তা, শাস্ত্রানুশীলনপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অনেকে এখন চিরন্তন প্রথায় বিসর্জ্জন দিয়া, সংস্কৃতের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, অর্থকরী বিদ্যার আরাধনায় মনোনিবেশ করিতেছেন। অনেকে অমৃতময়ী ভাষার দুর্দ্দশা ও অবমাননা দেখিয়া নির্জ্জনে নিরন্তর নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন। সংস্কৃতশিক্ষা যেন এখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এই মহাপাপের জন্যই যেন তাঁহারা এইরূপ শাস্তিভোগ করিতেছেন *। সমাজের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর সম্ভবে না—ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর হয় না। পৃথিবীতে সংস্কৃত ভাষার তুল্য ভাষা নাই। এই অতুল্য ভাষার আলোচনার কি এই পরিণাম ? ভূদেব এই পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তিনি চির দিন হিন্দুর হিন্দুত্বরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, শেষে হিন্দুত্বের জন্যই এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির জন্য, অধিকন্তু জাতীয় সমাজের পরিচালক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত একজন গ্রন্থকার ও রাজকর্ম্মচারীর এরূপ দান তুলনারহিত। ভূদেব কেবল উপদেশ দিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই, সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবারও উপায় করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু-সমাজের পরিচালনে তিনি অসীমশক্তিসম্পন্ন বীর পুরুষ; হিন্দু-সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার এইরূপ স্বার্থত্যাগ অনন্ত গৌরবে পরিপূর্ণ; হিন্দু-সমাজের ইতিহাসে তাঁহার এই মহীয়সী কীর্ত্তি চির মহিমান্বিত। যতকাল হিন্দুসমাজ অটলভাবে থাকিবে, ততকাল এই দূরদর্শী মহাপুরুষের অভিজ্ঞতা ও দানশীলতা স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুকে জাতীয় সমাজের হিতকর কার্য্যসাধনে উপদেশ দিবে।

---

* আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দুরবস্থার জন্য একবার এইরূপ আক্ষেপপ্রকাশ করিয়াছিলেন।—"সে কাল আর এ কাল," ৪৮ পৃষ্ঠা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কোন কোন সুবিজ্ঞ সমালোচক "পরিষদ-পত্রিকা" এই নামের সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাঙ্গালায় সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা হইতে পারে কি না, তদ্বিষয় বিবেচ্য। বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, বাঙ্গালা কেবল সংস্কৃত ভাষার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয় নাই। উহা অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদেশ মানিয়াছে, স্থলবিশেষে ঐ আদেশেরও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকারণরূপ শৃঙ্খলে ভাষার এই উদ্দাম গতি কঠোর রূপে নিরুদ্ধ করা বোধ হয়, সঙ্গত নয়। একটি উন্নতিশীল ভাষাকে কয়েকটি অতি প্রাচীন সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য, উভয়েরই হানি হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য বাঙ্গালায় অনেক সংস্কৃতমূলক শব্দ অসংস্কৃতভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ভাষার উন্নতি বই অবনতির সম্ভাবনা নাই। সকল স্থলেই ভাষার একটি ধারাবাহিক ক্রম নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। এক ভাষার এক স্থলে "সভাসৎসমূহ" বা "বিদ্বৎসমূহের" পরিবর্ত্তে "সভাসদসমূহ" বা "বিদ্বানসমূহ" লিখিয়া, অন্য স্থলে "পরিষৎসমূহ" লিখিবার কারণ দেখা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া, "পরিষদ-পত্রিকা" নাম রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। সময়ান্তরে পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

***　　***　　***

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। পরিষদেও এ বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের প্রস্তাব হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধনে তৎপর, তাঁহারাও এ বিষয়ে উদাসীন নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের অনেকে বাঙ্গালাপ্রবর্ত্তনের বিরোধী। শিক্ষাপরিচরসম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয়, বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা কি উর্দ্দূ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত হইলে মুসলমানদিগের উপকার আছে কি না, এ বিষয়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কয়েকজন পত্রের উত্তর দিয়াছেন। একখানি পত্র আশ্বিন মাসের শিক্ষাপরিচরে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র মুর্শিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত মুন্সী তালিমুদ্দীন সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন। পত্রের একাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—"উর্দ্দূকে বঙ্গবাসী

মুসলমানগণের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ভদ্রগৃহে উর্দ্দূ ব্যবহার অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু এমন পরিবার কুত্রাপি নাই, যে পরিবারে বাঙ্গালা ভাষা আদৌ ব্যবহৃত হয় না, বা বাঙ্গালা বুঝেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন একান্ত কামনীয়। * * বাঙ্গালায় উর্দ্দূ অর্থকরী ভাষা নহে, কেবল ধর্ম্ম-গ্রন্থে বুৎপত্তি লাভের জন্যই উর্দ্দূ শিক্ষার প্রয়োজন। উর্দ্দূতে ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ এত প্রচুর হইয়াছে যে, আরবী শিক্ষা না করিয়া কেবল উর্দ্দূ শিক্ষা করিলেও চলে। * * * মুসলমান ভদ্রসমাজ আরবী পারসীর যে সকল অনুবাদ মুসলমানী বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়া হিন্দু ভদ্রসমাজের অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া সে গুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলে সকলেই আদরের সহিত পাঠ করিবেন। * * মুসলমান-ভ্রাতৃগণ বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া, আরবী, পারসী ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সাহিত্য ইতি-হাসাদি গ্রন্থপুঞ্জ বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলে হিন্দু ভদ্রসমাজ কেন, সাধারণ বাঙ্গালীর অবশ্যই তাহা পাঠ্য হইবে। এই উপায়ে * * হিন্দু মুসলমানের যে একতা লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজে পুনঃস্থাপিত হইয়া, উভয়েরই মঙ্গলের নিদান হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষার বহুল প্রচার না হইলে তাহা অসম্ভব।"

***　　***　　***

আর দুই জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানও লিখিয়াছেন :—"বাঙ্গালার মুসলমান জাতির ভাষা সম্বন্ধে যতদূর পরিজ্ঞাত আছি, তাহাতে মুসলমানবর্গের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভিন্ন কিছুই বলিতে পারি না। * * আমার (আমাদের ?) মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত হইলে মুসলমানদিগের পক্ষেও বিশেষ সুবিধাই হইবে।" অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত মুসলমান উর্দ্দূর সমর্থন করিয়াছেন। পত্রলেখক মহাশয় শিক্ষাবিভাগের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তিনি বলেন, বঙ্গদেশে দুই শ্রেণীর মুসলমানের বাস। এক শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষেরা ভিন্ন দেশ হইতে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; অন্য শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গালায় থাকিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। উপনিবিষ্ট মুসলমানদিগের সন্তানগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ভাষারই আলোচনা করে এবং ঐ ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহে। দীক্ষিত মুসলমানের সন্তানেরা তাহাদের প্রতিবাসী হিন্দুদিগের ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। উর্দ্দূ বঙ্গবাসী অধিকাংশ মুসলমানের মাতৃভাষা না হইলেও উহা তাহাদের জাতীয় ভাষা। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা উর্দ্দূতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। যাঁহারা উর্দ্দূ জানেন না, মুসলমানসমাজে তাঁহাদের প্রায় সম্ভ্রম রক্ষা পায় না। মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ জাতি; ধর্ম্মের জন্য উৎসাহ ও একাগ্রতা তাহা-দের হৃদয়ে চিরদিনই জীবন্তভাবে রহিয়াছে। মুসলমানের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি আরবী

ভাষায় লিখিত। উর্দ্দুতে উহার কিয়দংশের অনুবাদ হইয়াছে। বাঙ্গালায় উহার অনুবাদ হয় নাই। যে সকল মুসলমান আপনাদের সন্তানদিগকে আরবী শিখাইতে পারেন না, তাঁহারা উর্দ্দু শিখাইয়া থাকেন।

* * *

বাঙ্গালায় পাঠ্য-গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ হিন্দুর লিখিত। হিন্দু তাঁহাদের জাতীয়ভাব, আচারব্যবহার, রীতিনীতি এবং পৌরাণিক কথা ও ধর্ম্মানুশাসনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মুসলমানের রীতি নীতি ও ধর্ম্মানুশাসন হিন্দুর লিখিত পাঠ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সীতার বনবাসাদির ন্যায় গ্রন্থ হিন্দুসন্তানের পাঠ্য হইতে পারে, কিন্তু উহার পাঠে মুসলমানসন্তানের তাদৃশ উপকার নাই। এজন্য বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুর আলোচনা করাও মুসলমানের কর্ত্তব্য। আপনাদের জাতীয়ভাবের সহিত সামঞ্জস্য থাকাতে মুসলমান সন্তানেরা বাঙ্গালা অপেক্ষা উর্দ্দুই সহজে শিখিতে পারে। তবে উর্দ্দু এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উন্নত ভাষার মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। এখনও এফ্‌. এ. পরীক্ষার পাঠ্যের মধ্যে উহার স্থান পাওয়ার সময় হয় নাই। যদি বাঙ্গালা এফ্‌. এ. পরীক্ষায় প্রচলিত হয়, তাহা হইলে মুসলমান গ্রন্থকারগণ আপনাদের জাতীয় ভাষা উর্দ্দুরও উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইতে পারেন।

* * *

পত্রলেখক মহাশয়ের যে সকল যুক্তি পূর্ব্বে উক্ত হইল, তৎসমুদয় শ্রীযুত মুন্সী তালিমুদ্দীন সরকার মহাশয়ের যুক্তিতে খণ্ডিত হইতেছে। সরকার মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মুসলমানসমাজ যদি পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় আপনাদেরধর্ম্মমূলক বিষয় লিখিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা কেবল মুসলমানের কেন, হিন্দুরও পাঠ্য হইতে পারে। যে ভাবে সীতার বনবাস প্রণীত হইয়াছে, সেইভাবে মুসলমান ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীরগণের আখ্যানাদি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় প্রণীত হইলে উহা পাঠ্য না হইবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানের লিখিত "বিষাদসিন্ধু" প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক হিন্দু উহা আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের রচনানৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানসমাজ বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন। শ্রীযুত মীর মসাররফ্‌ হোসেন প্রভৃতি যে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান যে, তাহা দেখাইতে পারেন না, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদি মুসলমান

ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশে আর একটি ভিন্ন-দেশীয় ভাষাকে স্থান দিতে হয় না।

*** *** ***

১৮ই আশ্বিনের বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, বিশ্বকোষসঙ্কলনকার শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ২।৩ শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত একখানি গদ্য গ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের নাম নরোত্তম দাস। গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় উপদেশ লিখিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীতে উক্ত গ্রন্থের এই স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে :—"তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। বাহ্যজ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাঁহাকে জানিবে কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনি জানে। যে জন চেতন, সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ এক বস্তু হয়। * * * তেঁহ প্রথম পুরুষ। তাঁর নাসাগ্রে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।" প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য রচনা কিরূপ ছিল, তাহা উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে জানা যাইবে। আশা করি, গ্রন্থকারের জীবনী ও তৎসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ সহ পুঁথিখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের কার্য্য-বিবরণ।

চতুর্থ অধিবেশন।

১১ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট)।

উপস্থিত সভ্য ঃ—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই,

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।
মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে।
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।	শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু।	শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস।	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।	

সম্পাদক পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সকলের সম্মতি অনুসারে পরিগৃহীত হইল।

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন ঃ—

১। শ্রীযুক্ত স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।	৬। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ।	৭। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়।
৩। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।	৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
৪। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র।	৯। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।	১০। শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেন।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্র পঠিত হইল। পত্রখানি এই :—

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

কলিকাতা

১লা ভাদ্র, ১৩০১ সাল।

শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

বহুবর্ষ অতীত হইল, মৃত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু পরিশ্রমে এবং তত্ত্বানুসন্ধানে রামনিধি গুপ্ত, ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, হরুঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ করিয়া মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত করেন। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রচারিত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কেবল মাত্র কবি ভারতচন্দ্রের জীবনী ব্যতীত অন্যগুলি গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় নাই। যদিও ভারতচন্দ্র ব্যতীত উপরোক্ত অন্যান্য কবিগণ কেবলমাত্র সংগীতরচক ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের জীবনী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সংসারে গ্রন্থাকারে রচিত হওয়া প্রার্থনীয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ সেই জীবনীগুলি এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ যদি তাঁহাদিগকে এবিষয়ে উৎসাহ এবং সাহায্য দান করেন, তাহা হইলে সহজেই আশু সেই জীবনীগুলি প্রচারিত হইতে পারে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই পত্রখানির মর্ম্ম ব্যক্ত করেন, ইহাই অনুরোধ।

একান্ত বশংবদ

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপধ্যায়।

অনেক আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইলে যে, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রাম বসু, প্রভৃতি প্রাচীন কবির জীবনী যাঁহারা প্রকাশিত করিতেছেন, সাহিত্য-পরিষদ অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের পুস্তক প্রকাশিত হইলে এবং উপযুক্ত বোধ করিলে সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রয় বা অন্য কোন রূপে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও করিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এবং তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। প্রস্তাব দুইটি এই:—

বহু-মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ সভাপতি
মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতিতে এবং বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতায় উৎসাহিত হইয়া, আমি পরিষদে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। আশা করি, এবিষয়ে কর্ত্তব্যনির্ণয় জন্য পরিষদ সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায় সকল বিষয়ই ইংরেজীতে ধার্য্য আছে। কেবল সাহিত্যে দ্বিতীয় ভাষা স্থলে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছামত সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ইত্যাদিতে পরীক্ষা দিয়া থাকে। তাহারা গণিত ভূগোল ইতিহাসাদি ইংরাজীতেই শিক্ষা করিয়া থাকে। বিদেশীয় ভাষায় সমগ্র বিষয় শিক্ষা করা ও পরীক্ষা দেওয়া শিক্ষার্থীদিগের নিরতিশয় দুরূহ হইয়া উঠে। ছাত্রগণ তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করে। তিন বৎসরেও ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, তাহাদের সম্যক্ আয়ত্ত হয় না। এইরূপে অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলনেও বিস্তর অসুবিধা ঘটে। এজন্য আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত সাহিত্য ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে এখন যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই থাকুক; কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল গণিতাদির পরীক্ষা বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতেও হউক। অর্থাৎ প্রবেশিকাপরীক্ষার্থিগণ ভূগোল ইতিহাসাদি আপনাদের দেশীয় ভাষায় শিখিয়া, পরীক্ষা দিতে পারে, তদ্বিষয়ে নিয়ম হউক।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের আগামী অধিবেশনে সভ্য মহোদয়গণের বিবেচনার্থ আমার এই পত্রখানি উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। ইতি

১লা ভাদ্র
১৩০১ সাল।

বশংবদ
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদসভাপতি
মহোদয়েষু।

সবিনয় নিবেদন,

এখন বাঙ্গালাভাষার ক্রমে উন্নতি হইতেছে, অনেক ভাল গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালাসাহিত্য ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদও বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি সাধনজন্য

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল ও কলেজে যাহাতে বাঙ্গালার আলোচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করা এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাঙ্গালার আলোচনাসম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। আমিও কলেজে বাঙ্গালার আলোচনা বিষয়ে একটি প্রস্তাবের উত্থাপনে সাহসী হইতেছি।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক—অথবা উক্ত পরীক্ষায় অন্ততঃ এক বেলা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হইতে প্রশ্ন হউক, আর এক বেলা বাঙ্গালা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম হউক।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় পাস্‌কোর্সে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালাভাষার পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হউক।

অনরকোর্সে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত বাঙ্গালা রচনার নিয়ম হউক।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে, পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন পত্র প্রেরিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে ও প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন। যে কোন বিষয়ের সহিত বাঙ্গালাভাষার উন্নতির সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বোধ হয়, পরিষদে উপেক্ষিত হইবে না।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্র খানি সভ্যমহোদয়গণের বিবেচনার্থ পরিষদের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। ইতি

২রা ভাদ্র
১৩০১ সাল।

বশংবদ
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

অনেক বিচার ও আলোচনা হইতে লাগিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন:—"প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ভিন্ন অপরাপর বিষয় বাঙ্গালায় হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়, এবং তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে পুস্তকেরও কোন অভাব হইবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার বহুদূর প্রসারিত, এবং তন্নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় ছাত্র, পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ভিন্ন প্রদেশীয় ছাত্রদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালার মত উন্নত ও পরিপুষ্ট না হওয়ায়, এই বিষয়ের আপত্তি হইতে পারে ও হইতেছে। Faculty of Artsএর গত অধিবেশনে কোন কোন মুসলমান সভ্য এই সূত্রে উর্দ্দূ লইয়া আপত্তির কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন"। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বলিলেন—"বাঙ্গালার মুসলমানদিগের ভাষা যখন বাঙ্গালাই হইয়া পড়িতেছে, তখন মুসলমানদিগের এইরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।" শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—"মফঃস্বলে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন অধিক-

তর প্রচলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ মুসলমান ছাত্রেরা অনেকেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে,—এমন কি আজ কাল মুসলমান ছাত্রদিগের অনেকে সংস্কৃত শিক্ষাতেও কৃতকার্য্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।" শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু উভয়ে বলিলেন—"আপাততঃ প্রবেশিকা পর্য্যন্ত না করিয়া চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক।" তাহার পর প্রস্তাবকারক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯২ সালের পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা উপস্থিত করিয়া বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণের সহিত প্রস্তাবিত বিষয়টি পরিস্কুতরূপে প্রতিপাদিত করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু, মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা এই বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটী নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন—করিলে পরিষদ তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন। পরিষদ তাঁহাদিগের প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে তাহা মুদ্রিত করিয়া সাধারণ অধিবেশনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার এক এক খণ্ড সভ্যদিগের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন।

৪। পরিষদের পুস্তকালয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব উপস্থিত হইলে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, পরিষদের আর্থিক অবস্থা এরূপ নয় যে, আপাততঃ পুস্তক ক্রয় করিয়া পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। তবে পরিষদের সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নিজ গ্রন্থ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা পুস্তকালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে ক্রমে ক্রমে পুস্তক ক্রয়ও করা যাইতে পারে।

৫। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্র-লিখিত প্রস্তাবানুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, পরিষদের পত্রিকায় লঙ্ (Long) সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা প্রত্যেক পুস্তকের পার্শ্বে তৎসংক্রান্ত মতামতের সহিত ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

৬। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত পুস্তকাবলী,ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তৎপ্রণীত কঙ্কাবতী নামক উপন্যাস, পরিষদকে প্রদান করায় তাঁহা-দিগের দুইজনকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
সভাপতি।
৮ই আশ্বিন।

পঞ্চম অধিবেশন।

৮ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর)

উপস্থিত-সভ্য :—

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।	শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
শ্রীযুক্ত মতিলাল হাল্‌দার।	শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস।	শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায়।
শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস গুপ্ত।	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত।	শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু।
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অসুস্থতা বশতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারায়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দের সম্মতি অনুসারে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে সম্পাদক পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইল :—

১। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ।	৬। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেন।
২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র।	৭। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস।
৩। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	৮। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন।
৪। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।	৯। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন।
৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত।	১০। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১১। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।
১২। শ্রীযুক্ত ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়।
১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
১৫। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ।
১৬। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৭। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৮। শ্রীযুক্ত রামলাল মুখোপাধ্যায়।
১৯। শ্রীযুক্ত সত্যতারণ মুখোপাধ্যায়।
২০। শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বসু।
২১। শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায়।
২২। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী সিংহ।
২৩। শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায়।
২৪। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন।

২। তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রস্তাব কএকটি পঠিত হইল। প্রস্তাব কয়েকটি এই :—

ওঁ

বৈদ্যনাথ,
দেওঘর,
১৭ ভাদ্র ; ব্রাহ্ম সংবৎ ৬৫, বাঙ্গালা ১৩০১।

পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রবরেষু—

পরিষদ আমার প্রস্তাব সকল (বোধ হয় সকল প্রস্তাবই) গ্রহণ করিয়াছেন অবগত হইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম। আর কতকগুলি প্রস্তাব করিতেছি, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী অধিবেশনে পরিষদ সমীপে দর্পেশ করিবেন।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সংবাদপত্রেরা যে সকল বাঙ্গালে প্রয়োগ করিবেন, তাহা পরিষদ এই পত্রিকায় ধরিয়া দিবেন, এবং বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা-লেখকগণ বাঙ্গালা শব্দের পরিবর্ত্তে যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাহাও ধরিয়া দিবেন। বাঙ্গালা পড়িয়া যাইতেছি—মধ্যে মধ্যে একটি একটি ইংরাজী শব্দ ইংরাজী অক্ষরে—ইহা ভয়ানক। যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করিলে নয়, তাহার সম্ভবপর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রথম দিয়া, তৎপরে বন্ধনীর ভিতর ইংরাজী শব্দ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই বিষয়ে, অর্থাৎ বাঙ্গালে প্রয়োগ এবং ইংরাজী প্রয়োগ বিষয়ে পরিষদের একেবারে নির্দ্দয় হওয়া কর্ত্তব্য। ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা সাদি (Southey) বলিয়াছেন—"He who uses a Latin or French word where a pure Anglo Saxon word would serve as well, should be hung, drawn, and quartered for high treason against his mother tongue." "বক্তৃতা দান" ইত্যাদি বাঙ্গালা অক্ষরে লুক্কায়িত ইংরেজী প্রয়োগের উপরেও পরিষদ খড়্গহস্ত হইবেন। "বক্তৃতা দান" কি রে বাপু?

ভাবী ব্যাকরণ ও ভাবী অভিধানের কোন কোন ক্ষুদ্র অংশ যিনি যাহা লিখিতে

পছন্দ করেন, তাহা লিখিবেন। সে সকল পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ইহা, যাঁহারা অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহকারী হইবে। এমন কি, যদি একটি বিশেষ বাঙ্গালা শব্দ লইয়া New English Dictionary যাহা এক্ষণে "উক্ষতরণ" নগরে মুদ্রিত হইতেছে, তাহার প্রণালী অনুসারে কেহ লিখেন, তাহাও আদরে প্রকাশিত হইবে। পরিষদ, মধ্যে মধ্যে যে সকল বাঙ্গালা শব্দ বিদেশীয় অর্থাৎ পারস্য, আরব্য,ইংরাজী পোর্টগিজ্ (যথা "বম্বেটে" শব্দ পোর্টগিজ্ bombardier হইতে) প্রভৃতি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফর্দ্দ পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। ইহাও ভাবী অভিধানের সহকারী হইবে।

প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের পর পরিষদ আপনাকে একটি বিশ্রাম ও আমোদ সভাতে (ক্লবে) পরিণত করিবেন। বলা বাহুল্য পান তামাক চলিবে। বন্ধুভাবে অবন্ধ-ভাবে সকলে কথোপকথন করিবেন। কিন্তু যিনি বাঙ্গালা কহিতে কহিতে, বাঙ্গালা ভাষায় যাহার অর্থ হইতে পারে তাহার স্থলে, ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাঁহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইবে। যাঁহার ইচ্ছা হয় এই ক্লবের কার্য্যে যোগ দিবেন; যাঁহার ইচ্ছা হইবে না তিনি যোগ দিবেন না। পরিষদ রীতিমত মাসিক অধিবেশনের পর (আপনাকে কয়েকটি কথোপকথনমণ্ডলীতে) Conversational groups বিভক্ত করি-বেন। প্রত্যেক মণ্ডলী আট জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক বারে দুই মণ্ডলী মাত্র গঠিত হইবে। ইহার বেশী হওয়া বোধ হয় সুবিধা হইবে না। প্রত্যেক মণ্ড-লীর এক এক জন সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। মণ্ডলীর সকলে পরস্পর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। মণ্ডলীর সম্পাদক জরিমানার কাগজ লইয়া বসিবেন, এবং ত্রুটি সকল লিখিতে থাকিবেন। জরিমানার কাগজের ফারম্ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তারিখ

নাম	ত্রুটি		ত্রুটির সমষ্টি
অমুক	১+১+১+১	=	
অমুক	১+১+১+১+১	=	
অমুক	১+১+১+১	=	
মণ্ডলী সম্পাদক	১+১+১+১	=	

পরিষদকে জিজ্ঞাস্য—অমুক ইংরাজী শব্দের ঠিক বাঙ্গালা প্রতি শব্দ কি ?
যেমন ত্রুটি হইতে থাকিবে, সম্পাদক অমনি ১, ১, ১, ফেলিয়া যাইবেন।

সম্পাদক নিজের ত্রুটিও অঙ্কিত করিবেন। সম্পাদক জরিমানার কাগজ মণ্ডলী-ভঙ্গের পর পরিষদের সম্পাদককে দিয়া যাইবেন। জরিমানার পয়সা, মণ্ডলীর সভ্যগণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পরিষদের সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন। তাহা Benevolent Societyতে প্রদত্ত হইবে। পরিষদের সম্পাদক আগামী মাসিক অধিবেশনে পরিষদকে জরিমানার কাগজে উল্লিখিত ইংরাজী শব্দের

বাঙ্গালা উপযুক্ত প্রতিশব্দ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাতে বহুপকারী তর্ক উত্থিত হইবে। শেষ অবধারণ, পরিষদের সম্পাদক একটি পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন। অবধারিত শব্দগুলি পরিষদের পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা, প্রভূত আমোদ, ভাষার প্রভূত উপকার, ও সঙ্গে সঙ্গে দীনের হিতসাধন হইবে। একবার যাহাদিগকে লইয়া দুইটী মণ্ডলী গঠিত হইবে দ্বিতীয়বার তাহাদিগকে লইয়া গঠিত হইবে না। অন্য লোককে লওয়া হইবে। যে ইংরাজী শব্দ কোন মতে ব্যবহার না করিলে চলে না, তাহা সহসা ব্যবহৃত হইবে, যেমন "ক্লব" শব্দ।

গত কল্য Long's Descriptive Catalogue of Bengali Books রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। তাহা পরিষদকে উপহার দিয়াছি। অমূল্য পুস্তক সম্পূর্ণরূপে দুষ্প্রাপ্য। একেবারে ছাড়িতে অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ কষ্ট পরিষদের জন্য সহ্য করিলাম। যাঁহাদের পুস্তকের প্রতি আশা আছে, অনেক দিন ব্যবহৃত পুরাতন বন্ধুসম পুস্তক একেবারে ছাড়িতে কত কষ্ট হয়, তাঁহারা জানেন। বর্ত্তমান স্থলে প্রফুল্লচিত্তে উহা পরিষদকে উপহার দিলাম। প্রার্থনা যে পরিষদ কাহাকেও এ পুস্তক হাওলাত না দেন। যাঁহার আবশ্যক হয়, পরিষদের কার্য্যালয়ে আসিয়া পাঠ করিবেন। ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ। বাঙ্গালীর কি রোগ তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আমার এ বিষয়ে নিজের কষ্টপ্রদায়ী অভিজ্ঞতা আছে। এইটি "ইংরেজী-গন্ধবিশিষ্ট" প্রয়োগ হইল। ক্ষমা করিবেন। ইতি

স্নেহশীল

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পাঠান্তর অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে সকলের সম্মতি অনুসারে মীমাংসিত হইল যে, (১) সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থ সকল মনোযোগ সহকারে পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের রচনা মধ্যে যে সকল প্রাদেশিকত্ব দোষ দৃষ্টি করিবেন, তৎসমুদায় যত্নের সহিত সংগৃহীত করিয়া পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন। পরিষদ সেই সকলের আলোচনা পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রস্তাবিত অভিধানের কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, কি না, তাহার চেষ্টায় রত হইবেন। (২) পরিষদের সভ্যগণ প্রত্যেকে কথোপকথন ও আলাপাদির সময় ইংরাজী শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তবে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার জনিত অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অর্থদণ্ডের দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে। (৩) প্রতি মাসিক অধিবেশনের পর কথোপকথন-মণ্ডলী গঠিত হইলে, এবং মণ্ডলী সাহিত্যসংক্রান্ত আলাপাদিতে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারা সভ্য সমূহকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে; কারণ অধিবেশনের কার্য্যে অন্যূন দুই ঘণ্টা-কাল ব্যাপৃত থাকিয়া তাহার পর পুনরায় মণ্ডলীর

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাহা সকলের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইতে পারে। এই কারণ প্রতিমাসে মণ্ডলী সংগঠনের চেষ্টা না করিয়া সময়ে সময়ে করিবার নিমিত্ত পরিষদ যত্নপর হইবেন। (৪) তৎপরে স্থিরীকৃত হইল, শং সাহেবের বহুমূল্য পুস্তক-তালিকা (catalogue) পরিষদকে প্রদান করার নিমিত্ত বসু মহোদয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

২। তদনন্তর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সুদীর্ঘ পত্র পঠিত হইল। পত্র খানি এইঃ—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মহোদয়গণ সমীপেষু।

সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং——

পরিষদের কার্য্যসমূহ বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিয়া আমার মনে অনেকগুলি আশঙ্কা সমুদিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার বাসনা হইল না। কথা এত অধিক যে, মাদৃশ জনের পক্ষে, নিরক্ষর প্রকৃতিবর্গ এবং কোমলমতি ভারতরমণীগণের ন্যায় হইয়া, মৌনব্রত স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ বোধ হইল। কিন্তু যাঁহারা আমাকে পরিষদের সভ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার পেটের কথা এক কালীন চাপিয়া রাখিলে পাশ্চাত্য প্রণালী মতে সমিতির কার্য্য চলিবে না। অতএব কেবল পাশ্চাত্য-শিক্ষার অনুরোধে কয়েকটী practical questionএর অবতারণা করিলাম। বাস্তবিক প্রশ্ন একটি। কিন্তু সংখ্যাতে অনেক হইয়াছে। ফলতঃ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটী পর্য্যায় আমি মনে মনে লক্ষ্য করিয়াছি। আমার অনেক কথাগুলি এক সূত্রে গাঁথা। অপর-স্থলে স্থলে সম্ভবতঃ অনেক ফাঁকও থাকিল। আমি সাধারণ বিধান হইতে বিশেষের অবতারণা না করিয়া Special হইতে General এবং সন্নিহিত কথা হইতে দূরবর্ত্তী কথার প্রসঙ্গ করিলাম।

১। বঙ্গ ভাষাতে শব্দগুলির লিঙ্গ বিচার কোন্ কোন্ স্থলে রক্ষা না করিলে নয়? ইহার বিষয়ে সাধারণ বিধান করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া একটা তালিকা করা সাধ্যায়ত্ত কি না?

২। ইংরাজী ভাষার মধ্যে যে শব্দগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রসংশ্রবে, ফরাসি জর্ম্মণি, ইটালীয়, নব্যগ্রীক, এবং রুসিয় ভাষার সহিত কার্য্যতঃ অভিন্ন, তাহার একটা ফর্দ্দ করা সম্ভবপর কি না?

এস্থলে আমার মনের কথা এই যে, যাঁহারা এতাদৃশ শব্দগুলির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা করিতে সাহস করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে উল্লিখিত তালিকা বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারে।

৩। মনে করুন যেন বঙ্গ ভাষাতে তিন প্রকার Style আছে। (ক) যে প্রণালীতে মুখে মুখে কথাবার্ত্তা হয়। (খ) যে প্রণালীতে চিঠি এবং বিষয় কর্ম্মের লেখালিখি হয়। (গ) গ্রন্থ আদি রচনার প্রণালী। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, যে বক্তৃতা করিবার সময়ে, কিম্বা যাঁহাদিগের নিকটে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাঁহাদিগের সহিত সতর্কতা কিম্বা গাম্ভীর্য্য সহকারে কথা কহিতে হইলে, কিরূপ Styleকে প্রশস্ত গণ্য করা যাইবে? গ্রন্থ রচনার স্থলে, মুখে কথা কহিবার প্রণালীকে প্রধান কল্পে লক্ষ্য করিতে হইবে, না তাহার বিপরীত বিধান স্বীকার করিয়া, এক দিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ পূর্ব্বক রচনার পারিপাট্য করা ভাল কিনা, এবং পক্ষান্তরে মুখের কথাবার্ত্তায় Style পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কি না? যদি কেহ মনে করেন যে এরূপ প্রশ্ন করাতে আমি সংস্কৃত ভাষাবৎসলতার প্রতি কটাক্ষ করিতেছি, তজ্জন্য আমার বলা আবশ্যক যে এ বিষয়ে আমার মনে সত্য সত্যই একটা খট্‌কা আছে। আমার একজন অতি বিশিষ্ট মাননীয় বন্ধু আদালতে কার্য্য করিতেন, এবং আদালতে বসিয়া যে কোন কথা বলিতেন, তাহাতে Written Style অবলম্বন করিবার জন্যে অনেক চেষ্টা করিতেন। সুতরাং আমার প্রশ্ন দুদিকেই বর্ত্তে।

৫। উর্দ্দু ভাষাতে লিঙ্গ বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়া সমাজের অপকার হইয়াছে কি না? হিন্দি বাঙ্গালা এবং উড়িয়া ভাষার তুলনা হইতে কি উপদেশ লাভ হয়?

৫। কলিকাতাতে রাঢ় এবং বঙ্গ উভয় প্রদেশস্থ লোকের সমাগম আছে। এবং কলিকাতার লোকের বুলি একান্ত রাঢ় প্রদেশানুযায়ী বলা যায় না। তথাচ পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে চিঠি পত্র এবং মুখের কথাতে যে লিঙ্গভেদ, এবং অন্য ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত শুদ্ধাশুদ্ধি লক্ষিত হয়, কলিকাতাতে তাহা কেন পছন্দ হয় না? কয়েক দিবস পূর্ব্বে আমার কোন কুটুম্ব আমাকে একখানি পোষ্ট কার্ডে লিখিয়াছিলেন, 'শ্রীমতী অমুক পীড়িতা' ইহাতে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। বোধ হয় ইত্যাকার তরল প্রকৃতি বিষয়ে আমি একাকী অপরাধী নহি।

৬। হিন্দী ভাষা উর্দ্দু আকারে সংগঠিত হইবার প্রতি, মুসলমান সৈনিকদিগের ভারতবৎসলতা কি এক মাত্র কারণ, না উর্দ্দু ভাষা দ্বারা, হিন্দী এবং পারস্য ভাষার মধ্যে, মুসলমান রাজকর্ত্তৃক একটী মঙ্গলময় গ্রন্থি স্থাপন হইয়াছিল।

৭। মুসলমান আধিপত্যের সময়ে রাজার অনুগ্রহে ইত্যাকার যে সকল মঙ্গল সাধন হইয়াছিল, তাহার সুখসেবনে আচ্ছন্ন হইয়া, ইংরাজ রাজার সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করা ভুল কি না? ইতি

নিবেদক

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

প্রণামা নিবেদন,

আগামী রবিবার অপরাহ্ণে পরিষদের অধিবেশন হইবে। কিন্তু ঘটনাবশতঃ সে দিন আমার পরিষদে যাইবার যো নাই। সুতরাং পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আমার উত্থাপিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিবার কল্পনা দেখিয়া বুঝিলাম পত্র লেখা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আমি যখন প্রশ্নগুলি লিখিয়াছিলাম, তাহার পরে কাগজখানি নকল করিয়া পাঠাইবারও সাবকাশ পাই নাই। আমি অনেক কথা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম। আমি কথাবার্ত্তাতে মনের কথা ব্যক্ত করিতে এবং মহাশয়দিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিলাম না; ইহাতে নিতান্ত কুণ্ঠিত থাকিলাম। সম্ভবতঃ মহাশয়দিগের মুখে দুই একটি কথা শুনিলে আমিও আমার কথা কতক পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রশ্নগুলি পাঠাইবার পরে একটী বিষয়ে আমার আত্মীয়বর্গের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি; এবং মহাশয়েরা আগামী রবিবার দিনে যদি সেই কথাটীর আলোচনা করেন, তবে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।

আমি মহাশয়দিগের নিকটে এই মাত্র নিবেদন করি যে, মহাশয়েরা সমবেত পদে বলিয়া দিন যে, বাঙ্গালা ভাষাতে বিশেষণ পদ প্রয়োগ স্থলে লিঙ্গ বিচার না করিলে ব্যাকরণ দোষ জন্য দূষিত করা কর্ত্তব্য নহে।

বাস্তবিক প্রস্তাবিত বিষয়ে এখন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু লেখকেরা স্ব স্ব সংস্কার অনুসারে রচনা করিয়া থাকেন। এই সংস্কার বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। অনেকে বলেন যে কেবল দোকানীরাই রামায়ণ মহাভারত সুর করিয়া পাঠ করে। কিন্তু সুর একটা না একটা সকলেই অবলম্বন করেন। আমার অনুমান এই যে সুরের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থলে লিঙ্গ বিচার করিতে হয়। পক্ষান্তরে ৺ বঙ্কিম বাবুর সহিত কথাস্থলে শুনিয়াছি, তিনি গদ্য রচনার rhythm স্বীকার করিতেন না। বঙ্কিম বাবুর প্রতিবাদ করা আমার বাসনা ও ক্ষমতা কিছুর সহিতই সঙ্গত নহে। কিন্তু লোকে যে কথা কহে তাহাতেও একটু বিনয়ের কি শোকের কি বীভৎসের উদয় হইলে ক্রমশঃ এক একটা সুর বা rhythm ধরা যায়। প্রমাণ স্থলে বলিতে পারি যে দুজন ব্যক্তির কথোপকথন দূর হইতে শুনিলে যদিও বাক্যগ্রহ না হয়, তথাচ কেবল কথার সুর শুনিয়া বুঝিতে পারা যায় যে একজন বিনীতভাবে কি বিদ্রূপ করিয়া কথা কহিতেছেন। পুরাকালে যখন গ্রন্থরচনাতে অত্যল্প লোকেরই অধিকার ছিল, তখন

রচনার পারিপাট্য বিষয়ে অনেক বিচার হইত। এখন মনের কথা কি উপায়ে বোধ আনা ব্যক্ত হইবে, সেই ভাবনাই বলবৎ। এই জন্যেই গদ্য রচনাতে কথাবার্ত্তার প্রণালী প্রবিষ্ট হইতেছে; এই জন্যেই গদ্য পাঠ বিষয়ে সুর দমন করা প্রয়োজন এবং এইজন্যে ইহাও ভয়ে ভয়ে বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালাতে সংস্কৃত ভাষার rhythm প্রবিষ্ট করিবার কল্পনা প্রশস্ত নহে।

আমি এত দূরবর্ত্তী কথার অবতারণা করিতে সাহস করি না। তর্ক উঠিলে আমি এই উৎকট বাদানুবাদ হইতে নিতান্তই সরিয়া দাঁড়াইব। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে সংস্কৃত ভাষার পিতৃত্ব কি পৈতামহকত্ব বিষয়ে একবারও আপত্তি করিব না। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করিবার প্রস্তাব হইলে আমি অনুমোদন করিতে পারিব না।

অতএব বিশেষণ পদের লিঙ্গ বিচার সম্বন্ধে যাহাতে মহাশয়েরা স্পষ্টাক্ষরে একটা মত প্রকাশ করেন, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। এ বিষয়ে তর্ক করা আমার অভিলষিত নহে। মহাশয়েরা যদি বলেন যে, লিঙ্গ বিচার করিতেই হইবে, তবে আমি সরিয়া দাঁড়াইব। যদি একবারে হস্তক্ষেপ না করেন তবে দুঃখিত হইব। আর যদি বলেন যে 'হাঁ, লিঙ্গ বিচার পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলে আমি ক্রমশঃ আরও দুই একটি উৎকট কথার অবতারণা করিব।

এ স্থলে আমার মনোগত কথা গোপন করিলে পাশ্চাত্য প্রণালী মতে পরিষদের নিকট অপরাধী হইতাম না। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী। অতএব বিশেষণ পদের লিঙ্গ বিচার নিষেধের সঙ্গে আমার যে আর একটি কথা আছে, তাহাও বলি। এ কথা অপ্রাসঙ্গিক। অতএব সংস্কৃত-বৎসল মহোদয়েরা কর্ণপাত না করিলেই আমি বাধিত হইব। আমি বলি যে বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে ঈ, ঊ, ঋ, ৯, ৯, ঃ, ঙ, ঞ, ণ, অন্তস্থ ব এবং য এগুলি দূরীকৃত করিলেও মঙ্গল হইবে। 'ক্ষ' যুক্ত—অক্ষর বলিয়া এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম না। আর যদি কেহ এমন উপায় দর্শাইতে পারেন যে, তদ্দারা স্বরবর্ণের দ্বিবিধ আকৃতি যথা ই, ি, পরিহার] করা যাইতে পারে, তবে আমি তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে সম্মত। Destruction সহজ। Construction দুরূহ। অতএব উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে জঙ্গল পরিষ্কার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা যদি এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ না করি, তবে নিতান্তই উক্ত পুরুষগণের নিকটে নিন্দনীয় হইব।

আমার আর একটি নিবেদন আছে। মহাশয়েরা সম্ভবতঃ তাহা শুনিবেন না। কিন্তু আমার বুদ্ধি সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমি মহাশয়দিগের নিকটে যোড় হাত করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করি, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনার্থে, University বা Senate এর দ্বারস্থ হইবেন না। যাহা মহাশয়দিগের ক্ষমতাধীন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। University আমাদিগের পক্ষে 'পর'। পরের ভিক্ষা করিতে করিতে দেহ

মন জীর্ণ হইয়াছে। অতএব যদি মাতৃভাষার মঙ্গল সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তবে শত্রুর দ্বারে ভিক্ষা পরিত্যাগ করুন। বিশ্ববিদ্যালয় নামক যে কারখানাটি আছে তাহার পরীক্ষাব্যাপারে বাঙ্গালা পুস্তকের নাম থাকিল, কি না থাকিল, তদ্বিষয়ে মহাশয়দিগের দৃকপাত না করিলেই ভাল হয়। আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিতেও অবমানিত বোধ করি। কিন্তু মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে (১) বাঙ্গালা ভাষার মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে Universityর কর্তৃপক্ষদিগের কোন বেদনা আছে কি না; (২) আপনারা মুক্তকণ্ঠে সরলভাবে তাঁহাদিগের নিকট সকল প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিতে সক্ষম কি না। যেখানে Canvass করিয়া Vote সংগ্রহের চেষ্টা ব্যতীত কোনও বিষয় হইতে পারে না, এবং যে স্থলে Canvass করা বাঙ্গালীর পক্ষে ভদ্রানুচিত, সে ক্ষেত্রে প্রবেশ করা মহাশয়দিগের অভিলষিত কি না। আমি Canvassing বিষয়ক প্রথার উপরে কোনও কটাক্ষ করিতেছি না। পাশ্চাত্য রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং রাজধর্ম্ম বিষয়ক আপদ্ধর্ম্ম স্থলে Canvassing প্রথা স্বীকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু অধ্যাপনার কার্য্য বিভিন্ন বিষয়। অধ্যাপনার পরিদর্শন উদ্দেশে যদি কোন পরীক্ষালয় স্থাপন করাও যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে অত্যুচ্চ Moral Standard প্রতিপালন করা এবং তন্নিমিত্তে প্রশস্ত প্রথা পরিহার করা বিধেয়, এইমাত্র বিবেচনা করিয়াছি। এবং (৩) যে স্থলে গ্রন্থবিক্রয় এবং গ্রন্থ রচনাজনিত অর্থোপার্জ্জন করা এক প্রধান উদ্দেশ্য এবং যে স্থলে পরীক্ষা কার্য্য অপেক্ষা পরীক্ষকদিগের অর্থোপার্জ্জনই গুরুতর চিন্তাস্থল, সেখানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন সংশ্রব থাকা উচিত কি না।

আমি কলিকাতা Universityর প্রতি কটূক্তি করিবার পাত্র নহি এবং তাহাতেও আমার অভিরুচি নাই। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যদি এই কথা বুঝিতে চেষ্টা না করেন তবে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অধুনাতন কোন সমালোচনাতেই যথাযোগ্য ধৈর্য্য দেখা যায় না। লোক সকল নানা কারণে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছে। ইহা কালের স্বধর্ম্ম। ইহাতে কাহারও দোষ নহে। আমি Universityর কৈফিয়ত তলব করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল এই বলি যে উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া আমাদিগের শৌচাচার সাধন করা শ্রেয়স্কর। University আমাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেমন শূদ্র যজমানও পতিত ব্রাহ্মণের যাজন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, আমরাও সেইরূপ উৎকট ভাব অবলম্বন না করিলে অবৈধ আচরণ হইবে।

আমাদিগের দ্বারা Universityর যে ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার জন্যে উহার কর্তৃপক্ষীয়েরা বিন্দুমাত্র ভাবনা করেন না। এরূপ ভাবনা আর ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগের মনে উদয় হইবারও আর সম্ভাবনা নাই। তবে কেন আমরা Universityর দ্বারস্থ হইয়া যাচ্ঞা করিব এবং কেনই বা তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া মোড়লি করিবার

ভাব করিব। Self-delusion is the worst of all delusions. University সম্বন্ধে পরিষদের এই মোহ বিমুক্ত হওয়া আমার বিবেচনাতে সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। ইতি

নেমকমহাল রোড ১ নং বাটী
২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।

নিবেদক
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

পত্রোল্লিখিত প্রস্তাবগুলি লইয়া অনেক আন্দোলন ও আলোচনা হইল। অনেকে অনেক প্রকার মতামত প্রকাশিত করিলেন। শেষে স্থির করা হইল—প্রস্তাবগুলির যে যে অংশ পরিষদের অধিকার বহির্ভূত, সেই সেই অংশ ভিন্ন অন্যান্য বিষয় সমূহ বিবেচনার ভার একটি শাখা-সমিতির উপর সমর্পিত হউক। শাখা-সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত হইল।—

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
২। শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায়।
৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।
৬। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন।
৭। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।
৮। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
৯। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের পত্র দুইখানি পঠিত হইল। পত্র দুইখানি এই :—

বরাহ নগর।
৩০শে ভাদ্র।
১৩০১।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস ; সি, আই, ই,
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-সভাপতি
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

পরিষদ, উঁহার ১১ (১) নিয়মানুসারে, সংপ্রতি কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন। তজ্জন্য নানা স্থান হইতে বহুবিধ পুরাতন হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইতেছে। এটী অতি মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিষদ কার্য্যক্ষেত্র আরও একটু প্রশস্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ আমার অভিপ্রায় এই যে, এসিয়াটিক সোসাইটীর ন্যায় পরিষদও, বাঙ্গালা ভাষার যে সকল "সারগর্ভ প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি" আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সংগ্রহ-

কারক নিযুক্ত করুন। তাহা হইলে কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং অনেক "সারগর্ভ প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি"ও সংগ্রহ হইবে। এ প্রকার না করিলে যে সমস্ত প্রাচীন পুস্তক এখন পর্য্যন্তও আছে, তাহাও ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে। সংগ্রহ-কারকেরা কোন্ পুস্তক সংগ্রহ করিলে পর, পরিষদ, উপযুক্ত লোকের উপর সেই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের উপযুক্ত কি না, তাহা বিবেচনা করিবার ভার দিবেন।

২। বঙ্গভাষার পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। তজ্জন্য সময়ে সময়ে প্রবন্ধ ও রচনা লিখিবার জন্য এবং বক্তৃতা দিবার জন্য নূতন লেখক এবং বক্তাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তজ্জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িতা এবং বক্তাদিগকে অর্থ কিংবা পদক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে লোকের মনও এদিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষারও পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে। বিশেষতঃ দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষার উচ্চ শ্রেণীর অতি অল্পই পুস্তক আছে। এই উপায়ে বঙ্গভাষার সে অভাবও অনেকটা দূরীকৃত হইবে ইতি—

বশংবদ

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

সবিনয় নিবেদন,

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিকুলের কীর্ত্তি রক্ষা করা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অনেক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের অনেকের গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। অনেকের গ্রন্থ বিলোপোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এখনও অনুসন্ধান করিলে স্থানে স্থানে কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়। প্রাচীন কবিদিগের কবিত্বকীর্ত্তি এখন কেবল এই জীর্ণ পুঁথিতে আবদ্ধ আছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার এই রূপ অনেক কবির গ্রন্থ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সম্প্রতি আমি প্রায় ১৭ খানি বিভিন্ন বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল কবি পূর্ব্ববাঙ্গালায় অতি প্রাচীন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। যাঁহার নিকটে পুঁথিগুলি রহিয়াছে তিনি তৎসমুদয় প্রকাশের জন্য পরিষদে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন।

এই সকল পুঁথি সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। পুঁথিগুলি আপাততঃ পরিষদের পুস্তকাগারে থাকিবে। এখন পরিষদ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণপ্রচারের আয়োজন হইতেছে। রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গে, পরিষদের সুবিধানুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সকল প্রাচীন পুঁথি প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতে পারে। এসিয়াটিক সোসাইটি

হইতে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ সকল যেমন খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়, দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সকলও পরিষদ হইতে সেইরূপ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। পরিষদের মত হইলে এইরূপ প্রাচীন পুঁথি সকল সংগৃহীত হইতে পারে।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রখানি পরিষদের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। ইতি

কলিকাতা,
৭ই আশ্বিন, ১৩০১

বশংবদ
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

পত্র পাঠান্তে সভ্যগণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—প্রস্তাব দুইটি দুইজন ভিন্ন ব্যক্তির হইলেও প্রস্তাব দুইটি কিন্তু বিষয়েতে একই। সুতরাং প্রস্তাব দুইটিকে একটি প্রস্তাব বলিয়াই গ্রহণ করা হইল। তৎপরে পরিষদের আয় ও আর্থিক অবস্থার কথা লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। অর্থাৎ পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা ও তাঁহার পাথেয়াদি ব্যয়ভার বহন করা আপাততঃ পরিষদের পক্ষে সম্ভব কি না,—ইহা লইয়াই বিস্তর আলোচনা হইল। অন্যতর প্রস্তাবকর্ত্তা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদ যদি প্রকৃত পক্ষে কাজ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ অভাব ঘটিবে না বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ অনেকে অনেক প্রকার মতামত ব্যক্ত করিলে পর স্থিরীকৃত হইল যে,—এই বিষয়ের ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার উপর অর্পিত হউক। প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোক অন্ততঃ এক বৎসর কাল পরিশ্রম করিলে কি পরিমাণ ব্যয় হইতে পারে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। তার পর অর্থ সংগৃহীত হইলে পরিষদকে তাহা জানাইবেন। পরিষদ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নিকট আশানুরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পর, লোকনিয়োগাদি যাহা করিতে হয় তাহা করিতে যত্নপর হইবেন। তবে বিনা ব্যয়ে কাহার নিকট হইতে কোন পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে পরিষদের সভ্যগণ তাহা সংগৃহীত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আর বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখকদিগকে পারিতোষিক প্রদান বিষয়ে পরিষদ ভবিষ্যতে বিবেচনা করিবেন।

৫। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে স্থিরীকৃত হইল যে, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার নিমিত্ত পরিষদ বটব্যাল মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু করা পরিষদের শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত বলিয়া একান্ত দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন।

৬। তার "পর সিলং সাহিত্য-সভা"র পত্রখানি পঠিত হইল। পত্রখানি এই :—

নং ১২০

১৩০১ বঙ্গাব্দ

৪ঠা আশ্বিন।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনার ২৮শে আগষ্ট তারিখের অনুগ্রহ-লিপি এবং "সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা"র এক খণ্ড যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। নগণ্য বঙ্গভাষার পরিচর্য্যা সাধনে ও উন্নতি কল্পে দেশের গণ্য মান্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন ইহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির জীবন্ত পরিচয়, সন্দেহ নাই। নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, এই সুদূর খাসিয়া শৈলে, আমরাও ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুকাল হইতে সচেষ্ট; আমাদিগের সাহিত্য-সভার লক্ষ্য ও বিগত ৪ বৎসরের কার্য্য-প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্ত বার্ষিক বিবরণী ও পুস্তক-তালিকা পাঠাইলাম, প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া সুখী করিবেন। অশক্ত হইলেও, উদ্দেশ্যের ঐকমত্য বুঝিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রপ্রাণ সভাকে আপনাদিগের পরিষদের শাখা ও সহচর এবং উহার অন্যতম "বিশিষ্ট সভ্য" রূপে পরিগণিত করিলে আমরা কৃতার্থ বোধ করিব। এ সম্বন্ধে 'পরিষদে'র অভিপ্রায় অবিলম্বে জানাইয়া বাধিত করিবেন। বলা বাহুল্য, "শিলং সাহিত্য-সভা," সাধ্যমত, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র সহায়তা সাধনে ও প্রসার বর্দ্ধনে পশ্চাৎ-পদ হইবে না।

বিনয়াবনত।

শ্রীহরিচরণ সেন।

সম্পাদক, শিলং সাহিত্য সভা

আসাম।

পত্রপাঠের পর স্থিরীকৃত হইল যে, এই বিষয় বিবেচনার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।

তৎপরে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ হইল।

সম্পাদক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

সভাপতি।

১৯শে কার্ত্তিক।

পরিষদের সভ্য।

১।	মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,	কলিকাতা।
২।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্; সি, আই, ই,	বর্দ্ধমান।
৩।	,, রজনীকান্ত গুপ্ত,	কলিকাতা।
৪।	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ; বি এল্	কলিকাতা।
৫।	,, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী,	,,
৬।	,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	,,
৭।	,, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী,	,,
৮।	,, শারদাপ্রসাদ দে,	,,
৯।	,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	,,
১০।	,, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	বেলডাঙ্গা—মুর্শিদাবাদ।
১১।	,, মতিলাল হালদার, মুন্সেফ,	কলিকাতা।
১২।	,, জগচ্চন্দ্র সেন,	কুমিল্লা।
১৩।	মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৪।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই,	,,
১৫।	,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—ব্যারিষ্টার,	,,
১৬।	পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,	,,
১৭।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	,,
১৮।	,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	,,
১৯।	,, সুন্দরীমোহন দাস, এম, বি,	,,
২০।	,, মনোমোহন বসু,	,,
২১।	,, সাতকড়ি হালদার, মুন্সেফ,	,,
২২।	,, গোঁসাইদাস গুপ্ত,	,,
২৩।	,, নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ; সি, এস্,	,,
২৪।	,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়,	,,
২৫।	,, ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ,	,,
২৬।	,, উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ; সি এস্,	বগুড়া।
২৭।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা।
২৮।	,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,

২৯।	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়,	বেলেতোর, বাঁকুড়া।
৩০।	,, রাজেন্দ্রলাল সিংহ,	কলিকাতা।
৩১।	,, ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন,	,,
৩২।	,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,
৩৩।	,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	,,
৩৪।	শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, (বিশিষ্ট),	রাণাঘাট।
৩৫।	মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
৩৬।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	,,
৩৭।	,, শারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	,,
৩৮।	,, দীননাথ সেন, স্কুল ইন্স্পেক্টর	ঢাকা।
৩৯।	,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্,	কলিকাতা।
৪০।	,, অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক),	,,
৪১।	,, রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট),	দেওঘর।
৪২।	,, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	বর্দ্ধমান।
৪৩।	,, প্রমথনাথ বসু, বি, এস্, সি,	কলিকাতা।
৪৪।	Sir Monier Williams (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৪৫।	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্,	বরাহনগর।
৪৬।	Sir William Hunter (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৪৭।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,	কলিকাতা।
৪৮।	,, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ,	,,
৪৯।	,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ ; বি, এল,	বাঁকুড়া।
৫০।	,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ ; বি, এল্, (বিশিষ্ট),	খিদিরপুর।
৫১।	,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,	,,
৫২।	,, Mr. John Beames (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৫৩।	,, বীরেশ্বর পাঁড়ে,	কলিকাতা।
৫৪।	,, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্,	,,
৫৫।	,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট),	ঢাকা।
৫৬।	,, কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ,	কলিকাতা।
৫৭।	,, চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ ; বি, এল্ (বিশিষ্ট),	,,
৫৮।	,, গোবিন্দলাল দত্ত,	,,
৫৯।	,, নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্, এ,	,,
৬০।	Sir George Birdwood (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।

৬১।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (সাহিত্য-সম্পাদক)		কলিকাতা।
৬২।	,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, (শিক্ষাপরিচর-সম্পাদক)		উত্তরপাড়া।
৬৩।	,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট),		কলিকাতা।
৬৪।	,, মথুরানাথ সিংহ বি, এল্,		বাঁকীপুর।
৬৫।	,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ ; বি, এল্,		,,
৬৬।	শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, ডেঃ মাজিষ্টেট,		কেন্দ্রাপাড়া।
৬৭।	,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, ডেঃ মাজিষ্টেট,		রঙ্গপুর।
৬৮।	,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সবডেপুটি,		কলিকাতা।
৬৯।	,, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্,		,,
৭০।	,, ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এ ল্.		তমোলুক।
৭১।	,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ,		কলিকাতা।
৭২।	,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্,		,,
৭৩।	,, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,		,,
৭৪।	,, বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ,		,,
৭৫।	,, বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,		,,
৭৬।	,, কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ,		,,
৭৭।	,, চণ্ডীচরণ সেন, মুন্সেফ,		,,
৭৮।	,, সত্যেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,		,,
৭৯।	,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়		হালিসহর।
৮০।	,, পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী,		কলিকাতা।
৮১।	,, ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,		,,
৮২।	,, রজনীনাথ রায়, ডেপুটি কণ্ট্রোলার,		,,
৮৩।	,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ট্রিবিউন সম্পাদক,		লাহোর।
৮৪।	,, চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, কমিশনরের পার্সনাল্ আসিষ্টাণ্ট		ভাগলপুর।
৮৫।	,, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর,		,,
৮৬।	,, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমিশনরের পার্সনাল্ আসিষ্টাণ্ট,		বর্দ্ধমান।
৮৭।	,, রামলাল মুখোপাধ্যায়, উকীল		,,
৮৮।	,, সত্যতারণ মুখোপাধ্যায়, ডেঃ কলেক্টর		,,
৮৯।	,, মন্মথকুমার বসু	,,	,,
৯০।	,, প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায়	,,	,,
৯১।	,, বঙ্কুবিহারী সিংহ	,,	,,
৯২।	,, শ্যামাধব রায়	ডেঃ মাজিষ্টেট	কলিকাতা।

৯৩।	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন,		ঢাকা।
৯৪।	„ দুর্গাদাস লাহিড়ী		কলিকাতা।
৯৫।	„ নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,		কলিকাতা।
৯৬।	„ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত বি, এস, সি,		জব্বলপুর।
৯৭।	„ নন্দলাল বাগচি, ডেঃ মজিষ্ট্রেট		তমোলুক।
৯৮।	„ রমেশচন্দ্র দাস	,,	বরিশাল।
৯৯।	„ কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত	,,	„
১০০।	„ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, মুন্সেফ		„
১০১।	„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র	,,	সিউড়ি।
১০২।	„ গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেঃ মজিষ্ট্রেট		„
১০৩।	„ হরিনারায়ণ মিশ্র, উকীল		„
১০৪।	„ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডেঃ কলেক্টর		বহরমপুর।
১০৫।	„ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস্,		রাজসাহী।
১০৬।	„ চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার		কলিকাতা।
১০৭।	„ আশুতোষ চৌধুরী	,,	„
১০৮।	„ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, উকীল		„
১০৯।	„ শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেঃ কলেক্টর		রাজসাহী।
১১০।	„ ব্রজলাল বাগচি, উকীল		„
১১১।	„ গুরুনাথ মুন্সী	,,	„
১১২।	„ শশধর রায়	,,	„
১১৩।	„ শরচ্চন্দ্র রায়	„	„
১১৪।	„ ব্রজেন্দ্রনাথ দে, সি, এস্, বালেশ্বর।		বালেশ্বর।
১১৫।	„ বিহারীলাল গুপ্ত, সি, এস,		কলিকাতা।

পরিষদের কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি, আই, ই।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্য্য-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।

পত্রিকা-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।

Printed by B. N. Nandi at the Valmiki Press 100/1 Machooabazar Road.

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক।

১ম ভাগ।] [৩য় সংখ্যা।

মাঘ, ১৩০১।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক
সম্পাদিত।

২।২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
...জ্ঞানিক পরিভাষা—শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত	১৪১
ঐ —শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪৮
...ন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত	১৫৪
...লা রচনা—সম্পাদক	১৬৯
...ময়িক প্রসঙ্গ	১৭৭
...দ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা	১৮১
...লেভুলানো ছড়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯
...ঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ	২০৩

কলিকাতা,
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

...ক মূল্য তিন টাকা।] [এই সংখ্যার মূল্য বার আনা।

বঙ্গাব্দ ১৩০১।

যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৭ই মাঘের অধিবেশনে পরিষদের অন্যতম সদস্য টাকী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উক্ত পুরস্কার, দাতার নামে অভিহিত করিয়া রচনা সম্বন্ধে দাতার নির্দ্দিষ্ট নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছেন।

১। অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায়, এই দুই বিষয়ে যে দুই ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহারা ঐ পুরস্কার পাইবেন। পুরস্কারের পরিমাণ, অদ্বৈতবাদ বিষয়ক গ্রন্থে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এবং ন্যায় বিষয়ক গ্রন্থে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা।

২। লেখকগণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আগামী ১৩০২ সালের ২৯শে মাঘের পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর কোন পাণ্ডুলিপি গৃহীত হইবে না।

৩। পরিষদের নির্ব্বাচিত পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া পুরস্কারের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্ধারিত করিবেন। পরিষদের তৎপরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহারা পুরস্কার পাইবেন। পরীক্ষকগণের বিবেচনায় লেখকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুরস্কারের উপযুক্ত না হইলে পরিষদ পুরস্কার প্রদানে বাধ্য থাকিবেন না।

৪। পুরস্কৃত লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থ নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিবেন এবং আপন গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী থাকিবেন। মুদ্রিত গ্রন্থের ২৫ খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ও ১০ খণ্ড শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিনামূল্যে গ্রহণ করিবেন।

৫। গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল সংস্কৃত বা ইংরাজি বাক্য গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহার অনুবাদ থাকিবে। বাঙ্গালায় এবিষয়ে কোন পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার না থাকিলে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত, প্রচলিত বা নূতন সঙ্কলিত পারিভাষিক শব্দের বর্ণমালানুসারে একটী তালিকা থাকিবে। নূতন সঙ্কলিত অথবা নূতন অর্থে ব্যবহৃত পুরাতন শব্দ গুলি বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য্য দিতে হইবে। পরিশিষ্টে ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু এইরূপ প্রতিশব্দ না থাকিলেও যদি অন্যান্য অংশে প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লেখকের পুরস্কার প্রাপ্তির বাধা থাকিবে না। বাঙ্গালা ভাষায় দুই খানি মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থের প্রচার পুরস্কারদাতার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

৬। অদ্বৈতবাদ বিষয়ক গ্রন্থে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে ও ভিন্ন দেশে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ঐতিহাসিক পদ্ধতিক্রমে বিস্তৃতভাবে

আলোচিত হইবে। বিভিন্ন মতের সমালোচনা, তুলনা বা সামঞ্জস্য প্রদর্শনের জন্য লেখকের যাহা বক্তব্য, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বিবৃত হইবে।

৭। ন্যায় সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন দার্শনিক মতের আলোচনা, এবং মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি ন্যায়শিক্ষার স্থানে ন্যায়শাস্ত্রের কিরূপ আলোচনা, বিকাশ ও পরিণতি হইয়াছে, তাহার সবিস্তর বিবরণ থাকিবে।

৮। ফলতঃ, অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায়, উভয় গ্রন্থের লেখককেই মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ দুই বিষয়ে যতগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষায় একখানি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে হইবে। এতদ্দেশে ও ভিন্ন দেশে অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক ও পোষকগণের মত গুলি বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া অদ্বৈত মত এবং উহার অবান্তর ভিন্ন ভিন্ন মত বুঝাইতে হইবে। ন্যায়সংক্রান্ত গ্রন্থে প্রাচীন কালের ন্যায়দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায়, শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের হস্তে ন্যায় শাস্ত্রের কি কি অবস্থা, কিরূপ পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসারে তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিতে হইবে।

৯। নিম্নলিখিত মহোদয়গণের প্রতি পরীক্ষাভার সমর্পিত হইয়াছে :—

অদ্বৈতবাদবিষয়ক গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস্, সি।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ।

ন্যায়বিসয়ক গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।

১০। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে জানা যাইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কার্য্যালয়,
২।২ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন, ১৩০১ সাল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,
সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

১ম ভাগ; ৩য় সংখ্যা।] [মাঘ, সন ১৩০১।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

গত সংখ্যক সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উল্লিখিত বিষয়ে একটী অতি সুন্দর ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার যুক্তি-যুক্ততা এবং তাহার সঙ্কলন-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আশা করি, সকলেই একমত হইবেন। ঐ বিষয়ে আমারও দুই একটি মত আছে। সেই সকল মত শিক্ষিতসমাজের গোচর করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। আমার বক্তব্য বিষয় প্রণালীগত নহে; উহা কার্য্যগত; কারণ আমি জ্যোতিষের বহুসংখ্যক শব্দসঙ্কলনে ব্যাপৃত আছি। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু পরিষদের কার্য্যের সহিত শব্দসঙ্কলনকারী ব্যক্তিবর্গের (অর্থাৎ ভবিষ্যতের লেখকগণের) স্বাধীনতার যে একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। দশ জনের স্বাধীনতার সমবায়ে একটি সমাজ গঠিত হয়; সেই সমাজে দশের স্বাধীনতার সম্মিলন দ্বারা একটি সাধারণ কার্য্য-প্রণালী গঠিত হয়। পরিষদও ঐরূপ সাহিত্যবিষয়ক ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমষ্টি বলিয়া মনে করা যায়। অদ্যকার পরিষদ ভবিষ্যতেরও পরিষদ থাকিবে এবং অদ্যকার লেখকগণের ন্যায় ভবিষ্যতের লেখকগণও এই পরিষদের অঙ্গভুক্ত হইবেন।

আজ পরিষদে আলোচিত হইয়া যে পরিভাষা গৃহীত হইবে, তাহাই যে ভূতলে অমরত্ব লাভ করিবে, ইহা কেহই কামনা বা বাসনা করেন না। ভবিষ্যতের লেখকগণ ভবিষ্যতের পরিষদে তাঁহাদের ধ্যানধারণার উপযোগী পরিভাষা সঙ্কলন করিবেন, ইহা কল্পনা করা অতি স্বাভাবিক। ইয়ুরোপে যাবতীয় সমিতি ও পরিষদের কার্য্য এই প্রকারে চলিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটীতে (Royal Society) নিউটন, ছটাব্যতিরেকে আলোক

বিক্ষারণ (refraction) সম্ভব নহে, এই কথা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গ্রাহ্য করাইয়াছিলেন বলিয়া কি বৈজ্ঞানিক সমাজের হাত পা বাঁধা ছিল? আবার সেই সমিতি হইতেই ত ইংলণ্ডে ঠিক তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইল। আলোচনা দ্বারা যেমন সত্যের উদ্ভাবন হয়, তেমন আলোচনা দ্বারা শব্দের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়; এই হেতু কোন স্থানে কোন নূতন লেখক কর্ত্তৃক নূতন পরিভাষা ব্যবহৃত হইলে পরিষদে তাহার আলোচনা হইবে;—ইহাই পরিষদের কার্য্য এবং এই হেতু পরিষদের জন্ম হইয়াছে, মনে করি। আমাদের দেশে সম্মিলিত কার্য্য এবং কোন বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনার একান্ত অভাব বলিয়াই আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ ও ভাষা অপুষ্ট রহিয়াছে। আলোচনাতে ভাবের স্থষ্টি ও ভাবের উদ্বেলতা হেতু উহার প্রকাশের চেষ্টাতে ভাষার পুষ্টি সাধিত হয়। পরিষদ ভাষাসঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার পূর্ব্বসোপান স্বরূপ ভাবের আলোচনার দ্বার উদ্ঘাটন করিলেই পরিষদের চেষ্টা পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে আমি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এই;—আমি যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তখন গণিতের বিজাতীয় সংজ্ঞাসমূহ আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক করিত, তাহা আমি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এইরূপে আমি বাঙ্গালায় গণিতের বহুসংখ্যক বিজাতীয় সংজ্ঞার অনুবাদ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা যখন যে বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারা তখন সেই বিষয়ে অনেক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে সমর্থ হয়েন। এই হেতু আমি মনে করি যে, ভাষা সঙ্কলন করিতে হইলে ভাবের আলোচনাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়।

রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে আরও একটী কথা আছে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেন নাই। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'আমাদের অনন্তবিভবশালী পূর্ব্বপুরুষেরা পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।' লোকে আপনাদের অভাব অপেক্ষা অভাব পূরণের ক্ষমতা ন্যূন এবং সেই অভাবপূরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিলেই, ঋণ করিয়া থাকে। যাঁহার অনন্ত বিভব রহিয়াছে, তিনি কেন ঋণ করিতে যাইবেন, তাহার কারণ সুস্পষ্ট বোধগম্য হয় না। যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা লক্ষিত হইতেছে যে, ঋণ করিয়াও তাঁহারা ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব খোয়ান নাই; কারণ তাঁহাদের ভাষা অনন্তবিভবশালী। কিন্তু আমাদের ক্ষীণপ্রাণ, অপূর্ণ ভাষা, কোন প্রকারে নিজের দিন নির্ব্বাহ করিয়া চলিতেছে; তাহাতে ঋণগ্রস্ত হইলে ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইবার কথা। একান্ত দিন নির্ব্বাহ না হইলে দায়ে পড়িয়া ভিক্ষা করা তত দোষের হইবে না। কিন্তু আমাদের ভাষা একান্ত মরু নহে; সংস্কৃতের সুশীতল নির্ঝরিণী নিয়ত উহার উর্ব্বরতাসাধনে তৎপর রহিয়াছে। এরূপ স্থলে কর্ষণ দ্বারা যে পরিমাণে ফসল জন্মান যায়, তাহাতেই যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। হেঁয়ালি ছাড়িয়া বলিতে গেলে আমার মত এই যে, যে পর্য্যন্ত নিজের ভাষাতে সহজ শব্দ সঙ্কলন করা যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষাতে শব্দসঙ্কলন প্রয়োজনীয় বোধ হয় না।

তার পর রামেন্দ্র বাবু খাঁটি বাঙ্গালার দাবী রক্ষা করিতে গিয়া আরও একটু গোল বাধাইয়াছেন। ইংরাজিতে কয়েকটী সুন্দর ও মধুর চলিত শব্দ বৈজ্ঞানিক ভাষায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রতিশব্দ বাঙ্গালা চলিত ভাষা হইতে গ্রহণ করা তত সহজ হইতেছে না। (এ স্থলে রামেন্দ্র বাবুর উপরোধ সত্ত্বেও একটু তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।) Mass অর্থে "জিনিষ" অতি সুন্দর ও সহজ বটে, কিন্তু body অর্থে কি বুঝাইবে ? বিজ্ঞানে mass বলিতে quantity of matter in a body বুঝায়। আমি এই অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত mass অর্থে 'বস্তুমান' শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছি *। সেইরূপ density অর্থে কেহ কেহ 'ঘনত্ব' বা 'ঘনতা' নির্দ্দেশ কারয়াছিলেন, কিন্তু গণিতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ এই তিনের গুণফলকে 'ঘনফল' বলা যায়। এই হেতু পার্থক্যনির্দ্দেশার্থ আমি density অর্থে 'গাঢ়তা' নির্দ্দেশ করিয়াছি †। অপরাপর জাতি হইতে আমাদের শব্দসঙ্কলন বিষয়ে একটি অতি বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে ; আমরা ভাষান্তর হইতে ভাব গ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে সেই ভাবকে স্বকীয় ভাষাজনিত শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবের দুইটী বিশেষ অঙ্গ আছে, একটী সংখ্যাবাচক ও অপরটী গুণবাচক (quantitative and qualitative) ; যদ্দ্বারা এই উভয় অঙ্গের সম্যক্ অর্থ সূচিত হইতে পারে, তাহাই ভাব প্রকাশের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে। Body বলিতে কেবল গুণবাচক ভাব বুঝায়। কোন জড়সমষ্টির পরিমিতাকার বাহ্য প্রকটন ঐ নামের বাচ্য হইয়া থাকে ; অতএব তাহার অর্থ 'বস্তু' বা জিনিষ' করা যাইতে পারে। কিন্তু mass বলিতে ঐ জড়সমষ্টির পরিমাণ বুঝায় ; এই হেতু তাহাতে পরিমাণজ্ঞাপক কোন উপসর্গ বা প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি তাহা বুঝাইবার জন্য 'মা' ধাতুজনিত 'মান' শব্দ 'বস্তু'তে যোগ করিয়া দিয়াছি।

রামেন্দ্র বাবু work অর্থ 'কাজ' করিয়াছেন। কিন্তু action অর্থ তবে কি হইবে ? গতিবিজ্ঞানে (Dynamics) work এবং action দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Centrifugal force এর অর্থ লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইয়ুরোপেও এ বাদানুবাদ এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই ; আমাদের মধ্যে ত চলিবারই কথা। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি একবার ভারতীতে ব্যক্ত করিয়াছি ‡ ; অতএব এস্থলে পুনরুল্লেখে ক্ষান্ত রহিলাম। ইংরাজিতে আরও তিনটী শব্দ আছে, তাহা বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ একার্থে ব্যবহারযোগ্য হইলেও বিজ্ঞানে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রহিয়াছে ; তাহা force, energy ও power। আমি বাঙ্গালাতে ইহাদের অর্থ যথাক্রমে 'বল' 'শক্তি' ও 'ক্ষমতা' করিয়াছি।

* ভারতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) ৯৯ পৃষ্ঠা।

† ঐ " " পৃষ্ঠা।

‡ ঐ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) ৯৮ পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞানে এই তিনটী শব্দ পরস্পর বিভিন্ন অর্থে বুঝিতে হইবে। উহাদের ভাবগত অর্থ এইরূপ;—কার্য্যকরী বলের নাম শক্তি, কার্য্যদ্বারাই ইহার পরিমাণ হয়; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি কার্য্য করিতে পারে তাহার নাম ক্ষমতা, শক্তিকে সময়ানুক্রমে বিভাগ করিলে ক্ষমতার পরিমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রকার আরও দুইটী শব্দ আছে,—Rotation ও Revolution। আমি ইহাদের বাঙ্গালা অর্থ 'বিঘূর্ণন' এবং 'আবর্ত্তন' করিয়াছি। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, যদিও প্রথমে সাধারণের পক্ষে এই সকল শব্দের পার্থক্যবোধ এবং উহাদের স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবার্থে নিয়োগ তত সহজ ও সুবিধাকর হইবে না, কিন্তু শিক্ষার প্রচলনে দুই এক পুরুষে উহাদের অর্থানুরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে, আশা করা যাইতে পারে। শব্দপ্রয়োগকালে কেবল সুবিধা ও উপযোগিতা দেখিলেই চলে না, তাহাতে একার্থবোধ ও দ্ব্যর্থনিরোধ, এই উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিতে হইবে। শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট কিংবা অশ্রুতপূর্ব্ব হইলেও কাহারও আপত্তি হইবার কোন কথা নাই, কিন্তু তাহা এমত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, যাহাতে অন্য শব্দের কিংবা অর্থের সহিত প্রমাদ ঘটাইতে পারে।

Thermometer এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'তাপমান' অনেক কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। উহাকে নির্ব্বাসিত না করিয়া temperature এর বাঙ্গালা অর্থ 'তাপ' এবং heat এর অর্থ 'উত্তাপ' করিলে বোধ হয় কোন অনিষ্ট হইবে না। উত্তাপের উপসর্গটীকে এস্থলে অকারণে জীবন ধারণ করিতে হইবে না। Calorimeter এর বাঙ্গালা 'উত্তাপমান' হইতে কোন আপত্তি নাই *।

পত্রিকার ৯২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা সম্বন্ধেও আমার দুই একটী কথা বলিবার আছে; সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করের মতে sine এর সংস্কৃত নাম কোটিজ্যা' এবং Cosine এর নাম 'ভুজজ্যা'। ক্রান্তি শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ declination বুঝায় না; ecliptic এর সংস্কৃত নাম 'ক্রান্তিবৃত্ত' এবং এই বৃত্তস্থিত নক্ষত্রদিগের declination কেই 'ক্রান্তি' বলা হইয়া থাকে। Right Ascension এর সংস্কৃত নাম 'লগ্নভুজ' এবং Declinationকে সূর্য্যসিদ্ধান্তের এক-স্থলে 'লগ্নজ্যা' বলা হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত সংজ্ঞা দুইটী অতি উপাদেয় মনে করি। নব্যভারতের জনৈক লেখক right ascension এর বাঙ্গালা 'সরল উন্নতি' করিয়াছিলেন!

বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলনের পূর্ব্বে সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে সকল পরিভাষা বিদ্যমান আছে, তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা অগ্রে প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক। আশা করি, পরিষদ এ বিষয়ে অগ্রে মনোযোগী হইবেন। ঐ সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে বিস্তর সময় ক্ষেপ

---

* স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত Heat এর বাঙ্গালা 'তেজ' করিয়াছেন। 'তাপমান' শব্দটীও তাঁহারই উদ্ভাবনীশক্তি-প্রসূত। তিনি Density এর বাঙ্গালা 'ঘনত্ব' করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহার 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রায়ই অতি উপাদেয় এবং গ্রহণযোগ্য।

হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলে কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে। এই শব্দ সংগ্রহের জন্য যেমন সংস্কৃতজ্ঞান, তেমন বিষয়জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। আমি যৎসামান্য সংস্কৃত জ্ঞান দ্বারা যে সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তৎসমুদয়ের প্রকাশার্থ পরিষদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। যে স্থলে এক ভাব প্রকাশার্থ দুই কিংবা ততোধিক শব্দ সংগৃহীত হইবে, সে স্থলে আলোচনা দ্বারা উপাদেয়ত্ব নির্ণয় করিয়া যোগ্যতর শব্দ গৃহীত হইবে। শব্দসঙ্কলন ও ভাষাপরিস্ফুটন, এই উভয় কার্য্য একত্র সম্পন্ন করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, বাঙ্গালা ভাষায়, বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক আদর্শ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করিতে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করা। International Scientific Series এর যাবতীয় গ্রন্থাবলী ইয়ুরোপের যাবতীয় সুসভ্য ভাষাতে অনূদিত ও জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়া থাকে। উহার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে হইলে ইয়ুরোপের যে কোন দেশের খ্যাতনামা লেখকের হস্তে ভারার্পণ করা হয় এবং লেখকের নিজ ভাষায় তাহা প্রথম প্রণীত হয়; তৎপর ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র তাহা অনূদিত হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় ঐ গ্রন্থাবলী বাঙ্গালায় অনূদিত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে যেমন শব্দস্রোত প্রবেশ করিয়া সাহিত্যকে প্লাবিত করিবে, তেমন ভাবসমাবেশে ভাষাও নবজীবন লাভ করিবে। ইহার আরও একটী বিশেষ সুফল এই হইবে যে, নানা ব্যক্তি একই ভাব প্রকাশার্থ নানারূপ পরিভাষা প্রয়োগ করিবেন; পরিষদ অনায়াসে তৎসমুদায়ের মধ্যে যোগ্যতর পরিভাষা গ্রহণ ও উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবেন।

এ বিষয়ে একটীমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইবে এবং পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহা অতিশয় সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাহা এই যে, উল্লিখিত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করণার্থ প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন হইবে। এখন International Scientific Series প্রায় ৭০ খানার অধিক গ্রন্থের সমষ্টি; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সকল গুলির অনুবাদ হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি তাহার মধ্যে দশ খানা গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া এক বৎসরের জন্য তৎসমুদয়ের অনুবাদার্থ পুরস্কার বিতরিত হয়, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে লাভবান হওয়া যাইতে পারে। ঐ দশখানা গ্রন্থের অনুবাদ জন্য ৫০৲ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিলে এক বৎসরে মাত্র ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন হইবে। পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে বিজ্ঞানোৎসাহীর সংখ্যা এত অল্প নহে যে, ঐ অর্থ কিংবা তাহা হইতেও অনেক অধিক অর্থ একারণ সংগৃহীত হইতে না পারে। পুরস্কারের পরিমাণ সংগৃহীত অর্থের উপর নির্ভর করিবে এবং যত অধিক পুরস্কার দেওয়া হইবে, তত উৎকৃষ্টতর লেখকগণ ঐ পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী হইবেন।

আমি উল্লিখিত প্রস্তাব পরিষদে মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে পত্রিকাতে প্রকাশার্থ কেন প্রেরণ করিতেছি, সে সম্বন্ধে এস্থলে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। কলিকাতাস্থ সভ্যগণ ভিন্ন পরিষদের মফস্বলস্থ সভ্যগণের মধ্যে অনেকেরই উক্ত বিষয়ে মতা-

মত থাকিতে পারে। এজন্য ঐ সকল মতের সম্যক্ আলোচনাকরণার্থ অগ্রে তাহা পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া উচিত মনে করি। পত্রিকাতে প্রকাশিত হইলে বাহিরের লোকেরও এ বিষয়ে মতামত জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে এবং ঐ সকল মতের সমালোচনা দ্বারা পরিষদের কার্য্য বহুলপরিমাণে সহজ হইয়া আসিবে।

আমি বিজ্ঞান ও গণিতের পরিভাষাতে যে কয়েকটী শব্দ স্বয়ং সঙ্কলন করিয়াছি, তাহা এস্থলে সাধারণের গোচর করিতে ইচ্ছা করি; যদি ঐ সকল শব্দপ্রয়োগে কাহারও কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐ সকল শব্দ আমার প্রবন্ধাদিতে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিব।

Mass	বস্তুমান
Volume	ঘনফল
Density	গাঢ়তা
Gravity	ধরাকর্ষণ
Gravitation	মাধ্যাকর্ষণ *
Equilibrium	সাম্য
Force	বল
Energy	শক্তি
Power	ক্ষমতা
Work	কাজ বা কার্য্য
Action	ক্রিয়া
Kinetic Energy	চলচ্ছক্তি
Potential Energy ...	জড়শক্তি
Particle	অণু
Atom	পরমাণু
Rotation	বিঘূর্ণন
Revolution	আবর্ত্তন
Inertia	জড়তা
Centrifugal Action ...	কেন্দ্রাতিগ ক্রিয়া
Centripetal force ...	কৈন্দ্রিকাকর্ষণ
Reflection	প্রতিফলন
Refraction	বিস্ফারণ

* মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত Gravity ও Gravitation একই অর্থ ধার্য্য করিয়া উভয়ার্থে 'মাধ্যাকর্ষণ' ব্যবহার করিয়াছেন।

Dispersion	...	...	বিশ্লেষণ	
Ellipse	...	...	অবক্ষেত্র *	
Parabola	...	...	সমক্ষেত্র	
Hyperbola	...	...	অতিক্ষেত্র	
Focus	...	...	কুণ্ড বা নাভি †	
Directrix	...	...	ক্ষেত্রপাল	
Vertex	...	...	চূড়া	
Axis ... দণ্ড	Major axis	...	মূল দণ্ড	
	Minor axis	...	অক্ষদণ্ড	

Latus Rectum	...	পরিসর
Eccentricity	...	ব্যবচ্ছেদ বা বিকার
Ellipticity	...	আভাস
Differentiation	...	ব্যুৎপাদন
Integration	...	সম্পাদন
Cycloid	...	চক্রাবর্ত্ত
Spiral	...	ঘূর্ণাবর্ত্ত

এতদ্ভিন্ন গণিতের আরও কতকগুলি শব্দ সঙ্কলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের ব্যবহার এক্ষণ-কার সময়োপযোগী নহে। এস্থলে ইহা স্বীকার করিতেছি যে, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে যে সকল শব্দ পাওয়া যায় তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ নহি।

জ্যোতিষের অধিকাংশ শব্দই আমি সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করের গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। অতি অল্প সংখ্যক স্থলেই আমাকে নিজের বিদ্যা ফলাইতে হইয়াছে। কেবল দূরবীক্ষণবিষয়ক শব্দগুলি স্বয়ং সঙ্কলন করিয়াছি। প্রবন্ধান্তরে এবিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

---

* বাঙ্গালা ভাষায় Ellipse এর প্রতিশব্দ 'বৃত্তাভাস' অনেককাল চলিয়া আসিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভারতীতে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ নামের সহিত তজ্জাতীয় অপর দুইটী ক্ষেত্রের কোন সামঞ্জস্য রাখা যায় না বলিয়া, আমি উহাদের 'ব্যবচ্ছেদের' বা 'বিকারের' অনুসারী নাম প্রদান করিয়াছি।

† লাটিনে Focus অর্থ 'অগ্নিকুণ্ড', কিন্তু নিউটন Focus এর পরিবর্ত্তে Umbilicus (='নাভি') ব্যবহার করিয়াছেন।

উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য।

পরিষদ-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশে অনুমতি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার বক্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে দুইটি বিষয়ে পরম আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

প্রথম, আমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাবিষয়ক প্রস্তাবটি নিতান্ত অরণ্যে রোদন হয় নাই, প্রত্যুত অপূর্ব্ব বাবুর ন্যায় ব্যক্তির সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে নিরতিশয় শ্লাঘার বিষয়।

দ্বিতীয়, অপূর্ব্ব বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য ব্রতী হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্যের কথা। সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতি যে কার্য্যের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের যত্নে ও উদ্যোগে তাহার সম্পাদন পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে, অপূর্ব্ব বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বয়ং যে সকল পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলিত করিয়া আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি বাড়াইয়াছেন, ভরসা করি, তৎসমুদয়ের অনেকেই স্থায়িত্ব লাভ করিবে। তাঁহার উপদেশ ও আনুকূল্য সমিতির বিশেষ আদরণীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; এবং তাঁহার প্রবন্ধ পাঠেই আশা হয় যে, পারিভাষিক সমিতি ঐ উপদেশ ও আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইবেন না। সাহিত্য-পরিষদের নিয়োজিত পারিভাষিক সমিতির সহিত আমার যে একটু সংস্রব আছে, তাহার অধিকারবলে আমি সমিতির পক্ষ হইতে অপূর্ব্ব বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অপূর্ব্ব বাবুর প্রবন্ধের সহিত আমার কোন মূলগত মতান্তর নাই, তাহা পাঠকগণকে বুঝাইতে বোধ করি প্রয়াস পাইতে হইবে না। অপূর্ব্ব বাবু বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত নিজের ভাষাতে সহজ শব্দ সঙ্কলন করা যাইতে পারে, সে পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ সঙ্কলন প্রয়োজনীয় বোধ হয় না"। আমি একবাক্যে ইহার অনুমোদন করি। তবে নিজের ভাষায় শব্দসঙ্কলনের অর্থাৎ অনুবাদের উপযোগিতার একটা সীমা আছে, তাহা অপূর্ব্ব বাবু অস্বীকার করিতেছেন না। সত্তরটা মূল পদার্থের ইংরাজি নামের অনুবাদে সত্তরটা বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া সময়ের ও পরিশ্রমের অপব্যয় মাত্র। উচ্চারণের সৌকর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজি নাম গুলি একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে।

পদার্থবিজ্ঞান মূলতঃ বলবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং সেই প্রতিষ্ঠাতেই পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা। সমুদয় বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ বলবিজ্ঞানের ভাষা যাহাতে পুষ্ট, সমর্থ ও বলিষ্ঠ হয়, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজিতে বলবিজ্ঞানের ভাষা এখনও পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই। বলবিজ্ঞানের

মূল সূত্র গুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া এখনও যে, গোলযোগ রহিয়াছে, বলবিজ্ঞানের অপূর্ণ ভাষা তাহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। বলবিজ্ঞানের মূলভিত্তি নিউটনের স্থাপিত ; এবং মোটের উপর নিউটনের পর সেই ভিত্তির দৃঢ়তার অধিকতর উৎকর্ষ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত উৎকর্ষসাধনের যে যে প্রয়াস হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ফল লাভ কিছুই হয় নাই। লর্ড কেলবিন্ ও অধ্যাপক টেটের বলবিজ্ঞানবিষয়ক মহাগ্রন্থের প্রচারের পর হইতে যে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের ঐ ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। গত কতিপয় বৎসর হইতে বলবিজ্ঞানের মূল স্বতঃসিদ্ধ ও সত্য গুলির দার্শনিক তাৎপর্য্য লইয়া, পণ্ডিতগণের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন ও বাদানুবাদ চলিতেছে, আমি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছি। অধ্যাপক টেট্ সাহেব প্রাচীন force শব্দের অর্থ লইয়া যে উৎকট তর্ক তুলিয়াছিলেন, তাহা এই সাধারণ আন্দোলনের অঙ্গীভূত। আমার বিবেচনায় টেট্ সাহেবের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনে, যে নিবিড় কুজ্ঝটিকা বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে ; শিক্ষার্থীর দৃষ্টিও অধিকতর দূরপ্রসারী ও তথ্যভেদী হইতে সমর্থ হইয়াছে। যতদূর অনুমান হয়, অধ্যাপক ক্লিফোর্ড, কার্ল পিয়ার্সন ও লজ গতির নিয়ম গুলির ও বলবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা দিতে চাহেন, কতকটা সেইরূপ শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবার সম্ভাবনা। আমার প্রবন্ধে ফিট্জ্‌গেরালডের প্রস্তাবিত যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা কতকটা এই আন্দোলনের ফল। আমার বিশ্বাস, এই আন্দোলনের ফলে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা অচিরেই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদিগকে বাঙ্গালায় পরিভাষাসঙ্কলনকালে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। অনুবাদের সময় বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইউরোপে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভাষার গতি কোন্ মুখে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, আজ যাহা করিলাম, কাল আবার তাহা বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে।

একটি উদাহরণ দিব। ইংরাজি বলবিজ্ঞানে mass এবং inertia দুইটি শব্দ আছে শিক্ষার্থীকে সচরাচর mass অর্থে quantity of matter বুঝান হয়। Quantity of matter এর অর্থ কি, তাহা আর বুঝান হয় না। যেন একটা ছোট শব্দের বদলে একটা লম্বা প্রতিশব্দ বসাইলেই সব গোল মিটিয়া গেল। তেমনই inertia বুঝাইবার জন্য একটা লম্বা চওড়া বাক্যের বিন্যাস হয়। শিক্ষার্থী যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে inertia শব্দে জড় পদার্থের যে ধর্ম্ম বুঝায়, mass শব্দে সেই ধর্ম্মের পরিমাণ বুঝায়। এক ঘন ইঞ্চ স্বর্ণপিণ্ডে যে বল (ইংরাজি force) এক মিনিট কাল প্রয়োগ করিলে তাহার খানিকটা বেগ জন্মে, এক ঘন ইঞ্চ কাষ্ঠখণ্ডে সেই বল এক মিনিট কাল প্রয়োগ করিলে তদপেক্ষা অধিক বেগ উৎপন্ন হয়। স্বর্ণখণ্ড ও কাষ্ঠখণ্ডের এই প্রত্যক্ষ বিভেদ আছে ; এই বিভেদ-

জ্ঞাপক ধর্ম্মের নাম inertia; এবং এই বিভেদের পরিমাণজ্ঞাপক নাম mass. Inertia শব্দ "গুণবাচক" (qualitative) ভাব এবং mass শব্দ "সংখ্যাবাচক" (পরিমাণবাচক? অথবা quantitative) ভাব প্রকাশ করে। উভয় শব্দের এই সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ফিট্‌জ্‌-গেরাল্‌ড mass শব্দ উঠাইয়া তাহার স্থলে inertance শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রণালী যুক্তিসঙ্গত ও প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিকতার অনুমোদিত।

আর একটি শব্দ আছে density. সমায়তন দুইটি পদার্থের mass এর ইতর বিশেষ হইলে বলা যায় এইটার density বেশী, এইটার কম। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের density ভিন্ন ভিন্ন; একবার পরিমাপ দ্বারা কোন্ পদার্থের কত density নিরূপণ করিয়া লইলে, mass নিরূপণের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। পদার্থটা কত বড় বলিয়া দিলেই চলে। এই density ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিশেষত্বসূচক। ইংরাজিতে এইরূপ স্থলে coefficient বলে। ফলে inertia জড় পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম্ম। কোন একটা বস্তুর অথবা body'র এই ধর্ম্মের পরিমাণ (amount of inertia), mass; আর যদ্দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় পদার্থের inertia গত বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা coefficient of inertia অথবা density. ফিট্‌জগেরাল্ড বলেন inertia, mass, density এই তিনে যখন এইরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তখন একই মূল ধাতু অথবা প্রকৃতির উপর বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে ইহাদের নামকরণ কর্ত্তব্য। এই mass এর নাম inertace এবং density র নাম inertivity; এই নূতন শব্দ দুইটি সহসা কাণে বাজে, ও সহসা গৃহীত না হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল হাওয়ার যেরূপ গতি, নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ যেরূপ অনায়াসে ভাষার মধ্যে স্থান লাভ করিতেছে, তাহাতে ইহারা অথবা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ কোনরূপ শব্দ অচিরাৎ সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইবারই সম্ভাবনা।

ইংরাজিতে যাহাই হউক, আমরা বাঙ্গলায় পরিভাষার সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেন ঐরূপ প্রণালীবদ্ধ প্রথা অবলম্বন করিব না, তাহার সম্যক্ কারণ দেখি না। মনুষ্যের প্রবৃত্তি মাত্রেরই যে স্থিতিশীলতা আছে, বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা হইতে মুক্ত নহেন। পুরাতন যাহা বহুদিন হইতে আছে, তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে সহজে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হয় না; নির্ব্বাসন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিলেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস অজ্ঞাতসারে বাহির হয়। নূতনকে ঘরে আনিবার সময় একটু বিবেচনা করিয়া ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিলে এই পরিতাপটুকু না ঘটিতেও পারে। অধ্যাপক ফিট্‌জগেরাল্‌ডের প্রস্তাবিত পদ্ধতি যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে আমরা আজই তাহা অবলম্বন করিতে পারি।

Inertia অর্থে বাঙ্গলায় জড়তা ব্যবহৃত হইয়াছে। অপূর্ব্ব বাবুও তাহাই বজায় রাখিয়াছেন। বেশ কথা; mass শব্দে আমরা জাড্য অথবা জড়মান, ও density অর্থে জড়িমা প্রয়োগ করিতে পারি। আপত্তি উঠিবে, mass বলিতেই quantity of matter এইরূপ যে একটা ভাব আসিয়া পড়ে, "বস্তুমান" "সামগ্রীপরিমাণ" "জিনিষ" প্রভৃতি শব্দে তাহা কতকটা

আসে; "জড়মান" শব্দেও না আসে এমন নহে; জাড্য শব্দে একবারেই আসে না। কিন্তু এই ভাবটা অর্থাৎ quantity of matter এই অর্থটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক; সাধারণের মধ্যে চলিত থাকিলেও বৈজ্ঞানিকের নিকট ক্রমেই অনাদৃত হইয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে আমি তর্ক উপস্থিত করিতে অভিলাষী নহি; সে কাজটা মহামহোপাধ্যায়গণের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিকের জন্য একরূপ ভাষা ও অপর সাধারণের জন্য অন্যরূপ সহজ ভাষা রাখা উচিত কি না, এ বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে পারে। Entropy, virial, inductance, প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ কখন সাধারণের মধ্যে চলিত হইবে, কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বোধ হয়, এরূপ দুরাশা করেন না। সাধারণকে বিজ্ঞানের উপদেশ দিতে গিয়া, ঐ সকল কঠোর শব্দ প্রয়োগ করিতে গেলে, সাধারণ বিজ্ঞানকে নমস্কার করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অথচ ঐ সকল শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও সাধারণকে অপেক্ষাকৃত বন্ধনশূন্য হাল্‌কা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝান না যাইতে পারে, এমন নহে। সেইজন্য 'জাড্য' ও 'জড়িমা' খাঁটি বৈজ্ঞানিকের জন্য রাখিয়া সাধারণ গৃহস্থের জন্য 'বস্তমান' ও 'গাঢ়তা' প্রভৃতির আশ্রয় লইলে দোষ না হইতেও পারে। কিন্তু এ বিষয়টি গুরুতর; এ স্থলে তাহার আলোচনায় সাহসী হইলাম না।

এই জনসাধারণের জন্যই আমি 'জিনিষ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলাম। উহার প্রতি আমার বিশেষ মমতা নাই, যদি অন্য কোন শব্দ তৎপরিবর্ত্তে কেহ আনয়ন করেন, তাহাতে সুখী হইব। অপূর্ব্ব বাবুর 'বস্তমান' সুবিধাজনক হইবে, বোধ হইতেছে না।

Heat ও temperature লইয়া দ্বিতীয় কথা। বিজ্ঞানে যাহাকে heat বলে, সাধারণে তাহার তাৎপর্য্য সহজে হৃদ্গত করিতে পারে না। সাধারণের সমীপে উভয় শব্দই প্রায় সমানার্থবাচক। অনেক সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক লেখক ও বক্তা temperature অর্থে heat শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আরও কুয়াশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক টেট্‌ এই সকল বক্তা ও লেখকগণের প্রতি তীব্রভাষা প্রয়োগের অবকাশ ছাড়েন নাই। চলিত ভাষায় উভয় শব্দে অর্থগত পার্থক্য না থাকায় শিক্ষার্থীকে ঐ পার্থক্যটুকু বুঝাইতে কিরূপ প্রয়াস পাইতে হয়, তাহা শিক্ষকমাত্রেই অবগত আছেন। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গলায় heat অর্থে তাপ ও temperature অর্থে উষ্ণতা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তাপ' ও 'উষ্ণতা' দুইএ উচ্চারণগত অনেক বিভেদ; ভাবের পার্থক্য আনয়নে এইরূপ শব্দেরও পার্থক্য অনেক আনুকূল্য করে। অপূর্ব্ব বাবুর প্রস্তাব মত temperature স্থলে 'উত্তাপ' প্রয়োগ করিলে এই অসুবিধা আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য যে একবার উভয়ের ভাবগত পার্থক্য হৃদ্গত করিয়াছে, তাহার পক্ষে 'উত্তাপ' ও 'উষ্ণতা' উভয়ই সমান; কিন্তু অপরের নিকট 'তাপ' ও 'উত্তাপে' বিভেদ বুঝান আরও দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এই কারণে আমি উত্তাপ বা উত্তাপমানের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না।

অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্কলিত আর দুই একটি শব্দের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে। Potential Energy পদার্থের অবস্থানসাপেক্ষ ; ইহাকে 'জড়শক্তি' না বলিয়া 'স্থিতিশক্তি' বলিলে দোষ কি ? তবে ইহাতে ইংরাজি potential শব্দের সূক্ষ্ম ভাবটি এবং potential functionএর সহিত আকস্মিক সম্বন্ধটি উভয়েই আইসে না। এ বিষয়ে নিরুপায়।

কণা = particle ও অণু = molecule বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে চলিতে পারে। ইংরাজি molecule ও particle সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবব্যঞ্জক। সময়ক্রমে সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড বস্তুটাকেও particle বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এরূপ প্রবাদ আছে।

অপূর্ব্ব বাবুর প্রস্তাবে rotation = বিঘূর্ণন ও revolution = আবর্ত্তন। Rotation এর উল্লেখ করিলেই মহামতি আর্য্যভট্টের 'ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য' ইত্যাদি বাক্য স্বতঃ মনে আইসে; এবং আচার্য্যের আত্মার নিকট প্রণত হইয়া rotation অর্থে তৎপ্রযুক্ত 'আবর্ত্তন' রাখিতে পুলকের সঞ্চার হয়। সংস্কৃত জ্যোতিষে revolution স্থলে 'ভগণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; ভগণের ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জ্যোতিষ্কগণের রাশিচক্রে পরিভ্রমণ ব্যতীত revolution মাত্রেই উহার প্রয়োগে শঙ্কা হইতে পারে। তবে পঙ্কজ অর্থেও ত আমরা পদ্ম ভিন্ন শেওলা বুঝি না ; বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় চলিত অর্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, উভয়েরই অধিকার না রাখিলে চলিবে না।

অপূর্ব্ব বাবুর মতে integration = সম্পাদন ও differentiation = ব্যুৎপাদন ; সঙ্কলন ও ব্যবকলনে দোষ কি ? কোন কোন পাটীগণিতে সঙ্কলন = যোগ ও ব্যবকলন = বিয়োগ। পাটীগণিতের প্রক্রিয়ার পক্ষে 'যোগ' 'বিয়োগই' যথেষ্ট ; ওরূপ ভৈরবরাবের প্রয়োজন কি ? অপিচ integration ও addition একই ক্রিয়া ; সুতরাং একের জন্য 'যোগ' বজায় রাখিয়া নিনাদশালী অপর শব্দটি integrationএর জন্য দেওয়া যাইতে পারে। Subtraction ও differentiation এক না হইতে পারে ; কিন্তু ব্যবকলন সঙ্কলনের বিপরীত প্রক্রিয়া, সুতরাং কোন দোষ ঘটে না। আর একটা কথা ; differentiation ও integration এই দুইটি শব্দ আজ কাল গণিতশাস্ত্রের পরিধির বাহিরে গিয়া জীববিদ্যা এমন কি দর্শনশাস্ত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ হর্বর্ট স্পেন্সরের বিখ্যাত অভিব্যক্তিসূত্রের উল্লেখ করিতে পারি। এরূপ স্থলেও অনুবাদলব্ধ শব্দের উপযোগিতা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

Ellipse অর্থে 'বৃত্তাভাস' ও focus শব্দে 'অধিশ্রয়' কিছু দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উহাদের পরিবর্ত্তনের বিশেষ কারণ দেখি না *।

অপূর্ব্ব বাবু ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন,

---

* যতদূর স্মরণ হইতেছে, বৃত্তাভাস শব্দ নবীনচন্দ্র দত্তপ্রণীত খগোলবিবরণনামক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল ; তাহা হইলে 'বৃত্তাভাস' ভারতী অপেক্ষা প্রাচীন।

আমি তাহার সম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদন করি। তবে আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত ও অনুমোদিত হইতে অধিক সময় লাগে না; কার্য্যে পরিণত হওয়াটাই দুর্ঘট; অপূর্ব্ব বাবুর সে আশা শীঘ্র বলবতী হইবে, বাঙ্গালিচরিত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তাহা ভরসা হয় না। সম্প্রতি একটি ঘটনাতে কতকটা আশার সঞ্চার হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ. মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গলায় দার্শনিক গ্রন্থপ্রচারে উৎসাহদানার্থ সাহিত্যপরিষদের হস্তে সাড়ে সাত শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। দাতা এ নিমিত্ত সাহিত্যসমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাঁহার বদান্যতা অনুকরণীয়। তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আশা করি, তাহা নিষ্ফল হইবে না। অদ্যাপি পাঠশালার পাঠ্যগ্রন্থ ব্যতীত সাধারণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই বলিলেও হয়। বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিকগ্রন্থের পাঠক নাই, এই কলঙ্কারোপ বঙ্গসমাজ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন কি না, জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা প্রচারের জন্য চেষ্টা হইতেছে। অন্ততঃ সে চেষ্টায় ফললাভের পূর্ব্বে এই কলঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

বাল্যকালে শুনিতাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় মৌলিকতা অন্য কোনও কবির নাই, তাঁহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই।

এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকেরও মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন; আধুনিক কবি মধুসূদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না।

আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না। ভারতচন্দ্র কি দরের কবি, তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার প্রশংসা করেন, তাঁহারা এক বার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতা পড়িবেন, এইটী আমাদের প্রার্থনা। গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী, কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য। আমরা এ বিষয়ে অদ্য কয়েকটী উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি।

সতী ও দক্ষযজ্ঞের কথা লইয়া উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করের নিকট অনুমতি না পাইয়া, সতী অভিমানিনী হইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন, এই কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম সতীর অভিমানের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র এই স্থলে সতীর দশরূপের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দিয়া আপনার চাতুর্য্য ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর,
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে,
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর গুণনিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে॥

পর্ব্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়সী,
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী।
এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে, আইলাম তব ঘরে,
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরাহ মনের সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান্, করিবে অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান,
ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতার॥
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।
চলিবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি,
হৈমবতী হৈল কোপমতি।
আপন স্বভাবে রামা, চলিলা ভ্রূকুটি ভীমা,
একাকিনী বাপের বসতি॥
হইয়া উন্মত্তবেশা, যান দেবী মুক্তকেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
হরের আদেশ পায়, পাছে পাছে নন্দী ধায়,
বৃষভেরে করিয়া সাজন॥

মুকুন্দরাম।

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা।
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা ॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥২॥ ভারতচন্দ্র।

দক্ষের শিবনিন্দার কথাও সেইরূপ। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক, যথা—

পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতিভূষিত যার অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে ॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং দ্ব্যর্থ, যথা—

সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড় ;
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের বর্ণনায়ও কবিদ্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষিত হয়। মুকুন্দরাম সহজ কথায় লিখিয়াছেন—

লয়ে নানা রুদ্র,　　ক্রুদ্ধ বীরভদ্র,
　　চলে যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুর,　ভাঙ্গিয়া করে চুর,
　　কেহ নিবারিতে নারে।
ব্রাহ্মণে ধরিয়া,　　পুথি লয় কাড়িয়া,
　　ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার,　　ব্রাহ্মণে না মার,
　　পৈতা দেখাইয়া কান্দে॥
বেগে হেথা ধায়,　　দানা ধরে তায়,
　　পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন,　　ছিঁড়িল বসন,
　　শ্রুবের মারিয়া বাড়ি॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সকলেই জানেন। তাঁহার কথার বিন্যাস ও ভাষার লালিত্য বিস্ময়কর—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ড গোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ হুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁপিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম থাম ভীমশব্দ ভাসিছে॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম নাড়িছে॥

এই শব্দবিন্যাস যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি জগতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

তৎপরে উমার জন্মকথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভবনামক অতুল্য কাব্যে কবিগুরু কালিদাস যে সকল কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কামদেবের ভস্ম হওন, রতির বিলাপ ইত্যাদি বৃত্তান্ত বঙ্গীয় কবিদ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

কামকান্তা কান্দে রতি, কোলে করি মৃত পতি,
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায় কুন্তল ভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণ তলে, রতি সকরুণে বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক বিস্মৃত হৈয়া, পাসরিলা প্রাণপ্রিয়া,
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥
জাগিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সঙ্গতি লহ,
পাসরিলা পূর্ব্বের পীরিত।
তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা,
তবে কেন হৈল বিপরীত॥
মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে॥

মুকুন্দরাম।

পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থাল কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥

তুমি কাম আমি রতি,　　　আমি নারী তুমি পতি,
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল,　　　শেষে তাহা না রহিল,
পীরিতির এ নহে বিধান ॥
যথা যথা যেতে প্রভু,　　　মোরে না ছাড়িতে কভু,
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছে প্রেম বাড়াইয়া,　　　ভাল গেলা ছাড়াইয়া,
এখন বুঝিনু মিছে খেলা ॥
না দেখিব সে বদন,　　　না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুরবাণী।
আগে মরিবেন স্বামী,　　　পশ্চাতে মরিব আমি,
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥

ভারতচন্দ্র।

কবিগুরু কালিদাসের অনুসরণ করিয়া মুকুন্দরাম গৌরীর তপস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তপস্যাস্থানে মহাদেব দ্বিজবেশধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন ঃ—

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা,
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং
শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥　　　কুমারসম্ভব।

কালিদাসের মহাদেবের ন্যায় মুকুন্দরামের দ্বিজরূপী মহাদেবও গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

কহ নিরুপমা,　　　কার বোলে রামা,
বাঞ্ছিলা কেন জটাধরে।
হইয়া সুন্দরী,　　　ভজহ ভিক্ষারী,
দরিদ্র বর দিগম্বরে ॥
শুন গো চন্দ্রমুখি,　　　তোমারে আমি দেখি,
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর,　　　ভুবনমনোহর,
ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি ॥

অবশেষে মহাদেব নিজরূপ ধারণ করিলেন। হরগৌরীর বিবাহ হইল। মহাদেবের বেশ দেখিয়া মেনকা খেদ করিলেন। পরে মহাদেব সুন্দর রূপ ধারণ করায় মেনকা তুষ্ট হইলেন। এ সমস্ত কথা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন।

পরের সৌভাগ্য দেখিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা অনেকেরই মনে উদয় হয়। মহাদেবের সুন্দর রূপ দেখিয়া অনেক অভাগিনী নারী আপনাদিগের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দরামের এই বর্ণনাটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী।
একে একে নিন্দা করে আপনার পতি॥
এক নারী বলে সই মোর গোদা পতি।
সদা কোয়া জ্বরের ঔষধি পাব কথি॥
ভাদ্রপদ মাসে পায়ে পাঁকুই দূর্ব্বার।
গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার॥
ফুলে যদি গোদ কোয়া জ্বর করে বল।
কত বা বাঁটিব আর ওকড়ার ফল॥
প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে॥
দুপণ কড়ির সুতা এক পণ বলে।
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে॥
চক্ষু খায়ে বাপ বিয়া দিল হেন বরে।
মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কি কব গোদারে॥
গোদের গেঁজের ফোড়া হয় বিপরীত।
পূর্ণিমা হইলে তায় বেরয় শোণিত॥
আর জন বলে পতি বঞ্চিত দশন।
ঝোলঝাল বিনা তার না হয় অশন॥
কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
মারয়ে পিঁড়ার বাড়ি কোণে বসে কান্দি॥
আর জন বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুটী চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে দুঃখী নাহি সই মোর পারা।
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা॥
কেহ বলে মোর পতি বড়ই নির্গুণ।
কত বা পুষিব দিয়া মা বাপের ধন॥

আর জন কহে সখী মোর পতি খোঁড়া।
নড়িতে চড়িতে নারে ঘর করে যোড়া।
আর সতী বলে সখী মোর পতি কুঁজা।
কুঁজ ভাল হইলে পূজিব দশভুজা॥
চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে।
আড়াই হাত খাদ করে মেঝের ভিতরে॥
লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি।
সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশান্তরী॥
আর জন বলে সই মোর স্বামী কালা।
অন্যের সংসার ভাল মোর বড় জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কথা কহি দিনে পতি সনে।
রাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে॥
সার্থক তপস্যা গৌরী কৈল অভিলাষে।
সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে॥
অদৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়।
যে লিখিয়া থাকে বিধি অবশ্য তা হয়॥
আর নারী বলে হোক্ না ভাবিহ ব্যথা।
মনোদুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা।
যে হোক সে হোক নারীর স্বামীত ভূষণ।
পতি সেবা কর সবে যেন নারায়ণ॥

এই বর্ণনাটীতে বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বর্ণনাটী সরল ও স্বাভাবিক। মুকুন্দরাম যাহাই লিখেন, তাহাই সরল ও স্বাভাবিক। নারীগণ আপনাদিগের মন্দ ভাগ্যের বিষয়ে আক্ষেপ করিতেছে বটে, কিন্তু পতিসেবাই যে নারীর পরম ধর্ম্ম, এই মহীয়সী কথাও স্মরণ করিতেছে।

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে কিরূপে নারীগণের পতি-নিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অস্বাভাবিক এবং ভদ্রসমাজে অপাঠ্য।

দেবদেবীর কথা সাঙ্গ করিয়া মুকুন্দরাম দুইটী উপাখ্যান লিখিয়াছেন, একটী কালকেতু ও ফুল্লরার উপন্যাস; অপরটী শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান। দুইটী উপাখ্যানই সরল ভাষায় লিখিত, দুইটীতেই মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি গুলি ও নরনারীর সুখদুঃখ সহজ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কালকেতু পশু বধ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহার গৃহিণী ফুল্লরা সেই পশু মাংস হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে যায়, এবং স্বামীর গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করে। চণ্ডী

অনুগ্রহে সেই কালকেতু দেশের রাজা হইল। চণ্ডী যখন প্রথমে ষোড়শী রূপে কালকেতুর ঘরে দর্শন দিলেন, ফুল্লরা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী যে পরিচয় দিলেন, সেটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুঃখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন,
আজি হইতে সম্পদের সুখ॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর.পানে নাহি চায়,
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে॥
গঙ্গা বড় আউচালি, সদাই পাড়িছে গালি,
স্বামীর সোহাগ পরতাপে।
দেখিয়া পতির দোষ, হইল পরম রোষ,
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে॥
দারুণ দৈবের গতি, হইনু অবলা জাতি,
অহি সঙ্গে হয়ে গেল মেলা।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
তাহে হইল সতিনী প্রবলা॥
সতীনের সম্মান, আপনার অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি।
দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা,
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী॥
আমার কর্ম্মের গতি, উগ্র হইল মোর পতি,
পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি।
তাহে সতীনের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা,
পরিতাপে হয়ে গেনু কালী॥
প্রভুর সম্পদ বড়, সাত সতীনেতে জড়,
অলক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল।
কি মোর কপালে এল, খাইয়া ধুতুরা ফল,
আচম্বিতে হইল পাগল॥

বিভূতি মাখেন গায়,　　ঝিমিকে ঝিমিকে যায়,
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।
ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ,　　বাজায় ডম্বুর শৃঙ্গ,
গলায় শোভিছে হাড়মাল॥
কি হবে বিষম সুখ,　　তাতে পতি পরাঙ্মুখ,
তারে বলে সবে কাম অরি।
সাত সতিনীরা মারে,　　বুঝিয়া না শাস্তি করে,
সাতসতা পরাণের বৈরী॥
যে ঘরে সতিনী রয়,　　কামানলে প্রাণ দয়,
যেমন লাগয়ে বিষ জ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম,　　না গণিনু পরিণাম,
বনবাসী হইনু একলা॥
এবে বিধি হৈল সখা,　　বীর সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো ব্যাধের ঝি,　　তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে॥

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র পাটুনীর নিকট অন্নপূর্ণার পরিচয় দান ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশে খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥

চণ্ডীর প্রসাদে যখন কালকেতু নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইতেছে দেখিয়া চারি দিক হইতে চতুর চাটুকারগণ ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত নামক একজন ধূর্ত্ত কায়স্থের কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বর্ণনা সাহিত্যভাণ্ডারে দুষ্প্রাপ্য।

ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা,
আগে ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া যোড়ে কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম লম্বমান॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইনু বড় প্রীতি আশে, বসিতে তোমার দেশে,
আগেতে ডাকিলে ভাঁড়ুদত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুল শীল বিচার মহত্ত্বে॥
কহি আপনার তত্ত্ব, আমল হাঁড়ার দত্ত,
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা,
মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥
গঙ্গার দুকূল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে,
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন॥
বহু পরিবার মেলা, দুই জায়া তিন শালা,
চারি পুত্র ভগিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই আট বেটী, এই হেতু সাত বাটী,
ধান্য দিলে নাহি দিব বাড়ী॥

হাল বলদ দিয়া খুড়া,　　দিবাহে বিচার পুঁড়া,
　　ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবা।
আমি পাত্র তুমি রাজা,　　আগে কর মোর পূজা,
　　অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবা॥

ভারতচন্দ্র বর্ণনায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যে কোথায় পাইব?

বিদ্যাসুন্দরে হীরা মালিনীর বর্ণনা পাঠ করিয়া সে কালের পাঠকগণ বিমোহিত হইতেন। কিন্তু মুকুন্দরাম শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে দুর্ব্বলানাম্নী এক দাসীর যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, হীরা মালিনী তাহারই ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত। শ্রীমন্ত সদাগরের পিতা ধনপতি সদাগর; তাহার দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা। দুই সপত্নীর মধ্যে প্রথমে পরম প্রীতি ছিল, কিন্তু ধূর্ত্তা দাসী দুর্ব্বলা কালসর্পের ন্যায় তাহাদের মধ্যে যাইয়া বিচ্ছেদ সাধন করিল; বড় সপত্নী লহনার নিকট যাইয়া বলিল,—

শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা।
এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা॥
ঋতুমতী ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥
কলাপিকলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥
কদম্বকোরক জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন॥
ক্ষীনমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী।
যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী।
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া লহনা ক্রমে খুল্লনার প্রতি বিরক্তমনা হইলেন এবং অনেক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু চণ্ডী লহনাকে স্বপ্ন দেওয়ায় লহনা পুনরায় ছোট সপত্নীর

প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দুই সপত্নীর মধ্যে পুনরায় প্রীতি হইয়াছে, স্বামী বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছেন, খুল্লনার কপাল ফিরিয়াছে, তখন দুর্ব্বলা দাসী ছুটাছুটী করিয়া বড় মার নিন্দায় ছোট মার মনস্তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইল ঃ—

আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে।
বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে॥
পোহাইল আজি যে তোমার দুঃখনিশা।
ভবানীপ্রসাদে তোর পূর্ণ হইল আশা॥
আমারে আপনা বলে রাখিবে চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে॥
তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাঁঝী।
সাধুর নিকটে তার আলাইও পাঁজী॥
দোষ মত যদি না করহ প্রতীকার।
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার॥
যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে ব্যথা।
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা॥
দোলার ছাট খুঞা বাস রাখ বাসঘরে।
সাধুর চক্ষুর বালি কর লহনারে॥

আবার তাহারই পর বড় মার নিকট আসিয়া ছোট মার নিন্দা আরম্ভ করিল ঃ—

আর শুনেছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত॥
যেই সদাগরের পাইলে ভেড়ী সাড়া।
আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষিত করি গা।
যৌবন গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে॥
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কণা।
কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠেঁটাপণা॥
উহার শোভা গৌর গায়ে নবীন যৌবন।
গুরু জন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন॥
তুমি বড় সতিনী সুজন লখি তথি।
স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি॥

ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ॥

তাহার পর সাধু ঘরে আসিলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল, দুর্ব্বলা হাটে খাদ্য ক্রয় করিতে গেল, তাহার বর্ণনা না দিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

দুর্ব্বলা বাজারে যায়,　　পাছে দশ ভারি ধায়,
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া,　　হাতে মুখে পান গুয়া,
পরিধান তসরের শাড়ী॥
দুর্ব্বলা হাটেতে যায়,　　উভমুখে লোক চায়,
ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ,　　যার আছে ভয় লাজ,
ভাল বস্তু অন্তরে লুকাই॥
আলু কিনে কচু কুমড়া,　　সের মূলে পলাকড়া,
পাকা আম্র কিনে বোঝা মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি,　　কিনিল নবাৎচিনি,
পণে পণ মূলে পান নিলে॥
মূল্য দিয়া পণ দশ,　　কিনিল জীয়ন্ত শশ,
জঠর কমঠ কিনে রূই।
খরসুলা কিনে কই,　　কিনিল মহিষা দই,
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই॥
চাঁপাকলা মর্ত্তমান,　　সরস গুবাক পান,
কিনিলেক কর্পূর চন্দন।
শাক বেগুণ সারকচু,　　খাম আলু কিনে কিছু,
বিশা দুই কিনিল লবণ।
বাছে কিনে তাল শাঁশ,　　হিঙ্গ জিরা রস বাস,
চঁই মেথি জোয়ানি মহুরী।
মৃগবাস বরবটি,　　কিনিল সরস পুঁঠি,
সের দরে ঘৃত ঘড়া পূরি॥
রন্ধন সন্ধান জানে,　　চিতল বোয়ালি কিনে,
শোল পোনা কিনিল চিঙ্গড়ী।

চতুর সাধুর দাসী, আট কাহনেতে খাসি,
তৈল সের দরে দশ বুড়ি॥
কুড়ি মূলে নারিকেল, কুলি করঞ্জা পানিফল,
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুল গাবা, করুণা কমলা টাবা,
সেরে জুঁখে কিনে ফুলবড়ি॥
তোলা মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত,
আদা বিশা দরে দশ বড়ি।
মান ওল কিনে সারি, দুগ্ধ কিনে ভার চারি,
ভার দুই কিনিল কাঁকুড়॥
নির্ম্মাণ করিতে পিঠা, বিশা দরে কিনে আটা,
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
বেসাতি দুর্ব্বলা জানে, অবশেষে হাঁড়ি কিনে,
মাগ্যে লয় তারে কিছু ভাট॥
কিনিয়া রন্ধন সাজ, অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ,
হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ডকলা,
চিড়া দই দেয় ভারি জনে॥
আগে পাছে ভারি জন, দুয়া আসে নিকেতন,
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুরা সাধুর দাসী, আগে ভেট দিল খাসী,
প্রণাম করিল সদাগরে॥

এই স্থানে আমরা প্রবন্ধ সাঙ্গ করিলাম। আসলটি উৎকৃষ্ট কি নকলটি উৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক নায়িকার ন্যায় নরনারী আমরা প্রতিদিন বিশ্ব সংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ুদত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী, আমরা সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু তাঁহার নায়কনায়িকা গুলি কি সংসারের নরনারী? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নরনারী নহে।

মুকুন্দরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্র কুৎসিত সমাজবিশেষের কুৎসিত রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালা রচনা।

যিনি যে বিষয় লিখুন না কেন, অগ্রে ভাষার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য রাখা উচিত। যে ভাষা মর্ম্মস্পর্শিনী নয়, যে ভাষায় সরলভাবে মনোগত ভাব পরিস্ফুট না হয়, অধিকন্তু যে ভাষা অশ্লীলতায় কলুষিত, অর্থঘটিত গোলযোগে অনধিগম্য এবং দুরুচ্চার্য্য শব্দে উৎকট হইয়া উঠে, সে ভাষায় সাহিত্যের কোনরূপ উন্নতি হয় না। সাহিত্যসেবকও সে ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া, পরের উপকার করিতে পারেন না। মনোগত ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার প্রয়োজন হয়। যাহাতে মনোগত ভাবটি পরিস্ফুট হয়, সংযতভাবে সেই ভাষার প্রয়োগ করাই উচিত। ইহার পর শব্দের লালিত্য, মাধুর্য্য এবং শব্দযোজনার পারিপাট্যের দিকে লেখকের সবিশেষ দৃষ্টি থাকা বিধেয়। জনসাধারণকে জ্ঞানবৈভবে সমৃদ্ধ করা গ্রন্থপ্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে গ্রন্থের ভাষা সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নয়, যে গ্রন্থের ভাষায় সাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না, এবং যে গ্রন্থের ভাষা সাধারণে অনায়াসে বুঝিতে পারে না, সে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

এখন বাঙ্গালা রচনার সম্বন্ধে শ্রেণীভেদে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর পণ্ডিত বাঙ্গালাকে নিখুঁত সংস্কৃতভাবে চালাইতে চাহেন। ইঁহারা গবীর পরিবর্ত্তে গাভী লিখিলে নাসিকা সঙ্কুচিত করেন, সর্জনের পরিবর্ত্তে সৃজন লিখিত হইলে, ব্যাকরণের অবমাননায় ম্রিয়মাণ হয়েন, মাতাপিতৃভক্তির পরিবর্ত্তে পিতৃমাতৃভক্তির প্রয়োগ দেখিলে হা হতোঽস্মি করিয়া থাকেন। ইহার উপর যদি ইঁহারা কোন সহজবোধ্য ও চিরপ্রচলিত শব্দকে সংস্কৃত শব্দের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে গ্রথিত দেখেন, তাহা হইলে ইঁহাদের হস্তে লেখকের আর নিষ্কৃতি লাভ হয় না। লেখকের লিপিপ্রণালী ইঁহাদের কঠোর সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত প্রথমোক্ত শ্রেণীর ঠিক বিপরীত মতের পরিপোষক। যে কোনরূপে হউক, ইঁহারা সংস্কৃত শব্দগুলিকে ভাষা হইতে একবারে নিষ্কাশিত করিতে পারিলেই সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালার চরমোন্নতি হইল বলিয়া, মনে করেন। ইঁহাদের মতে স্বর্ণ, বর্ণ, ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দগুলির চির-নির্ব্বাসন বিধেয়। ইঁহারা বিশেষণভেদে লিঙ্গভেদ মানিতে প্রস্তুত নহেন, সমাসভেদে সংস্কৃত ব্যাকরণের চির-প্রচলিত নিয়মরক্ষা করিতেও সম্মত নহেন, বা বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগপ্রণালী বহুকাল হইতে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের রক্ষার জন্য যত্নশীল নহেন। ইঁহারা কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচের জন্য লালায়িত। ইঁহাদের নিকট বহুমূল্য রত্নাভরণ অপেক্ষা কড়ি, শম্বুক প্রভৃতির অলঙ্কারেরই গৌরব অধিক। ইঁহারা আপনাদের মাতৃভাষাকে এই অপূর্ব্ব অলঙ্কারে শোভিত করিতে করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত ভাষারূপ খনির অভ্যন্তরে যে সকল চিরদীপ্তিময় অমূল্য রত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে, ইঁহারা তৎসমুদয়ের উদ্ধার করিয়া,

অবস্থাবিশেষে মাতৃভাষার সৌন্দর্য্যসম্পাদনে একান্ত পরাঙ্মুখ। সৌন্দর্য্যতত্ত্বে ইঁহাদের কিরূপ অধিকার, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের বিচার্য্য।

বলা বাহুল্য, আমরা এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীরই পক্ষপাতী নহি। সকল বিষয়েরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। কেহ এই সীমার বাহিরে গেলেই "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্" এই কথাটি স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। ভাষার উন্নতি, ভাষার পরিপুষ্টি, ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির পক্ষেও একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত। এই সীমার অতিক্রমকে আমরা "অতি বাড়াবাড়ি" বলিয়া মনে করি। যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সংস্কৃতভাবে চলিতে ইচ্ছা করেন, পক্ষান্তরে যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সংস্কৃতভাব পরিত্যাগ করিতে চাহেন, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁহারা সকলেই "অতি বাড়াবাড়ি" করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা অখণ্ডনীয় বন্ধনে আবদ্ধ; বোধ হয়, চিরকাল এই বন্ধন অখণ্ডনীয় ভাবে থাকিবে। যিনি এই বন্ধন বিমুক্ত করিতে উদ্যত হইবেন, তিনি অসীম প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সেই অসীম প্রতিভায় কখনও ভাষার সৌন্দর্য্য বা গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইবে না। যে শক্তি ভাষার প্রতিস্তরে প্রবেশ করিয়া, উহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, সে শক্তিকে একবারে দূরীভূত করা নিঃসন্দেহ দুরূহ ব্যাপার। যিনি সর্ব্বতোভাবে এই শক্তির প্রতি-কূলতা সাধন জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন মাত্র। পঞ্চম চার্লসের ন্যায় মণ্ডলেশ্বর সম্রাট্ জর্ম্মণ ভাষাকে পদদলিত করিলেও উহার অসামান্য উন্নতি নিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকাতে বাঙ্গালার যে আভিজাত্যগৌরব আছে, সেই গৌরবের একবারে ধ্বংসসাধন সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর মধ্যে কে কবে আপনার আভিজাত্যে বিসর্জ্জন দিয়াছে? আবুয়লফজলের ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিতের মন্ত্রণায় পরিচালিত হইলেও, আকবর ভারতবাসীর আভিজাত্য-গৌরবের মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। মানুষের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, মানুষের অন্তর্নি-হিত ভাবপ্রকাশক ভাষার সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিতেছে। ইউরোপের পরিবর্দ্ধনশীল ভাষার সহিত গ্রীক লাতিনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উর্দ্দু, পারসী ও আরবীকে অবলম্বন করি-য়াই ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। শব্দবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে সংস্কৃতের তুল্য ভাষা নাই। সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। ইহার অসামান্য শব্দবৈভব আছে, ইহার অপূর্ব্বভাবরাশি প্রতিমুহূর্ত্তে পাঠকের হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে সর্ব্বোপরি ইহার অতুল্য সৌন্দর্য্য বিকশিত প্রভাতকমলের ন্যায় চিরকাল নবীন-ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ ভাষা যে ভাষার অবলম্বস্বরূপ হয়, সে ভাষাও ক্রমে উন্নত ও কমনীয় হইয়া থাকে। শ্যামলপত্রাবলী এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি হইতে বিচ্যুত হইলে বৃক্ষ যেমন শোভাহীন হয়, সংস্কৃত শব্দসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইলে বাঙ্গালা ভাষাও সেইরূপ শোভাশূন্য হইবে।

অতএব বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য্যসম্পাদন ও গৌরববর্দ্ধন জন্য সংস্কৃতের সহিত উহার সম্বন্ধ রাখা উচিত। সুকৌশলে শব্দ বিন্যাস করিলে ভাষা কখনও দুর্ব্বোধ, দুরুচ্চার্য্য বা শ্রুতিকঠোর হয় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাবে বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়াছেন, সে ভাবে শকুন্তলা লিখেন নাই। বেতালে সংস্কৃত শব্দের যেরূপ আড়ম্বর, শকুন্তলায় সেরূপ আড়ম্বর নাই। তাই বলিয়া বেতাল কখনও অপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ থাকিলেও ৺অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ পড়িয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ মোহিত হইয়া থাকেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভায় বাঙ্গালা ভাষা সরল ও সাধারণের সুবোধ্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে স্থানে বর্ণনাবৈচিত্র্যপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন, সেই-স্থানে সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ হইলেও তাঁহার রচনা কোনও স্থলে লালিত্যহীন বা মাধুর্য্যবর্জ্জিত হয় নাই। এই সংস্কৃতশব্দময়ী রচনাও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। কার্য্যের পরিবর্ত্তে কায, স্বর্ণের পরিবর্ত্তে সোনা, মস্তকের পরিবর্ত্তে মাথা লিখিলেই ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয় না। এক স্থলে অপভ্রষ্ট শব্দের প্রয়োগ যেরূপ সঙ্গত হয়, স্থলান্তরে মূল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সেইরূপ সুসঙ্গত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা রচনায় যে যে স্থলে সংস্কৃতের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে, সেই সেই স্থলে অবস্থাবিশেষে সংস্কৃতের নিয়ম রক্ষা করা উচিত। যাঁহারা নির্দ্ধনী, নিরপরাধী, মতিবান্, গতিবান্ প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা ভাষাবিষয়ে যেরূপ অসংযত, বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের বিশুদ্ধিরক্ষাতেও সেইরূপ অসাবধান। তাঁহাদের রচনা অনেক স্থলে এইরূপ অসংযত ভাবেরই পরিচয় দিয়া থাকে। বস্তুতঃ খাটী সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগস্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের যে নিয়ম বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালায় হতভাগিনী, মহারথী প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃতমূলক শব্দ চলিয়া আসিতেছে। এগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মসম্মত নয়। যে কারণে নির্দ্ধনী প্রভৃতি পদ হয় না, সেই কারণে হতভাগিনী, মহারথী প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হয় না। হতভাগিনীর স্থলে হতভাগা, মহারথীর স্থলে মহারথ হওয়া উচিত। অনেক সংস্কৃতানুরাগী সমালোচক সময়ে সময়ে এবিষয়ে তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা এই বলিয়া আত্মসমর্থন করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালায় "হতভাগা" এই লৌকিক শব্দটি দীর্ঘকাল প্রচলিত রহিয়াছে। উহা সচরাচর পুংলিঙ্গান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। এখন "হতভাগা" পদ স্ত্রীলিঙ্গান্তরূপে প্রয়োজিত হইলে লোকপ্রচলিত 'হতভাগা' শব্দটির সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে। মহারথী প্রভৃতির সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু উহা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া, প্রয়োগকারীরা উহার পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী নহেন। যে সকল শব্দ বহুকাল ভাষার সহিত গ্রথিত রহিয়াছে, যে সকল শব্দের উচ্চারণ মাত্র হৃদয়ে একটি বিশেষ অর্থের উদ্বোধ হয়, আমাদের মতে তৎসমুদয়ের পরিবর্ত্তন না করাই ভাল। sympathy শব্দের

অনুবাদে বাঙ্গালায় সহানুভূতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এখন পুস্তকে, বক্তৃতায়, কথোপকথনে এই শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিন্তু এই লোকপ্রচলিত শব্দের সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের কিরূপ সম্বন্ধ? "সমবেদনা" কথাটি "সহানুভূতি" অপেক্ষা ভাল। অধিকন্তু সহানুভূতি অপেক্ষা সমবেদনার সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিকট সম্বন্ধ। ইংরেজী sympathy শব্দে যে অর্থ পরিস্ফুট হয়, সমবেদনাও ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ হইলেও বাঙ্গালায় সমবেদনা অপেক্ষা সহানুভূতি শব্দেরই বহুলপ্রচার হইয়াছে। এখন কেহই এই প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তন করিতে বলিবেন না। বস্তুতঃ যাহা বহুকাল হইতে ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া টানাটানি না করাই ভাল। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, যদি খাটী সংস্কৃত কথাগুলির সংস্কৃতভাবেই প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে হতভাগিনী প্রভৃতির স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করা সঙ্গত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষায় সকল স্থলেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা না করিয়া, স্থলবিশেষে ঐ নিয়মের অনুসরণ করা ভাল। বাঙ্গালায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। আবার কতকগুলি সংস্কৃতমূলক শব্দ অসংস্কৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সভাসদ্, বিপদ্ প্রভৃতি শব্দগুলির সংস্কৃত ভাবে প্রয়োগ হইলে সভাসৎ, বিপৎ প্রভৃতি হয়। অপ্সরস্, চক্ষুস্ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতভাবে প্রয়োজিত হইলে অপ্সরসঃ, চক্ষুঃ প্রভৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সভাসৎ, বিপৎ, চক্ষুঃ অপ্সরসঃ প্রভৃতির স্থলে বাঙ্গালায় সভাসদ, বিপদ, চক্ষু, অপ্সরা বা অপ্সর প্রভৃতি শব্দেরই প্রয়োগ হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উচ্চারণের সুবিধা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সংস্কৃত শব্দগুলি এইরূপে রূপান্তরিত করিয়া লওয়াই ভাল। লোকে সচরাচর বাঙ্গালায় চক্ষুলজ্জাই বলিয়া থাকে। কেহ চক্ষুর্লজ্জা বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করে না। যিনি "গাভীটি প্রসব হইয়াছে" না লিখিয়া, "গবীর বৎস প্রসূত হইয়াছে" লিখেন, তিনি অসামান্য বৈয়াকরণ হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। যে কথাগুলি সংস্কৃত ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তৎসমুদয় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অপপ্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সর্ব্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিলে চলিবে না। যে কথাগুলি অসংস্কৃত ভাবে প্রয়োজিত হইয়া, ভাষা সজীব, সতেজ ও লালিত্যবিশিষ্ট করিতেছে, তৎসমুদয় সংস্কৃত ব্যাকরণরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া না রাখাই ভাল।

বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুরূপ লিঙ্গবিচার নাই। বাঙ্গালায় বিশেষ্য যে লিঙ্গের হয়, বিশেষণ সর্ব্বদা সেই লিঙ্গানুযায়ী হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ্যবিশেষণে লিঙ্গবিচার একবারে উঠাইয়া দেওয়া আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যুবতী নারী, সুন্দরী স্ত্রী, ষোড়শী কন্যা, এগুলি যেরূপ আছে, আমাদের বোধ হয়, চিরকাল সেইরূপই

থাকিবে। অপরের হৃদয় আকর্ষণ করা ভাষার একটি প্রধান প্রয়োজন। যে ভাষায় মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, সেই ভাষা যাহাতে অপরের হৃদয়াকর্ষক হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। "শুষ্কঃ কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে" আর "নীরসতরুরিহ বিলসতি পুরতঃ" উভয় বাক্যই এক ভাষার অন্তর্গত। উভয়ই একার্থবাচক। উভয়ই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সংযত। কিন্তু দ্বিতীয়টি যেরূপ শ্রুতিমধুর ও হৃদয়াকর্ষক, প্রথমটি তদ্রূপ নয়। বাঙ্গালায় বিশেষণভেদে লিঙ্গভেদের বিচার না করিলে উক্ত ভাষাও এইরূপে অপরের হৃদয়াকর্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িবে; উহার আর পূর্ব্বের ন্যায় সজীব ভাব থাকিবে না। "করালবদনা কালী" বলিলে হৃদয়ে কালীর যে ভয়ঙ্কর ভাবটি পরিস্ফুট হয়, করালবদন বলিলে সেরূপ হয় না; উহাতে ভাষারও যেন কিরূপ একটা নিস্তেজ ভাব প্রকাশিত হয়। এইরূপে স্থলবিশেষে বিশেষণভেদে লিঙ্গভেদ মানা উচিত। কিন্তু সর্ব্বত্র যে, এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃতমূলক কথার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালায় অনেক বিদেশী ভাষার শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। যথানিয়মে এগুলির প্রয়োগ করা উচিত। বিদেশাগত বলিয়া এগুলির প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। পৃথিবীর উন্নতিশীল ভাষাগুলি বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে ক্রমে পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে। যে যে জাতির সহিত ভারতবর্ষের কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, সেই সেই জাতির ভাষা অল্প বা অধিক পরিমাণে রূপান্তরিত ভাবে ভারতবর্ষীয় ভাষার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। "এক গেলাস জল" বলিলে আমরা কথাটি যেরূপ সহজে ও বিশদরূপে বুঝিতে পারি, অন্যভাবে ঐ কথাটি বলিলে সেরূপ সহজে বুঝিতে পারি কি না, সন্দেহ। যে শব্দে মনোগত ভাবটি সহজে প্রকাশিত হয়, এবং যে শব্দের প্রয়োগ করিলে উহার অর্থ সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে, ভাষার পরিপোষণ জন্য তাহার ব্যবহার করা উচিত। এবিষয়ে গ্রাম্য বা বিদেশীয় বলিয়া আপত্তি করিলে চলিবে না। যে সকল বিদেশীয় ভাষা রূপান্তরিত ভাবে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ এবিষয়ের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিষদের একটি কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালায় বিদেশীয় শব্দ আছে বলিয়া, বাঙ্গালা রচনা সময়ে বিদেশীয় রীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ফিরিঙ্গী ভাবে বাঙ্গালা লিখেন, তাঁহাদের দোষ অমার্জ্জনীয়। পরমশ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু সৌদির কথার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি গুরুতর শাস্তিবিধানের পরামর্শ দিয়া থাকেন। আমরা এখন জাতীয় ভাব অপেক্ষা অধিকপরিমাণে বিজাতীয় ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিতেছি। বিজাতীয় ভাবস্রোতে আমাদের জাতীয় ভাষায় রীতিপদ্ধতি ক্রমেই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে; এবং বিজাতীয় ভাবের অভিঘাতে আমাদের জাতীয় ভাবও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা এখন ইংরেজী ভাবে চিন্তা করিতেছি, ইংরেজী ভাবে শব্দসঙ্কলন করিতেছি, পরিশেষে সেই ইংরেজীভাবমূলক শব্দ গুলি পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে গ্রথিত করিয়া, উহা বাঙ্গালা রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এই রচনা বাঙ্গালা

অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহার ভাব ও অর্থ কখনও বাঙ্গালা নহে। উহা ফিরিঙ্গী ভাবেরই অপূর্ব্ব বিকাশ মাত্র। ইংরেজীতে student life বলিবে আমাদের মনে সেই ভোগ-বিলাসপরিশূন্য, চিরবিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের ভাবটি উদিত হয়। এখন student life এর বাঙ্গালা হইয়াছে ছাত্রজীবন। ঠিক অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ! এই অপূর্ব্ব অনুবাদে আমাদের জাতিগত সেই অপূর্ব্ব ভাবটি ক্রমে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। যে ভাবের পরিচিন্তনে আমাদের হৃদয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়, যাহার আবির্ভাবে আমাদের শিক্ষা সর্ব্বাংশে সুশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয়, যাহার পালনে আমাদের দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি হইতে থাকে, যাহার অস্তিত্বে আমাদের জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি হইয়া থাকে, সেই চিরপবিত্র, চিরমহিমান্বিত, চিরোৎকর্ষ-সূচক ভাবটি হইতে স্খলিত হইলে, আমাদের কিরূপ অধোগতি ঘটিবে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এইরূপে "জীবনের প্রত্যূষ", "সাহিত্যের উষারাজ্য" প্রভৃতি কথা-গুলি এখন বাঙ্গালা বলিয়া পরিচিত হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবুর প্রদর্শিত দৃষ্টা-ন্তের (বক্তৃতা দান) শ্রেণীতে এগুলিও নিবেশিত হইতে পারে। যাঁহারা এইরূপ অনধিগম্য, অপূর্ব্ব শব্দসম্পত্তি দেখাইয়া, আপনারাই আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কখনও জাতীয় ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্ন করেন না। ফলতঃ যে সকল লেখক "বাবু বাঙ্গালা" লিখিয়া প্রকৃত বাঙ্গালার উন্নতি করিতে চাহেন, তাঁহারা অভিজ্ঞ হইতে পারেন, বহুদর্শী হইতে পারেন, চিন্তাশীল হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা জাতীয় ভাষার চিরন্তন রীতির রক্ষায় সমর্থ নহেন।

উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ থাকিলেই, বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। প্রয়োজন অনুসারে বাঙ্গালায় সংস্কৃত ও অসংস্কৃত, স্বদেশী ও বিদেশী, সকল শব্দেরই প্রয়োগ করা উচিত। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ-কালে, সংস্কৃত ব্যাকরণের যে নিয়ম বাঙ্গালায় প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা মানিতে হইবে। যে সকল শব্দে ভাষা শক্তিসম্পন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, হৃদয়াকর্ষক ও সুবোধ্য হয়, সেই সকল শব্দের প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা রচনায় ফিরিঙ্গী ভাব সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিতে হইবে। একবার বঙ্গদর্শনে (বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠখণ্ড) বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখকের কোন কোন কথা উপস্থিত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। * * * ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়,

অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য। সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল, প্রচলিত * * ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? * * যদি বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। * * রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে, কেননা যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প।

* * * ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন, উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।”

ফলতঃ, যে কোন রূপে হউক, ভাষার সৌন্দর্য্য ও ওজস্বিতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। স্থলবিশেষে চিরপ্রচলিত সরল শব্দ গুলি সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষাও অধিকতর হৃদয়স্পর্শী হইয়া থাকে। বাবা, মা, বা ভাইরে বলিয়া সম্বোধন করিলে উহা যেরূপ হৃদয়স্পর্শী হয়, পিতঃ, মাতঃ বা ভ্রাতঃ বলিলে তদ্রূপ হয় না। যে স্থলে ওজস্বিতা বা বর্ণনাবৈচিত্র্য প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, সে স্থলে অবস্থাবিশেষে সংস্কৃত শব্দ গুলিও অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইয়া থাকে। লেখক রুচিসম্পন্ন ও শব্দসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ হইলে উপযুক্ত শব্দ বিন্যাস করিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। ভাষার সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য লেখকের ক্ষমতা ও কৌশলের উপরেই নির্ভর করে।

প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগবিষয়ে একটু সাবধান হওয়া উচিত। বঙ্গদেশের এক প্রাদেশিক শব্দের সহিত অপর প্রাদেশিক শব্দের একতা নাই। সকল অঞ্চলের লোকেই আপনাদের চিরপ্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ গুলির আদর করিয়া থাকে। এক প্রাদেশিক শব্দ অপেক্ষা অপর প্রাদেশিক শব্দ ভাল, এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কারণ দেখা যায় না। এখন পরস্পরসম্মিলন এবং আলাপপরিচয়ের সবিশেষ সুবিধা হওয়াতে এক অঞ্চলের লোক অন্য প্রাদেশিক শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এবিষয়েও গোলযোগ উপস্থিত হয়। একবার আমাদের কোন আত্মীয় মরাই শব্দের অর্থ ঘরের বারেন্দা করিয়াছিলেন। আত্মীয়টি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; কয়েক খানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। অন্য এক সময়ে একজন বন্ধু পেতে শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন, পাতিয়া শুইবার জিনিষ! বলা বাহুল্য, বন্ধুটি গ্রন্থকার। গ্রন্থরচনায় তাঁহার প্রতিপত্তিও আছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এইরূপে প্রাদেশিক শব্দ গুলির অর্থপরিগ্রহে অসমর্থ হইয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে যে

সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা হয়, তৎসমুদয়ে এরূপ উৎকট প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ না থাকাই ভাল। "টোকা" বলিলে জিনিষটি কি, তাহা বাঙ্গালার দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলের লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের লোকে "মাথালি" না বলিলে বুঝিতে পারে না। এই জন্য বলিতেছি, সাবধানে প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। যে সকল শব্দ বহুলপ্রচার হইয়াছে, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাদৃশ কষ্ট হয় না। বিদেশাগত শব্দের ন্যায় বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ গুলিরও অর্থসহ একটি তালিকা করা উচিত। সহৃদয় পাঠকগণ এবিষয়েও মনোযোগী হইলে পরিষদের একটি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, বাঙ্গালা রচনাপ্রণালীর বিশুদ্ধির দিকে সকলেরই সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গালা রচনা যেন ফিরিঙ্গী ভাবে কলুষিত না হয়। আমাদের মনে হয়, tempest in the tea-pot, এই প্রচলিত ইংরেজী বাক্য অনুসারে কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল "চা-বাটীর মধ্যে তুফান উঠিয়াছে।" ইংরেজী কথাটিতে যে ভাব পরিস্ফুট হয়, উহার অনুবাদে যে অপূর্ব্ব বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কখনও সে ভাবের উদ্বোধ হয় না। বাঙ্গালী বিদেশ হইতে যে ভাবরাশি সংগ্রহ করিবেন, তৎসমুদয় তাঁহাকে বাঙ্গালীর ভাবে বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালা রচনা বিজাতীয় বেশে সজ্জিত হইলে তাহা কখনও সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে যে বাঙ্গালা রচনা জাতীয় ভাবের অনুবর্ত্তিনী, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মনোহারিণী এবং অকৃত্রিমতায় অমৃতময়ী হইবে, সেই রচনা দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিবে।

উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য এবিষয়ে বিচারবিতর্ক আবশ্যক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পৌষ মাসের সাধনায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন, এক সংস্কৃত শব্দ বিভিন্ন ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় প্রচলিত বাঙ্গালা এবং আধুনিক মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে এইরূপ কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; যেমন (বাঙ্গালায়) সংবাদ, (মহারাষ্ট্রে) কথোপকথন। প্রান্ত=প্রদেশ। কুটুম্ব=স্ত্রী, পরিবার। তিরস্কার=ঘৃণা ইত্যাদি। অনেক স্থলে বাঙ্গালায় প্রচলিত যে সংস্কৃত শব্দ যে ভাব প্রকাশ করে, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচলিত অন্য সংস্কৃত শব্দ ঠিক সেই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রবন্ধলেখক উদাহরণ স্বরূপ (বাঙ্গালায়) বর্ত্তমান (মহারাষ্ট্রে) বিদ্যমান; আধুনিক=অর্ব্বাচীন; মনোমালিন্য=শত্রুতা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক স্থলে অপভ্রষ্ট শব্দগুলি উভয় ভাষাতেই কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে; যেমন সংস্কৃত দাড়িম্ব=মহারাষ্ট্রীয় ডালিম্ব; বাঙ্গালা ডালিম, দাড়িম ইত্যাদি। আবার বাঘ, সিংহ, হরিণ, ফুল, ফল, যব প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় একরূপ। মহাত্মা শিবজীর যত্নে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পার্সি প্রভৃতির অপভ্রষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলিত হয়। প্রবন্ধলেখক ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; মজুমদার=দেশলেখক, অমাত্য; নাজীর=উপদ্রষ্টা; মুতালিক=উপমন্ত্রী; ফতিল-সোজ (ফিলসোজ)=স্তম্ভদীপক; কারখানা=সম্ভারগৃহ, কার্য্যস্থান ইত্যাদি। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যদি এ বিষয়ের সমগ্র তালিকা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

* * * * * * * * *

মাঘ মাসের সাহিত্যে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একজন মুসলমান কবির লিখিত একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যের নাম পদ্মাবতী। কাব্য-লেখক সৈয়দ আলাওল। এক শত বৎসর হইল, কবিবর সৈয়দ আলাওল, মাগন ঠাকুর নামক একজন ভূম্যধিকারীর আদেশে পদ্মাবতীকাব্যের রচনা করেন। বাঙ্গালার হিন্দু কবি রঙ্গ-লাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিষয় অবলম্বন করিয়া পদ্মিনীর উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালার মুসলমান কবি সেই বিষয় লইয়াই পদ্মাবতীনামক উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান কবি আপনার কাব্য পার্সি অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। হামিদুল্লা খাঁ নামক একজন চট্টগ্রামবাসী মুসলমান উহা বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বলেন, প্রকাশকের অনবধানতায় বা অযোগ্যতায় মূল কাব্য খানি অনেক অংশে বিকৃত হইয়াছে। প্রবন্ধে পদ্মাবতী হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। কবি দিল্লীশ্বরের কারাধ্যক্ষের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

হাবেসি পুরুষ এক সাহার সেবায়।
বক্র ভুরু ক্রোধমুখ থাকয় সদায়॥
উপরের ওষ্ঠ তার নাসিকা উপর।
চিবুক ঢাকিছে পুষ্ট লম্বিত অধর॥
কোটর নয়ন যুগ্ম ঘোরে অবিরত।
বিকট সে আস্যে হাস্য নাহি কদাচিত॥
বক্রকেশ গোঁপ দাড়ি পিঙ্গল বরণ।
শ্যাম অঙ্গে লোমাবলী ভল্লূক লক্ষণ॥

কাব্যের আর এক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

ফুটিল কবরী কুসুম মাঝ। তারকামণ্ডলে জলদ সাজ॥
শশিকলা সম সিন্দূর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলক-জালে॥
মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বাণতরঙ্গে॥

উদ্ধৃত কবিতাগুলির পাঠে বোধ হয়, আলাওল সুকবি; "মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর" প্রয়োগে সুদক্ষ। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, এই মুসলমান কবি কবিত্বগৌরবে অনেক হিন্দু কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

* * *

বাঙ্গালার এইরূপ অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অনেকের হস্তে উহা রূপান্তরিত বা বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অনেক দরিদ্রের পর্ণকুটীরে উহা অযত্নে অবস্থিতি করিতেছে। এখন এই সকল বহুমূল্য রত্নের উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যসেবাব্রতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচারে উদ্যত হইলে পরিষদ তাঁহাদের সাধু উদ্যমের পরিপোষক হইতে পারেন।

* * *

বঙ্গের মুসলমানসমাজের যে সকল ব্যক্তি অধুনা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন, মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বে মুসলমান বাঙ্গালা ভাষার উৎসাহদাতা ও পরিপোষণকর্ত্তা ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানের অশ্রেদ্ধয় ছিল না। মুসলমানের উৎসাহে অনেক হিন্দু বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। পদ্মাবতীকার মুসলমান হইয়াও হিন্দুর অনুরোধে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যপ্রণয়নে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তিনি বাঙ্গালা

ভাষায় এরূপ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন যে, তাহাতে কৃতবিদ্য হিন্দুও বিস্মিত হইয়া, তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। এক সময়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সমবেদনা-সূত্রে ও প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশীয় ভাষা বাঙ্গালার উৎকর্ষ সাধনে এইরূপ যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! এখন "তে হি নো দিবসা গতাঃ"—আমাদের সে দিন গত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার মুসলমান ভিন্নদেশীয় ভাষাকে আপনাদের স্বদেশীয় ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালার মুসলমান বঙ্গভাষার গৌরববর্দ্ধনে ও প্রাধান্যস্থাপনে উদাসীন রহিয়াছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে, এই সময়ে মুসলমানসমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি সংযতভাবে উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বক বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে দেশের মঙ্গল হয়।

* * * * * * * * *

একজন সহৃদয় ইংরেজ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ দ্বীপের শত শত গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া প্রতি বৎসর প্রায় ১৮ হাজার টাকা লাভ করিয়া থাকেন। অন্ততঃ ৩০ জন গ্রন্থকারের বার্ষিক আয় প্রায় ৩৮ হাজার টাকা। অন্ততঃ ৬।৭ জন আপনাদের গ্রন্থে বার্ষিক প্রায় ৫৮ হাজার টাকা প্রাপ্ত হয়েন। দুই একজন প্রতিবর্ষে অন্যূন ৭৮ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। মহাসাগরের সহিত গোষ্পদের তুলনা করা যেরূপ অসঙ্গত, এই সকল ভাগ্যবান্ গ্রন্থকারের সৌভাগ্যের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থকারের অদৃষ্টের তুলনা করাও সেইরূপ অসঙ্গত। যে সকল বাঙ্গালাগ্রন্থকার আপনাদের প্রতিভায় ও লিপিকুশলতায় ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারাও গ্রন্থলব্ধ সম্পত্তিবিষয়ে ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকারদিগের অনেক পশ্চাতে রহিয়াছেন। বাঙ্গালায় বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থেরই বিক্রয় অধিক। এ বিষয়ে যাহা কিছু সৌভাগ্য, লোকহিতৈষী মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। গ্রন্থবিক্রয়ে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসলেখকের বার্ষিক আয় ৫ হাজার টাকার অধিক হয় নাই। বঙ্গদেশ দরিদ্র; সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এইরূপ নানাকারণে বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইতেছে না। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে জাতীয় সমাজের উন্নতি ও সজীব ভাবের পরিচয় হয়। বাঙ্গালী জাতীয়ভাবে সর্ব্বাংশে একাগ্রতাসম্পন্ন ও সজীব হইলে দ্রুতগতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও উন্নতি হইতে পারে।

* * * * * * * * *

বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যথোচিত আস্থা প্রকাশ না করুন, বাঙ্গালা সাহিত্যের এখন যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই প্রদেশান্তরের সাহিত্যসেবকগণ বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রতি

শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ক্রমে পরিপুষ্টিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের সমগ্র ভাষার মধ্যে হিন্দী ভাষার প্রচার অধিক। গতি ও বিস্তার বিষয়ে কেবল ইংরেজী ভাষা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদে এই বহুলপ্রচার ভাষার সাহিত্য ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছে। হিন্দী ভাষায় অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থও হিন্দীতে অনূদিত হইতেছে। বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটক ও উপন্যাসে হিন্দী সাহিত্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মসংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক গ্রন্থও উপেক্ষিত হয় নাই। হিন্দীতে হিন্দুধর্ম্মনীতি, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস এবং আর্য্যকীর্ত্তি প্রভৃতির অনুবাদ হইয়াছে। এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের অনুবাদ হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত আর্য্যকীর্ত্তি মহীশূরে কানাড়ু ভাষায় অনূদিত হইতেছে। এইরূপে প্রদেশান্তরে ক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাধান্য ও মর্য্যাদা লাভ হইতেছে। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশীয় ভাষায় কোন্ কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, আমরা সময়ান্তরে তাহার একটি তালিকা দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রদেশান্তরের সাহিত্যসেবকগণের রুচি ও অনুরাগের বিষয় জানা যাইবে।

* * * * * *
* * *

বিদ্যোৎসাহী ধনীর যত্নাতিশয়ে সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তার হয়। ধনীর সাহায্য না পাইলে বোধ হয়, সংসারে দামুন্যার চিরদরিদ্র কবির অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির বিকাশ হইত না, এবং ধনী উৎসাহ না দিলে বোধ হয়, লোকে গুণাকরের গুণগরিমার পরিচয় পাইত না, বা কবিরঞ্জনের চিত্তবিমোহিনী কবিত্বসুধার শান্তিলাভ করিত না। অধুনা উৎসাহের অভাবে এই দরিদ্র দেশের দরিদ্রভাবাপন্ন লেখকদিগের শক্তি ও প্রতিভা, উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এই দুঃসময়ে আমরা শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর ন্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ভূস্বামীকে বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে উদ্যত দেখিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইয়াছি। শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের এক জন সভ্য। পরিষদের উন্নতির জন্য তিনি যথাশক্তি যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার যত্ন তদীয় মহৎ কার্য্যে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ৫০০৲ টাকা এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ২৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পারিতোষিক-সংক্রান্ত বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির বিবরণ জানা উচিত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতির রচনা যাহাতে অকৃত্রিম, অক্ষত ও অকলঙ্কিত থাকে, তজ্জন্য অনেকে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; পরিষদও এবিষয়ে উদাসীন নহেন। যাঁহারা এতদ্দেশীয় সাহিত্যের গৌরব রক্ষার জন্য যত্নশীল, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার আদিম সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য পরস্পর সম্মিলিত হইলে একটি মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, বাঙ্গালায় তৎসমুদয়ের একটি তালিকা থাকা উচিত। এইরূপ তালিকা বাঙ্গালা ভাষার গতি ও ক্রম-বিকাশের অদ্বিতীয় পরিচয়স্থল। বস্তুতঃ প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত সে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার একটি ধারাবাহিক তালিকা না থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস ভালরূপে বুঝা যায় না। বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। গেজেটে যথাসময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালায় এই সকল তালিকা ধারাবাহিক রূপে লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক লোকহিতৈষী লং সাহেব ইংরেজী ভাষায় ক্ষুদ্র গ্রন্থকারে কতকগুলি পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিকট ঋণী। বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের যত্নে মুদ্রিত হয়। প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরাই বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার করিবার উপায় করিয়া দেন। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকের যত্নেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-পরিজ্ঞানের উপায় স্বরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহের তালিকা সঙ্কলিত ও প্রচারিত হয়।

মহামতি লং সাহেব দুই তিন বার বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৫৫ অব্দে যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ বৎসরে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিবরণ আছে। তালিকায় সর্ব্বসমেত ১,৪০০ খানি পুস্তকের নাম, আকার, মুদ্রণস্থান, মূল্য এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমরা বাঙ্গালায় এই তালিকার মর্ম্ম যথাক্রমে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। লং সাহেবের বিভাগ অনুসারে উপস্থিত তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী থাকিবে। পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় ব্যাকরণ এবং অভিধানের শ্রেণীভুক্ত পুস্তকগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইল। এই তালিকা প্রকাশিত হইলে পরবর্ত্তী গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রকাশের জন্য যত্ন করা যাইবে।

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যানুরাগের বিষয় সাহিত্যলেখক-দিগের অবিদিত নাই। প্রাচীন কালের মুদ্রিত গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে অনেক আছে। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থরাশির মধ্যে উল্লিখিত প্রাচীন তালিকা ছিল। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা

পরিষদের পুস্তকালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রস্তাবে উক্ত তালিকাভুক্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

ব্যাকরণ।

হালহেড্ নামক সিবিলিয়ান প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্ বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরি কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ সালে প্রচারিত হইয়া ১৮৫৫ সালের মধ্যে ৪র্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর রচিত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ সালে রচিত হয়। প্রণেতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত।

মুগ্ধবোধ, মূল বঙ্গানুবাদ সহ, সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত, চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ অব্দ। পত্র সংখ্যা ৫৫। [কেরী ও ফর্ষ্টার, এবং উলাষ্টন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন]

স্যার্ চার্লস্, হৌটন প্রকাশিত ব্যাকরণ। ১৮২১। মূল্য ১৫৲। ইহার একস্থলে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বুঝান হইয়াছিল।

ইংলিস দর্পণ, অর্থাৎ ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ; রামচন্দ্র প্রণীত। ১৮২২। পত্র সংখ্যা ২০১।

গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণ। ১৮২২। [Grammar by Gangakisser] ইংরাজি ভাষার, কি বাঙ্গালা ভাষার, বুঝা গেল না]।

ভাষা-ব্যাকরণ। ১৮২৩। পত্র সংখ্যা ৬৬। লেখক অজ্ঞাত। [১৮২৩ সালে এক খানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ইংরাজি ব্যাকরণ বাহির হয়; লেখক অজ্ঞাত]।

ব্যাকরণসার, নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র প্রণীত। বাঙ্গলায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। ১৮২৪। পত্রসংখ্যা ১৭১। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রামমোহন রায়ের ইংরাজি ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ১৮২৬। ইংরাজদিগের বাঙ্গলা শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

মরে সাহেবের ইংরাজি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকাশক জে, সি, মার্সমান। ১৮৩৩।

ছন্দোমঞ্জরী। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রকাশিত। ১৮৩৪। মূল্য।০ চারি আনা।

সারসংগ্রহ। বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভগবচ্চন্দ্র প্রকাশিত। ১৮৪০।

কেরী সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুবাদ; জে, রবিনসন প্রকাশিত। ১৮৪৬।

পত্র সংখ্যা ১০৯। মূল্য এক টাকা। ইহার একস্থলে বাঙ্গালা ভাষায় চলিত পাঁচশত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা দেওয়া ছিল।

ভগবানচন্দ্রের ব্যাকরণসারসংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য বার আনা। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বিচার সহ।

ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ ১৮৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী একজন বৈদ্য।

ইংরাজি ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত। পত্র সংখ্যা ৮২।

কীথ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পত্র সংখ্যা ৫৯। মূল্য দুই আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮২০ সালে প্রকাশিত। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত পনর হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়।

ক্ষেত্র মোহনের ব্যাকরণ, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৪। হিন্দু কলেজ পাঠাশালার ব্যবহারার্থ রচিত।

নন্দকুমারের ব্যাকরণদর্পণ। পত্রাঙ্ক ১০৭। মূল্য আট আনা। ১৮৫৩। ছন্দঃপ্রকরণ ও রসপ্রকরণ সমেত। সমগ্র গ্রন্থ পদ্যে রচিত। লেখক সৈনিক বিভাগের একাউন্টাণ্ট আফিসের কেরাণী ও হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৭৮। মূল্য চারি আনা।

রাম মোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইংরাজির অনুবাদ, পত্রসংখ্যা ১১৬। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৩; শেষ সংস্করণ স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫১। এই সময়ের মধ্যে তিন হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। "এই গ্রন্থে যথেষ্ট দার্শনিক গবেষণা ও ভাষাতত্ত্ব ঘটিত সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।" *

মুগ্ধবোধসারচন্দ্রোদয়। মুগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত। লেখক উত্তরপাড়া-নিবাসী তারকনাথ শর্ম্মা। পত্রসংখ্যা ২২৬। ১৮৪৭।

উপক্রমণিকা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫১; চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৫। পত্রসংখ্যা ১১৮। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত কালেজে ব্যবহৃত। অন্যত্র মুগ্ধবোধের স্থান অধিকার করিতেছিল।

সংস্কৃত ব্যাকরণ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাঙ্গালায় লিখিত। ইউরোপীয় ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, সর্ব্বনাম পর্য্যন্ত। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ৭০। মূল্য আট আনা।

শ্যামাচরণের ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রোজারিও কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫০।

---

* এই ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।—পঃ পঃ সঃ।

পত্রসংখ্যা ৪০৮। মূল্য পাঁচ টাকা। ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞের জন্য লিখিত। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃ প্রণালী ও কথোপকথনের ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

শ্যামাচরণের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রোজারিও কোম্পানির প্রকাশিত। ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ৩৬৯। মূল্য আঠার আনা। তৎপ্রণীত ইংরাজি ব্যাকরণের অনুবাদ।

বেঙ্গার সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১৫৬। মূল্য এক টাকা চারি আনা। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কোষগ্রন্থ।

ফষ্টার নামক এক জন সংস্কৃতজ্ঞ সিবিলিয়ান ১৭৯৯ অব্দে প্রথম বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করিয়া দুই খণ্ডে প্রচার করেন। উহাতে ১৮,০০০ শব্দ বিন্যস্ত ছিল। মূল্য ৬০৲।

মিলার সাহেবের অভিধান। ১৮০১। মূল্য ৩২৲ পত্রসংখ্যা ৫০ (?)।

উত্তরপাড়ানিবাসী পীতাম্বর মুখোপধ্যায় সঙ্কলিত শব্দসিন্ধু। ১৮০৯। ইহাতে অমর-কোষে ব্যবহৃত সমুদয় শব্দের বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছিল।

ঐ বৎসরই হিন্দুস্থানী যন্ত্র হইতে ৩৬০০ সংস্কৃত শব্দের অর্থযুক্ত অন্য একখানি অভিধান প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ২০০।

ধাতুশব্দজ। শ্রীরামপুর বাঙ্গালা স্কুলবুক সোসাইটি সভা হইতে প্রকাশিত। প্রায় ষষ্টি সংখ্যক ধাতু ও তাহা হইতে উৎপন্ন এক হাজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ সঙ্কলিত ইংরাজি, লাতিন ও বাঙ্গালা কোষগ্রন্থ। ১৮২১।

লাবাণ্ডিয়ার সাহেবের Mylius School Dictionaryর বাঙ্গালা অনুবাদ। ১৮২৪। পত্রসংখ্যা ৩০০। প্রকাশক রামমোহন রায়ের আংগ্লোহিন্দু স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন।

হৌটন সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। ১৮২৫। ইহাতে বত্রিশ সিংহাসন, কৃষ্ণরায়-চরিত্র, পুরুষপরীক্ষা ও হিতোপদেশ, এই কয়খানি গ্রন্থে ব্যবহৃত আড়াই হাজার বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরে একখানি বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনকর্ত্তার নাম অজ্ঞাত।

কেরী সাহেবের Dictionary ১৮১৫ হইতে ১৮২৫ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বড় বড় তিন খণ্ডে বাহির হয়। উহা ত্রিশ বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল। উহাতে ৮০,০০০ শব্দের সঙ্কলন ছিল। মূল্য ১২০৲ টাকা।

১৮২৭ সালে মার্শমান সাহেব কেরী সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করেন। ইহাতে ২৫,০০০ শব্দের সংগ্রহ ছিল।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। শব্দ সংখ্যা ৭,৫০০। মূল্য ৬৲, পত্রসংখ্যা ২৫।

মার্শমান সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। ১৮২৯। শব্দ সংখ্যা ২৬,০০০। মূল্য ১০৲।

মার্শমানের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ঐ বৎসর। শব্দ সংখ্যা ২৪,০০০।

হৌটনের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হয়। এই অভিধান বস্তুতঃই তৎকালে তুলনারহিত ছিল। ইহাকে বাঙ্গালার জন্‌সন্ বলা যাইতে পারে। কেরী সাহেবের অভিধানকেও ইহা সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত করিয়াছিল।

উইলিয়াম্‌সের ইংরাজি সংস্কৃত অভিধান, শিক্ষকের জন্য বিশেষ আবশ্যক।

জগন্নাথ মল্লিকের শব্দকল্পলতিকা ; অমরকোষের অনুবাদ। ১৮৩১। পত্রসংখ্যা ৩৮৭।

রেবরেণ্ড জে পীয়ার্সন প্রণীত School Dictionary ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান, ১৮২০। স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

রামকমল সেনের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান, ইহা ১৫ বৎসর পরিশ্রমের ফল ; এবং শ্রম-বিষয়ে রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের সহ তুলনীয়। ইহা প্রধানতঃ টড ও জনসনের গ্রন্থের অবলম্বনে সঙ্কলিত। ১৮৩৪। ইহাতে ৫৮,০০০ ইংরেজী শব্দের বাঙ্গালায় অর্থ আছে। মূল্য ৫০৲।

মর্টন সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮২৮। শব্দসংখ্যা ১০,৭০০। পত্রসংখ্যা ৬০০। মূল্য ৬৲।

জয়গোপালের পার্শী বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৩৮। শব্দসংখ্যা ২,৫০০।

১৮৩৮ সনে পূর্ণিয়ার সদর আমিন লক্ষ্মীনারায়ণ আদালতে পার্শীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা কথা চালাইবার উদ্দেশে আর এক খানি পার্শী বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করেন এবং বিভিন্ন জেলায় বিতরণার্থ গবর্ণমেণ্টকে ২০০ খণ্ড প্রদান করেন। আদালতে ব্যবহৃত পার্শী শব্দের অর্থবোধার্থ এখানি প্রয়োজনীয়।

শব্দকল্পতরঙ্গিণী। প্রকাশক জগন্নাথ মল্লিক, জমিদার। ১৮৩৮।

জগন্নাথ শর্ম্মার অভিধান। ১৮৩৮। শব্দসংখ্যা ১৬,০০০। পত্রসংখ্যা ৪৩৫।

বঙ্গঅভিধান। রত্ন হালদার সঙ্কলিত। ১৮৩৯। বানান শিখাইবার জন্য ৬,২৬৪টি সংস্কৃত শব্দের অকারাদিক্রমে তালিকা। পত্রসংখ্যা ১০২।

রামেশ্বর তর্কালঙ্কারের অভিধান। ১৮৩৯। পত্রসংখ্যা ৪৭৩। শব্দসংখ্যা ১৮,০০০।

Vocabulary of Scripture Proper Names. ইহাতে বাইবলে কথিত ব্যক্তি ও স্থান সকলের নাম বাঙ্গালায় লিখিবার প্রণালী দেওয়া ছিল। ইহুদী নামগুলি আরবি প্রথানুসারে লিখিত হইয়াছিল। ১৮৪০। পত্রসংখ্যা ২০০।

জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিধান। ১৮৪০। শব্দসংখ্যা ১২,০০০। পত্রসংখ্যা ১২০।

মর্টন সাহেবের বাইবেলের ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্রান্ত ৮০০ শব্দের ব্যাখ্যা। পত্রসংখ্যা ৩১। ১৮৪৫।

আঢ্যের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ৭৬১। মূল্য ৫৲।

শব্দসংখ্যা ২৩,০০০। ইংরাজি শব্দের ইংরাজি ও বাঙ্গালার অর্থ টড্, জন্‌সন্, মার্শমান্ সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত।

ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৪৮। ইংরাজি ও বাঙ্গালা অর্থ সঙ্কলিত ছিল।

আঢ্যের নূতন অভিধান। শব্দসংখ্যা ২০,০০০। মূল্য ১৲। [লং সাহেবের তালিকা প্রণয়নকালে যন্ত্রস্থ]।

চন্দ্রনাথের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান (চন্দ্রিকা যন্ত্র)। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৯০। বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজি উচ্চারণ প্রণালী সমেত।

রাধানাথ দে কোম্পানী প্রকাশিত। ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ১৮৫। বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ সমেত।

স্কুলবুক সোসাইটির ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫৩। পত্রসংখ্যা ২৫৬। মূল্য ৸৶০। ১৬,০০০ ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।

স্কুলবুক সোসাইটির বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। ১৮৫২। [দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ]।

হৌটন সাহেবের বাঙ্গালা অভিধান বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি ব্যাখ্যা। ১৮৩৩। পত্র-সংখ্যা ১,৪৬১। মূল্য ৮০৲। লণ্ডন রোজারিও কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য মুদ্রিত। ইহাতে সংস্কৃত অভিধানের কাজ চলে। ইহার ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পরিশিষ্টে ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধানেরও কাজ চলে। অনেক বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলিত আছে। প্রায় ৪০,০০০ বাঙ্গালা শব্দের পার্শী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। স্যার চার্লস্ হৌটন দশ বৎসর কাল হেলিবরিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

লাবাণ্ডিয়ার সাহেবের সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত জনসনের ডিক্‌শনারি। ১৮৩০। শেষ সংস্করণ ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ৩০৫। মূল্য ২৲। উপক্রমণিকায় ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেওয়া ছিল।

রবিনসন সাহেবের আইনঘটিত শব্দের অভিধান। শ্রীরামপুরে প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৪৬। বাঙ্গালাবিহারে আইনকানুনে ব্যবহৃত ৪,৫০০ শব্দের অর্থ সম্বলিত। ব্যবহার শাস্ত্রের পরিভাষা নির্ণয়োদ্দেশে সঙ্কলিত।

মল্লিকের তৃতীয় ভাগ ইংলিশ রীডারের অর্থপুস্তক। পত্রসংখ্যা ১১৫। মূল্য ৷৷০ আনা। ১৮৫২।

জনসনের অভিধানের সংক্ষিপ্ত সার, মেণ্ডী সাহেবের কৃত—ইংরাজি ও বাঙ্গালা অর্থ সম্বলিত। প্রথম সংস্করণ ১৮২২, শেষ সংস্করণ ১৮৫১। মূল্য ৫৲। পত্রসংখ্যা ৩৮৬। শব্দসংখ্যা ৩০,০০০। আরবি ও পার্শি শব্দ * তারকাচিহ্নযুক্ত; উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা ঘটিত পারিভাষিক শব্দের তালিকা দেওয়া আছে।

মেণ্ডী সাহেবের জনসনের সংক্ষিপ্ত সার,—ইংরাজি হইতে বাঙ্গালা। প্রথম সংস্করণ ১৮২৮; শেষ সংস্করণ ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ৩৯০। মূল্য ৫৲। শব্দসংখ্যা ২৮,০০০। মেণ্ডী সাহেব

চল্লিশ বৎসর কাল শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কাজ করেন। তিনি এই অভিধানে যথেষ্ট অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন।

মুখোপাধ্যায়ের ২য় ভাগ, Poetical Readerএর অর্থপুস্তক। ১৮৫১।

নীলকমল মুস্তৌফির পার্শি অভিধান (পার্শি হইতে বাঙ্গালা) ১৮৩৮। পত্রসংখ্যা ৭৬। সঙ্কলনকর্ত্তা নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। অভিধানে ২৮০০ পার্শি কথার বাঙ্গালা অর্থ ছিল।

জয়গোপালের পার্শী অভিধান ১৮৪০। পত্রসংখ্যা ৮৪। বর্ণানুক্রমে আড়াই হাজার পার্শি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া ছিল।

রামচন্দ্রের অভিধান। প্রথম সংস্করণ ১৮১৮। শেষ সংস্করণ ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ১৪১। মূল্য ৷৷৹ আনা। শব্দসংখ্যা ৬,৬০০। গ্রন্থকর্ত্তা কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালায় অভিধান সঙ্কলন করেন।

রোজারিওর প্রকাশিত ইংরাজি-বাঙ্গালা-হিন্দুস্থানী অভিধান। ১৮৩৭। পত্রসংখ্যা ৫২৫। মূল্য ৬৲। রোমক অক্ষরে লিপিবদ্ধ। রেবরেণ্ড ডবলু মর্টন সাহেব বাঙ্গালা অংশের ও মৌলবী হাসেন উর্দ্দু অংশের সঙ্কলয়িতা। প্রথমে ইংরাজি, পরে ইতালীয় অক্ষরে বাঙ্গালা, পরে রোমক অক্ষরে উর্দ্দু। মোট শব্দ ২৩,০০০।

স্কুলবুক সোসাইটীর প্রকাশিত বাঙ্গালা স্কুলবুক অভিধান। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২; পত্রসংখ্যা ২৩৪, মূল্য ৸৹। শব্দসংখ্যা ১২,০০০।

শব্দার্থপ্রকাশ অভিধান, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত। পত্রসংখ্যা ২১৬। মূল্য ।৶৹। শব্দসংখ্যা ৯০০।

বর্ণমালা অভিধান। তৃতীয় ভাগ। পত্রসংখ্যা ৫২, শব্দসংখ্যা ১,২০০।

শব্দাম্বুধি। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ৬০৪। মূল্য ২৷৷৹। রোজারিও কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। এই সংস্করণের মুদ্রিত ২০০০ খণ্ড এক বৎসরেই প্রায় নিঃশেষ হয়। ২৮,০০০ বাঙ্গালা শব্দের অর্থ মর্টন, কেরী, রাধাকান্ত দেব, ও রামচন্দ্রের অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণতা ও শক্তিবর্দ্ধনের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

অমরার্থদীধিতি [পূর্ণচন্দ্রোদয়যন্ত্রস্থ] কোলব্রুকের অমরকোষের প্রথানুকরণে সঙ্কলিত। পত্রসংখ্যা ৩০০।

অমরকোষ [সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা; ষ্টানহোপ যন্ত্র] পত্রসংখ্যা ১৩৮। ১৮৫৪। [কোলব্রুক সাহেব ১৮১৩ অব্দে প্রথমে অমরকোষ ইংরাজিতে তর্জ্জমা করেন। ১৮৩১ অব্দে জমিদার জগন্নাথ মল্লিক উহা নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন]।

ধাতুমালা [রোজারিও কোম্পানি, যন্ত্রস্থ] বিলাতে ছেলেরা যেরূপ লাতিন ব্যুৎপত্তি শিখে, সেই প্রণালীতে ইহাতে বালকগণকে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। গণিত, বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতিপয় পারিভাষিক শব্দেরও ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে।

ঠাকুরের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। প্রথম সংস্করণ ১৮০৫। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২। Sanders Cones Co. পত্রসংখ্যা ১৬৬। মূল্য ॥০। কেরী সাহেবের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের জন্য সঙ্কলিত। ধর্ম্মতত্ব, শরীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গৃহস্থালী ঘটিত শব্দের নাম বাঙ্গালা অক্ষরে ও রোমক অক্ষরে দেওয়া ছিল। তদ্ব্যতীত ভৈষজ্যঘটিত বৃক্ষ লতা উদ্ভিদেরও নাম ছিল। রচয়িতা উক্ত কালেজের সহকারী গ্রন্থরক্ষক ছিলেন।

মিল সাহেবের ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধীয় সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ। ইংরাজি শব্দের পর তাহার ইংরাজিতে ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া ছিল। বাইবল তর্জ্জমার সুবিধার জন্য লিখিত।

ক্রমশঃ—

ছেলেভুলানো ছড়া।

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোন রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত-কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প, চন্দন, গোলাপ জল, আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য্য আছে—সেই মাধুর্য্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সরস।

শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাঙ্গলা দেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদ বশতঃ সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়িভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে;—এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ সঙ্গীত স্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব-নৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথচ, আজ কাল এই ছড়া গুলি লোকে ক্রমশঃই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে ছোট বড় অনেক জিনিষ অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এই জন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাঙ্গালার অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জ্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়া গুলি এতই জড়িত, মিশ্রিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোন একটি বিশেষ পাঠ নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। কারণ, এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্ত্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতি-ক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।

নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

১ম পাঠ।

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥

বাজ্‌তে বাজ্‌তে চল্লো ডুলি।
ডুলি গেল সেই কম্‌লা পুলি ॥
কম্‌লা পুলির টিয়েটা।
স্বয্যিমামার বিয়েটা ॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই ॥
একটা পান ফোঁপ্‌রা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগ্‌ড়া ॥
কচি কচি কুম্‌ড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল্‌ ॥
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে ॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল।

২য় পাঠ।

আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌ ঘোড়াডুম্‌ সাজে।
ঢাঁই মির্‌গেল ঘাঘর বাজে ॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পল ঠুলি।
ঠুলি গেল কম্‌লাফুলি ॥
আয় রে কম্‌লা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই ॥
কচি কুম্‌ড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল ॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, কদমতলায় কে রে।
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে রে ॥

৩য় পাঠ।

আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম্‌ সাজে।
লাল মির্‌গেল ঘাঘর বাজে ॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে এল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি ॥
কমলাপুলির বিয়েটা।
স্বয্যিমামার টিয়েটা ॥

হাড় মুড় মুড় কেলে জিরে।
কুসুম কুসুম পানের বিঁড়ে॥
রাই রাই রাই রাবণ॥
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগ্গর ফুল॥
এক গাচি করে মেয়ে খাঁড়া।
এক গাচি করে পুরুষ খাঁড়া॥
জামাই বেটা ভাত খাবি ত এখানে এসে বোস্।
খা গণ্ডা গণ্ডা কাঁটালের কোষ॥ *

উপরি উদ্ধৃত ছড়া গুলির মধ্যে মূল পাঠ কোন্‌টি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং মূল পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্য পাঠগুলি ত্যাগ করাও উচিত হয় না। ইহাদের পরিবর্ত্তনগুলিও কৌতুকাবহ এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য। "আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে"—এই ছত্রটির কোন পরিষ্কার অর্থ আছে কি না, জানি না; অথবা যদি ইহা অন্য কোন ছত্রের অপভ্রংশ হয়, তবে সে ছত্রটি কি ছিল, তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েক ছত্র, বিবাহযাত্রার বর্ণনা। দ্বিতীয় ছত্রে যে বাজনা কয়েকটির উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাঠে কতই বিকৃত হইয়াছে। আবার ভিন্ন স্থান হইতে আমরা এই ছড়ার আর একটি পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আছে;—

---

* এই সকল পাঠ ছাড়াও অন্য পাঠ আছে;—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোরাডুম সাজে।
ডাহিন্ মেড়া ঘাগর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে লাগলো হুলি।
কে কে যাবি কদম ফুলি॥
ওন্ গোন্ টিয়ে-টোন্।
লাল বাগানের লাল ঝটকা।
লেগে যা গোয়াল ঘটকা॥
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।
আয়রে আমার টগরের ফুল॥
কাকী রাঁধে কুকী খায়।
হিম সময়ে দুঃখ পায়॥
বনের বাঘে খায় কি—
কপ্‌লে গায়ের দুধ॥
কপ্‌লে গাই নড়ে চড়ে।
পান্ ছিটকির বাড়ি মারে॥

পঃ পঃ সঃ।

আগডম্ বাগডম্ ঘোঁড়াডম্ সাজে।
ডান্ মেকৃড়া ঘাঘর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়্‌লো টুরি।
টুরি গেল কম্‌লাপুরী॥

ভাষার যে ক্রমশঃ কিরূপে রূপান্তর হইতে থাকে, এই সকল ছড়া হইতে তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আমরা যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। কোন্ গুলি কোন্ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকিবে। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, কলিকাতায় যে ছড়াগুলির সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাদের কোন্‌টা কোন্ প্রদেশে প্রচলিত তাহার নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বন্ধুগণ যাঁহাদের নিকট হইতে এগুলি আদায় করিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ অনেকেই কলিকাতার লোক নহেন। এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারাও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহকার্য্যে সাহায্য করিবেন *।

---

* উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশের পুরস্ত্রীগণ আমষষ্ঠী, মূলষষ্ঠী প্রভৃতি ব্রতে কথা বলিয়া থাকেন। এগুলি শাস্ত্রের কথা নামে পরিচিত আছে। এখন ব্রতাদির লোপের সঙ্গে এই কথা গুলিরও বিলোপদশা ঘটিতেছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ উক্ত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। এতদ্ব্যতীত মাঘ মাসে কোন কোন প্রদেশে হেঁচোড়া ঠাকুরুণের পূজা হইত। এখন হয় কি না, জানি না। বাড়ীর উঠানে কুলগাছ পুঁতিয়া, ছোট ছোট ভাইভগিনীগুলি একমাস কাল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা-বেলা কোমলকণ্ঠে ছড়া গাইয়া হেঁচড়া পূজা করিত। যেরূপ মনে আছে, একটি ছড়ার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

হেঁচোড়া ঠাক্‌রুণ লো ফ্যাচোঁড়া চুল।
তাতে কি শোভে লো গাঁদা ফুল॥
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া।
পাড়া পড়শী লো জয় জোকার দিয়া॥
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোণার যাদুধন কোলে তুলে নেব॥

এই সকল ছড়া সংগ্রহ করা আবশ্যক।

পঃ পঃ সঃ।

কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া।

(১)

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসী বলেন্ না যে খই মোয়াটা ধর॥
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানিলাম মা বড় ধন॥
মাকে দিলুম আমন দোলা।
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া॥
আপনি যাব গৌড়।
আন্‌ব সোনার মউর॥
তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে।
আপনি নাচ্‌ব ধেয়ে॥ *

(২)

কে মেরেছে কে ধরেছে সোণার গতরে।
আধকাঠা চাল দেব গালের ভিতরে॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে গোসা করে ভাত খাওনি কাল॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে কোঁদল করে আস্‌ব আমি কাল॥
মারিনাইকো ধরিনাইকো বলিনাইকো দূর।
সবে মাত্র বলেছি গোপাল চরাওগে বাছুর॥

---

* কোন কোন স্থলে এই ছড়াটির অন্যরূপ পাঠ প্রচলিত আছে। যথা :—

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের আগে টিয়া।
মাসী গেলেন শ্রীবৃন্দাবন দেখে আসি্‌ গিয়া॥
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জান্‌লেম আমি মা বড় ধন॥
মাকে দেব শঙ্খ সিন্দূর ভাইকে দেব বিয়া।
সোণার মুকুট মাথায় দিয়া তীর্থ করি্‌ গিয়া॥

পঃ পঃ সঃ।

(৩)

পুঁটু নাচে কোন্ খানে।
শতদলের মাঝখানে॥
সে খানে পুঁটু কি করে।
চুল ঝাড়ে আর ফুল পড়ে।
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে॥

(৪)

ধন ধোনা ধন ধোনা।
চোতবোশেখের বেনা॥
ধন বর্ষাকালের ছাতা।
জাড় কালের কাঁথা॥
ধন চুল বাঁধবার দড়ি।
হুড়কো দেবার নড়ি।
পেতে শুতে বিছানা নেই,
ধন ধূলোয় গড়াগড়ি॥
ধন পরাণের পেটে।
কোন্ পরাণে বল্‌বরে ধন
যাও কাদাতে হেঁটে॥
ধন ধোনা ধন ধন।
এমন ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।

(৫)

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী আমার বাড়ী যেয়ো।
সরু সুতোর কাপড় দেব ভাত রেঁধে খেয়ো॥
আমার বাড়ীর যাদুকে আমার বাড়ী সাজে।
লোকের বাড়ী গেলে যাদু কোঁদলখানি বাজে॥
হোক্ কোঁদল্ ভাঙ্গুক্ খাড়ু।
দুহাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু॥
ঝালের নাড়ু বাছা আমার না খেলে না ছুঁলে।
পাড়ার ছেলে গুলো কেড়ে এসে খেলে॥
গোয়াল থেকে কিনে দেবো দুদ্‌ওলা গাই।
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই॥

দুদ্‌ওলা গাইটে পালে হল হারা।
ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাঁপাকলা।
তাই দিয়ে যাদুকে ভোলা রে ভোলা॥

(৬)

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী ঘুমের বাড়ী যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো॥
শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেশম মেথে নেয়ো।
শীতলপাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো॥
আঁব কাঁটালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে॥
দুই দুই বাঁদি দেব পায়ে তেল দেবে।
উল্‌কি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়িভরা দই॥

(৭)

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী আমার বাড়ী এস।
শেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে বস॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
খিড়্‌কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেয়ো॥

(৮)

ও পাড়াতে যেয়ো না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পাতের ভাত খেয়োনা ভাব লেগেছে॥
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে।
ঢাকন খুলে দেখ বড় বৌর খোকা হয়েছে॥

(৯)

পান্‌কৌড়ি পান্‌কৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ'সে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুণ কোট'সে॥
ও বেগুণ কুটোনা বীচ রেখেছে।
ও ঘরেতে যেয়ো না বঁধু এয়েছে॥
বঁধুর পান খেয়োনা ঝগড়া করেছে।
দাদাকে দেখে কদমপানা ফুটে উঠেছে॥

(১০)

পান্‌কৌড়ি পান্‌কৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ'সে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছেন আলু কোট'সে॥
কি করে কুটব, চাকা চাকা করে।
ও দুয়োরে যেয়ো না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে॥
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে॥

(১১)

ঘুঘু মেতি সই।
পুত কই॥
হাটে গেছে।
হাট কই।
পুড়ে গেছে॥
ছাই কই।
গোয়ালে আছে॥
সোণা কুড়ে পড়বি।
না ছাই কুড়ে পড়বি॥ *

---

* পাঠান্তর :—

ঘুঘু—ঘু।
পেটে—ফু॥
কি ছেলে হ'লো।
বেটা ছেলে॥
ছেলে কই।
মাছ ধর্‌তে গেছে॥
মাছ কই।
চিলে নিলে॥
চিল কই।
ডালে বসেছে॥
ডাল কই।
পুড়ে ঝুড়ে গেল॥
ছাই মাটি কই।
ধোপায় নিলে॥
কি কর্‌লে।
কাপড় ধুলে॥
সোনা কুড়ে পড়বি।
না ছাই কুড়ে পড়বি॥

পঃ পঃ সঃ।

(১২)

ওরে আমার ধন ছেলে।
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে॥
মা বলে বলে ডাক্‌ছিলে।
ধূলো কাদা কত মাক্‌ছিলে॥
সে যদি তোমার মা হত।
ধূলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত॥

(১৩)

পুঁটুমণি গো মেয়ে।
বর দিব চেয়ে॥
কোন্ গাঁয়ের বর।
নিমাই সরকারের বেটা পাল্কী বের কর॥
বের করেছি বের করেছি ফুলের ঝারা দিয়ে।
পুঁটুমণিকে নিয়ে যাব বকুল তলা দিয়ে॥

(১৪)

ধূলোর দোসর নন্দ কিশোর ধূলো মাখা গায়।
ধূলো ঝেড়ে করব কোলে আয় নন্দরায়॥

(১৫)

ধূলোর দোসর নন্দকিশোর গা করেছ খড়ি।
কলুবাড়ী যাও তেল আনগে আমি দিব তার কড়ি॥

(১৬)

আয়রে চাঁদা আগড় বাঁধা দুয়ারে বাঁধা হাতী।
চোক ঢুল্ ঢুল্ নয়নতারা দেখ্‌সে চাঁদের বাজি।

(১৭)

বড় বউ গো ছোট বউ গো জল্‌কে যাবি গো।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখ্‌তে পাবি গো॥
কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে তাঁত নিবি গো।
তারি জন্যে মার খেয়েছি পিঠ দেখ গো॥
বড় বউ গো ছোট বউ গো আরেক কথা শুন্‌সে।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়োবাঁধা মিন্‌সে॥
ঘটি নেয়না বাটি নেয়না নেয়না সোণার ঝারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥

(১৮)

খোকা গেছে মাছ ধরতে দেবতা এল জল।
ও দেবতা তোর পায়ে ধরি খোকন্ আসুক ঘর॥
কাজ নাইকো মাছে, আগুন লাগুক্ মাছে।
খোকনের পায়ে কাদা লাগে পাছে॥

(১৯)

এ পারেতে বেনা ও পারেতে বেনা।
মাছ ধরেছি চুনোচানা॥
হাঁড়ির ভিতর ধনে।
গৌরী বেটী কনে॥
নোকে বেটা বর।
টাঁকশালেতে চাকৃরি করে ঘুঘুডাঙ্গায় ঘর॥
ঘুঘু ডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে।
ঘুঘুর মরণ দেখ্‌তে যাব এয়ো শাঁখা পরে॥
শাঁখাটি ভাঙ্গল।
ঘুঘুটি ম'ল॥

(২০)

কাঁহুনেরে কাঁহুনে কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদ্‌বে বলে মনে করেছ আশা॥
হাত ভাঙ্গ্‌ব পা ভাঙ্গ্‌ব কর্‌ব নদী পার।
সারা রাত কেঁদনা রে যাদু ঘুম' একবার॥

(২১)

তালগাছেতে হুতুমথুমো কাণ আছে পাঁদারু।
মেঘ ডাকৃছে বলে বুক করচে গুরু গুরু॥
তোমাদের কিসের আনাগোনা।
উড়ে মেড়ার বাপ আস্‌চে দিদিন্ ধিনা ধিনা॥

(২২)

দোল দোল দোলানি।
কাণে দেব চৌদানি॥
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ্।
ফেটে মর্‌বে পাড়ার লোক॥

মেয়ে নয়ক, সাত বেটা।
গড়িয়ে দেব কোমরপাটা॥
দেখ্ শত্তুর চেয়ে।
আমার কত সাধের মেয়ে॥

(২৩)

চাঁদ কোথা পাব বাছা যাহুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব।
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব॥
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমোরে আমার খোকামণি॥

(২৪)

তালগাছ কাটুম্ রসিক বাটুম্ গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড় বর আমি করব কি॥
আন্‌কা ভেঙ্গে সান্‌কা দিলুম কাণে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলায় দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥
চোখ্ খাওগো বাপ মা চোখ খাওগো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড় মরে কেশে।
নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন্ গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

(২৫)

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো॥
হিঙুল করে কড়মড়।
দাদা দিলে জগন্নাথ॥
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি।
ছুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি॥
চাল কাঁড়তে হল বেলা।
ভাত খাওসে হুপুর বেলা॥

ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা॥

(২৬)

ডালিম গাছে পরভু নাচে।
তাক্ ধুমাধুম বাদ্যি বাজে॥
আই গো চিন্তে পার।
গোটা দুই অন্ন বাড়॥
অন্ন ব্যঞ্জন দুধের স্বর।
কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মাল্লে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয় গো মায়ের বাড়ী॥
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ী।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙ্গা চল্ শ্বশুর বাড়ী॥

(২৭)

উলু কেতু দুলুকেতু নলের বাঁশী।
নল ভেঙ্গেছে একাদশী॥
একা নল পঞ্চদল।
কে যাবি রে কামার সাগর॥
কামার মাগী কেরকেরাণি।
যেন পাটরাণী॥
আক বন ডাব বন।
কুড়ি কিষ্টি বেড়াবন॥
কার পেটের দুয়ো।
কার পেটের সুয়ো॥
বলে গেছে চড়ুই রাজা।
চোরের পেটে চাল কড়াই ভাজা॥

কাঠবেড়ালী মদ্দা মাগী কাপড় কেচে দে।
হারদোচ্ খেলাতে ডুল্কি কিনে দে॥
ডুল্কির ভিতর পাকা পান।
ছি হিঁদুর সোয়ামি মোচরমান॥
এক পাথর কলা পোড়া এক পাথর ঝোল।
নাচে আমার খুকুমণি বাজা তোরা ঢোল॥

(২৮)

উলুকুটু ধূলুকুটু নলের বাঁশী।
নল ভেঙ্গেছে একাদশী॥
একা নল পঞ্চদল।
মা দিয়েছে কামারশাল॥
কামার মাগীর ঘুরঘুরুনি।
অর্পণ দর্পণ।
কুড়িগুষ্টি ব্রাহ্মণ॥

(২৯)

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দুপাটে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেচে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে॥
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলাফেলা কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্ খান দে বকুলতলা দে॥
বকুল ফুল কুড়্তে কুড়্তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতানাথের খেলা॥
সীতানাথ বলে ভাই চাল কড়াই খাব।
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে।
সোণামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

(৩০)

রাণু কেন কেঁদেছে।
ভিজে কাঠে রেঁধেছে॥
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট।
কিনে আন্‌ব শুক্‌নো কাঠ॥
তোমার কান্না কেন শুনি।
তোমার শিকেয় তোলা ননি।
তুমি খাওনা সারা দিনই॥

ক্রমশঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

১৯শে কার্ত্তিক, রবিবার (৪ঠা নবেম্বর)।

উপস্থিত সদস্য।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি)
শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ, সি, এস্।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সদস্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন ঃ—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।
২। শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল্।
৩। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি।
৪। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাগচি।
৫। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস।
৬। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত।
৭। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস।
৮। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র।
৯। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
১০। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র।
১১। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ।
১২। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস্।
১৩। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার।
১৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, বারিষ্টার।
১৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম্, এ।
১৬। শ্রীযুক্ত শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।
১৭। শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বাগচি।
১৮। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিংহ।
১৯। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ মুন্সী।
২০। শ্রীযুক্ত শশধর রায়।
২১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়।
২২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে, সি, এস্।
২৩। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সি, এস্।

২। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুকে বেতনভুক্ত সহকারী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইল। তাহা বিশেষরূপে আন্দোলিত হইলে পর স্থিরীকৃত হইল যে, বাবু ঈশানচন্দ্র বসুকে এই কার্ত্তিক মাস হইতে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে আপাততঃ বেতন দেওয়া হউক। ঈশান বাবু নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিষদের জন্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিবেন, পরিষদ-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন ও পত্রিকার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন এবং পরিষদ কার্য্যালয়ের কর্ম্মাদিও দেখিবেন। মাসিক দশ টাকা ভিন্ন পরিষদের পুঁথিসংগ্রহের জন্য সময়ে সময়ে যে পাথেয় ব্যয় হইবে, তাহা বিল করিয়া পরিষদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন।

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় দুই জন সভ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের যে নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কিরূপ কার্য্যসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এক বৎসর না দেখিলে বলা যায় না। আর এক বৎসরের পূর্ব্বেই নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না এবং কোন সভাও তাহা করে না। সুতরাং সভ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব এখন সঙ্গত হয় না। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের কথায় সকলে একমত হওয়ায় সভ্যবৃদ্ধির প্রস্তাব স্থগিত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড সাহেবের পরিষদের সহিত সংস্রব ত্যাগপত্র পঠিত হইলে সর্ব্ব সম্মতি অনুসারে তাহা পরিগৃহীত হইল। এবং স্থিরীকৃত হইল যে লিওটার্ড সাহেব পরিষদের জন্য যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। লিওটার্ড সাহেবের স্থানে অন্যতর সম্পাদক নিয়োগের কথা উঠিলে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর ধার্য্য হইল যে, ইহা পরিষদের আগামী অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল। পত্র খানি এই ঃ—

ওঁ

পরমপ্রণয়াস্পদ মিত্রবরেষু ;—

আগামী রবিবার মাসিক অধিবেশন হইবার সংবাদ পাইলাম। এবারও পরিষদসমীপে আমার একটি প্রস্তাব আছে। ঐ প্রকার প্রস্তাবের মধ্যে বোধ হয় উহা শেষ প্রস্তাব। আমার প্রস্তাব এই যে পরিষদের সকল সভ্যেরা আপনাদিগকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিবেন। আমরা কি একটি জাতি নহি? আমাদিগের কি একটি ভাষা নাই যে, বন্ধুকে সামান্য পত্র লিখিতে হইলে বিদেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে হইবে? কোন্ ইংরাজ আর এক ইংরাজকে ফরাসী ভাষায় পত্র লিখিয়া থাকেন? কোন্ ফরাসী অন্য এক জন ফরাসীকে জর্ম্মান্ ভাষায় পত্র লিখিয়া থাকেন? ইংরাজী পত্রে আমরা যে ভাব ব্যক্ত করি, তাহা যদি বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ভাষার উন্নতি সাধন করা হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। ইতি—

স্নেহশীল

দেবগৃহ, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩০১। শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

স্থিরীকৃত হইল যে, বসু মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিষদের সভ্যদিগের পক্ষে একটি বিশেষ সদুপদেশ। এই সদুপদেশ প্রদান করার জন্য পরিষদ রাজনারায়ণ বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

৬। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট রামায়ণের একখানি প্রাচীন আদর্শ আছে। অক্রূর বাবু এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক, যেন তিনি সেই প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে বাবু অক্রূরচন্দ্র সেনের সহিত প্রয়োজন মত পত্রাদি লিখেন।

৭। পরিষদের পুস্তকালয় স্থাপনের কথা উপস্থিত হইলে স্থির করা হইল যে, আগামী মাসিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিলে পুস্তকালয়ের নিমিত্ত মাসিক কি পরিমাণে ব্যয় করা যাইতে পারে, পরিষদ তাহা বিবেচনা করিবেন।

৮। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাশীদাসী মহাভারত সংগ্রহ ও সঙ্কলনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল যে, পরিষদের নিকট মহাভারত উপস্থিত করায় এবং উহার প্রকাশ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় পরিষদ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রফুল্ল বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। পরামর্শদান সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধি অনুসারে চলুন। তবে এ বিষয়ে পরিষদ তাঁহাকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। আর আদিপর্ব্ব খানি পাণ্ডুলিপির সহিত যথোচিত মিলাইয়া ও লেখা সমাপ্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলে উহার প্রকাশ সম্বন্ধে পরিষদ ভবিষ্যতে বিবেচনা করিবেন।

তৎপরে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
২৪শে অগ্রহায়ণ। সভাপতি। সম্পাদক।

সপ্তম অধিবেশন।

২৪শে অগ্রহায়ণ, রবিবার (৯ই ডিসেম্বর)।

উপস্থিত সদস্য।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম্, এ, ডি, এল্।
শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ দে।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত।
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে।
শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অবিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত ও পরিগৃহীত হইল।

১। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্যপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

১। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্,এ,বি,এল্।
৩। শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়।
৪। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ।
৫। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ।
৬। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।
৭। শ্রীযুক্ত কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি।
৯। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।
১০। শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
১১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র।
১২। শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র বসু।
১৩। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।
১৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ।
১৫। শ্রীযুক্ত মতিলাল মল্লিক এম্, এ,।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কারণ বশতঃ সভায় অধিক-ক্ষণ থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আমি এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক উচ্চপদস্থ মুসলমান সদস্যের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আমার বিবেচনায় বাঙ্গালাপ্রচলনবিষয়ে দুইটি সাধারণ সভার অধিবেশন করিলে ভাল হয়। একটি সভা, শিক্ষাবিভাগের শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগকে লইয়া, আর একটি সভা মুসলমানসম্প্রদায়ের নেতৃগণকে লইয়া করাই সঙ্গত। এই উভয় সভার অধিবেশন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

তাহার পর বিষয়টি লইয়া অনেক আলোচনা হইল। স্থির হইল যে, এই বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সমিতির সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হউক। সমিতির প্রতি ভারার্পিত হইল যে, তাঁহারা এই বিষয়ে মতামত সংগৃহীত করিবার জন্য উভয় পক্ষের নিকট পত্রাদি লিখিবেন। আর পত্রাদি লেখার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইবে, তাহা পরিষদ প্রদান করিবেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে মীমাংসাসূচক প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে পর এই বিষয়ে অধিবেশনাদি যাহা করিতে হয়, পরিষদ তাহা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

৩। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের স্থানে অন্যতর সম্পাদকনিয়োগের কথা উঠিলে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনানুসারে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে তৎপদে নিয়োগ করা হইল।

৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি হুগলি জেলার কোন গ্রাম হইতে এক খানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাহার পর এপর্য্যন্ত যতগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা পাঠ করা হইল। অবশেষে স্থির হইল, এই বিষয়ে আরও পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা হউক।

৫। পারিভাষিক সমিতির কার্য্যবিবরণের কথা উঠিলে দেখা গেল যে, তাহার কার্য্য কতক সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পর যাহাতে তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে পারিভাষিক সমিতির সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করা হইল। আর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত ইংরাজী শব্দগুলির বাঙ্গালার প্রতিশব্দ নিরূপণের ভার পারিভাষিক সমিতির প্রতি অর্পিত হইল।

৬। পুস্তকালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থিত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পরিষদের আয় ব্যয় বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হইল। তাহাতে দেখা গেল যে, পরিষদের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগ অধিক। এই কারণে স্থিরীকৃত হইল যে, আপাততঃ পুস্তকালয় সম্বন্ধে কিছু ব্যয় করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে পরিষদের মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার আছেন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গ্রন্থ পরিষদকে প্রদান করিবার জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করা হউক।

৭। স্থিরীকৃত হইল যে, পত্রিকাপ্রকাশের নিমিত্ত পত্রিকাসম্পাদক ও তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। আর পত্রিকায় গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও প্রকাশিত হউক।

৮। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধানুসারে পরিষদের দুই জন আয়ব্যয়পরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় মহাশয় দ্বয়কে আয়ব্যয়পরীক্ষকের পদে নিয়োগ করা হইল।

৯। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে পত্র পঠিত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১০। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কবিকঙ্কণসম্বন্ধীয় পত্র পঠিত হইল। পত্রখানি এই ;—

সবিনয় নিবেদন,—

আমার একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষপত্রে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্র আছে।

সমাপ্তোহয়ং দ্বাদশস্কন্ধঃ। সমাপ্তঞ্চেদং শ্রীভাগবতং মহাপুরাণমিতি।.........শিবমস্তু শকাব্দাঃ ১৬১২ ॥

যমাঙ্করসভূসংখ্যে নত্বা গুরুপদাম্বুজম্।
শাকে লেখি মহাদেবশর্ম্মণা কাঞ্চ´নামকম্ ॥
শ্রীলশ্রীকবিকঙ্কণাত্মজসুতঃ পঞ্চাননাখ্যস্তৎসুতো
নত্বা দেবগুরুং লিলেখ ভগবৎ-শাস্ত্রং পরং মুক্তিদম্।
সারাৎসারতরং পুরাণমমৃতং তারাঙ্কুরং সৎপ্রিয়ং
যৎ শ্রুত্বা ন পুনর্ভবেদ্ভববতাং সংসারবাসঃ সদা ॥
শ্রীহরিঃ ।

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু তিথির্যাভূদ্ধরিপ্রিয়া।
তস্যামিয়ং সমাপ্তা চ শ্রীভাগবতসংহিতা ॥

উদ্ধৃত শ্লোকসম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য ঃ—

(১) শ্লোকোক্ত কবিকঙ্কণ আর চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণ এক ব্যক্তি কি না প্রমাণের উপায় আছে কি না ?

(২) চণ্ডীমঙ্গলপ্রণেতা কবিকঙ্কণের কালনিরূপণের কি কি উপায় বর্ত্তমান আছে ?

(৩) চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণের পুত্রপৌত্রাদির নাম জানিবার কোন উপায় আছে কি না, এবং তাঁহার বংশের কেহ বর্ত্তমান আছেন কি না ?

(৪) উদ্ধৃত শ্লোকে 'আত্মজসুত' অর্থে পুত্র কি পৌত্র ?

এই কয়েক প্রশ্নের উত্তর পরিষদ অথবা পরিষদের কোন সদস্য মহোদয় দিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি—

নিবেদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

এই বিষয়ের মীমাংসার ভার পত্রিকাসম্পাদকের উপর অর্পিত হইল।

তাহার পর সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

৭ই মাঘ। সভাপতি। সম্পাদক।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আপনাদের প্রণীত ও অপর গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে উপহার প্রদান করিয়াছেন। পরিষদ তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই, প্রদত্ত :—১ ঋগ্বেদ সংহিতা মূল। ২ উহার বঙ্গানুবাদ ২ ভাগ। ৩ সমাজ। ৪ সংসার। ৫ হিন্দুশাস্ত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। ৬ মহাভারত (সংস্কৃত) ছয় ভাগ। ৭ বৈদ্যক শব্দসিন্ধু অভিধান। ৮ গ্রীক ও হিন্দু (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৯ Indo-Aryans (by Rajendralala Mitra) 2 vols. ১০ Max Muller's Essays 2 vols. ১১ A History of Civilization in Ancient India, 2 vols. ১২ Lays of Ancient India।

মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর প্রদত্ত :—১ পঞ্চ পুষ্প। ২ বৈদ্যক শব্দসিন্ধু। ৩ শান্তি-সোপান। ৪ কৃষি-ক্ষেত্র। ৫ বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (সাতকড়ি হালদার)। ৬ হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা (দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৭ পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব। ৮ বিলাতযাত্রা নিষেধপ্রতিষেধ। ৯ প্রকৃতিবাদ অভিধান। ১০ মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী। ১১ বালরঞ্জনম্ (সংস্কৃত)। ১২ Ireland in '98 (J. B. Daly). ১৩ Life of Raja Digambar Mitra (by Bholanath Chundra). ১৪ Hindu Seavoyage Movement, 2 pamphlets. ১৫ Lord Lyttleton's Poetial Works. ১৬ Johnson's Letters. ১৭ Hunt's Poetical works. ১৮ Longman's Magazine, 2 vols. ১৯ Mookerjee's Magazine 3 vols.

পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রদত্ত :—১ আর্য্য-কীর্ত্তি। ২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। ৩ ভারতকাহিনী। ৪ ভারতপ্রসঙ্গ। ৫ নবভারত। ৬ ভীষ্মচরিত। ৭ জয়দেবচরিত। ৮ হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়। ৯ আমাদের জাতীয় ভাব। ১০ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু প্রদত্ত :—১ রামাভিষেক নাটক। ২ হরিশচন্দ্র নাটক। ৩ আনন্দময় নাটক। ৪ সতীনাটক। ৫ প্রণয়পরীক্ষা নাটক। ৬ রাসলীলা নাটক। ৭ দুলীন। ৮ নাগাশ্রমের অভিনয়। ৯ মনোমোহন গীতাবলী। ১০ হিন্দুর আচার-ব্যবহার। ১১ বক্তৃতামালা। ১২ পদ্যমালা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্. এ. প্রদত্ত :—১ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। ২ জন্ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। ৩ ম্যাট্সিনির জীবনবৃত্ত। ৪ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত। ৫ শান্তি পাগল। ৬ আত্মোৎসর্গ। ৭ প্রাতঃস্মরণীয়-চরিতমালা। ৮ সমালোচনমালা। ৯ কীর্ত্তি-মন্দির। ১০ চিন্তাতরঙ্গিণী। ১১ হৃদয়োচ্ছ্বাস। ১২ প্রাণোচ্ছ্বাস। ১৩ জ্ঞান-সোপান (১ম ও ২য় ভাগ)। ১৪ শিক্ষা-সোপান, (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)। ১৫ শিশু-পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ)। ১৬ পদ্য শিশুশিক্ষা। ১৭ প্রথমশিক্ষা। ১৮ ধারাপাত।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রদত্ত :—১ হিন্দুধর্ম্মনীতি। ২ নারীনীতি। ৩ স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ। ৪ নীতিকবিতাবলী। ৫ নীতিপ্রভা। ৬ নীতিপদ্য। ৭ চাণক্যনীতি। ৮ বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেন গুপ্ত প্রদত্ত :—১ প্রতিভা। ২ হেমপ্রভা। ৩ অতুলচন্দ্র। ৪ ভারতভ্রমণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ৫ হীরাবাই। ৬ গান ও কবিতা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত :—১ রুসিয়া। ২ ভিক্টোরিয়া রাজসূয়। ৩ যৌবনে যোগিনী। ৪ নবযুগ।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ প্রদত্ত :—১ অশ্রু নাটক (বিপিনবিহারী ঘোষ)। ২ নূরজাহান (ঐ)।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত :—১ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি। ২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত ;—১ হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা। ২ কমলকলিকা। ৩ একতাব্রত। ৪ Memoir of Raja Rammohun Roy. ৫ Hindu Religion.

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত :—কঙ্কাবতী।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রদত্ত :—Descriptive Catalogue of Bengali Works. (J. Long)।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত :—গ্রীক ও হিন্দু।

শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত :—পুলিশ ও লোকরক্ষা।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত :—বর্ণ-শিক্ষা-প্রণালী।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রদত্ত :—রাজাবলী।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত :—রেশমবিজ্ঞান।

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার,

গ্রন্থরক্ষক।

পরিষদের সদস্য।

১।	মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,	কলিকাতা।
২।	মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্ ; সি, আই, ই,	বর্দ্ধমান।
৩।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,	কলিকাতা।
৪।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ ; বি, এল্	„
৫।	„ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী,	„
৬।	„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	„
৭।	„ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী,	„
৮।	„ শারদাপ্রসাদ দে,	„
৯।	„ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,	„
১০।	„ নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,	বেলডাঙ্গা—মুর্শিদাবাদ।
১১।	„ মতিলাল হালদার বি, এল্,	কলিকাতা।
১২।	„ জগচ্চন্দ্র সেন,	কুমিল্লা।
১৩।	মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৪।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই,	„
১৫।	„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বারিষ্টার,	„
১৬।	পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,	„
১৭।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	„
১৮।	„ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	„
১৯।	„ সুন্দরীমোহন দাস এম, বি,	„
২০।	„ মনোমোহন বসু,	„
২১।	„ সাতকড়ি হালদার বি, এল্,	„
২২।	„ গোঁসাইদাস গুপ্ত,	„
২৩।	„ নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ, সি, এস্,	„
২৪।	„ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্, এ,	„
২৫।	„ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	„
২৬।	„ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম এ, সি, এস্,	বগুড়া।
২৭।	„ চারুচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা।
২৮।	„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
২৯।	„ বসন্তরঞ্জন রায়,	বেলেতোর, বাঁকুড়া।

৩০।	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সিংহ,	কলিকাতা।
৩১।	" ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন,	"
৩২।	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	"
৩৩।	" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	"
৩৪।	" নবীনচন্দ্র সেন বি,এ, (বিশিষ্ট),	রাণাঘাট।
৩৫।	মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি, এল্,	কলিকাতা।
৩৬।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	"
৩৭।	" শারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	"
৩৮।	" দীননাথ সেন, স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টর,	ঢাকা
৩৯।	" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্,	কলিকাতা।
৪০।	" অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক),	"
৪১।	" রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট),	দেওঘর।
৪২।	" প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	বর্দ্ধমান।
৪৩।	" প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি,	কলিকাতা।
৪৪।	Sir Monier Williams K. C. I E. (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৪৫।	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্,	বরাহনগর।
৪৬।	Sir William Hunter K. C. S. I. (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৪৭।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,	কলিকাতা।
৪৮।	" রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ,	"
৪৯।	" অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল,	আজিমগঞ্জ।
৫০।	" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্, (বিশিষ্ট),	খিদিরপুর।
৫১।	" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,	"
৫২।	John Beames Esqur. (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৫৩।	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে,	কলিকাতা।
৫৪।	" নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্,	"
৫৫।	" কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট),	ঢাকা।
৫৬।	" কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ,	কলিকাতা।
৫৭।	" চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট),	"
৫৮।	" গোবিন্দলাল দত্ত,	"
৫৯।	" নিত্যকৃষ্ণ বসু এম্, এ,	"
৬০।	Sir George Bridwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট),	লণ্ডন।
৬১।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক),	কলিকাতা।

৬২।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, (শিক্ষাপরিচয়-সম্পাদক),	উত্তরপাড়া।
৬৩।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট),	কলিকাতা।
৬৪।	„ মথুরানাথ সিংহ বি, এল্,	বাঁকীপুর।
৬৫।	„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	বাঁকীপুর।
৬৬।	„ নবীনচন্দ্র দাস, এম্, এ,	নদীয়া।
৬৭।	„ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ,	রঙ্গপুর।
৬৮।	„ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার,	কলিকাতা।
৬৯।	„ শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্,	„
৭০।	„ ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	তমোলুক।
৭১।	„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ,	কলিকাতা।
৭২।	„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্,	„
৭৩।	„ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
৭৪।	„ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম এ,	„
৭৫।	„ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,	„
৭৬।	„ কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ,	„
৭৭।	„ চণ্ডীচরণ সেন,	„
৭৮।	„ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,	„
৭৯।	„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	হালিসহর।
৮০।	„ পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী,	কলিকাতা।
৮১।	„ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ,	„
৮২।	„ রজনীনাথ রায়, এম্, এ, ডেঃ কণ্ট্রোলার,	„
৮৩।	„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ট্রিবিউন্-সম্পাদক,	লাহোর।
৮৪।	„ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্, এ,	ভাগলপুর।
৮৫।	„ রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর,	„
৮৬।	„ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	বৰ্দ্ধমান।
৮৭।	„ রামলাল মুখোপাধ্যায়, বি, এল,	„
৮৮।	„ সত্যতারণ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	„
৮৯।	„ মন্মথকুমার বসু এম্, এ,	„
৯০।	„ প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্,	„
৯১।	„ বঙ্কবিহারী সিংহ বি, এ,	„
৯২।	„ শ্যামাধব রায়,	কলিকাতা।
৯৩।	„ অক্ষয়কুমার সেন,	ঢাকা।

৯৪।	শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী,	কলিকাতা।
৯৫।	" নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	কলিকাতা।
৯৬।	" অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি,	জব্বলপুর।
৯৭।	" নন্দলাল বাগচি, বি, এ,	তমোলুক।
৯৮।	" রমেশচন্দ্র দাস বি, এ,	বরিশাল।
৯৯।	" কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত বি, এ,	"
১০০।	" বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, বি, এল্,	"
১০১।	" অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল,	সিউড়ি।
১০২।	" গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ,	"
১০৩।	" হরিনারায়ণ মিশ্র,	"
১০৪।	" নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্, এ,	বহরমপুর।
১০৫।	" লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস্,	দিনাজপুর।
১০৬।	" চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার,	কলিকাতা।
১০৭।	" আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার,	"
১০৮।	" ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম্, এ, ডি, এল্,	ভবানীপুর।
১০৯।	" শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,	রাজসাহী।
১১০।	" ব্রজগোপাল বাগচি, এম্, এ, বি, এল্,	"
১১১।	" গুরুনাথ মুন্সী এম্, এ, বি, এল্,	"
১১২।	" শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্,	"
১১৩।	" শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্,	"
১১৪।	" ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম্, এ, সি, এস্,	বালেশ্বর।
১১৫।	" বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস,	বাখরগঞ্জ।
১১৬।	" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	কুমিল্লা।
১১৭।	" স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট্,	ভবানীপুর।
১১৮।	মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ,	কলিকাতা।
১১৯।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ, সি, এস্,	হুগলী।
১২০।	" বরদাচরণ মিত্র এম্, এ, সি, এস্,	বাখরগঞ্জ।
১২১।	পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	কলিকাতা।
১২২।	শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্,	হুগলি।
১২৩।	" নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্,	কলিকাতা।
১২৪।	" কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ,	ঐ।
১২৫।	" ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	খিদিরপুর।

১২৬।	শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্,	কলিকাতা।
১২৭।	„ রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়,	রঙ্গপুর।
১২৮।	„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্. এ,	বাঁকুড়া।
১২৯।	„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এ,	কলিকাতা।
১৩০।	„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী,	ময়মনসিংহ।
১৩১।	কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
১৩২।	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্. বি,	„
১৩৩।	„ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,	উত্তরপাড়া।
১৩৪।	„ অক্ষয়কুমার মৈত্র বি. এল্,	রাজসাহী।
১৩৫।	„ হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি, এল্,	যশোহর।
১৩৬।	„ কুঞ্জলাল রায়,	কলিকাতা
১৩৭।	„ মন্মথনাথ দত্ত এম্. এ,	„
১৩৮।	„ মতিলাল মল্লিক বি. এ,	মেদিনীপুর।
১৩৯।	„ দামোদর মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৪০।	„ মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার,	„
১৪১।	„ অঘোরনাথ ঘোষ বি. এল্,	বাঁকুড়া।
১৪২।	„ তারণচন্দ্র সেন,	„
১৪৩।	„ নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য,	„
১৪৪।	„ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি. এল্,	„
১৪৫।	ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জ্জন,	„
১৪৬।	কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার,	সিয়ারসোল।
১৪৭।	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী,	হাবড়া।
১৪৮।	„ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
১৪৯।	„ গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্. এ. বি, এল্,	„
১৫০।	„ সারদাচরণ মিত্র এম্. এ. বি. এল্,	„
১৫১।	„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এ,	দিনাজপুর।
১৫২।	„ অশ্বিনীকুমার দাস বি. এ,	কুমিল্লা।
১৫৩।	„ মাখনলাল সিংহ,	কলিকাতা।
১৫৪।	„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ. বি. এল্,	„
১৫৫।	„ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্. এ. বি. এল্,	„
১৫৬।	„ ভবেন্দ্রনাথ দে বি. এল্,	„
১৫৭।	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি. এল্,	„

১৫৮।	শ্রীযুক্ত	মন্মথচন্দ্র মল্লিক,	কলিকাতা।
১৫৯।	„	হেমচন্দ্র মল্লিক,	„
১৬০।	„	প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায়,	„
১৬১।	„	যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
১৬২।	„	যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	„
১৬৩।	„	রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত,	„
১৬৪।	„	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি. এস্,	সেতারা।
১৬৫।	„	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,	কলিকাতা।
১৬৬।	„	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ,	„
১৬৭।	„	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	„
১৬৮।	„	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	„

পরিষদের কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্য্যসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।

পত্রিকাসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।

আয়ব্যয় পরীক্ষক।

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ।

শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম্, এ।

রামায়ণ-তত্ত্ব

প্রথম ভাগ।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

বা = বালকাণ্ড।	আ = আরণ্যকাণ্ড।	সু = সুন্দরকাণ্ড।
অ = অযোধ্যাকাণ্ড।	কি = কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।	ল = লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড।
	উ = উত্তরকাণ্ড।	
	প্র = প্রক্ষিপ্ত সর্গ।	

কাণ্ডের পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি অধ্যায়সূচক বা সর্গসূচক।

রামায়ণের তিন সংস্করণ (Recension) প্রচলিত আছে; (১) বঙ্গদেশীয় (গৌড়), (২) উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় (কাশী), (৩) বোম্বাই-প্রদেশীয় (দক্ষিণ)। এই "রামায়ণ-তত্ত্ব" বোম্বাই (দক্ষিণ) সংস্করণ রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত। টীকাগুলির জন্য সংগ্রহকার দায়ী। টীকায় "গ্রন্থান্তর বা মতান্তর" অর্থে গৌড় সংস্করণ কিংবা কাশী সংস্করণ রামায়ণ বুঝিতে হইবে।

দেবগণ।

বিষ্ণু—প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর ব্রহ্ম। বা ৭১

শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর পীতাম্বর পদ্মপলাশলোচন হরি। উ ৬

নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পতি। কেহই তাঁহার উৎপত্তির কথা জানে না। দেবাসুর সকলেই তাঁহার নিকট প্রণত। তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম; তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক অমৃত পান এবং তাঁহাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগণ পুরাণ বেদ

ও পঞ্চরাত্র দ্বারা তাঁহার জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত তাঁহার পূজা করেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি সুরশত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন। উ প্র ২

সেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পদ্মপলাশলোচন; তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও শশাঙ্কশোভিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় নিয়ত তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছেন। উ প্র ৩

সত্যযুগ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে তিনি দেবমনুষ্যের হিতার্থ রামমূর্ত্তিতে দশরথ-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। উ প্র ৩

সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হন। (পরে "রামের স্বরূপ," "নরবানরের স্বরূপ" দেখ) উ প্র ৩

ইনি ত্রিলোকের বিধাতা নারায়ণ হরি; ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা ও পাশহস্ত। উ প্র ১

ইন্দ্রের পরে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম উপেন্দ্র। বা ২৯

ব্রহ্মা—কমলযোনি চতুরানন স্বয়ম্ভু। সর্ব্বলোকপিতামহ দেবদেব প্রজাপতি। উ ১০, বা ১৫

যোগনিদ্রারত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুত্থিত হইয়া ইনি স্থাবর-জঙ্গম-সৃষ্টির মানসে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হন। উ ৫৯ ল ১১৮

সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বলোকবিধাতা। বা ১৫

রাবণাদি ইঁহারই বর-প্রসাদে ত্রিলোক-দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। উ ১০

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বিবিধ বিদ্যা সৃষ্টি-প্রপঞ্চ-বিস্তারের জন্য সর্ব্বলোক-প্রভু ইঁহারই উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অ ১৪

অচিন্ত্য-বিভব চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-সংহারক স্বয়ম্ভু। ল ৭২

ত্রিযুগ্মগুণসমন্বিত, ত্রিবিগ্রহ, ত্রিধামা, ত্রিদশ-পূজিত। উ ৩৬

রুদ্র—অন্ধক-নিসূদন [আ ৩০]। ত্রিপুরারি [বা ৭৫]। কামরিপু [বা ২৩]। নীললোহিত মহেশ্বর [উ ৬, উ ২৮]। ব্যোমকেশ [বা ৩৬]। দেবাদিদেব [ল ৯৪]। সমুদ্র মন্থনকালে বাসুকি-উদ্গীরিত গরলে বিশ্ব সংসার দগ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে দেবগণ ইঁহার শরণাপন্ন হন; নারায়ণ হাস্যমুখে শূলপাণিকে কহিলেন, "দেব, তুমি সুরগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব তুমিই এই বিষ গ্রহণ কর।" শঙ্কর অক্লেশে সেই হলাহল অমৃতবৎ পান করিলেন। বা ৪৫

যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্র ললাট-নেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্গার করেন। এক সময়ে রুদ্র-বিষ্ণু-বিরোধ উপস্থিত হয়; বিষ্ণুর হুঙ্কারে ইনি স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। বা ৭৫

তপস্যায় তুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্র ইঁহার নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ ও সমন্ত্রক অস্ত্র লাভ করেন। বা ৫৫

যজ্ঞে ভাগ না পাইয়া ইনি শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন। বা ৬৬

রাবণ ইঁহার উপাসক ছিলেন; রক্ষোরাজ স্বয়ং শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। উ ৩১

"সঞ্জীবক মন্ত্র" বলিয়া ব্রহ্মা রাবণকে শিবস্তোত্র শিখাইয়া দেন। উ প্র ৪

ইন্দ্র—ত্রিদশাধিপতি সুররাজ*—পুরন্দর [বা ৪৫]। বলভিদ্, বৃত্রহা [ল ৫৩]। নমুচি-সূদন [আ ৩০]। পাকশাসন [আ ৩০]। সহস্রাক্ষ [বা ৪৮]। আ ৩০

কশ্যপ ইঁহার পিতা, অদিতি মাতা। বা ২৯

ইনিই বারিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি করিয়া থাকেন। কি ৩০

বজ্রাস্ত্র দ্বারা ইনি পর্ব্বতগণের পক্ষ ছেদ করিয়া দেন। সু ১

গুরুপত্নীগমন হেতু গুরুশাপে অঙ্গহীন হইলে ইঁহারই কারণ পিতৃদেবসমাজ হইতে মণ্ডুমেষভক্ষণ নিয়ম প্রচলিত হয়। বা ৪৯

গুরুদার গমন পাপে ইঁহাকে শক্রর (ইন্দ্রজিতের) বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উ ৩০

রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকালে ইনি স্বীয় রথ ও অস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন। ল ১০২

সূর্য্য—জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান, দিন-দেব। বা ১৭

রাম-রাবণ-যুদ্ধকালে মহর্ষি অগস্ত্য রণস্থলে উপস্থিত হইয়া রামকে "আদিত্যহৃদয়" নামক সনাতন সূর্য্যস্তোত্র শ্রবণ করাইয়া কহেন, "সমস্ত জীবের মধ্যে যে সকল কার্য্য আছে, ইনিই তাহার ঘটক। যে ব্যক্তি মৃত্যু-জরাদি-দুঃখ ও চৌরাদি জন্য ভয়, নিবারণার্থ এই সূর্য্যকে স্তব করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। ইনি হরিদশ্ব, সপ্তাশ্ব, সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান্.........ইনি তিমিরধ্বংসি, অগ্নিগর্ভ ও শিশিরনাশন.........ইনি কবি, বিশ্বতেজঃস্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্য্যোৎপত্তির হেতু, ইনি নক্ষত্রগ্রহতারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন......ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করেন।" ল ১০৫

ত্রিলোক-বিজয়কালে রাবণ সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলে ইনি প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করেন। উ প্র ২

চন্দ্র—নিশানাথ, নক্ষত্রপতি।

অশীতি সহস্রযোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গের পরে, যথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে প্রবাহিত, তাহার নিকটেই চন্দ্রমণ্ডল; ইনি সে স্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছে। উ প্র ৪

ত্রিলোক-বিজয়কালে রাবণ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলে চন্দ্র তাঁহাকে শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ

---

* রামায়ণে ইঁহার প্রায় সমগ্র জীবন বিবৃত। এত উল্লেখ আর কোন দেবতার নাই।

করিতে লাগিলেন ;.........চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা তাঁহাকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। রাবণ চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা আসিয়া "ইনি লোকের হিতার্থী, চন্দ্রকে পীড়ন করিও না" এই বলিয়া রাবণকে সরাইয়া দিলেন। উ প্র ৪

অগ্নি—অনল, হুতাশন। ইনি অমৃতের রক্ষক। বা ২১

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞে অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় উত্থিত হইয়া হবিঃ গ্রহণ করিতেন। ল ৭২

গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি, সম্বর্ত্তক অগ্নি [ল ৫৩] প্রভৃতি ইঁহার নানা অবস্থা। কি ১৩

কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বিষয়ে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বা ৩৬,৩৭

অশ্বিনীকুমার—দেবগণের মধ্যে ইঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত সুরূপ। বা ১৭, বা ৪৮

বরুণ—নীরাধিপতি। বা ৭৭

রাম পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিয়া তদীয় বৈষ্ণবধনু বরুণকে প্রদান করেন। বা ৭৭

যজ্ঞকালে প্রীত হইয়া বরুণ রাজর্ষি দেবরাতকে প্রসিদ্ধ হরধনু দেন। বা ৩১

ত্রিলোকবিজয়কালে রাবণ যখন বরুণ-রক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বরুণালয়ে উপস্থিত হন, নীরাধিদেব তখন ব্রহ্মলোকে সঙ্গীত শুনিতে গিয়াছিলেন। বরুণপুরী কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল ; উহার চারিদিকেই জলধারা ; উহাতে সকলেই নিত্যসুখে আছে। তথায় কামধেনু সুরভি অবস্থান করিয়া থাকেন। বরুণপুত্রেরা রাবণের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। উ ২৩

উর্ব্বশীর উদ্দেশে একদা ইনি মিত্রের সহিত প্রায় একই সময়ে কুম্ভমধ্যে তেজ নিষেক করেন ; কুম্ভমধ্য হইতে সেই তেজঃসম্ভূত দুই ঋষিসত্তম ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন ; প্রথম—অগস্ত্য, দ্বিতীয়—(নিমিশাপে দেহহীন) বশিষ্ঠ। উ ৫৬

বারুণী ইঁহার দুহিতা। (বিবিধ তত্ত্বে "বারুণী" দেখ) বা ৪৫

মিত্র—রাজসূয়যজ্ঞপ্রভাবে ইনি বরুণত্ব লাভ করেন। (দুইজনের একত্র নাম মিত্রাবরুণ)। উ ৮৩

ইনি বরুণের সহিত একত্র মিলিত দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বরুণের রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উ ৫৬

ইঁহার শাপে উর্ব্বশী মনুষ্যলোকে আসিয়া রাজা পুরুরবার প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। উ ৫৬

পবন—বায়ু। সর্ব্বদেহচারী জগৎপ্রাণ দেব। উ ৩৫

কুশনাভ রাজার সুন্দরী কন্যাগুলি একদা উদ্যানে নৃত্যগীতে রতা ছিল। পবনদেব আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে বশীভূত করিতে প্রয়াস পান। কুমারীরা অসম্মত হইলে ইনি তাহাদের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় ভগ্ন ও তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দেন। বিবাহ হইবার পর তাহারা প্রকৃতিস্থ হয়। বা ৩২

কেশরী বানরের গৃহিণী অঞ্জনা সুন্দরী এক দিন রঙিণ শাড়ী পরিয়া বাগানে ভ্রমণ করিতেছিল, ইনি আস্তে আস্তে তাহার কাপড় উড়াইয়া দিলেন; বানরী চমকিতা হইয়া উঠিলে ইনি বলিলেন, "ভয় নাই, আমি সঙ্কল্প মাত্রে তোমাতে উপগত হইয়াছি।" এই উপগমনের ফল—অঞ্জনারঞ্জন হনুমান্। কি ৬৭

একদা কোন কার্য্যবশতঃ ইন্দ্র পবননন্দনকে বজ্র প্রহার করেন। তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলে পবনদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গতি রোধ পূর্ব্বক পুত্রকে লইয়া গিরি-গুহায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না। বিষ্ঠা-মূত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল; শ্বাসপ্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিথিল, সকলেই কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল,.........বায়ুনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইল। দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা আসিয়া কহিলেন, "বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব।" এই বলিয়া বায়ুকে প্রসন্ন করিয়া চরাচর রক্ষা করিলেন। উ ৩৫,৩৬

পর্জ্জন্য—(ইন্দ্রের নামান্তর?) ইনি শরভ বানরকে জন্ম দিয়াছিলেন। বা ১৭

মারুতগণ—অমৃত-উদ্ধারকালে দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর-দৈত্য বিনষ্ট হয়। সুররাজ ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ ও উহাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্লমনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোকসকল শাসন করিতে লাগি-লেন। বা ৪৫

দৈত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শোকে কাতর হইয়া মরীচি-তনয় কশ্যপকে কহিলেন, "ভগবন্ আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বধ করিয়াছে; এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রের বিনাশে সমর্থ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ, আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন।" কশ্যপ তাহাতে সম্মত হইলেন। দিতি অতি কঠোর তপস্যায় মনঃ সমাধান করিলে দেবরাজ নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যায় দেবী দিতি ইন্দ্রের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেখ, আমি যে পুত্র তোমার বিনাশ-উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্ব্বিবাদ করিয়া দিব।" এদিকে ইন্দ্র একদা সুযোগ পাইয়া বিমাতার গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দিতি আপনার ক্রটি বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রকে ক্ষমা করিয়া কহিলেন, "বৎস, ত্বৎকৃত এই সাতটি খণ্ড সপ্ত বায়ুস্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামে সাতলোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দ্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে।" বা ৪৬,৪৭

(বিবিধ তত্ত্বে "মরুদ্গণের উৎপত্তি" দেখ)

কার্ত্তিকেয়—হরপার্ব্বতী-পুত্র। দেবসেনাপতি। বা ৩৬

সুরগণ-নিয়োগে রুদ্রতেজ মধ্যে প্রবিষ্ট হুতাশন দ্বারা স্বর্গগঙ্গার গর্ভ হইতে শরবনে সম্ভূত, কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক পালিত। বা ৩৭

(বিবিধ তত্ত্বে "কার্ত্তিকেয় উৎপত্তি" দেখ)

ইনি তারকাসুরকে সংহার করেন।

শিখিপৃষ্ঠারূঢ় কুমারের নিক্ষিপ্ত শক্তি ক্রৌঞ্চ গিরিকে ভেদ করিয়াছিল। ল ৫৯

কাম—অনঙ্গ। মদন।

মহাদেবের উপর আপন শক্তি দেখাইতে গিয়া ভস্মাবশেষ হইয়া "অনঙ্গ" হন। বা ২৩

(বিবিধ তত্ত্বে "মদনভস্ম" দেখ)

বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্নজনন-মানসে ইন্দ্র যখন রম্ভাকে নিযুক্ত করেন, ইনি তখন সুররাজের সহায় ছিলেন। বা ৬৪

সাবিত্র—অষ্টম বসু। ইনি স্বর্গে দেব-রক্ষো-যুদ্ধে সুমালী রাক্ষসকে নিধন করেন। উ ২৭

জয়ন্ত—শচী-গর্ভজাত ইন্দ্রপুত্র। স্বর্গে মেঘনাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছিলেন; ইঁহার মাতামহ পুলোম রণস্থল হইতে ইঁহাকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। উ ২৮

রামের বনবাসকালে ইনি কাকরূপ ধরিয়া সীতার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন।* সু ৩৮

যমরাজ—মৃত্যুলোকাধিপতি। শমন। সূর্য্যতনয় [উ ২০]। ধর্ম্মরাজ। [উ ২২]।

রাবণের দিগ্বিজয়কালে নারদ ঋষি রাবণকে যমের সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়া যমকে সংবাদ দিতে আসিলেন—রক্ষোরাজ আসিতেছে। যমালয়ে আসিয়া দেখিলেন, যম অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণিপুঞ্জের যাহার যেরূপ উচিত ব্যবস্থা করিতেছেন। সেখানে প্রাণিগণ স্ব স্ব সুকৃত দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতেছে। উ ২১

রাবণ আসিয়া যে সকল শরীরী স্ব স্ব দুষ্কৃতিবশতঃ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহাদিগকে মোচন করিয়া দেন। রাবণ প্রেতদিগকে মুক্ত করিলে প্রেতরক্ষকেরা বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাবণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু রক্ষোরাজের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলনা। উ ২১

শমনের সেনাসমূহ পরাজিত হইলে বিবস্বৎ-তনয় যম স্বয়ং রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রাস ও মুদ্গর লইয়া মৃত্যু যমের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জলদগ্নিবৎ তেজঃসম্পন্ন শমন-প্রহরণ কালদণ্ড মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিত হইল। উ ২২

সপ্তরাত্রি উভয় বীরে তুমুল যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যমরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া

---

* ইন্দ্রপুত্র কাক—"জয়ন্ত" নাম সকল স্থানে নাই।

উত্তর-পশ্চিমের রামায়ণে এই ঘটনা লইয়া অযোধ্যাকাণ্ডে একটি পৃথক্ সর্গই আছে (অ ৯৬); সকল সংস্করণে এ উপাখ্যান বিবৃত নাই।

কালদণ্ড উদ্যত করিলেন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া যমকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "তোমার অমোঘ দণ্ড প্রতিসংহার কর, নতুবা আমার বর ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" যম উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদের প্রভু, দণ্ড নিবৃত্ত হইল। যদি শত্রুকে সংহার করিতে পাইব না, তবে আর যুদ্ধ করিয়া কি হইবে?" এই বলিয়া যম অন্তর্হিত হইলেন। রাবণের জয় জয় শব্দে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। উ ২২

লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে পিতৃগণের সহিত যমও রামপার্শ্বে আসিয়াছিলেন ল ১১৮

ঋষভ পর্ব্বতের পরেই দক্ষিণ দিকে পৃথিবীর সীমা; তাহা দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মাদিগের বাসস্থান; ইহার পর যমের রাজধানী—অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। কি ৪১

কাল—সর্ব্ববিনাশক। মায়ার গর্ভে বিষ্ণু কর্ত্তৃক উৎপাদিত। উ ১০৪

রামের একাদশ সহস্র বৎসর মর্ত্ত্যে অবস্থান শেষ হইলে ইনি আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মার সংবাদ শুনাইয়া যান—তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। উ ১০৪

ইনি লক্ষ্মণের নিকট পরিচয় দেন "আমি মহর্ষি অতিবলের দূত।" উ ১০৩

মৃত্যু—সর্ব্বসংহারক মুদ্গরধারী; ইনি যমের অনুচর। যমরাজের সহিত যুদ্ধকালে রাবণ ইঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। উ ২২

ভগ, ধাতা, বিধাতা, বসুগণ, ধর্ম্ম—অগস্ত্যাশ্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, কুবের, বায়ু, বরুণ, কার্ত্তিকেয়, বাসুকি, গরুড়, গায়ত্রী ও অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত ইঁহাদেরও স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আ ১২

সাধ্য, বিশ্বদেব, বিরাট, অর্য্যমা, পূষা—রামের বনগমনকালে, অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত ইঁহারাও রামকে বনে রক্ষা করুন, বলিয়া কৌশল্যা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। অ ২৫

খগ, গণপতি, গভস্তিমান্—সূর্য্যের নামান্তর (আদিত্যহৃদয় স্তোত্র)। ল ১০৫

ক্রতুধামা,* বীর্য্যবান্, মহাদেব—লঙ্কায় সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে দেবগণ রামের নিকট আগমন করিয়া অঙ্গদ-শোভিত হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্ব্বকল্পের ক্রতুধামা নামক বসু;.........তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্য্যবান্। অশ্বিনীকুমার যুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষু। ল ১১৮

গণেশ, বলদেব, গণাধ্যক্ষ—শিবের নামান্তর। (সঞ্জীবক মন্ত্র নামক শিবস্তোত্র) উ প্র ৪

ত্বষ্টা, পূষা—আদিত্যদ্বয়। দেব রাক্ষস যুদ্ধে স্বর্গে রাবণসৈন্য সহিত যুঝিয়াছিলেন। উ ২৭

কৃষ্ণ—সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দেবগণ আসিয়া রামকে কহিলেন, "তুমি শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর নারায়ণ.........তুমি চতুর্ভুজ......তুমি পুরুষ ও পুরুষোত্তম......তুমি খড়্গধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ......। ল ১১৮

* ঋতধামা; কোন কোন গ্রন্থে এই নাম। * বোধ হয় ছাপার ভুল।

নৃগ রাজাকে দুই ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন; শাপ মুক্তির উপায় কহেন,—এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ বিষ্ণু পুরুষ মূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যদুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব; সেই বাসুদেবই তোমায় শাপমুক্ত করিবেন। উ ৫৩

নর—নৃগ রাজাকে অভিসম্পাতকারী ব্রাহ্মণদ্বয় কহেন;—"কলিযুগে মহাবীর্য্য নর ও নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবেন।" উ ৫৩

দিগ্বিজয়কালে রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে এক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মহাবীর্য্যবান ভীষণ এক পুরুষকে দেখিতে পান। তাঁহার হস্তে নিপীড়িত হইয়া রক্ষোরাজ তাঁহার অনুসরণ ক্রমে এক বিবরে প্রবেশ করেন। তথায় এক স্থলে দেখিতে পান—একটি পুরুষ শয়ান, তিনি অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত; তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। রাবণ লক্ষ্মীকে ধরিবার উপক্রম করিলে ঐ শয়ান পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন; রাবণ উঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। রক্ষোরাজ দেখিলেন, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দেব গন্ধর্ব্ব ঋষি প্রভৃতি নিখিল প্রাণী সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে ঐ শয়নস্থ পুরুষের দেহে বর্ত্তমান। অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন;—ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ নর নামক ভগবান্ কপিল। উ প্র ৫

জগন্নাথ—ইক্ষ্বাকু-কুল-দেবতা। বিষ্ণু। উ ১০৮

লোকপাল—ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ—এই চারি দেব লোকপাল। ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্, যম দক্ষিণদিক্, কুবের উত্তরদিক্ ও বরুণ পশ্চিমদিক্ রক্ষা করেন। অ ১৬

ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা—দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—তেত্রিশ দেবতা। আ ১৪

পিতৃদেবগণ—গুরুদার-গমন পাপে গুরু-শাপে ইন্দ্র বৃষণহীন হইলে দেবতারা পিতৃদেব সমাজে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মেষের বৃষণটি চাহিয়া ইন্দ্রের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন। বা ৪৯

তদবধি ষণ্ডমেষ ভক্ষণের নিয়ম। দক্ষিণে যমপুরীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক। কি ৪

হব্যবাহন পিতৃদেবগণকে কহেন, "অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না। বা ৪৯

অনন্ত—সর্ব্বদেব-পূজিত ধরণীধর নাগদেব। কি ৪০

নীল বাস পরিধান পূর্ব্বক ধবল দেহে কনকশিল শৈলশৃঙ্গে বিরাজমান। ইঁহার মস্তক সহস্র, নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের শিখরদেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদীর উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখা যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকেই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কি ৪০

ব্রহ্মা রামকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "তুমি আমাকে সৃষ্টি করিবার পর জলশায়ী প্রকাণ্ড দেহ অনন্তকে মায়াবলে সৃষ্টি কর।" উ ১০৪

বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ান থাকেন। উ ৩৭, ল ১১৮

ধন্বন্তরি—দেববৈদ্য। সমুদ্রমন্থনে, আয়ুর্ব্বেদময় ইনি দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে প্রথম সমুদ্রমধ্য হইতে উত্থিত হন। বা ৪৫

বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। লঙ্কাপুরী, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, পুষ্পক-বিমান, হর-ধনু, বৈষ্ণব-ধনু এ সমস্ত ইঁহারই সৃষ্টি। সু ৮

বিশ্বরূপ—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। সুররাজ ইঁহাকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ল ৬৯
যজ্ঞ করিয়া পরে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। কি ২৪

মাতলি—ইন্দ্র-সারথি। রাম-রাবণ যুদ্ধকালে ইনি রামের নিকট ইন্দ্রের রথাস্ত্রাদি আনয়ন করেন। ল ১০২

ইঁহারই পরামর্শক্রমে রাম রাবণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রক্ষোরাজকে বধ করেন। ল ১০৯

স্বর্গে সুর-রক্ষো-যুদ্ধকালে ইনি ইন্দ্রের সারথ্য করিয়াছিলেন। উ ২৮

ইঁহার পুত্রের নাম গোমুখ। উ ২৮

দেবীগণ।

শচী—ইন্দ্রাণী। পুলোমের কন্যা। জয়ন্তের মাতা। উ ২৮

সুবর্চ্চলা, প্রভা—সূর্য্যের পত্নী। সু ২৪, বা ৪৯

স্বাহা—অগ্নির পত্নী। সু ২৪

রোহিণী—চন্দ্রের পত্নী। তারা-প্রধানা। সু ২৪, অ ১৬

কৃত্তিকা—নক্ষত্রসুন্দরী। ইঁহারা ছয়জন শরবনে উদ্ভূত শিব-শিশুকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। ("কার্ত্তিকেয়-উৎপত্তি" দেখ) বা ৩৭

বারুণী—বরুণকন্যা। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতা। সুরা দেবী। (বিবিধ তত্ত্বে "বারুণী" দেখ) বা ৪৫

হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, রতি, ভাগ্যলক্ষ্মী, অষ্টসিদ্ধি—সুরসুন্দরীগণ। রাবণ সীতাকে ইঁহাদের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। বা ১৫

রতি—মন্মথ-পত্নী। সু ১৫

বসুমতী—পৃথ্বীদেবী। বসুন্ধরা বাসুদেবের মহিষী; বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। তিনি কপিলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। বা ৪০

ইনি মূর্ত্তিমতী হইয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলেন। উ ৯৭

উমা—গিরিরাজ হিমালয় ও সুমেরুদুহিতা মেনার কনিষ্ঠা কন্যা। পার্ব্বতী। শঙ্কর-পত্নী। বা ৩৫

ইনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া তপঃ সাধন করিয়াছিলেন। বা ৩৫

কার্ত্তিকেয়ের জননী। রুদ্রাণী। ইনি পতির সহিত হিমালয়পৃষ্ঠে তপস্যা করিতেন। কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তিকালে দেবগণ ইঁহার পতিসহবাসে বাদী হইয়াছিলেন বলিয়া দেবী তাঁহাদের নিষ্পুত্রকতা অভিশাপ দেন। বা ৩৬

ইনি পতির সহিত অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া হিমালয়পৃষ্ঠে বিহার করিতেছিলেন, দৈবাৎ কুবের দৃষ্টি দেন বলিয়া তিনি একাক্ষি-পিঙ্গল হইয়া যান। উ ১৩

কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে একদা ত্রিলোচন রমণী সাজিয়া ইঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, ঐ বনদেশের সর্ব্বত্র সকল প্রাণী সে সময়ে মহাদেবের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী হইতেছিল; মৃগয়া করিতে করিতে রাজা ইল দৈবক্রমে তথায় আসিয়া ইলা হইয়া যান। উ ৮৭

দেবী উমা রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৬০

গঙ্গা—হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। লোকপাবনী, সুরধুনী, জাহ্নবী, ত্রিপথগা, ভাগীরথী। (বিবিধ তত্ত্বে "গঙ্গা-উৎপত্তি" দেখ) বা ৩৫

গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২

সুর-তরঙ্গিণী অমরগণের অনুরোধে দিব্য-নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়া অগ্নি হইতে পাশুপত তেজ গ্রহণ করেন; কিন্তু হুতাশন-তেজের সহিত মিশ্রিত পাশুপত-তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ তেজ হিমালয় পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন; তৎক্ষণাৎ তথায় একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্দ—নিঃসৃত,—এই জন্য কুমার কার্ত্তিকেয়ের এক নাম স্কন্দ। বা ৩৭

অশীতি যোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গ; তথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত। উ প্র ৪

রাজা ভগীরথ বহুতপস্যায় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া সুরতরঙ্গিণীকে ভূতলে আনয়ন করিয়া ভস্মাবশেষ পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার সাধন করেন। বা ৪৩

লক্ষ্মী—কমলা। বিষ্ণুপত্নী। ল ১১৮

দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হন। উ প্র ৩

সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দেবগণ রামকে কহেন, "সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তুমি স্বয়ং বিষ্ণু।" ল ১১৮

বনদেবতা—বিশ্বামিত্র প্রস্থানকালে সিদ্ধাশ্রমের বনদেবতাগণের নিকট বিদায় লইয়া-ছিলেন। বা ৩১

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণকালে বনদেবতারা রাবণ-ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। আ ৪৯

গৃহদেবতা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুবনদেবতা—দশরথ কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এই অঙ্গীকারের সময় মহিষী রাজাকে বচন-বদ্ধ করাইয়া অন্যান্য দেবতার সহিত ইঁহাদেরও সাক্ষী মানেন। অ ১১

অনির্দ্দিষ্ট দেবতা—হনুমান্ কহিলেন, "ভূতগণ, প্রজাপতি এবং আর আর অনির্দ্দিষ্ট দেবতা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন।" সু ১৩

নিকুম্ভিলা, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুরসা—(পরে দেখ)।

অপ্সরোগণ।

রম্ভা—বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় রত হইলে সুরপতি আপনার হিতসাধন ও বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদনের নিমিত্ত রম্ভাকে কহিলেন, "রম্ভে, এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিয়া কামমোহে মোহিত করিতে হইবে।·········দেখ, আমি এই বৃক্ষশ্রেণীসুশোভিত বসন্তকালে মধুরকণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ পূর্ব্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব।"·········ইন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; বিশ্বামিত্রের শাপে সুরসুন্দরী শিলাময়ী হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় শাপ বিমোচন হয়। বা ৬৪

একদা ইনি চন্দনের তিলক কাটিয়া ফুলের গহনা পরিয়া নীল-সাটি উড়াইয়া রাবণের শিবিরের নিকট দিয়া নলকূবরের নিকট অভিসারে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে রাবণ ইঁহাকে ধরিয়া ধর্ষণান্তর ছাড়িয়া দেন। সংবাদ শুনিয়া কুবেরপুত্র রাবণকে বিষম অভিশাপ প্রদান করেন—তাহাতে রমণীর উপর বলপ্রকাশ রাবণকে ছাড়িতে হয়। উ ২৬

মেনকা—বিশ্বামিত্র যখন পুষ্করতীর্থে তপস্যায় রত, ইনি তীর্থ-সরোবরে স্নান করিতেছিলেন; ঋষিপুঙ্গব সেই অলোকসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না সুন্দরীকে মেঘমধ্যে সৌদামনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন, এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি, আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর; আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি কৃপা কর।"······বিশ্বামিত্র ইঁহার সহিত দশ বৎসর কাটাইয়া লজ্জিত হইয়া ইঁহাকে বিদায় দেন।* বা ৬৩

উর্ব্বশী—একদা বরুণ ইঁহাকে সম্ভোগার্থ আহ্বান করেন; উর্ব্বশী কহিলেন, "আমার মন আপনার প্রতি, কিন্তু আজ আমি মিত্রের সেবায় নিয়োজিত।" বরুণ কোন প্রকারে লালসা চরিতার্থ করিয়া ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মিত্রের নিকট সুন্দরী উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ইঁহার প্রতি অভিসম্পাত করেন। সেই শাপবশে সুরসুন্দরীকে কিছুকাল মনুষ্যলোকে কালযাপন করিতে হয়। পৃথিবীতে আসিয়া ইনি কাশীরাজ পুরূরবার প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। উ ৫৬

---

* শকুন্তলার উল্লেখ রামায়ণে নাই। এক স্থানে আছে, মুনি ঘৃতাচীতে সংসক্ত, নামটী বোধ হয় ভুল। কি ৩৫

সীতাকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া রাবণ বলেন, "উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। সেইরূপ তুমি আমাকে না ভজিলে অনুতাপ পাইবে।" আ ৪৮

পুঞ্জিকাস্থলী—একদা ইনি ব্রহ্মার নিকট যাইতেছিলেন; রাবণ দেখিতে পাইয়া পথিমধ্যে ইঁহাকে বিবসনা করিয়া ফেলেন। সুন্দরী ব্রহ্মলোকে গিয়া রাবণকৃত দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ করিল। ব্রহ্মা রাবণকে অভিশাপ দিলেন, "অদ্য হইতে সে যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বল প্রকাশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে।" ল ১৩

(এই ভয়ে রাবণ সীতার প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারে নাই)

ইনি শাপবশে অঞ্জনা বানরী। কি ৬৫

হেমা—ময়দানবের প্রণয়িনী। ময়দানবের মৃত্যুর পর তাঁহার আশ্চর্য্য পুরীর অধিকারিণী। কি ৫১

মন্দোদরীর জননী। উ ১২

ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা, সোমা, পুণ্ডরীকা, বামনা—ইঁহারা এবং সুররাজ ইন্দ্র ও পদ্মযোনিব্রহ্মার নিকটগামিনী অপ্সরাসমূহ ভরদ্বাজ ঋষির অতিথিবর্গকে (ভরতাদিকে) সৎকারমুগ্ধ করেন। অ ৯১

গন্ধর্ব্বগণ।

বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব্বরাজ। সু ১

হাহাহুহু—গন্ধর্ব্বগণ। অ ৯১

নারদ, তুম্বরু, গোপ—ভরদ্বাজ ঋষির আহ্বানে ইঁহারা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া ভরতাদি বিশিষ্ট অতিথিকে গীত বাদ্য শুনাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অ ৯১

তুম্বরু—গন্ধর্ব্ব। রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রভু কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন; সেই শাপে বিরাধ রাক্ষস হইয়া পড়েন; রাম-হস্তে নিহত হইয়া শাপ মোচন ঘটে। আ ৪

চিত্ররথ—ইঁহার প্রসিদ্ধ কানন "চৈত্ররথ"* উত্তর কুরুতে অবস্থিত; রাবণ বিধ্বস্ত করেন। গন্ধর্ব্বরাজ। (কানন মধ্যে "চৈত্ররথ" দেখ) ল ২৪, আ ৩২

গোলভ—গন্ধর্ব্ব। কপিরাজ বালী দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পঞ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শবর্ষে ইঁহাকে বিনাশ পূর্ব্বক বানরগণকে নির্ভয় করেন। কি ২২

* চৈত্ররথ কুবেরোদ্যান, চিত্ররথ ইহার রক্ষক।

রোহিত—গন্ধর্ব্বগণ। ইহারা ঋষভ পর্ব্বতে চন্দন-বন রক্ষা করিত। কি ৪১

গ্রামণী, শৈলূষ, শিক্ষ, শুক, বভ্রু—ঋষভপর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্বপতিগণ। কি ৪১

শৈলূষ—গন্ধর্ব্বরাজ। গান্ধার দেশ ইঁহার পুত্ত্রদের অধীন ছিল; কেকয়রাজের পরামর্শে ভরত-পুত্ত্রগণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লন। উ ১০০

বিভীষণ-পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা। উ ১২

গ্রামণী—গন্ধর্ব্বরাজ। ইঁহার কন্যা দেববতীর সহিত সুকেশ রাক্ষসের বিবাহ হয়। উ ৫

উর্ম্মিলা—গন্ধর্ব্ব-পত্নী। ইঁহার কন্যা সোমদা চূলী ব্রহ্মর্ষিকে প্রাপ্ত হন। বা ৩৩

সোমদা—চূলী ব্রহ্মর্ষির পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার কৃপায় "ব্রহ্মদত্ত" নামে মানসপুত্ত্র প্রাপ্ত হন। বা ৩৩

নর্ম্মদা—(গন্ধর্ব্বী?) ইঁহার তিন কন্যার সহিত মাল্যবান্‌, মালী ও সুমালী রাক্ষসের বিবাহ হয়। উ ৫

দেববতী—গ্রামণী গন্ধর্ব্বের কন্যা—সুকেশ রাক্ষসের সহিত বিবাহ হয়। উ ৫

দেবশ্রুতি†—(গন্ধর্ব্ব-কন্যা?) দানবে ইঁহাকে হরণ করিয়াছিল। কি ৬

শ্রুতি†—(গন্ধর্ব্ব-কন্যা?) হয়গ্রীব অসুর শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী ইঁহাকে আনয়ন করে। কি ১৭

মেনা—সুমেরু-দুহিতা, হিমালয়-পত্নী। গঙ্গা ও উমার জননী। বা ৩৫

যক্ষগণ।

কুবের—ধনাধিপতি যক্ষরাজ। বিশ্রবা ঋষির প্রথম পুত্ত্র। বৈশ্রবণ। উ ৩

ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ইঁহাকে ধনরক্ষক লোকপালের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পক বিমান উপহার দেন। পিতা বিশ্রবা ইঁহাকে দক্ষিণসমুদ্রতীরে ত্রিকূটশিখরে লঙ্কাপুরীতে বাস করিতে উপদেশ দেন। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে এই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে পলায়ন করিয়াছিল, তদবধি পুরী রাক্ষসশূন্য ছিল। উ ৩

রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার প্রসাদ লাভ করিলে পর, সুমালী রাক্ষস পাতাল হইতে আসিয়া রাবণকে লঙ্কা অধিকার করিতে পরামর্শ দেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দশগ্রীব বলিয়া পাঠাইবা মাত্র ইনি লঙ্কাপুরী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উ ১১

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ সেখানে ইঁহাকে সদলবল পরাজিত করিয়া ইঁহার পুষ্পক-বিমান বলপূর্ব্বক হরণ করেন। উ ১৫

---

† শ্রুতি ও দেবশ্রুতি দুই কি এক? কাহারও কাহারও মতে এ দুইটা নাম রূপকমাত্র।

একাক্ষি-পিঙ্গল—কুবেরের নামান্তর। (বিবিধ তত্ত্বে "একাক্ষি-পিঙ্গল" দেখ) উ ১৩

নলকুবর—কুবেরপুত্র। দশানন দেব-বিজয়ে বহির্গত হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে তথায় সসৈন্যে একদা রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। অপ্সরা রম্ভা সে রাত্রে শিবির নিকট দিয়া নলকুবরের নিকট অভিসারে গমন করিতেছিল। রাবণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধৃত করেন। কুবেরের সম্পর্ক হেতু অধুনা রম্ভা তাঁহার পুত্রবধূস্থানীয়া বলিয়া পরিচয় দিলেও রাক্ষসরাজ বলপূর্ব্বক তাহার ধর্ষণা করেন। সুন্দরী নলকুবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধানে আচমন করিয়া রাবণকে অভিশাপ দিলেন, "যৎকালে অতঃপর সে কামার্ত্ত হইয়া কোন অকামা কামিনীকে ধর্ষিত করিবে, তখন তাহার মস্তক সপ্তধা চূর্ণ হইয়া যাইবে।" (এই শাপভয়ে রাবণ সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে সাহস করে নাই।) উ ২৬

সুকেতু—যক্ষ। সন্তানকামনায় কঠোর তপস্যা করিয়া সহস্র হস্তীর বলশালিনী সুন্দরী কন্যা প্রাপ্ত হন। এই কন্যা তাড়কা—পরে শাপবশে রাক্ষসী। বা ২৫

সংযোধকণ্টক—যক্ষ। কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কৈলাসে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন; মারীচের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। উ ১৪

সূর্য্যভানু—যক্ষ। কুবেরের দ্বারপাল—রাবণ কর্ত্তৃক হত। উ ১৪

মণিভদ্র, শুক্র, পদ্ম, শঙ্খ, প্রৌষ্ঠপদ—যক্ষগণ। কুবেরের অনুচরগণ। শুক্র ও প্রৌষ্ঠপদ ধনরক্ষক মন্ত্রী; পদ্ম ও শঙ্খ নিধিদেবতা। উ ১৫

গো ও পুষ্কর—বরুণের সেনাপতি। রাবণের সহিত বরুণালয়ে যুঝিয়াছিলেন। উ ২৩

প্রহাস—বরুণ-মন্ত্রী। রাবণের নিকট বরুণের হইয়া পরাজয় স্বীকার করেন। উ ২৩

পিঙ্গল ও দণ্ডী—সূর্য্যলোকে সূর্য্যের দ্বারপালদ্বয়। দিগ্বিজয়ী রাবণ ইহাদিগকে সূর্য্যের নিকট আগমন উদ্দেশ্য জানাইতে বলিলে, রবি প্রকারান্তরে রক্ষোরাজের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। উ প্র ২

দেবযোনিগণ।

নন্দীশ্বর—মহাদেবের বিশ্বস্ত অনুচর। প্রমথাধিপ। উ ১৬, সু ৫০

করালরূপ কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ, বামনাকৃতি, বিকটমূর্ত্তি, মুণ্ডকেশ, খর্ব্ববাহু, বলবান্, বানরমুখ। উ ১৬

রাবণ কুবের জয় করিয়া পুষ্পকারোহণে কৈলাসের কাননাংশে গমন করিতে যাইতেছিলেন; সহসা ইঁহার রথের গতি থামিয়া গেল। নন্দী দেখা দিয়া নিষেধ করিয়া

কহিলেন, "ওদিকে যাইও না, হরগৌরী ওখানে বিহার করিতেছেন।" রাবণ নন্দীর মুখাকৃতি দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, "আমার আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোকে সবংশে নিধন করিবে।" উ ১৬

গুহ্যক—কুবেরানুচর দেবযোনিবিশেষ। কি ৪৩

কিন্নর—কিম্পুরুষ। বিবিধতত্ত্বে "কিম্পুরুষী" দেখ) উ ৮৮

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—(রাক্ষসী ?) হনুমান্ প্রথম লঙ্কার পুরপ্রবেশ উদ্যোগ করিলে ইনি তাহাকে* দেখিতে পাইয়া এক চপেটাঘাত করিয়া পথ আগলাইলেন; হনুমান্ দয়া করিয়া বামহাতে এক ঘুসী মারেন; ঘুসী খাইয়া ইনি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক মহাবীরকে পুরপ্রবেশের অনুমতি দেন। প্রলয়জলদবৎ কৃষ্ণবর্ণা জ্বলদগ্নি-তুল্যকেশা অট্টহাস্যরতা লঙ্কাদেবী হনুমান্‌কে বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ স্বয়ম্ভু আমারে কহিয়াছেন, "রাক্ষসি, যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনি জানিও রাক্ষসভাগ্যে ভয় উপস্থিত।" সু ৩

নিকুম্ভিলা—রাক্ষসদিগের ইষ্টদেবতা (?)। সূর্পণখা অশোক-কাননে সীতাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল, "আজ আমরা তোকে বধপূর্ব্বক মনুষ্যমাংস খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।" সু ২৪

সুরসা—নাগ-জননী। ("বিশিষ্ট জীব" দেখ)

বাসুকি—নাগরাজ। বা ৪৫

সমুদ্র-মন্থন-কার্য্যে ইনি মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনে প্রথমে আর কিছু উঠিল না, ইনি হলাহল উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন আর শিলা দংশিতে আরম্ভ করিলেন। বিষপ্রভাবে চরাচর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে সুরগণের অনুরোধে শঙ্কর সেই সমস্ত বিষ গ্রাস করিয়া ফেলেন। বা ৪৫

ভোগবতীপুরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রাবণ পাতাল-বিজয়কালে ইঁহার সহিত তক্ষক জটি ও শঙ্খকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তক্ষকপত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন। ল ৭

গুহ্যক, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, তার্ক্ষ্য, সুপর্ণ ও নাগ—১৭, ল ৭০

---

* হনুমান্ কিন্তু দেহ সংক্ষেপ করিয়া মার্জ্জার আকারে পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন। সু ২

রাজবংশ।

(ইক্ষ্বাকুবংশ)

রাম—রাজা দশরথের গুণশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। কৌশল্যাগর্ভজাত। বা ১

রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় এবং সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায়। বা ১

রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। বা ২১

রাম ব্রাহ্ম-অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী ছিলেন। সু ৩৪

রামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত চরণযুগল। অ ৯৮

ভূতগণের মধ্যে যেমন স্বয়ম্ভুর, সেইরূপ রামেরও গুণ অনন্যসাধারণ। অ ১

তিনি স্বয়ং নারায়ণ, সুরগণের অনুরোধে বলগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে রামরূপে অবতীর্ণ। ("নর বানরের স্বরূপ" ও "রামের স্বরূপ" দেখ) অ ১, উ প্র ৫

অনঙ্গ-কান্তি পুণ্ডরীক-লোচন ইন্দ্রোপম ইন্দীবরশ্যাম রাম। আ ১৭, বা ২০,২৭

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে গিয়া ঋষির নিকট হইতে মন্ত্র ও অস্ত্র লাভ করিয়া তাড়কাবধপূর্ব্বক সিদ্ধাশ্রম কণ্টকশূন্য করিয়া ঋষির যজ্ঞ সম্পন্ন করান। বা ২২

তৎপরে ঋষির সহ পথে যাইতে যাইতে অহল্যা উদ্ধার করিয়া মিথিলায় গিয়া হরধনুর ভঙ্গ পূর্ব্বক সীতা লাভ করেন। ফিরিবার সময় পথিমধ্যে পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যান। বা ২৬, বা ৪৯, বা ৭৩, বা ৭৬, আ ৪৭।

পাঁচ বৎসর নানা ঋষির আশ্রমে ও নয় বৎসর দণ্ডকারণ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন* উ ৫০

চতুর্দ্দশ বৎসরে পৃথিবী প্রায় রাক্ষসশূন্য করিয়া চত্বারিংশৎবর্ষ বয়সে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকাল মধ্যেই বৃথা পৌরাপবাদে ভীত হইয়া একমাত্র পত্নী বনবাসসহচরী প্রাণাধিকা সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দেন। উ ৪৫

দশ সহস্র দশ শত বৎসর পিতার ন্যায় আদর্শ রাজা রূপে প্রজাপালন করিয়া কাল পূর্ণ হইলে, সরযূ-সলিলে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ সহ সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবিষ্ট হন। উ ১০৪, উ ১১০

বনে অকারণ রাক্ষসবধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে রাম সীতাকে কহিয়াছিলেন, "সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না;

---

* দশ বৎসর নানা আশ্রমে, তিন বৎসর পঞ্চবটীতে, এক বৎসর কিষ্কিন্ধ্যায় ও লঙ্কায় অতিবাহিত হয়। আ ১১

বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। আ ১০

চিত্রকূট হইতে ভরতকে ফিরাইবার সময় রাম হাতে ধরিয়া ভরতকে বলিয়া দেন, "ভাই, মাতা কৈকেয়ীর উপর রাগ করিও না।" অ ১১২

রাম রাবণকে রণক্লিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "রাক্ষস তুমি ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমার অনেকগুলি বীর নষ্ট হইয়াছে, আমি তোমায় এখন অতিশয় পরিশ্রান্ত দেখিতেছি, অতএব অস্ত্র শরাঘাতে তোমার প্রাণসংহার করিতে আমার ইচ্ছা নাই; তুমি লঙ্কাপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নিশাতিবাহিত কর, পশ্চাৎ সুস্থাবস্থায় আসিয়া আমার বীর্য্য দেখিও।" ল ৫৯

বৃথা পৌরাপবাদে ভীত হইয়া প্রাণাধিকা প্রণয়িনী সীতাকে বনবাস দিবার পর রাম আর দারান্তর গ্রহণ করেন নাই; প্রত্যেক যজ্ঞ-দীক্ষাকালে, জানকীর কনক-প্রতিমা তাঁহার পত্নী হইতেন। ("রাম-চরিত্রের বিকার" দেখ) উ ৯৯

রাম সর্ব্বভূত-শরণ্য। আ ৪

যৌবরাজ্যে অভিষেককালে পুরবাসী ও রাজগণ বলিয়াছিলেন, "রামকে দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অ ২

পঞ্চবটী বনে লক্ষ্মণ ভরতের সুখ্যাতি করিয়া কৈকেয়ীর অখ্যাতি করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাম কহিলেন, "বৎস, তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা বল, মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না।"* আ ১৬

লক্ষ্মণ—দশরথ-পুত্র। সুমিত্রা-গর্ভজাত। বা ১৮

রামের একান্ত অনুগত, সকল কার্য্যেই সহায়। রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর। বা ১৮

রাম-নির্ব্বাসনকালে, লক্ষ্মণ রামকে কহিয়াছিলেন, "আর্য্য, এক্ষণে আপনার এই নির্ব্বাসন-সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। ....যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয় কহিতেছি, সুতীক্ষ্ণ-শরে এই অযোধ্যানগরী মনুষ্যশূন্য করিব। ....পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করেন, তবে তাঁহাকেও সংহার করিতে হইবে।" অ ২১

বনগমনকালে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, "এই বর-প্রসঙ্গ মহারাজ ও কৈকেয়ীর শঠতা, বরদান ছল।" অ ২৩

অনেক অনুনয়-বিনয়ে ও সাহস-বাক্যে লক্ষ্মণ কিছুতেই রামের মতি ফিরাইতে অক্ষম

* কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া প্রথম বনবাসের রাত্রে রাম স্বয়ং কৈকেয়ীর নিন্দা করিয়াছিলেন। অ ৫৩,

হইলে, পরিশেষে কহিলেন, "যদি একান্তই আপনার বন-গমনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক আপনার পথ-প্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না।.........আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্মই আমি সাধন করিব।" অ ৩১

বনে কবন্ধ রাক্ষস যখন রামলক্ষ্মণকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল, লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন, "বীর, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। ....পরে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া এক এক বার আমাকে স্মরণ করিবেন।" আ ৬৯

লক্ষ্মণকে রাবণ-অস্ত্রে পতিত দেখিয়া, রাম বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে অনুসন্ধান করিলে সীতার মত স্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আমি পাইব না। আমি যখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও শায়িত দেখিলাম, তখন আমার সীতা-সমুদ্ধারে প্রয়োজন কি?.........লক্ষ্মণ কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষা বীর।" ল ৪৯

অশোক-কাননে সীতা হনুমান্‌কে কহিয়াছিলেন, "ভ্রাতা লক্ষ্মণ, আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর।" সু ৩৮

ধরাতলে অবস্থানকাল পূর্ণ হইয়া আসিলে রাম নিয়ম করিয়া কালের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, লক্ষ্মণ দ্বার-রক্ষক হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া লক্ষ্মণকে নিয়মভঙ্গ করিতে বাধ্য করেন; তাহার ফলে সৌমিত্রিকে সরযূ-সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হয়। উ ১০৫, ১০৬

সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া, আচমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিলেন, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস আর পড়িল না। দেবতারা যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অদৃশ্যভাবে স্বর্গে লইয়া গেলেন। উ ১০৬

ভরত—দশরথ-পুত্র। কৈকেয়ী-গর্ভজাত।* বা ১৮

দশরথের দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনাইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অ ৬৮

---

* Schlegel বলেন, জন্মনক্ষত্রানুসারে ভরত সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহকালে ভাইগুলির বয়স ছিল ১৫।১৬—বিশ্বামিত্র পরিচয় দিয়া বলেন, ইঁহারা "প্রিয়দর্শন যুবা"। তখনকার কালেও তাহা হইলে ষোড়শবর্ষে যৌবন। বা ৭২

ভরত কিছুতেই সম্মত হন নাই। অ ৮২

তিনি জননীর অনার্য্যোচিত ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া অনুচরবর্গসহ বনে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠকে ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। অ ৭৩, ৭৪, ১১১

তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া রামের পাদুকাযুগল * ন্যাসস্বরূপ গ্রহণ করিয়া নন্দিগ্রাম হইতে জ্যেষ্ঠের প্রতিনিধিস্বরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য পালন করিতে থাকেন। অ ১১২, ১১৫

ভরত জটাচীরধারী হইয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় জ্যেষ্ঠের পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্র চামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যাহা কিছু রাজকার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন; এবং যাহা কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। অ ১১৫

দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিয়া জানি।" অ ১২

ধর্ম্মপরায়ণ ভরত জ্যেষ্ঠভক্তি-নিবন্ধন নন্দিগ্রামে অবস্থান করিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগ উপেক্ষা করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিতেন। জ্যেষ্ঠ বনবাসী হইলে তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। আ ১৬

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস শেষ করিয়া রাম প্রত্যাগমন করিলে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আর্য্য আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম।" ল ১২৮

রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইয়াছিলেন। উ ১০৯, ১১০

ভরত কেকয়রাজের † পরামর্শক্রমে রামের আদেশে গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া গান্ধার দেশ অধিকার করেন। এইখানে তাঁহার পুত্রদ্বয় রাজা হন। উ ১০১

শত্রুঘ্ন—দশরথ-পুত্র। সুমিত্রা-গর্ভজাত। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর।‡ বা ১৮

ভরতের একান্ত অনুগত। বা ১৮

---

* পশ্চিম সংস্করণে ভরত এক যোড়া জরির জুতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। গৌড় সংস্করণে শরভঙ্গ ঋষি কুশের পাদুকা উপহার দেন। রামকে পরাইয়া ভরত গ্রহণ করেন।

† মাতুল যুধাজিৎ।

‡ Schlegel বলেন জন্মনক্ষত্রানুসারে রাম হইতে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তিনমাস ও ভরত এগারমাস ছোট।

রাম রাজা হইলে তাঁহার আদেশে ইনি মধুবনে লবণাসুরকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া মধুরাপুরী স্থাপন করেন। উ ৬৯, ৭০

শত্রুঘ্ন মধুবন যাইবার সময় বাল্মীকির আশ্রম হইয়া যান। যে রাত্রে তিনি ঐ স্থানে ছিলেন, সেই রাত্রেই সীতাদেবী যমজকুমার প্রসব করেন। আত্মীয় স্বজন মধ্যে শত্রুঘ্নই এই সুসংবাদ জানিতে পারেন। উ ৬৬

দ্বাদশ বৎসর পরে অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালেও শত্রুঘ্ন ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তথায় কুশ লবের তরুণকণ্ঠে করুণ রামায়ণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ভ্রাতৃ-সকাশে উপস্থিত হন। উ ৭১

মহাপ্রস্থানকালে ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিয়াছিলেন। উ ১০৯, ১১০

কুশ ও লব—বাল্মীকি-আশ্রমে প্রসূত ও পালিত। ঋষিশিশুবেশধারী রাজকুমারদ্বয়। রাম-সীতার পুত্র। উ ৬৬

বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের মত রূপে রামেরই অনুরূপ। ভ্রাতৃযুগল একান্ত শ্রুতিসুখকর দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত ত্রিবিধপ্রমাণসম্মত, ষড়্‌জাতি সপ্তস্বরসংযুক্ত, তাললয়ানুকুল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-প্রভৃতি-রস-বহুল মহাকাব্য রামায়ণ পথে ঘাটে গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইত। বা ৪

একদা রাজা রামচন্দ্র সহসা তাহাদের অযোধ্যার রাজপথে গান করিতে দেখিতে পান। তাহাদিগকে সযত্নে স্বভবনে আনাইয়া সপরিবারে মনোহর উপাখ্যান আত্মচরিত শ্রবণ করেন। উ ৯৪

দ্বিতীয়বার সীতা-পরীক্ষার সময় দেবী পাতাল প্রবেশ করিলে লবকুশ শিশুদ্বয় পিতার আশ্রয় লাভ করে। উ ৯৮

মহাপ্রস্থানকালে অযোধ্যা জনশূন্য হইয়া যায়। রাম কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরে রাজা করিয়া যান। উ ১০৭

দশরথ—স্বনামপ্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। কোশলেশ্বর। রামাদি চারি ভ্রাতার জনক। বা ১৮

ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ “অতিরথ” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বা ৬

ইনি একজন স্বাধীন রাজা। ইঁহার সময়ে অযোধ্যার সুখৈশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। বা ৬

দিক্‌দিগন্তের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য ও পার্ব্বত্যজাতীয় সকলে সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেন। অ ৩

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা দশরথ-সভায় আসীন হইতেন। অ ৮২

সুবর্ণনির্ম্মিত মণিখচিত সভামণ্ডপ, তন্মধ্যে মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় সিংহাসন, উৎকৃষ্ট আস্তরণযুক্ত হেমময় পীঠে বশিষ্ঠাদির আসন থাকিত। অ ৮১

সুসজ্জিত নব সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টিসহস্র রথ, বিবিধ-আয়ুধধারী বীরপুরুষ অযোধ্যার সৈন্যমধ্যে গণিত হইত।* অ ৮৬

কোবিদার ধ্বজা অযোধ্যার রাজ-পতাকা। অযোধ্যায় সহস্র সহস্র ধ্বজপতাকাবাহী তুরগ-সৈন্য ছিল। দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন, "আমি অক্ষোহিণী সৈন্যের অধীশ্বর।" বা ২০

রাজা দশরথ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া রামাদি চারি পুত্রকে লাভ করেন। বা ১৪, ১৫

দশরথের মহিষী—কৌশল্যার সহিত তিন শত পঞ্চাশ; প্রধানা তিন জন; কৌশল্যা সুমিত্রা, কৈকেয়ী।† অ ৩৪

দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে, তদবধি আমার অধিকার। অ ১০

শম্বরাসুরের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের যুদ্ধে রাজা দশরথ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান; মহিষী কৈকেয়ী সঙ্গে ছিলেন; রাজা যুদ্ধে আহত হইলে প্রিয়মহিষী বিস্তর সেবা করেন; দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া দুই বর দিতে চাহিলে কৈকেয়ী ভবিষ্যতের জন্য বরদ্বয় সঞ্চিত রাখেন। অ ৯

ষষ্টিসহস্রবর্ষ বয়সে দশরথ সময় ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যান, সেই সময়ে কৈকেয়ীর প্রাপ্য সেই দুই বরের পূরণে শুভানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হয় এবং বৃদ্ধ রাজা দারুণ পুত্রবিচ্ছেদ-শোক প্রাপ্ত হন। বা ১

দশরথ শব্দবেধী ছিলেন; একদা মৃগয়ায় শব্দানুসারে শরত্যাগ করিয়া ভ্রমক্রমে এক মুনিকুমারকে বধ করেন; মুনির শাপে পুত্রবিচ্ছেদশোকে রাজার প্রাণচ্যুতি ঘটে।‡ অ ৬৩, ৬৪

রাম ভরতকে কহেন, "পূর্ব্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্ তোমার এই কন্যাতে আমার যে পুত্র জন্মিবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব।" অ ১০৭

যৌবরাজ্যে অভিষেককালে দশরথ রামকে বলেন, "এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে আছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার বাঞ্ছা।.........মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ অস্থির, অতএব আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর।" অ ৪

---

* ইহারা রামকে ফিরাইতে ভরতের সহিত বনে গিয়াছিল।

† দশরথের পরিবৃত্তি ও বাবাতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়েতরবর্ণা মহিষীও ছিল। (অশ্বমেধ দেখ) সম্ভবতঃ দশরথের অন্য কতক পুত্রও ছিল—"সরাজ পুত্র শত্রুঘ্ন" অযোধ্যা ৮১ সর্গ দ্রষ্টব্য।

‡ পুত্র নির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধযামে দশরথ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দশরথ কৈকেয়ীকে বলেন, "কেবল রাম ভিন্ন জগতে তোমা অপেক্ষা আর কেহ আমার প্রিয় নাই।" অ ১১

ভরত কৈকেয়ীকে কহিলেন, "পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, ইহার কারণ কি?" অ ৭২

দশরথ রামকে বলেন, "বৎস কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ং অযোধ্যারাজ্য গ্রহণ কর।" অ ৩৪

দশরথ কৈকেয়ীকে বলেন, "আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি।............যদি রামের বনবাস ভরতের প্রীতিকর হয়, তবে সে যেন আমার দেহান্তে আমার অগ্নি-সংস্কারাদি না করে।" অ ১২

সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে স্বর্গগত দশরথ দেবগণের সহিত আসিয়া রামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমা হেন পুত্র পাইয়া আমি সদ্গতি লাভ করিয়াছি।" ল ১২০

মনু—প্রজাপতি। সসাগরা বসুমতী-পালক। বিবস্বৎ-সন্তান। বা ৫, ৭০

সত্যযুগের এক রাজা; ইনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। (ঋষিমধ্যে "মনু" দেখ) বর্ত্তমান কল্পের ইনি সপ্তম মনু, কাহারো মতে ইনি সংহিতাকার।* উ ৭৯

ইক্ষ্বাকু—মনুর পুত্র। প্রসিদ্ধ বংশের আদিপুরুষ। উ ৭৯

অযোধ্যার আদি রাজা। ইঁহার শত পুত্র। বা ৭০, উ ৭৯

অনরণ্য—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। দিগ্বিজয়ী রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হত হন। মৃত্যুকালে ইনি রাবণকে অভিসম্পাত করেন, "আমার বংশীয় কাহার দ্বারা তুমি নিহত হইবে।" উ ১৯

ইঁহার শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই এবং তস্করের নামও ছিল না। ইঁহার বংশীয় রামের হস্তে রাবণ হত হয়েন। অ ১১০

ত্রিশঙ্কু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। ইনি সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া প্রথমে বশিষ্ঠ, তৎপরে তৎপুত্রদিগের শরণাপন্ন হন। তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাদের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া উগ্রতপোরত বিশ্বামিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উ ৫৮

বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাজক হইয়া ইঁহার যজ্ঞ করিয়া ইঁহাকে স্বর্গে উঠিতে আদেশ করেন; ইনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র বাধা দেন। বা ৬০

ঋষি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অসীম তপঃশক্তি-বলে দক্ষিণদিকে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দেন। বা ৬০

---

* প্রতি কল্পে চৌদ্দ জন মনু; বর্ত্তমান কল্পে সাত জন মাত্র জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম, বৈবস্বত মনু সপ্তম।

This 7th Manu regarded as an Indian Adam or Noah. According to some this last Manu was the author of the code and therefore as progenitor of the Solar line of kings was a *Kshatriya*—M. Williams.

সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রনিচয় প্রভৃতি অতিসৃষ্টি দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া একটা সামঞ্জস্য করেন; তাহাতে এই নূতন সৃষ্ট স্বর্গে ত্রিশঙ্কু অধোমুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন ও নক্ষত্র হইয়া গেলেন। বা ৬০

মান্ধাতা—সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। যুবনাশ্বের পুত্র। উ ৬৭

চন্দ্রলোকে ইঁহার সহিত দিগ্বিজয়ী রাবণের সংগ্রাম ঘটে। উভয়ে সমযোদ্ধা, কেহ কাহাকেও হটাইতে পারেন না; অগত্যা ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্য লইলেন। তখন মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব আসিয়া ভৎর্সনা করতঃ উভয়ের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া দেন। উ প্র ৩

রাজা মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী আপনার বশীভূত করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিবার বাসনায় স্বর্গে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলেন, "আগে পৃথিবীর সমস্ত অংশ তোমার অধীন হউক, তখন স্বর্গে ভাগ বসাইতে আসিও।" মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করেন, "পৃথিবীতলে কে বা আমার বশ নহে?" সুররাজ কহিলেন, "মধুবন-নিবাসী মধুপুত্র লবণ নিশাচর এখনও তোমার অধীন হয় নাই।" রাজা নামিয়া আসিয়া লবণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। পিতৃদত্ত শৈবশূল দ্বারা লবণ মান্ধাতাকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। উ ৬৭

কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (শ্রমণ) বালীর অনুরূপ পাপ (ভ্রাতৃবধূগমন?) করিয়াছিল, মান্ধাতা রাজা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ডিত করেন। কি ১৮

অসিত—(পরে "সগর" দেখ।) বা ৭০

সগর—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। অসিত রাজার পুত্র। বা ৭০

রাজা অসিত হৈহয় তালজঙ্ঘ শশবিন্দুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া দুই মহিষী সহিত হিমালয়ে প্রস্থান করেন। তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। মহিষীরা সসত্ত্বা ছিলেন। মহিষী কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনের প্রসাদে পুত্র প্রসব করেন; সপত্নীপ্রদত্ত গরলের সহিত প্রসূত হয় বলিয়া পুত্রের নাম "সগর"। বা ৭০

রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্র ইঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে লইয়া যান। বা ৩৯

ষষ্টিসহস্র পুত্র ইঁহার আদেশে প্রত্যেকে একযোজন করিয়া পৃথিবী খনন পূর্ব্বক পাতালে অশ্ব অন্বেষণে গমন করেন। বা ৩৯

তথায় কপিল মুনির হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হন। বা ৪০

সগর আদেশে তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক খাত বলিয়া সমুদ্রের নামান্তর "সাগর"। অ ১১০

হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যস্থলে সগরের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বা ৩৯

অসমঞ্জ—সগর রাজার পুত্র। ইনি বৈমাত্রেয় শিশু ভ্রাতাগুলির ও প্রজাবালকগণের উপর অত্যাচার করিতেন বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। বা ৪৮

অংশুমান্—অসমঞ্জের পুত্র। ইনি পাতাল হইতে পিতামহ সগরের যজ্ঞ-অশ্ব ফিরাইয়া আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করান। বা ৪১

পাতালে পিতৃব্যগণের পরিণাম শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইলে, পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনাইয়া পবিত্রজলে পিতৃগণের তর্পণ করিতে পিতৃব্য-মাতুল বিহগ-রাজ গরুড় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন। বা ৪১

দিলীপ—অংশুমানের পুত্র। বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া গঙ্গা আনয়নের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কালকবলে পতিত হন। বা ৪২

ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিয়াছিলেন, "দিলীপ মহর্ষি-সম তেজস্বী, মত্তুল্য তপস্বী।" বা ৪৪

কল্মাষপাদ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সৌদাস রাজা বা প্রবৃদ্ধ রাজা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।* উ ৬৫, বা ৭০

ভগীরথ—দিলীপ-পুত্র। মন্ত্রিবর্গের উপর প্রজাপালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনিবার নিমিত্ত গোকর্ণপ্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। বা ৪২

ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট সিদ্ধির বর দেন। ("গঙ্গা উৎপত্তি" দেখ) বা ৪৩

ভগীরথ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া গঙ্গাজলে পিতৃলোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। বা ৪৪

গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন বলিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। বা ৪৪

অম্বরীষ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; যজ্ঞ-পশু অপহৃত হয়। বা ৬১

পুরোহিত আদেশ করেন;—রাজার দুর্নীতি-নিবন্ধন এরূপ ঘটিয়াছে, সর্ব্বনাশ হইবে; রক্ষার একমাত্র উপায়—আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতে, সেই অপহৃত পশুটী সন্ধান করিয়া আনয়ন, নতুবা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া প্রদান। বা ৬১

রাজা পশুস্থানীয় মনুষ্য অন্বেষণে নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে ঋচীক ঋষির নিকট উপস্থিত হন। ঋষিকে যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রটীকে ক্রয় করিয়া লইলেন। বা ৬১

ব্রাহ্মণ-বটু বলিস্বরূপে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া মাতুলদত্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পান। রাজার যজ্ঞও সম্পন্ন হয়। বা ৪২

যযাতি—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। হৃতপুণ্য হইয়া স্বর্গচ্যুত হন। নহুষ-পুত্র। অ ১৩

(সোমবংশেও এই নামে এক রাজা ছিলেন, পরে "যযাতি" দেখ) কি ১৭

তক্ষ ও পুষ্কল—ভরতের পুত্র। গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিয়া ভরত ইহাদিগকে গান্ধার ভাগ করিয়া দেন। তক্ষ তক্ষশীলায় এবং পুষ্কল পুষ্কলাবতে রাজা হন। উ ১০১

* প্রবৃদ্ধের নামই সৌদাস।

অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়। কারুপথ দেশ অঙ্গদের ও মল্লভূমি চন্দ্রকেতুর রাজ্য। অঙ্গদের অঙ্গদীয়া ও চন্দ্রকেতুর চন্দ্রকান্ত পুরী প্রতিষ্ঠিত হয়। উ ১০২

সুবাহু ও শত্রুঘাতী—শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়। শত্রুঘ্ন সুবাহুকে মধুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপিত করেন। উ ১০৮

কুক্ষি, বিকুক্ষি, বাণ, পৃথু, ধুন্ধুমার, যুবনাশ্ব, সুসন্ধি, ধ্রুবসন্ধি, প্রসেনজিৎ, ভরত, ককুৎস্থ, রঘু, প্রবৃদ্ধ,* শঙ্খন, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্রগ, মরু, প্রশুশ্রুক, নহুষ, নাভাগ, অজ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ, রামের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৭০

ঋষভ—রামের মহাপ্রস্থানের পর অযোধ্যা বহুকাল জনশূন্য ছিল। এই রাজার সময় হইতে পুনরায় লোকালয় হয়। উ ১১১

সৌদাস—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। উ ৬৫

একদা ইনি মৃগয়া করিতে ব্যাঘ্ররূপী দুই ক্রূর রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করেন। অপর জন প্রতিশোধ তুলিবার ভয় দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়। রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন; বশিষ্ঠ যাজকতা করেন। পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট হইতে সমাংস অন্ন ভোজন প্রার্থনা করিল; রাজা উদ্যোগ করিয়া দিলেন। রাক্ষস গোপনভাবে ঘৃতপক্ক সমাংস অন্নের সহিত নরমাংস মিশাইয়া দিল। ঋষি-বশিষ্ঠ ভোজনে বসিয়া নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "যে খাদ্য আমায় দিয়াছ, তাহাই তোমার খাদ্য হউক।" রাজাও প্রতিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডূষ লইলেন। মহিষী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। রাজার জলগণ্ডূষ নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার পাদদেশে সেই তেজঃ-সমন্বিত জল পতিত হইলে চরণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। সেই অবধি তাঁহার নাম "কল্মাষপাদ" হয়। উ ৬৫

এই রাজার যেখানে যজ্ঞ হইয়াছিল, শত্রুঘ্ন বাল্মীকি-আশ্রম-সন্নিকটে সেই ভূমি দেখিয়াছিলেন। উ ৬৫

বীর্য্যসহ—সৌদাস রাজার পুত্র।† উ ৬৫

দণ্ড—সত্যযুগে মনু রাজা, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু; ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র; সর্ব্বকনিষ্ঠটী মূঢ় ও মূর্খ। অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে, ইক্ষ্বাকু এই ভাবিয়া তাহার নাম রাখিলেন "দণ্ড"। বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যভাগ তাঁহার রাজ্য হইল। দণ্ড তথায় এক উত্তম নগরী স্থাপিত করিয়া নাম রাখেন, "মধুমন্ত"। উ ৭৯

---

* প্রবৃদ্ধ শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন; পরে ইঁহারই নাম "কল্মাষপাদ" হইয়াছিল। (সৌদাস রাজারই নামান্তর।) ইনি রঘু-পুত্র, রঘুর নামান্তর সুতরাং সুদাস। বা ৭০, অ ১১১

† মিত্রসহ—নামান্তর। মতান্তরে ইনিই সৌদাস—সুদাস রাজার পুত্র। ইঁহার নাম—প্রবৃদ্ধ, কল্মাষপাদ ইত্যাদি। সুদাস তাহা হইলে হইতেছেন রঘু। উ ৭৮, ৬৫

শুক্রাচার্য্যকে ইনি পৌরোহিত্যে বরণ করেন। রাজা একদিন মধুর চৈত্রমাসে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি আশ্রমে ছিলেন না, তাঁহার সুন্দরী কুমারী কন্যা অরজা বেড়াইতেছিল—রাজা দেখিতে পান। দেখিয়াই কামে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিলেন ও পরে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। উ ৮০

শুক্রাচার্য্য আশ্রমে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভিশাপ দিলেন। "দুর্ম্মতি রাজা দণ্ড পাপাচারী—সপ্তরাত্রের মধ্যে পুত্র সৈন্য ও বাহনগণের সহিত বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ পাংশু বর্ষণ করিয়া এই দুর্ম্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজ্য বিস্তৃত আছে, ততদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী অঙ্গার বর্ষণে বিনষ্ট হইবে।" বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ড রাজার রাজ্য; সত্যযুগে এইরূপে ধ্বংস হইয়া কালে অরণ্যে পরিণত হয় এবং দণ্ডকারণ্য আখ্যা লাভ করে। উ ৮১

পরে এই অরণ্যে তাপসেরা বাস করিতেন বলিয়া ইহার অংশবিশেষের নাম "জনস্থান"। উ ৮১

ক্ষুপ—মনুষ্যদিগের আদি রাজা। সত্যযুগের আদিতে মনুষ্যগণের রাজা ছিল না। বাসব দেবগণের রাজা ছিলেন। মনুষ্যগণ রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট সমাগত হইয়া রাজা প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে অংশ দিতে বলিয়া ক্ষুপ অর্থাৎ শব্দ করিয়া হাঁচিলেন—অমনি "ক্ষুপ" নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবতাগণের অংশ লইয়া ইনিই মনুষ্যগণের আদি রাজা হইয়া পৃথিবীকে বশে আনেন। উ ৭৬

অপর ক্ষত্রিয়গণ।

জনক—বিখ্যাত রাজর্ষি সীরধ্বজ। মিথিলা (বিদেহ) অধিপতি। সীতার পিতা। বা ৭১
"জনক" ইঁহাদের কুলোপাধি।
বিখ্যাত হরধনু পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের গৃহে ছিল। ("হরধনু" দেখ) বা ৬৬
যজ্ঞক্ষেত্রে হল কর্ষণ করিতে করিতে অযোনিজা তনয়া সীতাকে প্রাপ্ত হন। বা ৬৬

জনক—নিমি রাজার পৌত্র। ইঁহার নামানুসারেই জনক-বংশ। বা ৭১
সীতার পিতা জনক ইঁহার বিংশতি পুরুষ অধস্তন। বা ৭১

দেবরাত—নিমিকুলোদ্ভব রাজা। ইঁহার যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া বরুণ ও দেবগণ ইঁহার নিকট হরধনু অর্পণ করেন। বা ৬৬

নিমি—প্রসিদ্ধ বংশের আদিপুরুষ। ইনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ মধ্যে দ্বাদশ। উ ৬৫

রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আশয়ে বশিষ্ঠকে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন; বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, তিনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। নিমি তাহা না করিয়া মহর্ষি গৌতমকে যজ্ঞে বরণ করিয়া ফেলিলেন। বশিষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া ঘটনা দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তখন নিদ্রিত, সাক্ষাৎ হইল না। তখন বশিষ্ঠ অবসর পাইয়া নিমিকে শাপ দিলেন, "তোমার দেহ চেতনা-বিহীন হউক।" রাজাও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দেন, "তুমিও বহুকাল চেতনাশূন্য থাকিবে।" উ ৫৫

নিমির যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভৃগু তাঁহার চেতনা সম্পাদন করেন; দেবতারা সেই চেতনাকে বর দিয়া কহিলেন, "বল, তুমি কোথায় থাকিবে?" নিমি-চেতনা কহিল, "আমি সর্ব্বভূতগণের নেত্রমধ্যে থাকিব।" দেবগণ কহিলেন, "তথাস্তু"। সেই অবধি জীবগণের চক্ষে—নিমেষ। উ ৫৭

মিথি—নিমি রাজার পুত্র। বশিষ্ঠ-শাপে চেতনাশূন্য নিমি-দেহ ঋষিগণ যজ্ঞভূমিতে অরণি রূপে কল্পিত করিয়া সবিশেষ তেজঃ-সহায়ে মন্ত্রহোম দ্বারা মন্থন করিতে লাগিলেন; সেই মন্থন হইতে এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। মন্থন হইতে জাত বলিয়া ইঁহার নাম "মিথি"। জনন হইতে জন্ম বলিয়া "জনক" এবং বিদেহ (অচেতন দেহ?) হইতে জন্ম বলিয়া ইঁহার অন্য নাম "বৈদেহ"। উ ৫৭

কুশধ্বজ—রাজর্ষি সীরধ্বজ জনকের ভ্রাতা। ভরত শত্রুঘ্নের শ্বশুর। সাঙ্কাশ্যাপুরীর অধিপতি। বা ৭১

উদাবসু, নন্দিবর্দ্ধন, সুকেতু, বৃহদ্রথ, মহাবীর, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্য্যশ্ব, মরু, প্রতীন্ধক, কীর্ত্তিরথ, দেবমীঢ়, বিবুধ, মহীধ্রক, কীর্ত্তিরাত, মহারোমা, স্বর্ণরোমা, ও হ্রস্বরোমা—নিমিকুলোদ্ভব রাজগণ। রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৭১

কুশ—প্রসিদ্ধ কুশিক বংশের আদিপুরুষ। স্বয়ম্ভুর পুত্র। ধর্ম্মশীল রাজর্ষি। বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৩২

গাধি—কুশ রাজার পৌত্র; কুশনাভের পুত্র। বিশ্বামিত্রের জনক। বা ৩৪

কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজাঃ, বসু—কুশ রাজার পুত্র। চারি জনে চারি পুরী প্রতিষ্ঠিত করেন। বা ৩২

কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী, কুশনাভ হইতে মহোদয়, অমূর্ত্তরজাঃ হইতে ধর্ম্মারণ্য এবং বসু হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত হয়। বা ৩২

কুশনাভ রাজার কন্যা সংক্রান্ত উপাখ্যান—(দেবগণ মধ্যে "পবন" দেখ) বা ৩২, ৩৩

বিশ্বামিত্র—("ঋষিগণ" মধ্যে এই নাম দেখ।)

হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র, মহারথ*—রাজা বিশ্বামিত্রের চারি পুত্র। বা ৫৭

বশিষ্ঠের নিকট পরাভূত হইয়া রাজা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবলে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করেন। তাঁহার রাজর্ষিত্ব পাইবার পূর্ব্বে এই পুত্রগণ উৎপন্ন হয়। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব তখন বহুদূরে—সুতরাং এগুলি ক্ষত্রসন্তান। বা ৫৭

সুমতি—বিশালাধিপতি। বিশ্বামিত্র বালক রাম লক্ষ্মণকে লইয়া যখন মিথিলায় যাইতেছিলেন, ইনি অতিথি-সৎকারে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বা ৪৮

বিশাল, হেমচন্দ্র, সুচন্দ্র, ধূম্রাশ্ব, সৃঞ্জয়, সহদেব, কুশাশ্ব, সোমদত্ত, কাকুৎস্থ†—বিশালাধিপতি সুমতির পূর্ব্বপুরুষগণ। বিশাল,রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা। ইক্ষ্বাকুপুত্র। বা ৪৭

শৈব্য—রাজা। সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া শ্যেনপক্ষী ও কপোতকে স্বীয় দেহ-মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। অ ১২

অলর্ক—রাজা। আপনার চক্ষু উৎপাটন করিয়া কোন এক অন্ধ-ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। অ ১২

জনমেজয়, ধুন্ধুমার—অন্ধক মুনি মৃত পুত্রকে এই পুণ্যশীলদিগের গতি লাভ করিবার আশীর্ব্বাদ দেন। অ ৬৪

নল—রাজা। দময়ন্তীর পতি। ইঁহাদের প্রণয় দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ। সীতা ইঁহার পত্নীর সহিত উপমিত। নিষধরাজ। সু ২৪

সত্যবান্—দ্যুমৎসেন-পুত্র। সাবিত্রীর পতি। ইঁহাদের প্রণয়ও দাম্পত্য-অনুরাগের আদর্শ। সু ২৪

দ্যুমৎসেন—রাজা। সত্যবানের জনক। অ ৩০

দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরুরবা—রাবণের দিগ্বিজয়কালে ইঁহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার করেন। উ ১৯

বুধ—সোমের পুত্র। (ঋষি ?) উ ৮৮

ইনি তপস্যা করিতেছিলেন, স্ত্রীরূপী ইল-রাজা বেড়াইতে বেড়াইতে ইঁহার নিকটে আসেন। ত্রৈলোক্যসুন্দরীর রূপ দেখিয়া বুধের ধ্যান ভঙ্গ হইল। উ ৮৮

তিনি আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন, "সুন্দরি তুমি আমায় ভজনা কর।" ইলা উত্তর দিলেন, "আমি স্বাধীনা, তোমারই বশবর্ত্তিনী হইলাম, এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর।" উ ৮৯

---

* হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র, মহোদর।—নামান্তর।

† কাকুৎস্থ—সোমদত্তের পুত্র, সুমতির পিতা; কোন কোন গ্রন্থে নামটা নাই।

ইল রাজা যখন স্ত্রী হইতেন, বুধ সুখবিহারে প্রবৃত্ত হইতেন; যখন তিনি পুরুষ থাকিতেন, বুধ তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমশঃ বুধের ঔরসে ইঁহার গর্ভসঞ্চার হইল, তিনি নবম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র পুরূরবা। উ ৮৯

ইনি ইলের পুনরায় একেবারে পুরুষত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। উ ৯০

ইল—কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। বাহ্লীক* দেশের রাজা। উ ৮৭

মহাবাহু ইল একদা মধু মাসে বলবাহন সহিত এক মনোহর কাননে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়া করিতে করিতে, কার্ত্তিকেয় যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হন। তখন সেখানে দেব ত্রিলোচন রমণী সাজিয়া শৈলরাজনন্দিনীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ঐ বনদেশের যে কোন স্থানে যে কোন প্রাণী ছিল, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে সকলেই স্ত্রী হইয়া যাইতেছিল। উ ৮৭

রাজা ইল সেখানে আসিবামাত্র বলবাহন সমেত রমণী হইয়া গেলেন। রাজা মহা দুঃখিত হইয়া হরপার্ব্বতীর সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী বর দিলেন, রাজা একমাস স্ত্রী হইয়া ইলা ও একমাস পুরুষ হইয়া ইল থাকিবেন। উ ৮৭

এক সময়ে ইলা পর্ব্বত মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে চন্দ্রতনয় তপস্যারত বুধের নেত্রপথে আইসেন। পরস্পর মনোমিলন হইলে বুধের সহযোগে ইলার এক পুত্র হইল, তিনিই স্বনামখ্যাত পুরূরবা। উ ৮৯

পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া মহর্ষি কর্দ্দম অন্যান্য মুনিগণের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজা মরুত্ত এই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দেন। ইল একেবারে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। উ ৯০

শশবিন্দু—বাহ্লীক দেশের রাজা। ইলরাজার (পুরুষ অবস্থার) পূর্ব্বেকার পুত্র। উ ৮৯

পুরূরবা—ইল রাজার স্ত্রী-অবস্থার পুত্র। উ ৮৯

প্রতিষ্ঠান পুরীর রাজা, উর্ব্বশীকে দিন কতক ভোগ করিয়াছিলেন। উ ৫৬

আয়ু—পুরূরবা-উর্ব্বশীর পুত্র। উ ৫৬

নহুষ—আয়ুর পুত্র। বৃত্রাসুরকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে নহুষ রাজা শতসহস্রবর্ষ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উ ৫৬

পুরু ও যদু—যযাতি রাজার পুত্রদ্বয়। দেবযানীর গর্ভে যদু ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরুর উৎপত্তি। উ ৫৮

দুষ্মন্ত—ইনি † এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজা রাবণের দিগ্বিজয়-কালে তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক রক্ষা পান। উ ১৯

যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র। ইঁহার দুই ভার্য্যা। প্রথমা—বৃষপর্ব্বের দুহিতা, দিতির পৌত্রী

---

* বাহ্লি দেশ। † রামায়ণে দুষ্মন্ত আছেন, শকুন্তলা নাই।

শর্ম্মিষ্ঠা; দ্বিতীয়া—শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা রাজার প্রিয়তমা ছিলেন। উ ৫৮
দেবযানী ইহাতে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া পিতার নিকট দুঃখ জানান। শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অভিশাপ দেন, তাহাতে রাজা তরুণ বয়সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উ ৫৮

শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র পুরু, এবং দেবযানীর গর্ভজাত পুত্র যদু। রাজা যদুকে বলেন "আমি এখনও বিষয়-সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি আমার হইয়া এই জরা গ্রহণ কর।" যদু সম্মত হইলেন না। পুরুকে বলিলে তিনি সাদরে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। যযাতি পুনরায় যুবা হইয়া নানা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করণান্তর পুরুর নিকট হইতে আপন জরা ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর করিলেন। উ ৫৯

যদুকে অভিশাপ দিলেন "তুমি রাক্ষসগণের জনক হইবে, তোমার সন্তানেরা চন্দ্রবংশচ্যুত এবং দুর্ম্মতি হইবে।" উ ৫৯

শ্বেত—বিদর্ভ নরপতি সুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উ ৭৮

পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া আয়ু বিগতপ্রায় বুঝিয়া কনিষ্ঠ সুরথকে রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করেন। কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উ ৭৮

কিন্তু সেখানে গিয়াও ক্ষুধা ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহেন "খাইয়া দাইয়া তপ করিয়াছ, কখনও কাহাকেও কিছু দান কর নাই; তজ্জন্য স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত এড়াইতে পার নাই। তুমি এক্ষণে আহারদ্বারা পরিপুষ্ট নিজ মৃতদেহ ভক্ষণ কর; সে দেহ তোমার তপস্যাক্ষেত্রে এক সরোবরে ভাসিতেছে; মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য একদিন সেখানে আসিবেন, তখন তুমি শাপমুক্ত হইবে।" উ ৭৮

রাজা স্বর্গ হইতে বিমানে চড়িয়া আসিয়া ভাসমান শব খাইতেন। একদা অগস্ত্য ঋষি দেখিতে পান; নিকটে আসিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা তাঁহাকে সকল তত্ত্ব অবগত করাইয়া শাপমুক্ত হন। যাইবার সময় ঋষিকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল ও নানা বস্ত্র প্রদান করেন। উ ৭৮

অগস্ত্য রামকে এই সমস্ত অলঙ্কার উপহার দিয়া এই গল্প বলিয়াছিলেন। উ ৭৮

সুদেব—বিদর্ভনরপতি। ইহাঁর পুত্র শ্বেত। উ ৭৮

সুরথ—বিদর্ভরাজ শ্বেতের ভ্রাতা। কনিষ্ঠকে* রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক শ্বেত বনে যান। উ ৭৮

মরুত্ত—উশীরবীজ প্রদেশের রাজা। উ ১৮

ইনি যজ্ঞ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী রাবণ ইহাঁর স্থানে উপস্থিত হইয়া

* স্থলবিশেষে সুরথ জ্যেষ্ঠ—কিন্তু কনিষ্ঠ শ্বেত পিতার পর রাজা হন।

হয় রণ, নয় পরাজয়-স্বীকার,—প্রার্থনা করেন। রাজা যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, পুরোহিত সম্বর্ত্ত নিবারণ করিলেন। রাবণ যজ্ঞাগত মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন। যজ্ঞে উপস্থিত দেবগণ রাবণ-ভয়ে বিবিধ পশু-রূপ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। উ ১৮

রাবণ চলিয়া গেলে দেবগণ নিজ নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপকারী পশুদিগকে রূপ-বৃদ্ধির বর দিয়াছিলেন। উ ১৮

তৃণবিন্দু—রাজর্ষি। মেরুগিরির পার্শ্বে ইঁহার আশ্রম। ইঁহার কন্যা গর্ভিণী হইবার পর পুলস্ত্য ঋষি তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পুত্র বিশ্রবা। উ ২

অর্জ্জুন—কার্ত্তবীর্য্য। হৈহয়াধিপ। সহস্র-বাহু মহাবীর। মাহিষ্মতীপুরীর রাজা। উ ৩১

রাবণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইঁহার নগরে উপস্থিত হন; উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করেন। রাজা তখন স্ত্রীগণসহ নর্ম্মদা নদীতে জলবিহারে গিয়াছিলেন। রাবণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে, দুই মহাবীরে মহা যুদ্ধ বাধিল। অর্জ্জুন সমগ্র রাক্ষসী সেনাকে পরাজিত করিয়া ভীষণ গদাযুদ্ধে রাবণকে ভূপাতিত করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করেন। উ ৩২

মহর্ষি পুলস্ত্য পৌত্রের দুর্দ্দশা সংবাদ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সকাশে আগমনপূর্ব্বক রাবণকে মোচন করান। এই সময়ে দুই বীর পরস্পর-হিংসা-নিবারক বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। উ ৩৩

মুনি জমদগ্নি বৈষ্ণব-ধনু পরিত্যাগ করিলে ইনি অধর্ম্ম-বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করেন। বা ৭৫

পরশুরাম পিতৃ-নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধভরে বর্দ্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন। বা ৭৪

সুধন্বা—সাঙ্কাশ্যা নরপতি। বা ৭১

মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত আগমন করেন। হরধনু ও জানকী প্রার্থনা করিলে জনকরাজ অসম্মত হন; তাহাতে তুমুল সংগ্রাম বাধে। যুদ্ধে সুধন্বা পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার রাজ্যে—সাঙ্কাশ্যা-পুরীতে—জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজ অধিষ্ঠিত হইলেন। বা ৭১

লোমপাদ—অঙ্গদেশের রাজা। দশরথের সখা। শান্তার জনক। বা ১১

ইনি স্বরাজ্যে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বারাঙ্গনাদ্বারা বন হইতে ভুলাইয়া আনাইয়া আপন জামাতা করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করেন। শ ১০

অশ্বপতি—কেকয়রাজ। কৈকেয়ীর পিতা। ভরতের মাতামহ। অ ৭৪

রাম রাজা হইবার সময় পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইহার অল্পদিন পরেই বোধ হয় কালকবলিত হন। উ ৩৮

যুধাজিৎ—কেকয়-রাজপুত্র। ভরতের মাতুল। ইনি মধ্যে মধ্যে অযোধ্যায় আসিতেন।* বা ৭৩

ইঁহার পরামর্শে ভরত গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিয়া পুত্রদিগকে রাজা করিয়া দেন। উ ১০০

প্রতর্দ্দন—কাশীরাজ। রামের বয়স্য। ৩৮

ইনি ভরতের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া দেন।

লঙ্কাযুদ্ধ সাহায্যার্থ ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উ ৩৮

ভানুমান্†—কোশলরাজ। বা ১৩

কোশলরাজ, মগধরাজ, পূর্ব্বদেশীয় রাজগণ, সিন্ধুসৌবীর দেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণ—রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে এই সকল রাজাকে মিথিলা, কাশী, কেকয়, অঙ্গ ইঁহাদের সহিত নিমন্ত্রণ করা হয়। বা ১৩

দ্রাবিড়, সিন্ধুসৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশলা—দশরথ কৈকেয়ীকে কহেন, "এ সকল রাজা আমার শাসনাধীন।" অ ১০

নৃগ—ব্রাহ্মণভক্ত এক মহা যশস্বী রাজা। কোন সময়ে পুষ্করতীর্থে ইনি ব্রাহ্মণকে এককোটি গাভী সম্প্রদান করেন। তাহাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা ধেনু দৈবাৎ সেই গাভী সকলের সহিত প্রদত্ত হইয়া যায়। যাঁহার ধেনু হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ দেশদেশান্তরে আপন গাভী অন্বেষণ করিতে করিতে কনখল দেশে এক পণ্ডিতের গৃহে সেটীকে দেখিতে পান। দেখিয়া ডাক দিবা মাত্র গাভীটি পূর্ব্বস্বামীর অনুসরণ করিল। তখন যে সেটীকে পালন করিতেছিল, সে কহিল, "এ গাভী আমার, আমায় নৃগ নৃপতি দান করিয়াছেন।" বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়ে নৃগ রাজার নিকট গমন করিল। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি মিলিল না। তখন উভয়েই কুপিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "আমরা প্রয়োজনবশতঃ অর্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাজা হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিলে না, অতএব তুমি কৃকলাশ হও; কৃকলাশ হইয়া বহু সহস্র বৎসর গর্ত্তমধ্যে সর্ব্বজীবের অদৃশ্য হইয়া বাস কর। কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষ্ণু মনুষ্যবিগ্রহধারী হইয়া বাসুদেব যদুকুলে উৎপন্ন হইবেন; পৃথিবীর ভারহরণে অবতীর্ণ সেই নর-নারায়ণ-ঋষিই তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন।" উ ৫৩

বসু—নৃগ রাজার পুত্র। পিতা গর্ত্তে প্রবেশ করিলে ইনি রাজা হন। উ ৫৪

---

* কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে বিস্তর উপহার দিতেন, কিন্তু রাম রাজা হইয়া যুধাজিৎকে ধন রত্ন উপহার দিলে যুধাজিৎ কহিলেন, "তোমার ধন রত্ন তোমারই থাক।" অযোধ্যাকাণ্ড ৮১ সর্গে একটি যুধাজিৎ নাম আছে, টীকাকার বলেন, এটী কোন মন্ত্রীর নাম।

† কেহ ভানুমান্ নাম ধরিয়াছেন। কেহ কোশল-রাজের বিশেষণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদত্ত—পবিত্রস্বভাব এক নরপতি। একদা কালরূপী গৌতম নামক ব্রাহ্মণ ইঁহার গৃহে আসিয়া ভোজন প্রার্থনা করেন। রাজা সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিলেন, খাদ্যের সঙ্গে কিরূপে মাংস মিশ্রিত ছিল। তদ্দর্শনে মুনি রাজাকে ক্রোধভরে অভিসম্পাত করেন, "তুই গৃধ্র হ।" রাজা অনেক কাকুতি মিনতি করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া যান, "ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক রাজা হইবেন, তিনি তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি শাপমুক্ত হইবে।" ব্রহ্মদত্ত গৃধ্র হইয়াই ছিলেন। রামের রাজত্বকালে সেই গৃধ্র অযোধ্যার রাজোদ্যানে এক উলূকের বাসা অধিকার করিয়া বলিল, "এ বাসা আমার।" উলূক যাইয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়া উলূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ বাসা কত দিন?" সে বলিল, "এই পৃথিবী যতকাল বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত, তদবধি আমার এই বাসা নির্ম্মিত হইয়াছে।" গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তোমার এ বাসা কত দিন?" গৃধ্র উত্তর করিল, "যতদিন মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আকীর্ণ হইয়াছে, তদবধি আমি এই গৃহে বাস করি।" সৃষ্টি পদ্ধতি অনুসারে মনুষ্যের অগ্রে বৃক্ষের সৃজন, সুতরাং রাম বুঝিলেন—বাসা উলূকেরই বটে। গৃধ্র চোর, অত্যাচারী। রাম গৃধ্রকে দণ্ড দিতে যান, এমন সময় দৈববাণী হইল, "গৃধ্রকে আর মারিবেন না, গৌতম-শাপে এ দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে ইহাকে স্পর্শ করুন, এ শাপমুক্ত হউক।" রাম তাহাই করিলে সে দিব্য কলেবর প্রাপ্ত হইল। উ ৫৯

অনুচরবর্গ।

গুহ—নিষাদাধিপতি। অযোধ্যার পর গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুর ইঁহার রাজধানী। ইনি রামের প্রিয়সখা ছিলেন। অ ৫০

বনগমনকালে রাম শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইলে ইনি সপরিজনে আসিয়া বিস্তর আতিথ্যের বন্দোবস্ত করেন। রাম ইঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কেবল অশ্বের ঘাস লইলেন। অ ৫০

ভরত যখন সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে রামকে ফিরাইতে যাইতেছিলেন, ইনি তাঁহাকে রামের শত্রু ভাবিয়া তদীয় পথরোধ করিবার উদ্যোগ করেন; পরে তথ্য শুনিয়া পথ সাদরে ছাড়িয়া দেন। অ ৮৪, ৮৫

সুমন্ত্র—দশরথ রাজার অর্থবিৎ সচিব। অতি বিশ্বস্ত পারিষদ। বা ৭

ইঁহার রাজ-অন্তঃপুরেও প্রবেশাধিকার ছিল। রাম-বনবাসকালে ইনি স্বয়ং কৈকেয়ীকে কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন। অ ১৪

বৃদ্ধ সারথি। অ ৩৫

রামের বনবাসকালে দশরথের আদেশে ইনিই রথ চালাইয়া রামকে অযোধ্যা পার করিয়া দিয়া আসেন। অ ৩৯, ৫২

সীতার বনবাস সময়েও ইনিই লক্ষ্মণ-সহ দেবীকে গঙ্গা অবধি রথে লইয়া যান। উ ৪৬

ইনিই দশরথের পুত্রোৎপত্তি সংক্রান্ত পুরাবৃত্ত ও অঙ্গরাজের ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন। বা ৯

সীতা বিসর্জ্জনকালে ইনি দশরথের বংশাবলী সম্বন্ধে দুর্ব্বাসার কথিত গূঢ় বৃত্তান্ত লক্ষ্মণের নিকট কীর্ত্তন করেন। উ ৫০

বনগমনকালে রাম কহেন, "সুমন্ত্র, ইক্ষ্বাকুবংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখি না।" অ ৫২

ধৃতি—(ভরতের মন্ত্রী ?) বনে রাম-দর্শনকালে ভরত প্রথমে সুমন্ত্র ও ইঁহার সহিত জ্যেষ্ঠের সন্নিহিত হইয়াছিলেন। অ ৯৩

সুদামন—জনক রাজার মন্ত্রী। বা ৭০

সিদ্ধার্থ—দশরথের প্রিয়পাত্র বৃদ্ধ। রাম-বনগমনকালে কৈকেয়ীকে উপদেশ দিতে গিয়া নিষ্ফল হন। অ ৩৬

চিত্ররথ—রামের অতিবৃদ্ধমন্ত্রী ও সারথি। বনগমনকালে রাম ইঁহার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া যান। অ ৩২

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, সুমন্ত্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল—দশরথের মন্ত্রিগণ। ইঁহারা ব্রাহ্মণেতরবর্ণ আট মন্ত্রী। বা ৭

সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, অশোকনন্দন—অযোধ্যার রাজদূত। দশরথের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিলে ইঁহারা ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলেন। অ ৬৮

বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ—রামের বয়স্যগণ। ইঁহাদের মধ্যে ভদ্র* রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন, "প্রজাগণ সীতাসম্বন্ধে কাণাঘুষা করিতেছে।" অপর সকলে সায় দিয়াছিলেন। উ ৪৩

স্ত্রীগণ।

সীতা—রাম-ভার্য্যা। জনকরাজ-দুহিতা। জানকী। বৈদেহী। বা ১৬

বিষ্ণুর মোহিনী-মূর্ত্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী—রমণীকুলমণি। বা ১

জনক-রাজর্ষি হল দ্বারা যজ্ঞভূমি শোধন করিতেছিলেন, লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়; ক্ষেত্রে হলমুখ হইতে উৎপন্না বলিয়া নাম "সীতা।" বা ৬৬

---

* গুপ্তচর দুর্ম্মুখের উল্লেখ বাল্মীকিতে নাই।

জনক এই অযোনিসম্ভবা কন্যাকে হরধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বীর্য্যশুল্কা করিয়া রাখেন; রাম ষোড়শবর্ষ বয়সে হরধনু ভঙ্গ করিয়া ইঁহাকে লাভ করেন। বা ১৭

সীতার ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়,* অষ্টাদশ বর্ষে পতিসহ বনে যান। আ ৪৭

অগস্ত্য স্ত্রীজাতিকে বিষম নিন্দা করিয়া সীতা-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইনি অরুন্ধতী সম পতিব্রতা।" আ ১৩

বনগমনকালে রাম সীতাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইতেছিলেন না; তাহাতে দেবী কহেন, "পিতা মাতা উপদেশ দিয়াছেন যে, 'সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে'; অতএব নাথ, তুমি যদি অদ্যই বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব।·········আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়; তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে।" অ ২৭

তথাপি রাম একান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলে দেবী অভিমান সহকারে উপহাস করিয়া কহিলেন, "নাথ, আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে বলিয়া থাকে, "প্রখর সূর্য্য অপেক্ষা রামের তেজ; এ কথা প্রলাপ হইয়া গেল দেখিতেছি।" অ ৩০

বনবাস গমনের নিমিত্ত কৈকেয়ী চীর আনিয়া দিলেন। সীতা কিরূপে চীর বন্ধন করিতে হয় জানিতেন না। একখণ্ড কণ্ঠে অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাম নিকটে আসিয়া কৌশেয়-বস্ত্রের উপর চীর বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অ ৩৭

বনে রামের অনুরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সীতা উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ গমনে ত্বরা দিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া যাইতে অভিলাষী হইতেছিলেন না; তখন জানকী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ অবস্থাতেও যখন রামের সন্নিহিত হইতেছ না, তখন তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তুমি আমাকে লইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে।" লক্ষ্মণ যখন বুঝাইতে লাগিলেন, "ও সব রাক্ষসী মায়া, তোমাকে আমি একাকী রাখিয়া যাইতে সাহস করি না।" তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কহিলেন, "নৃশংস, কুলাধম,·········তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট, এক্ষণে

---

* জনক রাজা বিশ্বামিত্রকে বলেন, "সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইল; অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি বীর্য্যশুল্কা বলিয়া বিবাহ দিই নাই। বা ৬৬

তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্, কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে।" আ ৪৫

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের শেষ বর্ষের প্রথমে রাবণ ইঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রথমতঃ আপন অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষা করে; তথায় দেবীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে আপন অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মিষ্ট কথায় হস্তগত করিতে প্রয়াস পায়; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহে;*—"আমি আর দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব, যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে।" আ ৫৬

পরে অনুচরী রক্তমাংসাশী রাক্ষসীগণকে কহিল, "এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোকবনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর এবং কখন বা ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা শান্তবাক্যে বন্যকরিণীর ন্যায় ইহাকে ক্রমশঃ বশে আনিতে চেষ্টা পাও। আ ৫৬

দেবী এই বনে মলিনবসনে একবেণীধরা হইয়া এক শিংশপা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেন। সু ১৫

রক্ষোরাজ অশোকবনে সীতাকে নানারূপ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু জানকী নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিতেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য দিব্য পরমান্ন প্রেরণ করেন, কিন্তু সীতা—যে অন্ন অমৃতকল্প দেবদুর্লভ—তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক এই বলিয়া ভূতলে রাখিলেন যে, "আমার স্বামী ও দেবর প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।† কি ৬৩

রাবণবধের পর যখন ইনি পতি-সকাশে আনীতা হইলেন, বহুদিন রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন লোকলজ্জাভয়ে রাম বহু দুর্ব্বাক্য বলিয়া ইঁহাকে আর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। ল ১১৬

দেবী অপবাদ ঘুচাইতে সর্ব্বসমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করেন। ল ১১৭

অগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত রামের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া রামকে পত্নী প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার বিস্তর স্তুতি করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—তিনি বিষ্ণু ও সীতা লক্ষ্মী। ল ১১৯

রাম রাজা হইলে অগস্ত্যাদি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী········রাক্ষসেরা লঙ্কায় তাঁহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল। উ প্র ৫

---

* হনুমান্ সংবাদ দেন—অশোকবনে দেবী রাবণের কথা শুনেন নাই বলিয়া, রক্ষোরাজ তাঁহাকে বেদম কিল মারিয়াছিল। সু ৫৮

† পশ্চিমের রামায়ণে—ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র আসিয়া সীতাকে অমৃত খাওয়াইয়াছিলেন—এই লইয়া একটা সর্গ অধিক আছে।

অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিন সংসারী হইয়াই রামচন্দ্র প্রজাদিগের মধ্যে সীতা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হইতেছে শুনিয়া দেবীকে গর্ভাবস্থায় বনবাস দেন। উ ৪৮

লক্ষ্মণ যখন দেবীকে বনে বিসর্জ্জন দিলেন, দেবী সংবাদ শুনিয়া প্রথমে মূর্চ্ছিতা হন্, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বলেন "………তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে বলিও, তিনিই আমার পরমগতি; তাঁহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।………তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসীদিগকে সেইরূপ দেখিও।……… স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য।" উ ৪৮

বনে বাল্মীকির আশ্রমে দেবী আশ্রয়লাভ করেন; তথায় রাজপুত্র কুশলব প্রসূত হয়। উ ৪৯

বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ কুশলব যত্র তত্র গাইয়া বেড়াইত। উ ৬৬, ৯৪

ইহাদের নিকট হইতে ক্রমশঃ সীতার সংবাদ পাইয়া রাম দ্বাদশ বর্ষ পরে* তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ মানসে এক সভা করিয়া দেবীকে শপথ করিতে আহ্বান করেন। উ ৯৭

দেবী আসিয়া কহিলেন, "যদি রাম ভিন্ন আর কেহ আমার মনে স্থান না পাইয়া থাকে, তবে পৃথিবী-দেবী আমাকে অঙ্কে স্থান দিন।" সকলে বিস্মিতনেত্রে দেখিল, ধরিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া সীতাকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। উ ৯৭

যদিও রাম জানকীকে বনবাস দিয়াছিলেন, তিনি আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই; যজ্ঞাদি কালে সীতার হিরণ্ময়ীপ্রতিমা তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে বিরাজ করিত। উ ৯৯

কৈকেয়ী—কেকয়রাজ-তনয়া। রাজা দশরথের কনিষ্ঠা† মহিষী। ভরতের জননী। বৃদ্ধবয়সে তরুণীভার্য্যা—কৈকেয়ী রাজার মাথার মণি ছিলেন। অ ১০

দশরথ রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক সংবাদ দিতে অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন, প্রেয়সী মহিষী ক্রোধাগারে সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় ভূতলে শায়িত! দেখিয়া তাঁহার দেহে কর পরামর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "একি! তোমার পীড়া কি?……প্রিয়ে তোমার প্রেমে আমার মন একান্ত উন্মত্ত হইয়া আছে, এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ?………দেখ, আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ; এক্ষণে বল কোন্ নিরপরাধীকে বধ এবং কোন্ অপরাধীকেই বা মুক্ত করিবে? কোন্ দীন দরিদ্রকে সম্পন্ন এবং কোন্

---

* গর্ভাবস্থায় সীতা বনে বিসর্জ্জিতা হন, অল্পদিন মধ্যে শত্রুঘ্ন লবণবধার্থ যাত্রাকালে বাল্মীকি-আশ্রমে শুনিয়া যান লবকুশের জন্ম হইল। উ ৭১। দ্বাদশ বর্ষ পরে শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিবার সময়ে ঐ আশ্রমে শিশুদ্বয়ের গান শুনিয়াছিলেন, ইহার অল্পদিন পরেই রামের যজ্ঞ হয়; কুশলবের গান ও সীতা-শপথ এই সময়।

† স্থলান্তরে আছে "মধ্যমা"—বোধ হয় ভুল।

ধনবান্‌কেই বা অসম্পন্ন করিবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই বিরুদ্ধাচরণে সাহসী নহি; যদি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি, এখনি করিতে প্রস্তুত আছি। অ ১০

বোধ হয় কৈকেয়ী এমন আদরের সুয়া রাণী হইবার উপযুক্ত পাত্রীও ছিলেন; অসুর বিপক্ষে দশরথ যখন যুদ্ধে যান, তেজস্বিনী রণস্থলে পর্য্যন্ত পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী ছিলেন। পতি রণে আহত হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্যলাভ করান। এই সময়েই রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুই বর দিতে চাহেন, রাজ্ঞী ভবিষ্যতের জন্য তাহা সঞ্চিত রাখেন। অ ১১

রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ দেখিয়া মন্থরা যখন হিংসায় ক্রোধে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিল, কৈকেয়ী তখন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কুব্জাকে পুরস্কৃত করিতে যান; স্পষ্টই বলেন, "ভরত আর রাম আমার কাছে সমান।" অ ৭

কুব্জা যখন নিখুঁত ওজনে সুবিধা অসুবিধার কথা সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দিল, তখন স্ত্রীজন-সুলভ লঘুচিত্তের বিকারে কৈকেয়ী যে "গোঁ" ধরিয়া বাঁকিয়া বসিলেন, রাজার ক্রোধ, ক্ষোভ, গালি, মিনতি, হা হুতাশ, পুরবাসীগণের ভৎর্সনা—এসকলই কেবল অগ্নিতে আহুতি দিল মাত্র। অ ১২

সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবার পর পুত্র উপস্থিত হইলে বড় গর্ব্ব করিয়া জননী বলিতে গেলেন, "বৎস, তোমারই কারণ আমি এই সব ঘটাইয়াছি।" অ ৭২

তাহার উত্তরে যখন পুত্র অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া গেলেন। অ ৭৩

ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত যখন মাতুলগণের পরিচয় দিতে গিয়া নিজ জননীকে লঘু করিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন সেই তেজস্বিনী অভিমানিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অদূরে দীন-মনে পুত্রের অন্তরালে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। অ ৯২

রাজার অন্যান্য শ্বশুরেরা কেবল কাজ কর্ম্মের সময় নিমন্ত্রিত হইতেন, কেকয়রাজের সঙ্গে কিন্তু সদা সর্ব্বদা তত্ত্ব তারাস চলিত। অ ৭০

ভরত প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন; কেকয়রাজপুত্র যুধাজিৎও অযোধ্যায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। কেকয়রাজই* সাহায্য করিয়া গান্ধার দেশ রামের রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন। উ ১০১

কৈকেয়ীকে বিবাহকালে দশরথ কেকয়রাজের নিকট প্রতিশ্রুত হন,—কৈকেয়ীগর্ভজাত পুত্রই তাঁহার পর রাজসিংহাসন পাইবে।† রামের রাজ্যাভিষেককালেও দশরথের

* যুধাজিৎ।

† মূলে কথাটা আছে, "রাজ্যশুল্কং"—কেহ কেহ অন্য অর্থ করিয়াছেন। অ ১০৭

অস্থিরচিত্ততায় ও কথাবার্ত্তায় বোধ হয় যেন তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া একটা গোলমালের সূত্রপাত হইয়াছিল। অ ৪

উদ্যোগকালে কেকয়রাজকে অভিষেক-সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই। অ ১

কৌশল্যা—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা ও প্রধানা রাজ্ঞী। রাম-জননী। অ ৩

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা শুনিয়া দশরথ কাতর হইয়া স্বয়া রাণীকে কহিলেন,—"হা! রাম বনবাসী হইলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন! তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্য কথায় সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, শুভানুধ্যানে ভগিনীর ন্যায়, এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমায় অনুরক্ত করিয়াছেন; সেই প্রিয়বাদিনী আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার ভয়ে তাঁহাকে সম্মান করি নাই।" অ ১২

কৌশল্যা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কৈকেয়ীর দাসী হইতেও অবজ্ঞাত।" অ ২০

সুমিত্রা—দশরথ-মহিষী। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের জননী।* বা ১৮

জ্যেষ্ঠের সহিত বনগমনকালে লক্ষ্মণ সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন, জননী কহিলেন, "বৎস, যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা, জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার।.........এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে মাতা এবং গহনবনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। বাছা, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।" অ ৪০

শান্তা—লোমপাদ রাজার কন্যা। লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে বন হইতে ভুলাইয়া আনিয়া এই কন্যার সহিত বিবাহ দেন।† বা ১০

ঊর্ম্মিলা—লক্ষ্মণ-পত্নী। জনক রাজর্ষির অপর কন্যা। বা ৭১

মাণ্ডবী—ভরত-পত্নী। জনকভ্রাতা কুশধ্বজ রাজার কন্যা। বা ৭২

শ্রুতকীর্ত্তি—শত্রুঘ্ন-পত্নী। কুশধ্বজ রাজার অপর কন্যা। বা ৭২

কেকয়রাজ্ঞী—কৈকেয়ীর জননী। অ ৩৫

---

* কাহারো কাহারো মতে বৈশ্য-কন্যা। ভরদ্বাজ ঋষিকে ভরত পরিচয় দেন, ইনি পিতার মধ্যমা মহিষী। (গ্রন্থান্তরে অন্য মত।) অ ৯২

† শান্তা দশরথের দুহিতা (লোমপাদ কর্ত্তৃক পুত্রীরূপে গৃহীতা) মতান্তর। কাশী সংস্করণে ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তার অনেক কথা বেশী আছে। বা ১১

কেকয়রাজকে কোন এক মহর্ষি বর দান করিয়াছিলেন; বর প্রভাবে রাজা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা এক জৃম্ভ পক্ষী ডাকিতেছিল, কেকয়রাজ তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাণী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করিলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "তুমি বাঁচ আর মর, কারণটা এখনই বলিতে হইবে, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।" কেকয়রাজ মহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে বরদাতা ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার অনুমতি-প্রার্থী হইলেন। ঋষি নিষেধ করিলেন। রাজা অগত্যা মহিষীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অ ৩৫

স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কারণ কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়া সুমন্ত্র তাঁহার মাতা-সম্বন্ধে এই উপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন।

অলম্বুষা—ইক্ষ্বাকু-মহিষী। বিশালার বিশাল রাজার জননী। বা ৪৭

বৈদর্ভী—কুশিক-গোত্রের আদিপুরুষ কুশ রাজার মহিষী। বা ৩২

ঘৃতাচী*—কুশনাভ রাজার মহিষী। ইঁহার গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা জন্মে। বা ৩২
(এই কন্যাগুলি সংক্রান্ত উপাখ্যান—দেবমধ্যে "পবন" ও ঋষিমধ্যে "ব্রহ্মদত্ত" দেখ।) বা ৩২, ৩৩

কেশিনী—সগর রাজার মহিষী। বিদর্ভ-রাজদুহিতা। অসমঞ্জের জননী। বা ৩৮

সুমতি—সগর রাজার অপর পত্নী। কশ্যপ-দুহিতা। গরুড়ের সহোদরা। বা ৩৮
ইনি তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করেন, উহা ভেদ করিবা মাত্র ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হয়। ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। বা ৩৮

সাবিত্রী—দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবানের সহধর্ম্মিণী। পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। সু ২৪
সীতা রামকে বলেন, "তুমি আমাকে সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ত্তিনী জানিও।" অ ৩০
পতি-সেবারূপ তপোবলে ইনি স্বর্গে পূজিতা। অ ১১৮

দময়ন্তী—নল রাজার পত্নী। পতিব্রতা-রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া। ভৈমী। জানকী ইঁহার সহিত উপমিত হইয়াছিলেন। সু ২৪, ২৫

মদয়ন্তী—সৌদাস রাজার মহিষী। এক সময়ে বশিষ্ঠ-ঋষি কোন কারণ বশতঃ রাজাকে শাপ দেন। রাজাও প্রতিশাপ দিতে যাইতেছিলেন, মহিষী দিতে দেন নাই। উ ৬৫

---

* টীকাকারের মতে ইনি অপ্সরা ঘৃতাচী। তাহা হইলে ইক্ষ্বাকু-মহিষী অলম্বুষা হয়ত অপ্সরা অলম্বুষা।

ইলা—বাহ্লীকদেশের রাজা ইল, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী হইয়া যান। রাজা পার্ব্বতীকে সাধ্য সাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন—তিনি একমাস পুরুষ থাকিয়া ইল ও একমাস স্ত্রী থাকিয়া ইলা রহিবেন। ইঁহার পুত্র পুরুরবা। উ ৮৭

কালিন্দী—অসিত রাজার মহিষী। বিধবা অবস্থায় চ্যবন মুনির প্রসাদে সগরকে প্রসব করেন। বা ৭০

মন্থরা—কুব্জা; কৈকেয়ীর পরিচারিকা। কৈকেয়ী এই অনাথা দাসীকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করেন। অ ৭

যথার্থই কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী—এই দুষ্টাই রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ দেখিয়া ঈর্ষ্যা-পরবশা হইয়া কৈকেয়ীকে রাজার নিকট হইতে সর্ব্বনাশকর দুই বর লইতে প্ররোচিত করে। অ ৯

কি উপায়ে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক নিশ্চয় হইতে পারে, কুব্জা কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া দিলে রাণী কহিলেন, "মন্থরে, পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে, বুদ্ধি নিশ্চয় কল্পে তুমি তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তোমা ছাড়া এই পৃথিবীতে অনেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমিই কেবল কুব্জভাবাপন্ন হইয়া বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ।······শম্বরাসুরের সহস্র মায়া তোমার ঐ হৃদয়ে নিবিষ্ট। পৃষ্ঠের উপর যে রথঘোণের ন্যায় এই উন্নতাকার মাংসপিণ্ডটি আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়া থাকিবার স্থান। উহার মধ্যে তোমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। অ ৯

রামকে বনবাসী করিয়া ভরতকে রাজ্য দিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্রতিলক প্রস্তুত করিয়া দিব; তুমি দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে।" অ ৯

জাতি।

হৈহয়—জাতি। জমদগ্নিহন্তা অর্জ্জুন ইহাদের অধিপ ছিলেন। বা ৭৫

হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শশবিন্দু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অসিত রাজাকে ইহারা পরাভূত ও দূরীকৃত করে। বা ৭০

পহ্লব, শক, যবন, বর্ব্বর, কাম্বোজ, কিরাত, হারীত*—ম্লেচ্ছজাতি। বিশ্বামিত্র-সৈন্যসহ যুদ্ধ করণার্থ বশিষ্ঠের শবলা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। বা ৫৪, ৫৫

* কোন কোন সংস্করণে এই স্থলে "দরদ" নামে অনার্য্য জাতির (বা দেশের) উল্লেখ আছে। Griffith বলেন, দেশটা Dardistan.

ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ—এই সকল জাতির রাজ্য উত্তরদিকে সুগ্রীব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কি ৪৩

কিরাত—সুগ্রীব পূর্ব্বদিকবাসী বানরগণকে কহিলেন, "যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ক মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ করিও।" কি ৪০

নিষাদ—জাতি। কোশল রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া ইহাদের রাজ্য। শৃঙ্গবেরপুর রাজধানী ছিল। রাম-সখা গুহ ইহাদের অধিপতি ছিলেন। অ ৫০

নিষাদরাজ মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বন্য ফল মূল, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্য সুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত ছিল। অ ৮৪

নিষাদরাজের দাসেরা "স্বস্তিকা" নামক নৌকার উপর মঙ্গলবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে জল-মধ্যে নৌকার চিত্রগতি দেখাইয়া ভরতকে গঙ্গা পার করিয়াছিল। অ ৮৯

লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বনবাস দিতে লইয়া যান, নিষাদগণই নৌকা বাহিয়া নদী পার করে। উ ৪৭

পুরাকালে গজ-কচ্ছপ-বাহী গরুড়, চরণ-ধৃত বিশাল বটশাখা ফেলিয়া নিষাদদেশ ধ্বংস করেন। আ ৩৫

কৈবর্ত্ত—সসৈন্য ভরত গঙ্গাতীরে নিষাদরাজ্যে উপস্থিত হইলে, নিষাদরাজ তাঁহার পথ-রোধ করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "রাম আমার প্রভু ও মিত্র; এক্ষণে তোমরা তাঁহার জন্য বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত্ত যুবা পাঁচ শত নৌকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক।" অ ৮৪

ভরত সমভিব্যাহারে অন্যান্য নানা শিল্পিগণের সহিত কৈবর্ত্তেরা সুবেশে শুদ্ধবসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গো-যানে যাইতে লাগিল। অ ৮৩

মুষ্টিকা, চণ্ডাল, কিঙ্কর, মুদিত (কিরাত), আভীর—(বিবিধ তত্ত্ব দেখ)

ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য, পার্ব্বত্য—এই জাতীয় সকলে সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেন। অ ৩

ঋষিগণ।

কশ্যপ—প্রজাপতি। সুরাসুরের জন্মদাতা মহর্ষি। আ ১৪, অ ২

ব্রহ্মপুত্র মরীচির তনয়। বা ৭০

ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বামনরূপে ইঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বা ২৯

ইনি প্রজাপতি দক্ষের আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম, অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, "পত্নীগণ, তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র প্রসব কর।" তখন অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা ইঁহারা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। এই চারি স্ত্রী হইতে কশ্যপ যথাক্রমে এই সমস্ত পুত্র প্রাপ্ত হন :—

অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার, তেত্রিশটি দেবতা ; দৈত্য-সকল; অশ্বগ্রীব ; নরক ও কালক। আ ১৪

যে চারিজন পত্নী প্রজাপতি পুত্র প্রসবে সম্মত হন নাই, তাঁহারা এই সকল প্রাণীর জননী :—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দুলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা, কদ্রু। মনুষ্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) (জীবকুল পর্য্যায় দেখ।) পবিত্র ফলবৃক্ষ সকল। আ ১৪

ইহা ব্যতীত কশ্যপ দিতির গর্ভে মরুৎগণের জন্ম দেন। (মরুৎ উৎপত্তি দেখ) বা ৪৬

কপিল—মহর্ষি। ভগবান্ বাসুদেব এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাতালে অবস্থিত হইয়া ধরা ধারণ করিয়া আছেন। বা ৪০

ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তান পিতৃ-আদেশে যজ্ঞিয়অশ্বের অন্বেষণে উত্তরপশ্চিমদিক্ খনন করিতে করিতে পাতালে উপস্থিত হইয়া ধ্যানস্থ ইঁহাকে দেখিতে পায়—হৃত অশ্বটি নিকটে বাঁধা ছিল। রাজপুত্রেরা ইঁহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে, দেবের হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হইয়া যায়। বা ৪০

দিগ্বিজয়ী রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে আসিয়া এক দ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় পাবকপ্রতিম সুবর্ণময় এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে তিনি রাবণকে এক চপেটাঘাতে ভূপতিত করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। রক্ষোরাজ সুস্থ হইলে, প্রতিশোধ বাসনায় সম্মুখস্থ এক বিবর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আরও কত সেইরূপ রত্নধারী বীর ও ত্রিকোটি নৃত্যশীলা স্ত্রী দেখিতে পাইলেন। রোমাঞ্চকলেবরে সে স্থান হইতে বহির্গত হইতে গিয়া আর এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক পরম পুরুষ পাবক দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শয়ান। পার্শ্বে দিব্য-

ভরণ-ভূষিতা ত্রিলোকসুন্দরী এক নারী বাল-ব্যজন করিতেছে। রাবণ সুন্দরীর গাত্র স্পর্শ করিতে যান, এমন সময় সেই পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিলেন, দশগ্রীব অমনি ভূপতিত। উত্থিত হইয়া রক্ষোরাজ বলিলেন, "আপনি যেই হউন, যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে যেন আপনার হাতেই হয়।" দশানন ঐ মহাপুরুষের শরীর-মধ্যে চরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন, "এই পরম-পুরুষ নর নামক কপিলদেব—নারায়ণ; আর ত্রিকোটী রমণী তাঁহার স্বর সকল। উ প্র ৫

অতিবল—রামের একাদশসহস্র বৎসর পরমায়ু হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমি মহর্ষি অতিবলের* দূত। উ ১০৩

জামদগ্ন্য—জমদগ্নি ঋষির পুত্র। পরশুরাম। ভার্গব। বা ৭৪

ইনি পিতার আদেশে আপন জননীর মস্তক পরশু দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলেন। অ ২১

হৈহয়গণ কর্ত্তৃক পিতৃ-নিধনে জাতক্রোধ হইয়া ইনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া† করেন। পরে, ইন্দ্রের সমক্ষে অস্ত্রত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনে মনঃ সমাধান ও ভগবান্ কাশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেন। বা ৭৫

রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া বিবাহানন্তর পিতা ভ্রাতা সহিত যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, জামদগ্ন্য ঋষি অকস্মাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার পথরোধ করেন। আপন হস্তস্থিত বৈষ্ণবধনু দেখাইয়া কহিলেন, "রাম তুমি শৈবধনু ভাঙ্গিয়াছ, তাহারই অনুরূপ এই বৈষ্ণবধনু। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই ধনুতে তুমি জ্যা আরোপিত ও শর সংযোজিত কর; তাহা হইলে তোমাকে শক্তিশালী বিবেচনা করিব এবং তোমার সহিত বলবৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইব।" দশরথ প্রভৃতি ভয়ে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বা ৭৫

কিন্তু রাম অবলীলাক্রমে শরাসন জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন; অমনি ভার্গবের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। এবং ঐ শরাসনে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিতবাক্যে কহিলেন, "জামদগ্ন্য, তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই বৈষ্ণবধনুর প্রাণহর-শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহার দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোক সমুদয় কিংবা আকাশ-গতি—কোন্‌টি নষ্ট করিব?" ঋষির অনুরোধানুসারে প্রথমটি রাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। তখন পরশুরাম কহিলেন, "বীর, এই বৈষ্ণব-শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম; তুমি অবিনাশী বিষ্ণু।" অনন্তর জামদগ্ন্য পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। বা ৭৬

* মহর্ষি অতিবল—ব্রহ্মা।

† জাতাজাত ক্ষত্রিয় বধ করেন। গর্ভস্থ শিশুও ছাড়েন নাই। "একুশ" বার নাই, "অনেকবার" আছে।

বিশ্বামিত্র—কুশবংশোদ্ভব কৌশিক। ক্ষত্রিয় রাজা—উগ্র তপোবলে প্রথমে "রাজর্ষি," তৎপরে "ঋষি," পরে "মহর্ষি," শেষে "ব্রহ্মর্ষি" হন। বা ৫৭

ব্রহ্মার বরে ব্রাহ্মণ হইয়া তবে ক্ষান্ত হন। বা ৬৩

ব্রহ্মা বলেন, "ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদক সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বর্ত্তিয়াছে।" বা ৬৫

একদা ইনি চতুরঙ্গ বল সাথে বশিষ্ঠের আশ্রমে অতিথি হন; বশিষ্ঠ কামধেনু শবলার কৃপায় সম্যক্ আতিথ্য করেন। বা ৫৩

রাজা বহু লোভ দেখাইয়া গাভীটি চাহিলেন, বশিষ্ঠ কিছুতেই দিলেন না। বা ৫৪

তখন ক্ষত্রিয় বীর বলপূর্ব্বক ধেনুটি লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন। বশিষ্ঠের আদেশে শবলার দেহ হইতে নানা ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের পুত্রগণসহ সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিল। বা ৫৫

রাজা অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজ্য দিয়া বনে তপস্যার্থ গমন করিলেন। বা ৫৫

কঠোর তপস্যায় শূলপাণিকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন। তখন আবার আসিয়া বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার এক মাত্র ব্রহ্মদণ্ড সহায়ে বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র—ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিয়া দিলেন। বা ৫৬

তখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবলে ধিক্কার দিয়া ব্রহ্মবলই বল মানিয়া ব্রাহ্মণ হইবার আশয়ে অতি উগ্রতপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। সিদ্ধকাম হইয়া তবে নিরস্ত হন। এই সময়ে বশিষ্ঠের সহিত পুনঃ সদ্ভাব হয়। বা ৬৫

এই তপঃকালে অপ্সরা মেনকাকে ডাকিয়া দশ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র প্রেরিত রম্ভাকে শাপে শিলাময়ী করিয়া দিয়াছিলেন। বা ৬৩, ৬৪

অম্বরীষ রাজা যজ্ঞ-বলি করিবার নিমিত্ত ইঁহার ভাগিনেয় শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন; ঋষি-বটু ইঁহার শরণাগত হইলে ইনি তাঁহাকে অগ্নিস্তুতি শিখাইয়া রক্ষার উপায় করিয়া দেন।* বা ৭২

ত্রিশঙ্কু রাজা সশরীরে স্বর্গগামী হইবার অভিলাষী হইয়া ইঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইনি স্বয়ং যাজকতা করিয়া তাঁহার যজ্ঞ সমাপনানন্তর তাঁহাকে স্বর্গে উঠিতে আদেশ করেন; কিন্তু সুরপতি তাহাতে বিরোধী হইলে ইনি আপন অদ্ভুত তপস্যাবলে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বাহিরে দক্ষিণদিকে নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। অতি-সৃষ্টি দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণ একটা সামঞ্জস্য করিয়া ত্রিশঙ্কুকে আকাশে স্থান দেন। বা ৫৮, ৫৯, ৬০

হিমালয়-সন্নিকটে কৌশিকীতীরে ইঁহার আশ্রম ছিল।† বা ৩৪

---

* রাজা হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ রামায়ণে নাই। † যজ্ঞ-সিদ্ধির অপেক্ষায় সিদ্ধাশ্রমে আসেন।

ইনি পঞ্চদশবর্ষীয় রামলক্ষ্মণকে সিদ্ধাশ্রমে লইয়া গিয়া তাড়কাদি বধ করাইয়া আপনার যজ্ঞসিদ্ধ ও আশ্রম নিরুপদ্রব করেন। বা ২৬

এই সময়ে ইনি রামকে "বলা অতিবলা" নামক বিদ্যা ও সমন্ত্রক অস্ত্রসমূহ উপহার দেন। পরে, বীর-বালকদ্বয়কে মিথিলায় রাজা জনকের যজ্ঞ ও হরধনু দেখাইতে লইয়া যান। বা ৩০, ২২, ২৫, ৩১

রাম হরধনু ভঙ্গ করিলে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়ান। বা ৭২

(অতঃপর আর ঋষির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।) রাম রাজা হইয়া বসিলে চতুর্দ্দিক হইতে বহু ঋষি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি নাম বিশ্বামিত্র আছে। উ ১

বনগমনকালে রাম বিশ্বামিত্র ও অগস্ত্যকে বহু রত্ন দান করিবার আদেশ দেন। অ ৩২

শম্বুক—শূদ্র-মুনি। রামরাজত্বকালে ইনি স্বর্গ কামনায় তপস্যা করিতেছিলেন। ত্রেতা যুগে শূদ্রের তপে অধিকার ছিল না ; এই অনধিকার চর্চ্চার ফলে রামরাজ্যে অকালমৃত্যু দেখা দিল,—এক ব্রাহ্মণশিশু কালগ্রাসে পতিত হইল। শিশুর মৃতদেহ কোলে করিয়া ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে আসিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রাম মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নারদ সংবাদ দিলেন,—ত্রেতায় শূদ্র তপস্যা করিতেছে, তজ্জন্য এই অত্যাহিত। রাম পুষ্পক-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিমদিক্ অন্বেষণ করিলেন, রাজ্যে পাপ পাইলেন না। দক্ষিণে শৈবল পর্ব্বতের পার্শ্বে শম্বুককে তপোরত দেখিলেন। তাহার পরিচয় লইয়া খড়্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। দেবগণ সাধুবাদ করিয়া বলিলেন ;—"এ শূদ্রও স্বর্গে গেল, মৃত ব্রাহ্মণকুমারও বাঁচিয়া উঠিয়াছে।" উ ৭৫, ৭৬

গয়—গয়াপ্রদেশে মহাত্মা গয় পুত্র-কর্ত্তব্যসম্বন্ধে দুইটি গাথা রচনা করেন। ("গয়া" দেখ) অ ১০৭

অগস্ত্য—মহর্ষি। উর্ব্বশীর উদ্দেশে মিত্রাবরুণনিষিক্ত তেজ হইতে কুম্ভমধ্যে সম্ভূত। উ ৫৭

ইনি ইল্বল ও বাতাপি নামক রাক্ষসদ্বয়ের একজনকে ভক্ষণ ও অপরকে দগ্ধ করিয়া সংহার করেন। আ ১১

ইঁহার আশ্রম তাড়কা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। বা ২৫

বিন্ধ্যগিরি সূর্য্যের পথরোধ বাসনায় বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, ইঁহার আদেশে নিরস্ত হন। আ ১১

ইঁহার আশ্রমে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত হইতেন, তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আ ১২

রাম দণ্ডকারণ্যে ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষি তাঁহাকে ইন্দ্রদত্ত হেমময় হীরক-

খচিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণবধনু এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর আর জ্বলন্তঅগ্নিবৎবাণেপূর্ণ অক্ষয়-তূণীর এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসি—এইগুলি উপহার দেন। আ ১২

অগস্ত্য দত্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণবধ হইয়াছিল। ল ১০৯

ইঁহার উপদেশানুসারে রাম পঞ্চবটী বনে পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বনবাসের কতক অংশ অতিবাহিত করেন। আ ১৩

রাম-রাবণে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, সে সময় ইনি রণস্থলে আসিয়া রামকে রিপুকুল উন্মূলনকারী "আদিত্য-হৃদয়" নামক সূর্য্যস্তোত্র শিখাইয়া যান। ল ১০৫

রাম রাজা হইলে ইনি অভিনন্দনার্থ আসিয়া নানা উপাখ্যান শুনাইয়া রামকে কতক-উৎকৃষ্ট আভরণ উপহার দিয়া শ্বেত রাজার গল্প বলেন। উ ৩৬, ৭৮

অত্রি—মহর্ষি। অনসূয়াতাপসী ইঁহার পত্নী। অ ১১৭

রাম দণ্ডকারণ্য প্রবেশকালে ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ—মহর্ষি। গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে প্রয়াগে ইঁহার আশ্রম। অ ৫৪

রাম বনগমনকালে ইঁহার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে ইনি তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অর্ঘ বৃষ নানাপ্রকার ফল মূল ও জল প্রদান করিয়া সম্যক অতিথি সৎকার করেন। ইনিই তাঁহাকে মনোরম চিত্রকূট পর্ব্বতোপরি বাস করিতে উপদেশ দেন। অ ৫৫

জ্যেষ্ঠকে ফিরাইতে আসিয়া ভরতও ইঁহার আশ্রমে অতিথি হন। ঋষি সদলবল ভরতকে বিশিষ্টরূপ আতিথ্য করিবার নিমিত্ত অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করেন, তিনি আসিয়া ঋষির মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দেবতা সকলের আবির্ভাব কামনা করিলেন; স্বর্গ হইতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা দলে দলে আসিয়া ঋষির অতিথিবর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়া যান। লতাগণ নারীরূপ ধরিয়া মন মোহিয়াছিল। অ ৯১

লঙ্কা-জয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিবার সময়ও রাম ইঁহার আশ্রম হইয়া যান। ইঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যা তিন যোজন পথ; রামের ইচ্ছানুসারে ভরদ্বাজের বরে এই তিন যোজন পথের বৃক্ষ সকল কল্পবৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠে। ল ১২৫

ভরদ্বাজ-ঋষি স্বীয় কন্যা দেববর্ণিনীকে বিশ্রবার হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহাদের পুত্র কুবের। উ ৩

ঋষ্যশৃঙ্গ—মুনি। বিভাণ্ডক-পুত্র। ইনি গৌণ ও মুখ্য উভয় ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বা ৯

অঙ্গাধিপতি লোমপাদ রাজার রাজ্যে ঘোর অনাবৃষ্টি ঘটিলে তিনি বারবিলাসিনীগণ দ্বারা

ভুলাইয়া এই ঋষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। ঋষি আসিতেই রাজ্যে সুবৃষ্টি হইল। রাজা শান্তা নামে স্বীয় দুহিতার সহিত ইঁহাকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গৃহে রাখিয়া দেন। বা ১০

রাজা দশরথ সখা অঙ্গপতির জামাতা এই ঋষিকে নিজ স্থানে আনাইয়া ইঁহা দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লন। বা ১১

বশিষ্ঠ—মহর্ষি। রঘুকুলগুরু। ব্রহ্মার পুত্র। ধনুর্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য। বা ৭০

দশরথ রাজার আচার্য্য ও প্রধান উপদেশদাতা। উ ৫৬, ৫৭। বা ৬৫, ৭

ইনি ব্রহ্মবল প্রকাশ করিয়া মূর্ত্ত ক্ষত্রবল রাজা বিশ্বামিত্রকে রণে পরাভূত করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ("বিশ্বামিত্র" ও "শবলা" দেখ)। বা ৫২

নিমি রাজা ইঁহাকে যজ্ঞে বরণ করেন নাই বলিয়া ইনি রাজাকে শাপ দেন। উ ৫৫

রাজার প্রতিশাপে ইঁহাকে দেহত্যাগ করিয়া বায়ুস্বরূপ হইয়া থাকিতে হয়। পরে ইনি পিতা ব্রহ্মার নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার আদেশে মিত্রাবরুণ-তেজে প্রবেশ করিয়া অযোনিসম্ভব হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। উ ৫৬

উর্ব্বশীর উদ্দেশে কুম্ভমধ্যে নিষিক্ত মিত্র ও বরুণের তেজ হইতে দুই তেজোময় ঋষি জন্মগ্রহণ করেন; প্রথম অগস্ত্য; দ্বিতীয় নিমিশাপে চ্যুত-প্রাণ ইনি। এটি ইঁহার দ্বিতীয় জন্ম। ইনি জন্মিবামাত্র রাজা ইক্ষ্বাকু স্বীয় কুলের হিতোদ্দেশে ইঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ইঁহার শাপে সৌদাস রাজা রাক্ষস হইয়া যান। উ ৬৫

বিশ্বামিত্র শিশু-রামকে তাড়কা বধার্থ লইতে আসিলে দশরথ সহসা সম্মত হন নাই, ইঁহার কথায় যাইতে দেন। বা ২১

রামের বনগমনকালে "রামের অনুপস্থিতিতে রাজ্য অর্দ্ধাঙ্গিনী সীতার," ইনি বলিয়াছিলেন, কেহ গ্রাহ্য করে নাই। অ ৩৭

নারদ—ত্রিলোকদর্শী ব্রহ্মর্ষি। তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দেবর্ষি। বা ১

শারদমেঘ-শুভ্রঋষি মেঘে চড়িয়া ত্রিভুবন বেড়াইতেন। উ ২০

ইনিই প্রথম রামের রাজত্বকালে* বাল্মীকিকে রামচরিত শ্রবণ করান। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?" নারদ সমগ্র রামচরিত—বন হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া কহেন, "ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য—আদর্শ রাজা—অধুনা অযোধ্যাধিপতি, রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন। বা ১

রাবণ ত্রিভুবন জয় করণার্থ দেশে দেশে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, অন্তরীক্ষে নারদ

* কেহ কেহ অনুমান করেন, রাম রাজা হইবার ষোড়শ বৎসর পরে এই কথোপকথন।

ঋষি মেঘে চড়িয়া দেখা দিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "পৌলস্ত্য, তুমি দেব দানবের অবধ্য ; ক্ষুদ্র মনুষ্য জাতি, ইহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছ কেন ? ইহারা পৃথিবীতে নানা দুঃখ ভোগ করিয়া আবার পরলোকে যমালয়ে গিয়া নিগৃহীত হয় ; অতএব তুমি যমকে দমন করিবার প্রয়াস পাও, তাহা হইলে তোমার বীর্য্যের উপযুক্ত কাজ করাও হইবে, এবং লোকে তোমার জয়জয়কারও করিবে।" রাবণ পরামর্শ শুনিয়া কালকে জয় করিতে দক্ষিণমুখে প্রস্থিত হইলেন। উ ২০

ইঁহার নিকট সংবাদ শুনিয়া রাবণ শ্বেতদ্বীপ জয় করিতে গিয়াছিলেন। উ প্র ৫

সনৎকুমার—প্রজাপতি-পুত্র। পরমপ্রভাব-বিশিষ্ট ঋষি। বা ১১

সত্যযুগে রাক্ষসপতি রাবণ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবগণের মধ্যে কোন্ দেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও শক্তিশালী ?" ইনি উত্তর করেন, "যিনি সমস্ত জগতের ভর্ত্তা, যাঁহার উৎপত্তি আমরা অবগত নহি, যিনি সুরাসুরের প্রণম্য, সেই হরি নারায়ণ……..যোগিগণ পুরাণ বেদ পঞ্চরাত্র ও যজ্ঞসকল সহায়ে তাঁহারই যাগ, তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকে। দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি সুররিপুগণকে তিনিই সর্ব্বথা জয় করিয়া থাকেন।" রাবণ জিজ্ঞাসিলেন, "সুররিপুগণ ইঁহার হস্তে নিহত হইলে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় ?" সনৎকুমার উত্তর করিলেন, "দেবতারা যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে ; এইরূপ যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু চক্রধর জনার্দ্দন হরি, যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা একেবারে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। পুনর্জ্জন্ম তাহাদের ঘুচিয়া যায়। তাঁহার কোপও বর-তুল্য।" রাবণ শুনিয়া কিরূপে হরির সহিত যুদ্ধ বাধাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সনৎকুমার দশাননের নিকট শ্রীহরির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "শুন, কিছুকাল অপেক্ষা কর ; তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে, তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ঘটিবে। ত্রেতাযুগে দেব-নরের হিতার্থ শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরি ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ-নন্দন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন ; তিনি পিত্রাদেশে ভ্রাতার সহিত দণ্ডককাননে বিচরণে যাইবেন। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না অদ্বিতীয়া রূপসী জনকনন্দিনী তাঁহার ভার্য্যা হইবেন, তিনিও স্বামীর সহচারিণী থাকিবেন।" উ প্র ৩

এই তত্ত্ব শুনিয়া দশানন দশরথ-নন্দনের সহিত বিবাদের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—এই জন্যই রক্ষোরাজ সীতাকে হরণ করেন। উ প্র ৪

দশরথের পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান-সঙ্কল্পকালে সুমন্ত্র সারথি রাজাকে কহিয়াছিলেন, "সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় কহিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ-বৃত্তান্ত বলেন।" বা ৯

বাল্মীকি—প্রচেতোবংশোদ্ভব ঋষি, প্রচেতা হইতে দশম। উ ৯৬

রামায়ণ-মহাকাব্যের কবি। শ্লোকের জন্মদাতা। ("রামায়ণ" ও "শ্লোক" দেখ) বা ২

রাম-রাজত্বকালে অযোধ্যার দক্ষিণে তমসাতীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। বা ২

সেইখানে ময়ূর-কণ্ঠ-মুখরিত বনমধ্যে লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আইসেন। উ ৪৮

লবকুশ এইখান হইতে প্রতিপালিত; এইখান হইতে রামায়ণ। বা ৩

রাম-বনবাসকালে বাল্মীকি-আশ্রম চিত্রকূট পর্ব্বতে ছিল; সেখানে রাম ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এখানেও বোধ হয় একটি "তমসা" নদী ছিল।* অ ৫৬

সীতা-বিসর্জ্জনকালে লক্ষ্মণ দেবীকে বলিয়াছিলেন, "মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতার পরম বন্ধু।" উ ৪৭

যখন লঙ্কা-জয় করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া রাম "সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন," সেই সময়ে একদা মহর্ষি বাল্মীকি মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "অধুনা পৃথিবীতে গুণশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে?" নারদ তাঁহাকে সমগ্র রামচরিত—তাঁহার অযোধ্যা-সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত শুনাইয়া কহেন, "রামই মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ।" বা ১

নারদ দেবলোকে প্রস্থান করিলে পর বাল্মীকি তমসাতীরে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা এক ব্যাধ আসিয়া সম্মুখস্থ ক্রৌঞ্চ-দম্পতীর একটিকে বিনাশ করিল। বাল্মীকির মুখ হইতে সহসা এই সময় শ্লোকোৎপত্তি হয়। ঋষি আশ্রমে আসিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে আদেশ করেন, "তুমি শ্লোকমালায় সমগ্র রামচরিত রচনা কর।" তদনুসারে ঋষি চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা করিলেন। পরে উত্তরকাণ্ড রচিত হইল। বা ২, ৪

মহর্ষি আশ্রমে মুনিবেশধারী কুশীলবকে বেদার্থ গ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে "রাবণবধ" নামক স্বকৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। বা ৪

রামের অশ্বমেধযজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে শিষ্যদ্বয় কুশীলব ছিল। উ ৯৩

মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে শিশুদ্বয় অযোধ্যার পথে ঘাটে রামায়ণ গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইত। একদা রাম উহাদের গীত শুনিতে পাইয়া বালকদ্বয়কে স্বভবনে ডাকাইয়া সপরিবারে মনোহর আত্মচরিত শ্রবণ করেন। উ ৯৪

এই গীতি প্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত জানিতে পারিয়া ভগবান্ বাল্মীকির নিকট

---

* রাম-বনবাসকালে বাল্মীকির আশ্রম বোধ হয় অযোধ্যার দক্ষিণ-পশ্চিম চিত্রকূটে ছিল। সীতা-বনবাস কালে বোধ হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব তমসাতীরে। অনেকে বাল্মীকির একই আশ্রম দেখান। কিন্তু সীতা-বিসর্জ্জন কালে "স্বর্গতুল্য চিত্রকূটের" আদৌ উল্লেখ নাই।

এই বলিয়া দূত প্রেরণ করেন যে, "যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, তাহা হইলে তিনি এক্ষণে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন।" উ ৯৫

বাল্মীকি সভামধ্যে সীতাকে শপথ করাইতে সম্মত হইলেন। পরদিন সভা হইলে বাল্মীকি ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে পশ্চাতে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া আপন পরিচয় দিয়া শপথ পূর্ব্বক জানকীকে শুদ্ধচারিণী বলিয়া প্রচার করিলেন। রাম কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লোকের সংশয় ঘুচাইতে দেবীকে পুনরায় শপথ করিতে আজ্ঞা দিলেন। উ ৯৬

শপথ করিয়া দেবী "রামের আশ্রয়রূপ তপস্যার বলে নাগলোকে যাত্রা করেন।" উ ৯৭

কুশীলব বাল্মীকির নিকট হইতে পিতার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে দেবঋষি ও সভাসদ্বর্গ সহিত রাম লবকুশমুখে বাল্মীকি-রচিত আপন ভবিষ্যৎচরিত (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ করেন। উ ৯৮

(সীতা যে সময়ে বনে বিসর্জ্জিত হন, কুশীলব যে সময়ে আশ্রমে ধাত্রীকোলে লালিত পালিত হইতেছিল, সে সময়ে বোধ হয় মহর্ষি রামায়ণ রচনায় নিযুক্ত।) বা ৪

গৌতম*—মহর্ষি। দেবগুরু। বা ৪৮, ৫১

মিথিলার সন্নিকটে ইঁহার আশ্রম ছিল। অহল্যা ইঁহার পত্নী; শতানন্দ পুত্র। এই স্থানে সুররাজ ইঁহার ভার্য্যাকে দূষিত করেন; ঋষি ইন্দ্রকে শাপ দেন;—"তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার ভার্য্যাসম্ভোগরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে।" তাহাই হইল। বা ৪৮

ইন্দ্রকে ইন্দ্রজিতের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "সুররাজ, আমি অহল্যাকে মহর্ষি গৌতমের হস্তে বহুবৎসরের জন্য ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলাম, তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন; তখন আমি গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম······তুমি কামের বশীভূত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ স্ত্রীকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দূষিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গৌতম তোমাকে দেখিতে পাইয়া অভিসম্পাত করেন, "যখন তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দূষিত করিলে, তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে, মনুষ্যলোকেও ইহার সুপ্রচার হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্য্যের কর্ত্তা, পাপের অর্দ্ধাংশ তাহার এবং অপরার্দ্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রত্ব পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে, তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না।" উ ৩০

* গৌতম—গোতম, দুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌতম অহল্যাকেও কঠোর শাপ দেন ; শাপ মোচনের উপায় কহেন ; "দশরথ-নন্দন রাম বহু সহস্রবর্ষ পরে যখন ব্রাহ্মণের উপকারার্থ গমন করিয়া এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন ; তখন তুমি তাঁহার সম্যক্ আতিথ্য করিলে পাপমুক্ত হইবে ; তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ।" উ ৩০

তাড়কা বধ করিয়া মিথিলায় যাইতে রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত গৌতম-আশ্রমে আইসেন, তখন অহল্যা শাপমুক্ত হইলেন। মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হিমালয় হইতে স্বীয় তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। বা ৪৯

শুক্রাচার্য্য—মহর্ষি। ভৃগুনন্দন উশনা। দৈত্যগুরু। উ ৫৮

ইনি ইন্দ্রজিতের গুরু ছিলেন। রক্ষোবীরকে যজ্ঞ করাইতেন। উ ২৫

কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রকাশ হেতু ইঁহার শাপে দণ্ড রাজা ভস্মীভূত হন, তাঁহার রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য হয়। উ ৮১

যযাতি রাজা ইঁহার অপর এক কন্যা দেবযানীকে মহিষী করেন। অপর পত্নী শর্ম্মিষ্ঠার উপর রাজার সমধিক অনুরাগ ছিল বলিয়া অপমান বোধে ইনি যযাতিকে অভিশাপে জরাগ্রস্ত করিয়া দেন। উ ৫৮

চ্যবন—ভৃগুনন্দন মহর্ষি। ইঁহাকে অগ্রে করিয়া যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ লবণবধে সাহায্যার্থী হইয়া রামের নিকট আইসেন। উ ৬০

ইঁহার আশীর্ব্বাদে অসিত রাজার বিধবা সসত্ত্বা মহিষী কালিন্দী সপত্নী-প্রদত্ত গরলে বিপন্না না হইয়া (গরল-সহ) সগরকে প্রসব করেন। অ ১১০

ভৃগু—মহর্ষি। ভার্গব বংশের আদিপুরুষ। সগর রাজা পুত্র কামনায় ইঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। বা ৩৮

ইঁহার পত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহতা হন। বা ২৫

ভৃগু পত্নীকে নিহত দর্শন করিয়া কুপিত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিলেন ;—"তুমি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া অবধ্যা আমার পত্নীকে বধ করিলে ; অতএব হে জনার্দ্দন, তোমাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ; তথায় বহুবর্ষ পত্নীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবে।" উ ৫১

(এই শাপবশে বিষ্ণু রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পত্নীবিচ্ছেদ সহ্য করিয়াছিলেন।)

জমদগ্নি—ভৃগুবংশোদ্ভব ঋষি। পরশুরামের জনক। বা ৭৪

ইঁহার আদেশে পুত্র রাম মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। অ ২১

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধনু ইঁহার হস্তগত হয় ; সেটি পরিত্যাগ করিলে ইনি হৈহয়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হন। বা ৭৫

পুলস্ত্য—ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনিও একজন প্রজাপতি। ছয়জন প্রজাপতির মধ্যে ইনি চতুর্থ। সু ২৩, আ ১৪

ইনি রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপস্যা করিতেন; কুমারীগণ আসিয়া উৎপাত করিত; তাহাতে ইনি অভিশাপ দেন;—অতঃপর যে এখানে আসিবে, সে গর্ভবতী হইবে। ভয়ে আর কেহ গেল না, কিন্তু রাজকন্যা আসিতেন, তাঁহাতে শাপ ফলিল। পিতা ব্যাপার বুঝিয়া ঋষিকে ধরিয়া পড়িলেন, ঋষি সে কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বর দিলেন; এই বর-পুত্র বিশ্রবা। উ ২

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দশাননকে বন্দী করিলে ইনি আসিয়া পৌত্রকে মোচিত করেন। উ ৩৩

রাবণ-মান্ধাতার যুদ্ধে মান্ধাতা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে ইনি আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া উভয়মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত করিয়া দেন। উ প্র ৩

বিশ্রবা—ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র। পিতার ন্যায় তপোনিষ্ঠ। উ ২

মহর্ষি ভরদ্বাজ ইঁহার সুচরিত্র অবগত হইয়া ইঁহার হস্তে স্বীয় দুহিতা দেববর্ণিনীকে সম্প্রদান করেন; ইঁহাদের পুত্র বৈশ্রবণ কুবের। উ ৩

সুমালী রাক্ষস কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া স্বীয় কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবা ঋষির নিকট পুত্রার্থ পাঠাইয়া দেয়; বিশ্রবা তখন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; কৈকসী সেই দারুণ কাল গণনা না করিয়াই প্রকারে আপন অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিল। উ ৯

বিশ্রবা তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে গিয়া কহিলেন, "তুমি যখন এই নিদারুণ কালে আসিয়াছ, তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণ লোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্মগ্রহণ করিবে;" কৈকসী সবিনয়ে সুপুত্র প্রার্থিনী হইলে ঋষিবর কহিলেন, "সর্ব্বশেষে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার বংশানুরূপ ও ধার্ম্মিক হইবে।" বিশ্রবার কৃপায় কৈকসী লাভ করেন;—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পণখা ও বিভীষণ। উ ৯

কুবের পিতৃভক্ত ছিলেন; সর্ব্বদা ইঁহার নিকট আসিতেন; ইঁহার উপদেশমতে তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দশগ্রীবকে লঙ্কা ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে স্বীয় ভবন স্থাপিত করেন। উ ১১

দুর্ব্বাসা—মহর্ষি। অত্রি মুনির পুত্র। উ ৫১

রাজা দশরথ ইঁহাকে রামাদি সম্বন্ধে ভাবী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কহিয়াছিলেন,—রাম কালমাহাত্ম্যে সীতা, লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্নকে ত্যাগ করিবেন। (সীতাবর্জ্জনকালে সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে এই গূঢ় সংবাদ দেন।) উ ৫০

রামের একাদশ সহস্র বর্ষ পরমায়ু হইলে একদা তিনি নিয়ম করিয়া নির্জ্জনে কালের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে

বলিলে ঋষি শাপভয় প্রদর্শন করেন। অগত্যা কাল-প্রস্তাবিত নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ঋষি উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; লক্ষ্মণ নিয়মভঙ্গফলে সরযূ-জলে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। উ ১০৫

দক্ষ—প্রজাপতি। ব্রহ্মার পুত্র। ইনি যজ্ঞ করেন, জামাতা বিরূপাক্ষ (শিব) যজ্ঞে অংশ পান নাই বলিয়া যজ্ঞ ধ্বংস করেন। বা ৬৬

ইঁহার ষাটটি কন্যা, আটটিকে কশ্যপ ঋষি বিবাহ করেন। আ ১৪

প্রচেতা—মহর্ষি। ইঁহার বংশধর বাল্মীকি। প্রজাপতি। উ ৯৬, আ ১৪

অঙ্গিরা—মহর্ষি। ইঁহার পুত্র গর্গ। প্রজাপতি। আ ১৪, উ ৩৬

গর্গ*—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। কেকয়রাজগুরু। উ ১০০

যুধাজিতের ইচ্ছানুসারে ইনি রামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সিন্ধু নদের পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্ব-দেশ জয় করিতে উপদেশ দেন। উ ১০০

কুশধ্বজ—ব্রহ্মর্ষি†। বেদবতীর পিতা। বৃহস্পতি-পুত্র। উ ১৭

বৃহস্পতি—দেবগুরু মহর্ষি। বা ১৭

পুরাকালে দেব-দানব-যুদ্ধে দানবগণ দেবগণকে দানবীমায়ায় মুগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে থাকে; তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সমস্ত বিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধি প্রয়োগে তাঁহাদের চিকিৎসা করেন। ল ৫০

কৃশাশ্ব—প্রজাপতি মহর্ষি। ইঁহার সহযোগে দক্ষদুহিতা সুপ্রভা ও জয়া একশত অস্ত্র প্রসব করেন। বা ২১

এই অস্ত্রগুলি কৃশাশ্বের নিকট হইতে দেবতারা, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শূলপাণি, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বামিত্র লাভ করেন; তাড়কা-নিধনকালে বিশ্বামিত্র সেগুলি রামকে উপহার দেন। বা ২৬

এই অস্ত্রগুলি কৃশাশ্বের পুত্র বলিয়া খ্যাত। বা ২১

উশনা—শুক্রাচার্য্য।

ঔর্ব্ব—ব্রহ্মর্ষি। ইঁহার ক্রোধানল বড়বারূপে পরিণত; এই অগ্নি যুগান্তকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে; পূর্ব্বদিকে জলোদসমুদ্রে এই বড়বানল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বা-মুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে; উহাদের আর্ত্তরব অতি দূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কি ৪০

মেরুসাবর্ণি—ধর্ম্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি; সুমেরু পর্ব্বতে অবস্থান করেন। কি ৪২

স্বয়ম্প্রভা তাপসী ইঁহার দুহিতা। কি ৫১

---

* গ্রন্থান্তরে "গার্গ্য" আছে।

† রাজর্ষি (?) উ ১৭

জহ্নু—সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবেগে প্রবাহিত হইলেন; এক স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, গঙ্গা স্বীয় প্রবাহে ঐ যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া চলিলেন; তদ্দর্শনে জহ্নু উঁহার মনে গর্ব্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া, রোষভরে তাঁহার সমস্ত জল নিঃশেষ পান করিয়া ফেলিলেন। দেবতারা বিস্মিত হইয়া মহর্ষির বিস্তর স্তুতিবাদ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণবিবর হইতে * গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। জহ্নুর দুহিতা বলিয়া গঙ্গার এক নাম জাহ্নবী। বা ৪৩

ঋচীক—মহর্ষি। বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সত্যবতীকে ইনি বিবাহ করেন। বা ৩৪
ইনি মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে অম্বরীষ রাজার নিকট যজ্ঞপশুস্থলীয় হইবার নিমিত্ত মূল্য লইয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন। বা ৭১

শুনঃশেফ—ঋচীক মুনির পুত্র। বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। বা ৬১
অম্বরীষ রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব হৃত হয়; যজ্ঞপশুস্থলীয় হইবার নিমিত্ত ঋচীক মুনির একটি পুত্রকে তিনি ক্রয় করিতে চাহিলে মুনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে দিতে অসম্মত হইলেন; মুনিপত্নী কনিষ্ঠকে ছাড়িলেন না; তখন মধ্যম শুনঃশেফ কহিলেন, "তবে দেখিতেছি আমার ভাগ্যেই বলিদান ঘটিতেছে, চল।" তিনি রাজার সঙ্গে যাইতে যাইতে পথে মাতুল বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র নিজ পুত্রদের কাহাকেও ইঁহার স্থলে যাইতে বলেন, পুত্রেরা কেহই সম্মত হইল না; বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশম্পাত করিয়া শুনঃশেফকে অগ্নিস্তুতি দুইটী গাথা শিখাইয়া দেন। কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাঞ্চী-দাম, রক্তাম্বর, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত হইয়া বলিরূপে (বৈষ্ণব) যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইলে ইনি সেই স্তুতি পাঠ করেন; তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ মুনি-বটুকে দীর্ঘায়ু করিয়া দেন। বা ৬২

শুনক—ঋচীকের কনিষ্ঠ পুত্র। বা ৬১

কাশ্যপ—কশ্যপ-নন্দন। বিভাণ্ডকের জনক।† বা ৯

কাশ্যপ—পরশুরাম ইঁহাকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন।‡ বা ৭৫

বিভাণ্ডক—কশ্যপ-পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জনক। বা ৯

ভার্গব—ভৃগুবংশধর। ("পরশুরাম" ও "শুক্রাচার্য্য" দেখ।)

পরশুরাম—("জামদগ্ন্য" দেখ।)

কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, মেধাতিথি-পুত্র কণ্ব—পূর্ব্বদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ, বিমুখ—দক্ষিণদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

---

* রামায়ণে মুনির কর্ণবিবর হইতে গঙ্গা নিঃসারিত, ঊরু হইতে নহে।
† কোন সংস্করণে "কশ্যপ" আছে।
‡ দুই কাশ্যপ একই জন হইতে পারেন।

নৃষদ্গু, কবষী,* ধৌম্য, কৌষেয়—পশ্চিমদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সপ্তর্ষিগণ—উত্তরদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

রাক্ষসগণের বধসাধন পূর্ব্বক রাম অযোধ্যার রাজ্য অধিকার করিলে, এই সকল মহর্ষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন। উ ১

বুধ, সংবর্ত্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমী, প্রমোদন, দুর্ব্বাসা, কর্দ্দম, পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার, ওঙ্কার—স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত ইল রাজার পুনরায় পুরুষত্ব বিধানের নিমিত্ত এই সকল ঋষিগণ মিলিয়া মন্ত্রণা করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। উ ৯০

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, গর্গ, চ্যবন, ভার্গব, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, দীর্ঘতমা, শক্তি, বামন, বসুপ্রভ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, গৌতম, অগ্নি-তনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত—সীতার শপথ-পরীক্ষা দেখিবার নিমিত্ত রামের যজ্ঞ-সভায় ইঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। উ ৯৬

ভৃগু, আঙ্গিরস, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ—ঋষিগণ। ধর্ম্মপাঠক সচিব; রাম-সভায় থাকিতেন। উ প্র ২

চূলী—ব্রহ্মর্ষি। সোমদা গন্ধর্ব্বকুমারী ইঁহার আরাধনা ও পরিচর্য্যা করিয়া ব্রহ্মদত্ত নামে মানস-পুত্র লাভ করে। বা ৩৪

ব্রহ্মদত্ত—চূলী ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক সোমদাকে দত্ত মানস-পুত্র। ইনি কুশনাভ রাজার পবন কর্ত্তৃক বিকৃতাঙ্গী শত কন্যাকে বিবাহ করেন। বা ৩৩

জাবালি—ইনি ভরতের সঙ্গে রামকে ফিরাইতে আসিয়া তাঁহাকে নাস্তিক-ধর্ম্ম শুনাইয়া রামের মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পান,—অবশ্য নিষ্ফল হন। অ ১০৮

মনু—মহর্ষি। ইঁহার চরিত্রশোধক দুই শ্লোক:—"মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়; কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে।" ("রাজবংশ" মধ্যে "মনু" দেখ) কি ১৮

অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য নহে, প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। মনু ইক্ষ্বাকুকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।† উ ৭৯

---

* পাঠান্তর কহষী।

† সম্ভবতঃ ইনি প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু। প্রথম ও সপ্তম মনুতে অনেক স্থলে গোল বাধে। ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দেন যখন, তখন প্রসিদ্ধ সংহিতাকার সপ্তম মনুও হইতে পারেন।

ইধ্মবাহ—অগস্ত্য-ভ্রাতা, ঋষি। বনবাসকালে রাম অগস্ত্য-আশ্রমে যাইবার সময়ে ইঁহার আশ্রমে ও দণ্ডকারণ্যে অতিথি হইয়াছিলেন। আ ১১

শরভঙ্গ—গৌতমগোত্রজাত ধার্ম্মিক মহর্ষি। দণ্ডকারণ্যে ইঁহার আশ্রম ছিল। আ ৫

রাম ইঁহার আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে এক আশ্চর্য্য দেখিতে পান। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান।* সুররাজ ঋষিকে তাঁহার কঠোর তপোলব্ধ দুর্লভ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। ঋষি রামের ন্যায় বিশিষ্ট অতিথিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র-সহিত গমন স্থগিত রাখেন। রামকে সমুচিত আতিথ্য করিয়া কহিলেন, "বৎস, বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে; এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ কর।" রাম কহিলেন, "তপোধন। আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য-লোক সকল আহরণ করিব; সম্প্রতি আপনি আমায় আমার আশ্রয়-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" ঋষিবর রামের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, তোমার সমক্ষে দেহ বিসর্জ্জন দিব।" এই বলিয়া বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেহ ভস্মীভূত হইলে শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বর-দেহ এক কুমার হইলেন, এবং সহসা বহ্নি মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক আরোহণ করিলেন। আ ৫

সুতীক্ষ্ণ—দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। বনে রাম ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন ইনি মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী অবস্থায়। ইনিও রামকে বলেন, "তোমার প্রতীক্ষায় এতদিন সুরলোকে আরোহণ করি নাই; আমি পুণ্যবলে যে সকল উৎকৃষ্ট লোক অধিকার করিয়াছি, তাহার সংবাদ দিবার জন্য আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি বলি, তুমি পত্নী ও ভ্রাতার সহিত সেই সকল লোকে গিয়া বিহার কর।" রাম আপন তপোবলে ঐ সকল লোক অধিকার করিবেন জানাইয়া তাঁহাকে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলে ঋষি তাহা করিয়া পরে রামকে অগস্ত্যের আশ্রম-পথ দেখাইয়া দেন। আ ৭

মতঙ্গ—বনবাসকালে রাম ইঁহার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। শবরী শ্রমণা ইঁহার শিষ্যদিগের পরিচারিকা ছিল। ("মতঙ্গ-আশ্রম" দেখ) আ ৭৪

ইঁহার শাপ-ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বত বালীর অগম্য ছিল। কি ১১

কণ্ব—চিত্রকূটের অদূরে এই ঋষির আশ্রম ছিল। রাম চিত্রকূটে বাস করিতে থাকিলে

* খর ও চতুর্দ্দশ রাক্ষস নিহত হইলে ঋষিগণ রামকে কহিলেন, "এই নিমিত্ত সুররাজ শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এই কারণেই মুনিগণ আশ্রম দর্শন প্রসঙ্গে তোমাকে এখানে আনিয়াছিলেন।" আ ৩০

রাক্ষসগণ তত্রত্য ঋষিগণের উপর বেশী করিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল; তাহাতে ঋষিরা সরিয়া এই মুনির আশ্রমে যাইবেন স্থির করেন। অ ১১৬

স্থূলশিরা—ঋষি। ইঁহার শাপ-প্রভাবে দনু নামক দানব রাক্ষস হইয়া যায়। এই রাক্ষস পরে কবন্ধ হয়। আ ৭১

ধর্ম্মভৃত—দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। ইনি রামকে পঞ্চাপ্সর সরোবর বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। আ ১১

মাণ্ডকর্ণী—পঞ্চাপ্সর সরোবরের সৃষ্টিকর্ত্তা ঋষি। আ ১১

কোন সময়ে এই ঋষি দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছিলেন; অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ তাহাতে আপন পদচ্যুতির আশঙ্কা করিয়া ঋষির তপোবিঘ্ন জন্মাইবার জন্য পাঁচটী অপ্সরাকে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা মুনির মন ভুলাইয়া তাঁহাকে সংসারী করিয়া ফেলে। ঋষিবর সরোবরমধ্যে গুপ্তগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই পঞ্চ সুন্দরীর সঙ্গে রঙ্গ-রসে গীতবাদ্য আমোদে কালাতিবাহন করিতেন। পঞ্চাপ্সর সরোবর-মধ্য হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, অথচ তথায় জন প্রাণীর সম্পর্ক নাই,—দেখিয়া রাম বিস্মিত হইয়াছিলেন। আ ১১

মধুচ্ছন্দা—বিশ্বামিত্র-পুত্র।* শুনঃশেফের প্রতিনিধি হইতে পিতার আদেশ মানেন নাই। বা ৬২

মাণ্ডব্য—মহর্ষি। ইনি এক ঋষিপত্নীকে বিধবা হইতে অভিশাপ দেন; অত্রিপত্নী অনসূয়া প্রতিশাপে দশ রাত্রি এক রাত্রিতে পরিণত করিয়া শাপের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া দেন। অ ১১৭

কণ্ডু—মহর্ষি। অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃ-আজ্ঞায় গো-বধ করেন।† অ ২১

কণ্ডু—ঋষি। ইঁহার দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল, অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়; তাহাতে কণ্ডু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন; তদবধি ঐ স্থানের বৃক্ষের ফল পুষ্প বা পত্র নাই, নদী শুষ্ক, পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নয়, পশু পক্ষী দৃষ্ট হয় না; ভূমি জলশূন্য, জনশূন্য। কি ৪৮

কণ্ডু—মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ইঁহার গাথা;—"যদি শত্রু কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত হয়, তবে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাহাকে অভয় দান করা কর্ত্তব্য। শত্রু ভীত বা গর্ব্বিত হউক, অন্যের পীড়নে শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কেহ ভয় মোহ বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে সাধ্যমত রক্ষা না করে তবে লোকে গর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। যদি রক্ষাকর্ত্তার সমক্ষে শরণাগত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তবে তাহার সকল পাপ রক্ষাকর্ত্তাতে বর্ত্তিয়া থাকে।" ল ১৮

---

* মধুস্পন্দের নামান্তর?

† তিন স্থলে কণ্ডু নাম আছে, একই জন হইতে পারেন।

নিশাকর—উগ্রতপা মহর্ষি*। পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচলে ইঁহার এক আশ্রম ছিল। সম্পাতি দেখিয়াছিলেন। কি ৬১

রাম-রাবণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া দগ্ধপক্ষ গৃধ্ররাজকে আশ্বাসিত করিয়া ইনি বর দিয়াছিলেন। কি ৬৩

সপ্তজন—ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধ্যা যাইতে পথে এক বন; তন্মধ্যে এক সুবিস্তীর্ণ আশ্রম। এই স্থানে এই নামে ব্রত-পরায়ণ কঠোর-তপা সাতজন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন, এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাতদিন অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিতেন। এই বনে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিত। কি ১৩

অষ্টাবক্র, কহোড়—ঋষি। সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে স্বর্গগত দশরথ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "অষ্টাবক্র দ্বারা যেমন কহল ব্রাহ্মণ সদগতি লাভ করিয়াছিলেন, তোমা হেন পুত্র দ্বারা আমি তদ্রূপ সদগতি পাইয়াছি।" ল ১২০

গালব—ঋষি। রাবণ ও মান্ধাতায় বিষম যুদ্ধ হইতেছিল, ইনি ও পুলস্ত্য মিটাইয়া দেন। উ প্র ৩

পর্ব্বত—দেবর্ষি। রাবণ দিগ্বিজয়কালে চন্দ্রলোক জয়ে যাইতেছিলেন; পথে রথারূঢ় নানা দিব্য পুরুষকে দেখিতে পান; পর্ব্বত মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হন;—তাহারা কেহ তপঃফলভোগী—সোমরস পান করিয়া অপ্সরা কর্ত্তৃক চুম্বিত হইতে হইতে যাইতেছিলেন†; কেহ বা সম্মুখ সমরে পতিত যোদ্ধা; কেহ দাতা; সকলে স্বর্গলোকে চলিয়াছেন। উ প্র ৩

রাবণ এই ঋষিকে আপন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা জিজ্ঞাসিলে ইনি রাজা মান্ধাতার নাম উল্লেখ করেন। উ প্র ৩

নারদ ও পর্ব্বত—দুই ব্রাহ্মণ। অর্থী হইয়া রাজদ্বারে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ না পাওয়াতে নৃগ রাজাকে শাপ দিয়াছিলেন। উ ৫৪

ভরদ্বাজ—বাল্মীকির শিষ্য। শ্লোকোৎপত্তিকালে ইনি রামায়ণ-কবির নিকটে ছিলেন। বা ২

(ইনি অবশ্য প্রসিদ্ধ ভরদ্বাজ ঋষি নহেন।)

মহোদয়‡—ঋষি। ত্রিশঙ্কু ভূপতির বিশ্বামিত্র-সম্পাদিত যজ্ঞে ইনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; তজ্জন্য বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। বা ৫৯

সম্বর্ত্ত—বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা। মরুত্ত রাজার পুরোহিত। উ ১৮

---

* এক স্থলে আছে রাজর্ষি। কি ৬৩, ১০

† ইঁহাদের মধ্যে একজন এমনভাবে অপ্সরাসেবিত হইয়া যাইতেছিলেন যে, রাবণও দেখিয়া বলেন, "নির্লজ্জ।" উ প্র ৩

‡ Griffith বলেন, এটা বশিষ্ঠের নামান্তর—যদিও অপর কোন সর্গে বশিষ্ঠের এ নাম নাই।

রাবণের আহ্বানে যজ্ঞদীক্ষিত রাজা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, ইনি যাইতে দেন নাই। উ ১৮

ইল রাজার পুরুষত্ব বিধানের পরামর্শে ইনিও ছিলেন। উ ৯০

বামদেব—দশরথ রাজার কুল-পুরোহিত। বশিষ্ঠ ও বামদেব দশরথের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্। বা ৭

মৌদ্গাল্য ও বামদেব—ইঁহারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ দশরথ রাজার অন্তিম-কার্য্য সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। অ ১৭

সুযজ্ঞ—বশিষ্ঠ-তনয় ঋষি। বনগমনকালে রাম ইঁহাকে নানাবিধ আভরণ, বস্ত্রাদি এবং স্বীয় শত্রুঞ্জয়নামক হস্তী দান করিয়া যান। অ ৩১, ৩২

সুধন্বা—অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায়। ভরতের নিকট হইতে বনে রাম ইঁহার সংবাদ লইয়াছিলেন। অ ১০৯

শতানন্দ—গৌতম-অহল্যার পুত্র। জনক রাজর্ষির কুল-পুরোহিত। বা ৫১, ৫০

কাঞ্চন—মথুরায় শত্রুঘ্নের পুরোহিত। উ ১০৮

সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন—ঋষি। দশরথ রাজার মন্ত্রিগণ। বা ৭

কর্দ্দম—প্রজাপতিগণের মধ্যে ইনিই প্রথম। আ ১৪

ইল রাজা ইঁহার পুত্র। ইলের পুরুষত্ব বিধানের জন্য ইনি অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। উ ৯০

প্রজাপতি, কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল, বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। আ ১৪

ত্রিজট—গর্গগোত্রসম্ভূত পিঙ্গলমূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ইনি বনমধ্যে ভূমি খনন দ্বারা দিনপাত করিতেন। রাম বনগমনকালে ধন বিতরণ করিতেছেন শুনিয়া ইনি কিঞ্চিৎ ভিক্ষার্থ আগমন করেন; রাম বলেন, "তুমি যতদূর তোমার দণ্ডকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদূর যত ধেনু থাকিবে, তোমার।" ব্রাহ্মণ ছিন্ন সাটী কটিতে জড়াইয়া এমন জোরে ফেলিলেন যে সেটা সরযূর অপর পারে পঁহুছিল। সে স্থান পর্য্যন্ত যত ধেনু ছিল, সমস্তই সেই ব্রাহ্মণ পাইলেন। অ ৩২

সর্ব্বার্থসিদ্ধ—এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। রাম-রাজত্বকালে ইনি পথে এক কুক্কুরকে প্রহার করেন। কুক্কুর আসিয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাহাকে দণ্ড দিতে যান; ঋষিগণ ও মন্ত্রী সকল নিবারণ করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন।" কুক্কুর বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

দোষীকে অমনি ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আমার প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদ প্রদান করুন এবং উহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠান। শত্রুর প্রতি শাস্তির পরিবর্তে এমন পুরস্কার প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে কুকুর কহিল, "আমি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সকল সৎকর্ম্ম করিয়াও এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত যাহাকে নরকে নিপাতিত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাকেই দেবতা ব্রাহ্মণ ও গো-সেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।" উ প্র ২

অন্ধক—অন্ধ-তাপস। শব্দভেদী রাজা দশরথ ভ্রমক্রমে ইঁহার এক মাত্র অবলম্বন পুত্রটিকে শরাঘাতে সংহার করেন। বৃদ্ধ মুনি দশরথকে, "তোমারও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-বিরহ-শোকে মৃত্যু হইবে" অভিশাপ দিয়া সস্ত্রীক চিতারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। ("দশরথ প্রতি অভিশাপ" দেখ।) অ ৬৩, ৬৪

কুলপতি—("সর্ব্বার্থসিদ্ধ" দেখ।) উ প্র ২

এক তপোবৃদ্ধ জরা-জীর্ণতাপস রামের চিত্রকূট-বাসকালে সদলে রক্ষোভয়ে পলায়ন করেন। অ ১১৬

ঋষিপত্নীগণ।

শবরী—(শ্রমণা) ত্রিকালজ্ঞা বৃদ্ধা তাপসী। ইনি এককালে মতঙ্গ-আশ্রমস্থ মুনিদিগের পরিচারিকা ছিলেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষিলোকে প্রস্থান করেন। আ ৭৪

অদিতি—কশ্যপ মহর্ষির পত্নী। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। সুরগণ-জননী। আ ১৪

ইঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারযুগল, এই তেত্রিশটী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। আ ১৪

বিষ্ণু বামনরূপে ইঁহাকে জননীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বা ২৯

দিতি—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। দৈত্যগণের জননী। আ ১৪

মরুৎগণও ইঁহার গর্ভে জাত। বা ৪৬

দনু—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। অশ্বগ্রীবের জননী। আ ১৪

কালকা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। নরক ও কালকের জননী। আ ১৪

অনলা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। পবিত্র বৃক্ষ সকল ইঁহার সন্তান। আ ১৪

মনু—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহা হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি।* মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। আ ১৪

তাম্রা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহার পঞ্চ দুহিতা:—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী, শুকী। আ ১৪

ক্রোধবশা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহার দশ দুহিতা:—মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, কদ্রু, সুরসা। আ ১৪

অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ মহর্ষির পত্নী। পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। দেবগণ সীতাকে ইঁহার সহিত তুলনা করিতেন। আ ১৩

লোপামুদ্রা—অগস্ত্য-পত্নী।

সুকন্যা—চ্যবন-পত্নী।

শ্রীমতী—কপিল-পত্নী। সতী সাধ্বীর উদাহরণ-স্থল। সীতা ইঁহাদিগের সহিত উপমিত। সু ২৪

জয়া ও সুপ্রভা†—দক্ষ-দুহিতা। প্রজাপতি কৃশাশ্বের সহযোগে ইঁহারা একশত অস্ত্র প্রসব করেন। বা ২১

জয়া বরলাভ করিয়া অসুর সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভা "সংহার" নামক পঞ্চাশৎ উৎকৃষ্ট শর প্রসব করিয়াছিলেন। বা ২১

বোধ হয় এইগুলি প্রথমতঃ ত্রিপুরারির হস্তগত হয়, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বামিত্র, পরে রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন। বা ২৬

ভৃগু-পত্নী—দেব ও অসুরগণের সংগ্রামকালে দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে; ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয়দান করিলে তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিয়াছিল। সুরেশ্বর হরি দৈত্যদিগকে ভৃগুপত্নী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা ঋষিপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। ভৃগু এই কারণে বিষ্ণুকে শাপ দেন। উ ৫১

মহর্ষি শুক্রের জননী পতি-পরায়ণা ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন; বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বা ২৫

অনসূয়া—অত্রি মুনি-পত্নী। কঠোর তপস্যাবলে দেব ঋষির শুভ কল্পে অদ্ভুত কর্ম্মকারিণী পতিব্রতা বৃদ্ধা তপস্বিনী। অ ১১৭

বনবাসকালে রাম সহ সীতা ইঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলে ইনি দেবীকে পাতিব্রত্য

---

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে মনু ও অনলা নাম নাই, তৎস্থলে বলা ও অতিবলা আছে।

† সুপ্রভা নাম কোন কোন গ্রন্থে "বিজয়া" আছে।

ধর্ম্মে উপদেশ দিয়া দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ ও আশ্চর্য্য অঙ্গরাগ অনুলেপন উপহার দিয়াছিলেন; এই সকল বস্তুর অদ্ভুত গুণ, ব্যবহার করিলেও ম্লান হয় না। অ ১১৮
দশ বৎসর অনাবৃষ্টি প্রভাবে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, তৎকালে ইনি ফল মূল সৃষ্টি করেন এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। মাণ্ডব্য ঋষি এক ঋষিপত্নীকে বিধবা হইতে অভিশাপ দেন; ইনি প্রতিশাপে দশ রাত্রি এক রাত্রিতে পরিণত করিয়া শাপের তীক্ষ্ণতা হ্রাস করেন। অ ১১৭

স্বয়ংপ্রভা—মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা। ময়দানবের প্রণয়িনী হেমা-অপ্সরার প্রিয়সখী। কি ৫০
হেমার অনুরোধে ইনি ময়দানবের আশ্চর্য্য পুরী রক্ষা করিতেন; সীতান্বেষণে রত হনুমানাদির সহিত সেইখানে সাক্ষাৎ হয়। কি ৫০, ৫৩

রেণুকা—জমদগ্নি-পত্নী। পরশুরামের জননী। পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম ইঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। অ ২১

সত্যবতী—ঋচীক ঋষির পত্নী। বিশ্বামিত্রের ভগিনী। শুনঃশেফের জননী। বা ৩১, ৬১
সশরীরে স্বর্গারোহণের পর লোকের হিত-কামনায় স্রোতস্বতীরূপে হিমাচল হইতে প্রবাহিত;—সেই অবধি ইঁহার নাম "কৌশিকী।" বা ৩৪

দেববর্ণিনী—ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা। বিশ্রবার পত্নী। কুবেরের জননী। উ ৩

অরজা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দণ্ড রাজা বল পূর্ব্বক ইঁহার কুমারীত্ব নষ্ট করেন। উ ৮০
এই কারণে শুক্র-শাপে দণ্ড-রাজ্য দণ্ডকারণ্য হইয়া যায়। উ ৮১

অহল্যা—গৌতম মুনির পত্নী। শতানন্দের জননী। বা ৫১
ইনি বড় রূপসী ছিলেন; সুররাজ ইন্দ্র একদা ইঁহার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে আসিয়া ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। অহল্যা শচীপতিকে চিনিতে পারিয়াও অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। বা ৪৮
স্বকার্য্য সাধনানন্তর ইন্দ্র যখন প্রস্থান করিতেছেন, পথে মুনি দেখিতে পান; সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুরপতিকে অভিশাপ দিলেন; তাহাতে তিনি বৃষণহীন। বা ৪৮
অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন, "তোরে এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা* হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন এবং বায়ু মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালযাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তোর অনুতাপের পরিসীমা থাকিবে না। এইরূপে বহুসহস্র বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। এক সময়ে দশরথ-নন্দন রাম এই বনে আগমন করিবেন; তুই লোভ মোহের বশবর্ত্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিবি; তদ্দ্বারাই তোর এই শাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তুই পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবি।" বা ৪৮
তাড়কাবধের পর মিথিলা আসিবার কালে রাম গৌতম-আশ্রমে উপস্থিত হন। বা ৪৮

* লোকালয়ে মুখ না দেখাইয়া কঠোর ব্রহ্মচারিণী হইয়াছিলেন; একেবারে পাষাণ হন নাই।

রামের আগমনে সকলে অহল্যাকে পুনরায় দেখিতে পাইল। তাহার শাপ ঘুচিল। তখন জমদগ্নির সহিত রেণুকার ন্যায় পতির সহিত মিলিতা হইয়া ঋষি-সুন্দরী তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। বা ৪৯

বৈরূপ্যের নাম হল। বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভূত, তাহা হল্য; এই স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা আদৌ ছিল না, সেই হেতু নাম অহল্যা। উ ৩০

ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রথম স্ত্রী সৃষ্টি। সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি ইঁহাকে গৌতমের হস্তে সমর্পণ করেন। দেবতাগণের ইঁহার উপর লোভ ছিল। দেবরাজ সুবিধা পাইয়া গৌতম-আশ্রমে তাঁহাকে দূষিত করেন। মহর্ষি গৌতম জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে অভিসম্পাত করেন—তাহাতে সুররাজকে শত্রুর (মেঘনাদের) বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হয়। উ ৩০

অহল্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঋষি কহিলেন, "দুর্ব্বিনীতে, তুই আমার এই আশ্রমে বিরূপ হইয়া থাক্; তুই যখন রূপ-যৌবনসম্পন্না হইয়া এইরূপ চপলস্বভাব হইয়াছিস্, তখন এই জীবলোকে তোর ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে। অতঃপর কেবল তুই আর রূপবতী থাকিবি না। যখন কেবল তোর রূপে ইন্দ্রের এইরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন এই প্রকার রূপ সকল লোকই অধিকার করিবে সন্দেহ নাই।" তদবধি সকলেই সমধিক রূপবান্। মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু রামের আগমনে শাপ- মুক্তি কহিয়া দিয়া গৌতম প্রস্থান করিলেন; অহল্যাও অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।* উ ৩০

দেবযানী—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। ইনি যযাতি রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। উ ৫৮

রাজা ইঁহাকে প্রেয়সী করেন নাই বলিয়া ইঁহার অভিযোগে ঋষি রাজাকে শাপ দেন; তাহাতে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উ ৫৮

বেদবতী—বৃহস্পতি-পুত্র কুশধ্বজ ব্রহ্মর্ষির কন্যা। উ ১৭

সত্যযুগে দশানন বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় সন্নিহিত এক কাননে কৃষ্ণাজিনপরিধানা জটাধারিণী তপোরতা এই ঋষিকন্যাকে দেখিতে পান। ইনি রাবণকে আত্মপরিচয় কহিলেন, পিতা আমাকে বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিতে বাসনা করেন; পিতা শুম্ভ নামক দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক হত হইলে মাতা স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অগ্নি-প্রবেশ করিলেন। আমি তদবধি নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিব এই উদ্দেশে তপশ্চরণ করিতেছি। রাবণ ইঁহার রূপ দেখিয়া কামান্ধ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া ইঁহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করে; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ইঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বলপ্রকাশে প্রয়াস পাইল। তখন ইনি স্বহস্তে সেই কেশরাশি ছেদন করিয়া অপমান

* অহল্যা-সংবাদ এক রামায়ণে দুই স্থানে দুই প্রকার—সমগ্র রামায়ণ এক হাতের রচনা নয়—ইহা একটা প্রমাণ।

হেতু প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাবণকে বলিয়া যান, "পাপিষ্ঠ, তোর দ্বারা বনমধ্যে আমি ধর্ষিত হইলাম, অতএব তোর বধের জন্য আমি কোন ধার্ম্মিকের অযোনিজা কন্যা হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব।" উ ১৭

সত্যযুগের এই বেদবতীই ত্রেতায় জনকরাজের কন্যারূপে উৎপন্না হইয়া রাম-ভার্য্যা হইয়াছিলেন। উ ১৭

অগস্ত্য রামকে কহেন, "এই বেদবতী মর্ত্ত্যলোকে হলকর্ষিত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন।" উ ১৭

দৈত্যগণ।

বলি—বিরোচন-পুত্র। দৈত্যরাজ। হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। উ প্র ৯

আপন প্রভাবে ত্রিলোক জয় করিয়া দেবগণকে ত্রস্ত করিয়া তুলেন। দেবগণের মিনতিতে নারায়ণ বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে ছলনা করিয়া ত্রিলোক উদ্ধার করেন। ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা চাহিয়া পাদত্রয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। বা ২৯

রসাতল বিজয় করিবার কালে রাবণ বিচরণ করিতে করিতে দৈত্যরাজ বলির আলয়ে উপস্থিত হন। উ প্র ১

আলয়ে প্রবেশকালে দ্বারদেশে এক চন্দ্র-মৌলি শ্মশ্রুধারী* প্রকাণ্ড দেহ লৌহ-মুষলহস্ত ভীষণ কৃষ্ণকায় পুরুষকে দেখিতে পান। তাঁহার অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে বলি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম নৃসিংহমূর্ত্তি প্রভৃতির কথা শুনাইয়া পিতামহ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দেখাইয়া জানাইলেন—তাঁহার যে দ্বারী তিনিই হরি। রাবণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন; দ্বারী কিন্তু অন্তর্দ্ধান করিলেন। বলি রাবণকে বলেন, "এই নারায়ণ হরিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা, পাশহস্ত, বলদেব।" উ প্র ১

বিরোচন—দানব। বলি রাজার পিতা। ইঁহার কন্যা মন্থরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত। বা ২৯, ২৫

হিরণ্যকশিপু—বলি দৈত্যের পিতামহ। উ প্র ১

কি জল কি স্থল কোন স্থানে কোন অস্ত্র দ্বারা ইঁহার মৃত্যু বিহিত হয় নাই। বিষ্ণু নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোড়ে রাখিয়া নখর প্রহারে ইঁহার মৃত্যু বিধান করেন। উ প্র ১

ইনি ইন্দ্র হইতে নিজ ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন। সু ২০

* বিষ্ণুর অভিনব মূর্ত্তি; কৃষ্ণকায় না হইলে রুদ্র বলা চলিত।

মধু, কৈটভ—নারায়ণের কর্ণমল হইতে উৎপন্ন মহাবীর্য্য দানবদ্বয়। উ ৫৯

যোগনিদ্রারত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুত্থিত ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি মানসে মহাতপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন; এই দুই ঘোররূপী দানব জন্মিয়াই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধাবমান হইল; প্রজাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সেই চীৎকারে মধুসূদনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চক্র দ্বারা ইহাদিগকে বিনাশ করেন।

মধুকৈটভের মেদে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এক নাম মেদিনী। উ ৫৯

মধুকৈটভের অস্থিসমূহে এই পৃথিবী পর্ব্বত-সমন্বিতা। উ ১০৪

নরক—অসুর। বিষ্ণু কর্তৃক নিহত। বরাহ-পর্ব্বতে এই দুষ্ট বাস করিত। উ প্র ১, কি ৪২, ল ৬৯

হয়গ্রীব ও পঞ্চজন—দুই দানব। ইহাদিগকে বধ করিয়া বিষ্ণু শঙ্খ (পাঞ্চজন্য ?) ও চক্র (সুদর্শন ?) আহরণ করেন। কি ৪২

হয়গ্রীব শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন। কি ১৭

অশ্বগ্রীব—কশ্যপ-পত্নী দনুর পুত্র। আ ১৪

নরক ও কালক—কশ্যপ-পত্নী কালকার পুত্র। আ ১৪

ত্রিপুর—অসুর। রুদ্র কর্তৃক নিহত। বা ৭৪

প্রসিদ্ধ হরধনু যাহা রাম ভঙ্গ করেন, সুরগণ উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। বা ৭৫

অন্ধক—অসুর। শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত। আ ৩০

তারক—অসুর। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় কর্তৃক নিহত। ল ৪

বল—অসুর। ইন্দ্রের অশনি দ্বারা ছিন্ন হয়। এই জন্য ইন্দ্রের এক নাম "বলভিৎ।" আ ৩০

বৃত্র—পরম ধার্ম্মিক অসুররাজ।* উ ৮৪

সুসমৃদ্ধ রাজ্য যথাধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র ইহাতে ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে অসুরের বধোপায় বলিয়া দেন। উ ৮৫

ইন্দ্র তপোরত বৃত্রের মস্তকে বজ্র হানিয়া তাহাকে নিধন করেন। (যুদ্ধে বৃত্রের এক হস্ত ছিন্ন হইলে একমাত্র হস্তে ইনি বহুকাল যুঝিয়াছিলেন।) সু ২১

বৃত্র নিহত হইলে, তপোরত অসুরকে বধ করা অন্যায় হইয়াছে ভাবিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ভয়ে লোকালোক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী নিরবচ্ছিন্ন তমোময় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। উ ৮৫

ব্রহ্মহত্যা পাপ সেখানে গিয়াও তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। পরে দেবগণের

* বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্ব হইতে বৃত্রাসুরের সহিত সৌহৃদ্যে বদ্ধ আছি। আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিব না।" উ ৮৫

মিনতিতে বিষ্ণু ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দেন; তাহা করিয়া সুররাজ পরিত্রাণ পান। উ ৮৬

মধুরেশ্বর—অসুর। বৃত্রাসুরের পুত্র। উ ৮৪

নমুচি—ইন্দ্র এই অসুরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বজ্রপ্রহারে ইহাকে নিহত করেন। আ ৬০

অনুহ্লাদ—অসুর (?) শচীকে হরণ করে। ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। কি ৩৯

শম্বর (তিমিধ্বজ)—অসুর। ইন্দ্র কর্তৃক নিহত। ল ৬৯

এই মায়াবী অসুরের সহিত দেবগণের সংগ্রামে ইন্দ্রসখা দশরথ সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন; মহিষী কৈকেয়ী সঙ্গে ছিলেন। অ ৯

কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, নিসন্দি, ধূমকেতু, বাণ, দনু, শুক, শম্ভু, প্রাহ্লাদি, কুট, মৃদু, কংস, নরক, নমুচি, বল, পুর, বৃত্র, বলী—দৈত্য দানব অসুরগণ। বিষ্ণু ও ইন্দ্র কর্তৃক পরাজিত বা নিহত। উ প্র ১

বাণ—অসুররাজ। লঙ্কা বিধ্বংসকারী হনুমান্‌কে রাবণ ইহার সহিত উপমিত করিয়াছিলেন।

শাম্বসাদন—অসুর। হনুমানের পিতা কেশরী বানররাজ কর্তৃক নিহত। সু ৩৫

বৃষপর্ব্ব—দৈত্যরাজ (?), যযাতি-মহিষী শর্ম্মিষ্ঠার পিতা। দিতি-পুত্র। উ ৫৮

ইল্বল-বাতাপি—দুই অসুর। ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া উহাদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল বাতাপিকে ডাক দিত; বাতাপি উহাদিগের দেহ ভেদ পূর্ব্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। এইরূপে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছিল। মহর্ষি অগস্ত্য একদা সুরগণের অনুরোধে বাতাপিকে ভক্ষণ করেন; মুনি-জঠরে অসুর জীর্ণ হইয়া গেল। ইল্বল ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া ঋষির প্রতি ধাবমান হয়; অচিরেই তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। আ ১১

নিবাত কবচ—রসাতলবাসী দৈত্যগণ। পাতাল বিজয় করিতে গিয়া রাবণ ইহাদের সহিত বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইল না। অবশেষে ব্রহ্মা আসিয়া দুই দলে সদ্ভাব করাইয়া দিলেন। মিত্রতা নিবন্ধন আনুগত্য করিয়া দশানন এখান হইতে একশত মায়া লাভ করেন। উ ২৩

কালকেয়—দৈত্যগণ। রাবণ ইহাদিগকে পাতালে পরাজিত করেন। উ ২৩

বিদ্যুজ্জিহ্ব—কালকেয়বংশসম্ভূত দানবরাজ। উ ১২

রাবণ ইহাকে ভগিনী (সূর্পণখা) সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পাতাল বিজয়কালে শ্যালক ইঁহাকে বধ করেন। উ ২৩

জম্ভ—দৈত্য (?) তাড়কাপতি সুন্দের পিতা। বা ২৫

সুন্দ—দৈত্য। জম্ভনন্দন। তাড়কার পতি—অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত। বা ২৫

উপসুন্দ—সুবাহু রাক্ষসের পিতা। বা ২০

ময়—দিতি-পুত্র মায়াবী দানব। মন্দোদরীর পিতা। রাবণের শ্বশুর। উ ১২

দানবমধ্যে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া খ্যাত। কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার বরে শিল্পজ্ঞান অধিকার পূর্ব্বক মায়াবলে ভূমধ্যে স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া হেমা নাম্নী অপ্সরার সহিত বাস করিতেন। সুররাজ বজ্র দ্বারা ময়কে বিনাশ করেন। ব্রহ্মা হেমাকে ময়ের আশ্চর্য্য পুরী প্রদান করিলেন:—এখানে স্বর্ণের বৃক্ষ—মূলে বৈদূর্য্যময় বেদী, স্বর্ণের মৎস্য সরোবরে ক্রীড়া করিত। বৈদূর্য্য খচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ—উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত থাকিত। কি ৫০

হেমা অপ্সরার সহযোগে ইঁহার মায়াবী ও দুন্দুভি নামে দুই পুত্র ও মন্দোদরী কন্যা জন্মে। উ ১২

রাবণ মৃগয়ায় গিয়া একদা সকন্যা ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। দৈত্যেন্দ্র রাক্ষসরাজের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কর দ্বারা কন্যার পাণিগ্রহণ করাইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "রাজন্ তুমি ইহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।" দশগ্রীব সেই স্থলেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিলেন। ময় জামাতাকে আপন তপস্যালব্ধ অদ্ভুত অমোঘ শক্তি উপহার দিলেন। (এই শক্তি রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করেন।) উ ১২

পুলোম—দৈত্যরাজ। শচীর পিতা। ইন্দ্রের শ্বশুর। উ ২৮

স্বর্গে দেব রাক্ষস যুদ্ধে জয়ন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে ইনি দৌহিত্রকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। ইঁহার সম্মতি লইয়া অনুহ্লাদ শচীকে হরণ করিতেছিল; ইন্দ্র ইঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উদ্ধার করেন। কি ৩৯

মায়াবী ও দুন্দুভি—হেমা অপ্সরার গর্ভজাত ময় দানবের পুত্র। মন্দোদরীর ভ্রাতা। উ ১২

দুন্দুভি—মহিষরূপী অসুর। বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্য্যমদে সমুদ্রের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করে; সমুদ্র অস্বীকৃত হইয়া তাহাকে হিমালয়ের নিকট প্রেরণ করেন; হিমালয়ও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া তাহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর নিকট যাইতে বলেন। অসুর কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া কপিরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, তিনি পিতৃ-দত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক অসুরকে শৃঙ্গ দ্বারা গ্রহণ ও উৎক্ষেপণ করিয়া আছাড় মারিলেন; দুন্দুভি চূর্ণ হইয়া গেল। কি ১১

ছুড়িয়া ফেলিবার সময় অসুরের মুখরক্ত মতঙ্গ-আশ্রমে পড়ে; তজ্জন্য ঋষি শাপ দেন। মৃত অসুরের পর্ব্বতাকার অস্থিমালা কিষ্কিন্ধ্যার অদূরে পতিত ছিল; সুগ্রীবের সহিত

মিত্রতা-কালে রাম পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা দূরে ফেলিয়া শক্তির পরিচয় দেন।* কি ১১

মায়াবী—অসুর। দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কি ৯

ইহার বালীর সহিত স্ত্রী-সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। একদা রজনীযোগে এই অসুর কিষ্কিন্ধ্যা-দ্বারে আসিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। বালী কনিষ্ঠ সুগ্রীবকে সঙ্গে লইয়া অসুরকে তাড়া করিলে, সে ভয়ে পলাইয়া এক বিস্তীর্ণ ভূ-বিবরে প্রবেশ করিল। সুগ্রীবকে গহ্বর-দ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বালী বিবরমধ্যে সেই অসুরের অনুধাবন করিলেন। সপরিবার এই অসুর বালী কর্ত্তৃক নিহত হয়। কি ৯

এই গহ্বর-প্রবেশ ঘটনা লইয়াই বালী সুগ্রীবে বিবাদ ঘটে। কি ১০

লোলা—দৈত্য। মধুর পিতা। উ ৬১

মধু—লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র দিতিজ বংশোদ্ভব মহাসুর। উ ৬১

মধুর ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দেখিয়া প্রীত হইয়া দেব শূলপাণি ইহাকে স্বীয় শূলাংশ এক শূল উপহার দিয়া কহিয়াছিলেন, "যতদিন তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকট থাকিবে। এই শূল তোমার বিপক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাকে ধ্বংস করিয়া তোমার হস্তে ফিরিয়া আসিবে।" মধুর নির্ব্বন্ধে তাহার পুত্রও এই শূলের অধিকারী হইবে, মহাদেব এরূপ বরও দিয়াছিলেন। উ ৬১

দৈত্যরাজ মধু রাবণের অনুপস্থিতিকালে (তদীয় মাতৃস্বসা অনলার গর্ভসম্ভূত) ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রতিশোধ বাসনায় রাবণ মধুপুরীতে উপস্থিত হইলে, ভগিনীর অনুরোধে দৈত্যরাজকে বিনাশে নিবৃত্ত হন। মধু রাবণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া দেবযুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। উ ২৫

মান্ধাতা রাজা ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে মধু শৈব-শূল প্রয়োগে তাঁহাকে বধ করে। উ ৬৬

লবণ—অসুর। মধু দৈত্যের পুত্র। পিতার শৈব-শূল লাভে দৃপ্ত হইয়া দেব ঋষির উপর বড় অত্যাচার করিত। উ ৬১

উৎপীড়িত হইয়া যমুনার তীরবাসী চ্যবন-প্রমুখ ঋষিগণ রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উ ৬৯

রাম মধুকৈটভ-দলনে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সৃষ্ট শরসমূহ প্রদান করিয়া লবণকে নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিয়া শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করেন। উ ৬৩

---

* এই সময়ে রাম আপন ক্ষমতার নিদর্শন দেখাইতে এক শর প্রয়োগ করেন; সেই শর সপ্ত শালবৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মহাবেগে প্রত্যাগমন করিয়া তূণমধ্যে আসিল। গৌড় সংস্করণ রামায়ণে আছে—এই শর এক জ্যোতির্ম্ময় হংসরূপে আপনি আসিয়া পুনরায় তূণে প্রবেশ করিল।

লবণ শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার রাজ্যে শত্রুঘ্ন রাজা হন। লবণবধার্থ শর প্রয়োগকালে সুর নর ত্রস্ত হইয়া উঠিলে ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, "ইহা বিষ্ণুর শরময়ী প্রাচীন মূর্ত্তি।" উ ৬৯

গয়—অসুর (?) ভূ-বৃত্তান্তে "গয়া" দেখ। (ঋষিগণ মধ্যে দেখ।) অ ১০৭

রাক্ষসগণ।

রাবণ—রাক্ষসরাজ। দশানন। দশগ্রীব প্রসিদ্ধ লঙ্কেশ্বর। পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা ঋষির ঔরসে সুমালীর কন্যা কৈকসী রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উ ৯

বনমধ্যে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে আপন দশ মস্তক উপহার দিয়া পদ্মযোনির নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন:—দেব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব পিশাচ পক্ষী সর্প কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। উ ১০

রক্ষোবর মনুষ্যকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নিকট হইতে অবধ্যত্ব যাচ্ঞা করেন নাই। দেবগণ এই ত্রুটি দেখাইয়া বিষ্ণুকে মনুষ্যরূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ সংহার করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করেন। দশরথ-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষোরাজকে নিধন করেন। বা ১৬, উ ১০৪, ল ১১৮

লঙ্কা পূর্ব্বে সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসদিগের ছিল। উ ৫

বিষ্ণু-ভয়ে রাক্ষসগণ পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই পুরী বৈশ্রবণ কুবেরের অধীন থাকে। উ ৩

রাবণের বরলাভের কথা শুনিয়া সুমালী, দৌহিত্র রাবণকে লঙ্কা অধিকার করিতে পরামর্শ দেন; রাবণ কুবেরের নিকট দূত পাঠাইবামাত্র ধর্ম্মশীল সাপত্ন্য ভ্রাতা কুবের দশাননকে লঙ্কা ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে প্রস্থান করেন। এই অবধি লঙ্কা রাবণের হইল। উ ১১

দশগ্রীব দেব ঋষির উপর বড় অত্যাচার করিতেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবের তাঁহাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ পাঠান। উ ১৩

তাহাতে দশগ্রীব ক্রোধান্বিত হইয়া কৈলাসে গিয়া কুবেরকে আক্রমণ করেন; যক্ষরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বরলব্ধ আশ্চর্য্য পুষ্পক বিমান কাড়িয়া লন। উ ১৫

এই সময়ে কৈলাসে উপদ্রব করিবার উপক্রম করিলে বানরমুখ নন্দী তাঁহাকে অভিশাপ দেন:—"বানরেরাই তাহাকে সবংশে নিপাত করিবে।" উ ১৬

বল-দর্পিত দশানন এই সময় হস্ত দ্বারা কৈলাস পর্ব্বত তুলিতে প্রয়াস পান; পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল; উমা চঞ্চল হইয়া মহেশকে ধারণ করিলেন; তখন মহেশ্বর পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা

ঐ পর্ব্বতকে ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন—দশাননের অঙ্গুলি বাহুসহ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল, রক্ষোরাজ যাতনায় ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মহেশ্বরের স্তব করিলেন, বহু মিনতিতে প্রীত হইয়া দেবদেব তাঁহার ভুজসকল মুক্ত করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "তুমি যাতনায় যে রব করিয়াছ, তাহাতে ত্রিলোক কাঁপিয়া গিয়াছে, অতএব অতঃপর তোমার নাম হইল—রাবণ।" রাবণ এই সময়ে দেবের নিকট হইতে অপর বর ও "চন্দ্রহাস" খড়্গ লাভ করেন। উ ১৬

একদা মৃগয়ায় গিয়া রাবণ সকন্যা ময়দানবের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। দানববর তাঁহাকে কন্যা মন্দোদরী সম্প্রদান করিয়া আপন তপস্যালব্ধ অমোঘ শক্তি উপহার দেন। এই শক্তি রক্ষোরাজ যুদ্ধে লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উ ১২

একদা অরণ্যে রাবণ তপোরতা বেদবতী তাপসকুমারীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপর বলপ্রকাশ করিতে যান; বেদবতী তাঁহাকে এই অভিশাপ দিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন, "আমি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছি, তুই আমার উপর অত্যাচার করিলি, তোর মৃত্যুর জন্য আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব।" এই বেদবতীই সীতারূপে রামরূপী বিষ্ণুর পত্নী হইয়া রাবণ-বধার্থ উদ্ভূত হন। উ ১৭

রাবণ পথিমধ্যে সুবিধা পাইয়া রম্ভা ও বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলী অপ্সরাদ্বয়ের ধর্ষণা করেন; তজ্জন্য নলকূবর ও ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন; সেই শাপভয়ে রমণীর প্রতি বলপ্রকাশ রক্ষোরাজকে ছাড়িতে হয়। এই হেতু রাবণ সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। ল ১৩

রাবণ দেব দানব ও ঋষিগণের স্ত্রী হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। উ ২৪

রাজর্ষি ব্রাহ্মণ দৈত্য গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের কন্যা সকল রাবণের শ্রী সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া স্মরাবেশে স্বয়ংই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা দশগ্রীবের প্রতি একান্ত অনুরক্তা। সু ৯

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ মরুত্ত রাজাকে জয় করেন। উ ১৮

মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্য রাজাকে যুদ্ধে নিহত করেন। উ প্র ৩

মৃত্যুকালে অনরণ্য তাঁহাকে শাপ দিয়া যান, "আমার বংশীয় কেহ তোকে বধ করিবে।" এই শাপবশে রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু। উ ১৯

রাবণ পৃথিবীর রাজাদিগকে জয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন, নারদ তাঁহাকে পরামর্শ দেন—ক্ষুদ্র মানবজাতি, ইহাদের মারিয়া ফল কি? ইহারা ত মৃত্যুর অধীন; মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে দমন করিতে পারিলে শৌর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করা হয়। উ ২০

রাক্ষসরাজ যমপুরে গিয়া যে সকল প্রাণী দণ্ডিত হইতেছিল, তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন। উ ২১

যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে পরাস্ত করেন। উ ২২

রাবণ পাতালে গিয়া নিবাতকবচ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন; পরে উভয়দলে সখ্য হয়। রক্ষোরাজ পাতালে দানবরাজ বলির সাক্ষাৎ পান; তাঁহার দ্বারী স্বয়ং হরিরও দর্শন লাভ করেন। উ প্র ১

বরুণালয়ে বরুণপুত্রগণকে যুদ্ধে হারাইয়া দেন। উ ২৩

ভোগবতী পুরীতে গিয়া পন্নগগণকে পরাজিত করেন এবং বাসুকি তক্ষক শঙ্খ ও জটীকে বশে আনেন। ল ৭

রাবণ মধুপুরীতে গিয়া মধুদৈত্যকে বশীভূত করিয়াছিলেন। উ ২৫

সূর্য্যলোকে গিয়া দিনদেবকে পরাজয় স্বীকার করান। উ প্র ২

চন্দ্রলোকে গিয়া চন্দ্রকে পরাজিত করিবার উপক্রম করিলে ব্রহ্মা আসিয়া রক্ষোরাজকে নিবৃত্ত করান; এবং তাঁহাকে সঞ্জীবক মন্ত্র (শিবস্তোত্র) শিখাইয়া যান। উ প্র ৪

পশ্চিমসাগরে এক দ্বীপে গিয়া রাবণ এক মহাপুরুষের হস্তে পরাস্ত হন; তাঁহার অনুসরণে এক বিবরমধ্যে গমন করিয়া নানা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেন—এক পুরুষ অগ্নিতে মুখ ঢাকিয়া শয়ান ছিলেন, এক সুন্দরী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন; রাবণ সুন্দরীকে স্পর্শ করিতে যাইবামাত্র সেই পুরুষ হাসিয়া উঠিলেন, দশানন অমনি ভূমিসাৎ। উঠিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে যেন আমার মৃত্যু হয়।" উ প্র ৫

তাহাই হইয়াছিল—সে পুরুষ ছিলেন ভগবান্ কপিল নারায়ণ; রামরূপে তিনিই আসিয়া রাবণকে বধ করেন।

রাবণ স্বর্গে বিষম যুদ্ধ লাগাইয়া দেবগণকে পরাস্ত করেন। উ ২৭

তাঁহার পুত্র মেঘনাদ সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় ধরিয়া আনেন। উ ২৯

রাবণ ত্রিভুবন জয় করিয়া নারদকে বলেন, "আরত আমার সম যোদ্ধা পাই না, বল, কোথাকার লোক বলবত্তর?" উ প্র ৫

নারদ শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ করিয়া বলেন, "সেখানকার অধিবাসিগণ নারায়ণ-ভক্ত, তাহাদের সমান শক্তিশালী কেহ নাই।" রাবণ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলে সেখানকার জন কতক রমণী তাঁহাকে ধরিয়া ক্ষুদ্র পুত্তলের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছাড়িয়া দিল। তখন রাবণ বুঝিলেন, নারায়ণ ও নারায়ণ-ভক্তের শক্তি কত। নারায়ণের হস্তে মরিলে নারায়ণের লোক লাভ করা যায় শুনিয়া তাঁহার নারায়ণ-হস্তে মৃত্যুর ইচ্ছা বাড়িয়া গেল। উ প্র ৫

একদা রাবণ সনৎকুমার ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" উ প্র ২ ঋষি উত্তর করেন, "নারায়ণ; তাঁহার হস্তে মরিলেও অপর দেবগণের বর অপেক্ষা শ্রেয়োলাভ।" শুনিয়া অবধি নারায়ণের হস্তে মরিবার জন্য নারায়ণের সহিত বিবাদ বাধাইবার সুবিধা রাবণ খুঁজিতে লাগিলেন। সনৎকুমার তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন,

"ব্যস্ত হইও না, তুমি নারায়ণের দর্শন পাইবে; ত্রেতায় তিনি দশরথ-পুত্র রূপে জন্মিবেন, সস্ত্রীক বনে যাইবেন"। রাবণ উপায় পাইল—এই জন্যই সে সীতা হরণ করিয়াছিল। উ প্র ৩

কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইলে তিনি রাবণকে কক্ষগত করিয়া পরাস্ত করেন। উ ৩৪

হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ইনি তাঁহার বন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন। উ ৩২

রাবণ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করেন। উ ১০

কিন্তু পরে বোধ হয় শৈব হইয়াছিলেন। ইঁহার স্বর্ণের শিবলিঙ্গ ছিল, স্বয়ং পূজা করিতেন। উ ৩১

সুগ্রীব ইঁহাকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তোর আর নিস্তার নাই।" ল ২০

ইঁহার প্রধানা রাজ্ঞী মন্দোদরী। তাঁহার সহস্রাধিক সপত্নী ছিল। রাবণের প্রধান সৈন্য সংখ্যা লঙ্কাপুরে রক্তমাংসাশী দশসহস্র-কোটি। ল ১৯

ইঁহার সহস্র-গর্দ্দভযুক্ত ও পিশাচবদন-বাহনযুদ্ধরথ ছিল। ইঁহার নৃমুণ্ড-চিহ্নিত ধ্বজ। ল ৬১

সুরাসুর-যুদ্ধ-সময়ের ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন ইঁহার দেহে বর্ত্তমান ছিল; নাগরাজ ঐরাবতের দন্তাঘাত চিহ্নও লক্ষিত হইত। আ ৩২

রাবণ অভিষব গৃহ হইতে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। ভোগবতীপুরী হইতে তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন। আ ৩২

দশানন ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্ত্তী সরোবর ও নন্দনবন নষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যেরও গতিরোধ করিয়াছিলেন। আ ৩২

রাবণ নারদকে বলিয়াছিলেন, "আমি নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক অমৃত লাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।" উ ২০

পরিব্রাজক বেশে রক্ষোরাজ সীতাকে হরণ করেন। হরণকালে সীতা ইঁহাকে কহেন, "তোর বলবীর্য্য অতি আশ্চর্য্য, তুই পুণ্যশ্লোক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যুদ্ধে আমায় জয় করিয়া লইতে পারিলি না।" আ ৫৩

বিভীষণ রামকে বলেন, "ইনি (দশানন) বেদ-বেদান্ত-পারগ, মহাতপা ও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। ল ১১০

হনুমান্ রামকে বলেন, "রাবণ যুদ্ধার্থী বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর, তিনি সর্ব্বদা সাবধানে স্বচক্ষে নিজবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।" ল ৩

রাবণ বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক ছিলেন। আ ৫৫

বনে রামকে মহর্ষি অগস্ত্য যে অস্ত্রশস্ত্র উপহার দেন, ইন্দ্রপ্রেরিত রথে চড়িয়া, সেই ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাম রাবণকে সংহার করেন। ল ১০৯

কুম্ভকর্ণ—রাবণের মধ্যম সহোদর। ল ৬১

জন্মাবধি ইনি বহু প্রজা ভক্ষণ আরম্ভ করেন বলিয়া, ব্রহ্মার শাপে ছয়মাসকাল একেবারে নিদ্রিত থাকিতেন, একদিন মাত্র জাগরিত হইতেন; লঙ্কাযুদ্ধকালে কিন্তু নয়মাস সুপ্ত ছিলেন।* ল ৬০

যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া রাবণ ইঁহাকে জাগাইতে আদেশ করেন। বহু বাদ্য বাজনা টানাটানি ও অস্ত্রাঘাতে ইঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল না, তখন তাঁহার শরীরের উপর দিয়া সহস্র মাতঙ্গ সবেগে চালন করা হইল। মহাবীর তাহাদের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন।† ল ৬০

রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে বরাহ মহিষ ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য দেখাইয়া দিল; তিনি রাশীকৃত বিবিধ মাংসে এবং অসংখ্য কলস বসা ও মদ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন।.........

যূপাক্ষের মুখে লঙ্কার অবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ল ৬০

বলবুদ্ধিকর সুরা দুই সহস্র কলস পান করিয়া সভায় জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথায় তাঁহাকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিতে গিয়া জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইলে তাঁহাকে বিস্তর সাহস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি মনের সুখে স্ত্রী-সম্ভোগ ও মদিরা পান করিতে থাকুন; আমি আপনার কার্য্যোদ্ধারে চলিলাম।‡" ল ৬৪, ৬৩

ইঁহার আকার এমনি ভীষণ ছিল যে, দেখিবামাত্র বানরসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল; তখন রাম বিভীষণের পরামর্শে সৈন্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, এটা জীব নহে, একটা যন্ত্র মাত্র, ভয়ের প্রয়োজন নাই। ল ৬১

কুম্ভকর্ণ রণস্থলে মহা হুলস্থূল বাধাইলে রামচন্দ্র ইঁহার হস্ত পদ মুণ্ড ছেদন করিয়া ইঁহাকে বধ করেন। ল ৬৭

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধর্ম্মশীল রাক্ষস। ইনি ব্রহ্মার নিকট হইতে অমর বর লাভ করেন। উ ১০

যখন সকল রাক্ষস-বীর রাবণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল, ইনি ধীর বিনয়পূর্ণ-বাক্যে জ্যেষ্ঠকে সীতা ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ল ১৪

রাবণ ও মেঘনাদ কর্ত্তৃক বিস্তর ভৎর্সিত হইলে ইনি ক্রোধভরে আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ

---

* মতান্তরে, কুম্ভকর্ণের ছয়মাস নিদ্রাকালের নয় দিন মাত্র অতিবাহিত হইয়াছিল, এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা হয়।

† গ্রন্থান্তরে আছে—কিছুতেই নিদ্রা ভাঙ্গে নাই, শেষে কতকগুলি যুবতী রমণীর স্পর্শে শিহরিয়া জাগিয়া উঠেন।

‡ গৌড় সংস্করণে কুম্ভকর্ণের বক্তৃতা অন্যবিধ; তিনি কহেন—তিনি নারদের মুখে শুনিয়াছেন, বিষ্ণু দশরথাত্মজ হইয়া রাবণ বধার্থ আসিবেন।

করিয়া চারিজন অমাত্য সমভিব্যাহারে রাম-শিবিরে উপস্থিত হন।* বানরেরা রাবণের চর মনে করিয়া ইঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে রাম নিবারণ করিয়া ইঁহাকে স্বপক্ষ-ভুক্ত করেন। ল ১৮

রামপক্ষে থাকিয়া ইনি লঙ্কার অনেকানেক সংবাদ এবং যুদ্ধে নানাবিধ পরামর্শ দিয়া রামের জয়লাভে প্রভূত সহায়তা করেন। রাবণ নিধনের পর ইনি লঙ্কার রাজা হন। ল ১১৩

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় আসিবার কালে ইনি রামের সঙ্গে ছিলেন; অযোধ্যায় কিছু-কাল অতিবাহিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ল ১২৩

রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি পুনরায় অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে রাম কহিয়া যান, "সখে, যাবৎ প্রজা থাকিবে, তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে; যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিত-কথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য। রামের বরে ইনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন। উ ১০৮

মেঘনাদ—ইন্দ্রজিৎ। মন্দোদরীর গর্ভজাত রাবণের পুত্র। উ ১২

জন্মিবার সময়ে মেঘের ন্যায় নাদ করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই নাম। উ ১২

দেব-রক্ষোযুদ্ধে রাবণ সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেবতারা তাঁহাকে ব্রহ্মার বরে অবধ্য জানিয়া বন্দী করিতে চেষ্টা করেন; মেঘনাদ তাহা দেখিয়া পুরাকালে পশুপতি-প্রদত্ত মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া দেবসৈন্য আক্রমণ করিলেন। উ ২৯

রাবণ-নন্দন মায়াবলে আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া ইন্দ্রকে মায়াচ্ছন্ন করিয়া শত শত শর প্রহারে অবসন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং মায়াপ্রভাবে দেবরাজকে বন্ধন করিয়া স্বীয় সৈন্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; রাবণ বন্দী লইয়া লঙ্কায় আসিলেন। উ ৩০

তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া রাবণের সন্নিধানে আগমন করিলেন। ব্রহ্মা পিতা পুত্র রাক্ষসদ্বয়কে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "অতঃপর মেঘনাদের নাম ইন্দ্রজিৎ হইল। উ ৩০

আমি পুত্রকে বর দিতেছি, তোমরা ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দাও।" মেঘনাদ অমর বর চাহিলেন; তাহাতে ব্রহ্মা অসম্মত হইলে ইন্দ্রজিৎ এই প্রার্থনা করিলেন, "রিপু জয়ার্থ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন আমি বিধিমত অগ্নিতে হোম করিব, তখনি যেন আমার জন্য অগ্নি হইতে অস্ত্র সহিত রথ উত্থিত হয়; এবং যতক্ষণ আমি সেই রথে অবস্থান করিব, ততক্ষণ যেন অমর হই। জপ হোম সমাপন না করিয়া যদি সংগ্রাম আরম্ভ করি, তাহা হইলেই যেন বিনষ্ট হই।" পিতামহ ইন্দ্রমুক্তি বিনিময়ে এই বরই দিয়া-ছিলেন। উ ৩০

---

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে বিভীষণ এই সময়ে জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক পদাঘাতে আসনচ্যুত হন, এবং মাতার অনুমতি লইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে তথায় মহাদেবের উপদেশ পান; তদনুসারে রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মেঘনাদ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুই দন্ত উৎপাটন করিয়া দেন। ল ১৫

ইনি দিব্য যজ্ঞারম্ভ পূর্ব্বক আশুতোষের সন্তোষ সাধন করিয়া দুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন। ল ৭

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ আভিচারিক হোম সম্পন্ন করিয়া হুতাশনকে প্রীত করিলে সুরাসুরের অদৃশ্য হইয়া অতীব দুদ্ধর্ষ হইতেন। ল ৮৬

ইন্দ্রজিৎ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মশির অস্ত্র ও কামগামী অশ্ব লাভ করেন। ব্রহ্মার আদেশ ছিল—যখন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে না পারিবে, সে সময়ে শত্রুপক্ষ সশস্ত্র আক্রমণ করিলে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ল ৮৪

বিভীষণ রামকে এই গূঢ় সন্দেশ দিয়া ইন্দ্রজিতের হোম সমাপন না হইতে হইতে লক্ষ্মণ দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করাইয়া মেঘনাদের বধ সাধন করেন। ল ৯০

হনুমান্ প্রথমবার লঙ্কায় আসিয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিলে ইন্দ্রজিৎ তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং তদ্দ্বারা হনুমানের কর চরণ নিবদ্ধ করিয়া তাহাকে রাবণ-সভায় লইয়া আইসেন। সু ৪৮

লঙ্কাযুদ্ধে ইনি দুইবার রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া মহাবিপদে ফেলিয়াছিলেন। ল ৪৫, ৭২

একবার হনুমানের সমক্ষে রণস্থলে মায়াসীতার মুণ্ড কাটিয়া রামপক্ষকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ল ৮০

ইন্দ্রজিৎ অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি সপ্তবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। উশনা (শুক্রাচার্য্য) ইঁহার পুরোহিত ছিলেন। উ ২৫

রাবণ পুত্রকে সম্বোধিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার তপস্যা, বিক্রম ও শক্তি সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ সন্দেহ নাই।" সু ৪৮

মারীচ—জম্ভনন্দন সুন্দের ঔরসে যক্ষকন্যা তাড়কার গর্ভে জাত যক্ষ (?), অগস্ত্য-শাপে রাক্ষস। বা ২৫

তাড়কা-নিধনকল্পে রামকে লইয়া যাইতে আসিয়া বিশ্বামিত্র দশরথকে কহেন, "মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র রাবণ ত্রিলোকের সমস্ত লোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছেন শুনিলাম; সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া আমার যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না; মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।" বা ২০

রাম এই রাক্ষসকে প্রাণে না মারিয়া মানবাস্ত্র দ্বারা শতযোজন দূর সাগরগর্ভে প্রক্ষিপ্ত করেন। বা ৩০

তদবধি মারীচ কৃষ্ণাজিনধারী জটাজূট শোভিত মিতাহারী হইয়া সমুদ্রোপকূলে এক আশ্রমে তপস্বিভাবে বাস করিতেন। আ ৩৫

অকম্পনের মুখে খরাদির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং তাহার প্ররোচনায় রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত রাবণ মারীচ-আশ্রমে আসিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মারীচ রাক্ষসরাজকে বিস্তর বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন। আ ৩১

পরে নাসাকর্ণহীনা ভগিনী সূর্পণখা দেখা দিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া রাবণকে সীতা-হরণের পরামর্শ দিলে রক্ষোপতি পুনরায় মারীচের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। মারীচ রামের বীর্য্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া রাবণকে পুনরায় বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিল; স্পষ্টই বলিল, "রামের প্রতাপ যা দেখিয়াছি, কি জাগরণে কি স্বপ্নে যত্র তত্র তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠি; রত্ন রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" আ ৩৯

এবার কিন্তু রক্ষোরাজ প্রবোধ মানিলেন না। বরং মারীচকে ভয় দেখাইলেন—আদেশ মত কার্য্য না করিলে রাবণ-হস্তে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। আ ৪০

অগত্যা মারীচ পঞ্চবটী-বনে আসিয়া স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে মোহিত করিল। আ ৪৩

পত্নীর আগ্রহে রাম সেই মৃগ ধরিবার নিমিত্ত সশস্ত্র বাহির হইলেন। মারীচ ভুলাইয়া তাঁহাকে বহুদূরে লইয়া গেল। রাম অনুধাবন করিতে করিতে কিছুতেই তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন; সেই অস্ত্রে আহত হইয়া মায়াবী রাক্ষস স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আ ৪৪

রাবণ মারীচকে বলিয়াছিল, "বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায়-নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহই নাই; তুমি মায়াবী।" আ ৩৬

লক্ষ্মণ অদ্ভুত মৃগরূপ দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, "এ মারীচ রাক্ষস। যে সমস্ত রাজা মৃগয়া-বিহারার্থ পুলকিত-মনে অরণ্যে আইসেন, এ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া ভুলাইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে।" আ ৪৩

অকম্পন—জনস্থানবাসী খরানুচর রাক্ষসদিগের মধ্যে কেবল ইনিই রাম-শর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ইনিই দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে সংবাদ দেন—"রাম-শরে জনস্থান রাক্ষসশূন্য হইয়াছে।" এই দুরাত্মাই রাবণকে পরামর্শ দেন—"যুদ্ধে রামকে পরাস্ত করা অসম্ভব, অতএব তাঁহার অতুল রূপসী স্ত্রী সীতাকে হরণ কর, তাহা হইলেই রাম স্ত্রী-শোকে মরিয়া যাইবে।" আ ৩৯

অতিকায়—ধান্যমালিনী-গর্ভজাত রাবণ-পুত্র। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত। ল ৭০

ইনি সহস্র অশ্বযুক্ত রথে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কুম্ভকর্ণের পরেই আয়তনে ইঁহার দেহ অতি বৃহৎ ছিল। ইঁহার রথে চতুর্হস্ত মুষ্টিবিশিষ্ট দশ হস্ত দীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ ছিল। ল ৭০

দেব-রক্ষোযুদ্ধে ইনি অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও বরুণের পাশকে পরাহত করেন। ল ৭০

অক্ষ—রাবণ-পুত্র। অশোককানন-বিধ্বংসকারী হনুমান্‌কে ধরিতে আসিলে কপিবর ইঁহাকে পদযুগল ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া আছাড় মারেন, তাহাতেই ইঁহার মৃত্যু হয়। সু ৪৭

দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা—রাবণ-পুত্র। রাক্ষস-সেনাপতি। ল ৬৫, ৬৯

মহোদর, মহাপার্শ্ব—রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। উপ-সেনাপতি। ল ১৮, ১৯

কুম্ভ, নিকুম্ভ—কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়। রাম কর্ত্তৃক নিহত। ল ৭৪

সুগ্রীব কুম্ভকে কহিয়াছিলেন, "তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য।" ল ৭৫

প্রহস্ত—রাবণের প্রধান সেনাপতি। নীল-হস্তে হত। ল ৫৭, ৫৮

কৈলাসাচলে ইনিই কুবের-সেনাপতি মণিভদ্রকে পরাস্ত করেন। ল ১৯

খর—রাবণাদির মাতৃষ্বস্রেয় ভ্রাতা। বিধবা ভগিনী সূর্পণখার অভিভাবক হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহ দণ্ডককাননে বাস করিতেন। উ ২৪

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিরূপীকৃতা সূর্পণখার প্ররোচনায় রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র অনুচর সহ রাম-শরে হত। আ ৩০

খরের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রাম ইহাকে রক্তাক্ত দেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইয়াছিলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করেন। আ ৩০

দূষণ—খরের ভ্রাতা ও সেনাধ্যক্ষ। রাম কর্ত্তৃক দণ্ডকারণ্যে হত। আ ২৬

মকরাক্ষ—খর-নন্দন। লঙ্কাযুদ্ধে রামের হস্তে নিহত। ল ৭৭

মহোদর—রাবণানুচর। ইনি রাবণকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "যুদ্ধে কাজ নাই; আমরা পাঁচজন রক্ষোবীর ক্ষতবিক্ষতদেহে রামনামাঙ্কিত শর ধারণ পূর্ব্বক আসি; আপনি সীতাকে দেখান এবং প্রচার করিয়া দিন আমরা রামলক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছি; তাহা হইলেই সীতা গত্যন্তর না দেখিয়া আপনাকে ভজিবে।" ল ৯৪

দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, বিতর্দ্দন, গজস্কন্ধ—এই চারিজনকে মহোদর রাক্ষস আপন মিথ্যা সংকল্পে সহচর করিতে চাহিয়াছিল। ল ১৪

যূপাক্ষ—কুম্ভকর্ণের সচিব। ভগ্ননিদ্র কুম্ভকর্ণকে ইনি লঙ্কার সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ল ৬০

সুপার্শ্ব—রাবণের জনৈক সুশীল অমাত্য। ল ৯২

ইন্দ্রজিৎবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া সীতাকে বধ করিতে ধাবমান হন। এই অমাত্য তাঁহাকে স্ত্রীহত্যা-পাতকের কথা শুনাইয়া বহু বিনয়ে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান। "আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, অদ্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হওয়া কর্ত্তব্য" ইহা জানাইয়া রক্ষোরাজকে সভায় ফিরাইয়া আনেন। ল ৯২

অবিন্ধ্য—এক বৃদ্ধ রাক্ষস। সীতা ফিরাইয়া দিতে রাবণকে উপদেশ দিয়াছিল। সু ৩৭

শঙ্কুকর্ণ—অশোককাননের দ্বাররক্ষক রাক্ষস। সু ১৮

জম্বুমালী—প্রহস্তের পুত্র। অশোকবনে হনুমানের সহিত যুঝিতে আসিয়া নিহত। সু ৪৪

শার্দ্দূল—রাক্ষস, রাবণের চর। এই রাক্ষসই রাবণ-আদেশে প্রথমে সমুদ্রতীরে রামসৈন্য দেখিয়া গিয়া রাবণকে সংবাদ দেয়—রামের বাহিনী দশযোজন ব্যাপিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ল ৩০

শুক—রাক্ষস। রাবণ ইহাকে সুগ্রীবের নিকট দূত স্বরূপ পাঠান—তাঁহাকে রামের স্বপক্ষতা ছাড়াইবার জন্য। বানরেরা ইহাকে ধরিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হয়; রাম বাঁচাইয়া দেন। ল ২০

শুক, সারণ—রাবণের মন্ত্রিদ্বয়। রাবণের আদেশে বানর সাজিয়া রামের সৈন্যবলাদির সন্ধান লইতে রাম-শিবিরে আসিয়াছিলেন; বিভীষণ ধরিয়া ফেলেন। রাম ইঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন। ল ২৫

অনল, পনস, সম্পাতি, প্রমতি—বিভীষণের অমাত্যচতুষ্টয়। ইহারা আপন প্রভুর সহিত রামের শরণাপন্ন হইয়াছিল। পক্ষিরূপে লঙ্কায় আসিয়া তত্ত্বসংগ্রহ করিত। ল ৩৭

দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, নিকুম্ভ—রাবণের মন্ত্রিগণ। সু ৪৯

বিদ্যুজ্জিহ্ব—মায়াবী রাক্ষস। রাবণের আদেশে রামের কৃত্রিম ছিন্নমুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিয়া অশোককাননে সীতাকে প্রদর্শন করে। সীতাকে রাম-সমাগম বিষয়ে নিরাশ করিয়া রাবণের করিয়া দিতে প্রয়াস পায়—অবশ্য নিষ্ফল হয়। ল ৩১

বজ্রদংষ্ট্র—রক্ষঃসেনাপতি। অঙ্গদ-হস্তে নিহত। ল ৫৩, ৫৪

ধূম্রাক্ষ, অকম্পন—রক্ষঃসেনাপতি। হনুমান্ কর্ত্তৃক হত। ল ৫২, ৫৫, ৫৬, ১৯

নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ, সমুন্নত—সেনাপতি প্রহস্তের মন্ত্রিচতুষ্টয়। ল ৫৭

শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘন, কম্পন, যূপাক্ষ—কুম্ভকর্ণাত্মজের সহায়গণ। ল ৭৪

বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘস, ভাসকর্ণ—রাবণের সেনাপতিগণ। অশোককাননে হনুমানের সহিত যুঝিতে গিয়া হত। সু ৪৬

মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ব্রহ্মশত্রু—অন্যান্য রাক্ষসগণের এবং এই সকলের গৃহে হনুমান্ পুচ্ছ-অগ্নি লাগাইয়াছিলেন। সু ৫৪

ত্রিশিরা, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, দুর্জ্জয়, বিহঙ্গম, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুখ, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য, রুধিরাশন, মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী—জনস্থানবাসী মহাবল রাক্ষস সকল। খর ও দূষণের অনুচর। রামের শরে হত। আ ২৩

বজ্রহনু, অতিরথ, সংহ্রাদী, দেবান্তক, ত্রিশিরা, মহাপার্শ্ব, মহামালী, তীক্ষ্ণবেশ, বজ্রদংষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, সত্ত্ববন্ত—রক্ষোবীরগণ। লঙ্কাযুদ্ধে হনুমান্, সুগ্রীব ও অঙ্গদ কর্ত্তৃক হত। ল ৮৯

দুর্ম্মুখ, রভস, সূর্য্যশত্রু, ইন্দ্রশত্রু, ব্রহ্মশত্রু, ত্রিশীর্ষ, প্রঘস, জম্বুমালী, শত্রুঘ্ন, বিদ্যুন্মালী, তপন, প্রঘস, বিরূপাক্ষ, অগ্নিকেতু, জজ্ঞ, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রমুষ্টি, অশনিপ্রভ, প্রতপন, পিশাচ, মিত্রঘ্ন, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, মহাহ্রাদ, বিকট, অরিঘ্ন, প্রঘাস, উন্মত্ত, মত্ত, মন্দ—রক্ষোবীরগণ। লঙ্কাযুদ্ধে হত। ল ৪২, ৪৩, ১২৪

প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বহুদংষ্ট্র, শুক, সারণ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, ধূম্রাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, সাদি, ধ্বজগ্রীব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, রক্তাক্ষ—হনুমান্ প্রথম লঙ্কায় গিয়া এই সকল রক্ষোবীরগণের গৃহে অনুক্রমে গিয়াছিলেন। সু ৬

সুমালী—রাবণের মাতামহ। উ ৯

পূর্ব্বে লঙ্কাপুরী সুমালী প্রভৃতি তিন ভ্রাতার ছিল; বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাক্ষসগণ পাতালে পলায়ন করে। উ ৫

সুমালী একদা কন্যা কৈকসী সহ মর্ত্ত্যে বেড়াইতে আসিয়া বৈশ্রবণ কুবেরকে দেখিতে পান। উ ৮

তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পিতাকন্যাকে বিশ্রবা ঋষির উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন। উ ৯

বিশ্রবা ঋষির কৃপায় কৈকসী রাবণাদিকে প্রাপ্ত হইল। রাবণাদি ব্রহ্মার নিকট হইতে দুর্লভ বর পাইয়াছে শুনিয়া সুমালী দৌহিত্রকে লঙ্কা অধিকার করিতে উপদেশ দেন। রাবণ কুবেরের নিকট হইতে লঙ্কা অধিকার করেন। উ ১১

স্বর্গে দেবরক্ষোযুদ্ধে সুমালী রাবণপক্ষে বিস্তর যুঝিয়াছিলেন; মহাসমরে অষ্টম বসু সাবিত্র ইঁহাকে বধ করেন। উ ২৭

মাল্যবান্—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা। উ ৫

ইনিই বিষ্ণুর নিকট পরাভূত হইয়া পাতালে পলায়ন করেন। উ ৮

লঙ্কাযুদ্ধকালে রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ বিষয়ে বুঝাইতে আসিয়া দৌহিত্র কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হন। ল ৩৫, ৩৬

মালী—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা। ইঁহারা তিন ভ্রাতা সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। পুরাকালে বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে হত। উ ৫

হেতি, প্রহেতি, বিদ্যুৎকেশ, সুকেশ—রাবণের মাতামহের পূর্ব্বপুরুষগণ। (রক্ষোবংশ-লতা দেখ)। উ ৪

হেতি প্রহেতি রাক্ষসগণের আদিপুরুষ। প্রহেতি বনে যান, হেতি সংসারী; তৎপুত্র বিদ্যুৎকেশ, তৎপুত্র সুকেশ। উ ৪

বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত, উন্মত্ত—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা মাল্যবান্ রাক্ষসের পুত্রগণ। উ ৫

প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুখ, ধূম্রাক্ষ, সংহ্রাদি, প্রঘস, ভাসকর্ণ—সুমালী রাক্ষসের পুত্রগণ। রাবণের মাতুল। উ ৫

অনল, অনিল, হর, সম্পাতি—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা মালী রাক্ষসের পুত্রগণ। উ ৫

মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহোদর—সুমালী রাক্ষসের মন্ত্রিচতুষ্টয়। রাবণ লঙ্কা বিজয় করিবেন শুনিয়া সুমালী ইহাদিগকে রাবণের অনুচর করিয়া দেন। উ ১১

শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ—রাবণের সচিব। ইহাদিগকে লইয়া রাবণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। উ ১৪

মহাপার্শ্ব—সীতা-হরণ লইয়া কেহ কেহ যখন রাবণকে ভয় দেখাইতেছিল, ইনি পরামর্শ দেন :—"যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অযত্ন-সুলভ মধুপান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই।.........আপনি কুক্কুটবৎ বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হউন, এবং জানকীরে গিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়?" ল ১৩

বিরাধ—বীভৎস রাক্ষস। দণ্ডকারণ্যবাসী। যবের পুত্র; ইহার জননী শতহ্রদা। আ ৩

বনে সীতাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; রাম জানকীর পরপুরুষস্পর্শে বিশেষ শোকাকুল হন। রাক্ষসের প্রতি তিনি বিস্তর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অস্ত্রের দ্বারা তাহার দেহের কোন অনিষ্ট হইবে না, সে এইরূপ বর লাভ করিয়াছিল। রামলক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া রাক্ষস সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরদ্বয়কে বাহুমধ্যে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল; সীতা বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ তোমায় নমস্কার; তুমি উঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।" রাম লক্ষ্মণ দুইজনে দুরাত্মার দুই বাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন, সে যাতনায় মূর্চ্ছিত হইল, কিন্তু মরিল না। দুই ভ্রাতায় তাহাকে মুষ্টি-প্রহার পদাঘাত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন, তথাপি রাক্ষস মরিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। তখন সর্ব্বভূতশরণ্য রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "শস্ত্রাঘাতে আমরা ইহার প্রাণ সংহার করিতে পারিব না; তুমি এক প্রশস্ত গর্ত্ত খনন কর, ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করিব।" এই বলিয়া তিনি চরণ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠাক্রমণ করিলেন। তখন বিরাধ বলিল, "পুরুষ-সিংহ, আমি মোহবশতঃ তোমায় জানিতে

পারি নাই, আমি তুম্বরু গন্ধর্ব্ব ; রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য প্রভু কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হই ; সেই অভিশাপে আমার এই মূর্ত্তি। তোমার হস্তে নিহত হইয়া আমার শাপমোচন হইল। তুমি আমাকে অন্তিমকালে গর্ত্তে নিক্ষেপ কর ; মৃত নিশাচরের সমাধিই ব্যবহার।" আ ৪

কবন্ধ—দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস। মস্তকগ্রীবাহীন, ভগ্নজঙ্ঘ বীভৎসমূর্ত্তি। আ ৬৯ ইহার উদরে মুখ ও ললাটে একটিমাত্র চক্ষু, দংষ্ট্রা বিকট, জিহ্বা লোল, হস্ত এক যোজন। বনে রামলক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা এই রাক্ষসের দুই বাহু ছেদন করিয়া দেন। তখন সে পরিচয় দিল—"সে শ্রী নামক দানবের পুত্র, তাহার নাম দনু।" সে ইন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ ছিল, কিন্তু রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঋষিগণকে ভয় দেখাইত। স্থূলশিরা ঋষির শাপে প্রকৃত রাক্ষস হইয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার শতধার বজ্রে কবন্ধমূর্ত্তি ঘটিয়াছে। কবন্ধের অনুরোধে রাম তাহাকে প্রোথিত করিয়া দাহ করেন। তখন সে দিব্যমূর্ত্তি লাভ করিয়া রামকে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইবার উপদেশ দিয়া দিব্যলোকে প্রস্থান করিল। আ ৭৩

যব—রাক্ষস (?) ; ইহার পুত্র বিরাধ। আ ৩

শ্রী—দানব। ইহার পুত্র দনু—পরে কবন্ধ রাক্ষস। আ ৭১

দনু—দানব। ("কবন্ধ" দেখ) আ ৭১

সুবাহু—উপসুন্দের পুত্র। মারীচের সহিত এ দুষ্ট সিদ্ধাশ্রমে উপদ্রব করিত। রাম আগ্নেয়াস্ত্রে ইহাকে নিহত করেন। বা ৩০

ব্রহ্মরাক্ষস—ইহারা বেদবেদাঙ্গবিৎ ; রাত্রিশেষে লঙ্কায় বেদধ্বনি করিত। সু ১৮ যজ্ঞ-তন্ত্রবিৎ—যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। বা ৮

ছায়াগ্রাহ—অসুর। ইক্ষুসমুদ্রবাসী জীবভুক্ জীব। ইহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া প্রাণিগণকে ভক্ষণ করে। কি ৪৫

মন্দেহ—বিকটদর্শন রাক্ষসগণ। লোহিত সাগরতটে শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে লম্বমান থাকিত। কি ৪০

রাক্ষসীগণ।

মন্দোদরী—রাবণের প্রধানা মহিষী। ময়দানবের কন্যা। ইন্দ্রজিতের গর্ভধারিণী। উ ১২

ধান্যমালিনী—রাবণ-পত্নী। একদা রাবণ অশোককাননে সীতার উপর অত্যাচার করিতে আসিলে, এই রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সীতা-পার্শ্ব হইতে অপসারিত করে। সু ২২

অতিকায়ের গর্ভধারিণী। ল ৭০

বজ্রজ্বালা—বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। রাবণ ইহাকে আহরণ করিয়া কুম্ভকর্ণের পত্নী করিয়া দেন। উ ১২

সরমা—গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের দুহিতা। ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না গন্ধর্ব্বকন্যা। বিভীষণ-ভার্য্যা। উ ১২
এই কন্যা মানস-সরোবর-তীরে জন্মগ্রহণ করেন; ঐ সময়ে বর্ষাগমে মানস-সরোবর কন্যার সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; কন্যার মাতা তদ্দর্শনে "সরঃ মা বর্দ্ধত" বলিয়াছিলেন; এই হেতু কন্যার নাম "সরমা"। উ ১২
ইনি অশোকবনে সীতার সখী ছিলেন। রাবণ রামের মায়ামুণ্ড দেখাইয়া দেবীকে শোকাকুলা রাখিয়া প্রস্থান করিলে, ইনি প্রকৃত তত্ত্ব জানাইয়া দেবীর ভয় দূর করেন। ল ৩৩

কলা—বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা।* এই রক্ষোবালা মাতৃ-নিয়োগে সীতার নিকট আসিয়া আশ্বাসের কথা কহিত। সু ৩৭

সূর্পণখা—রাবণ-ভগিনী। কামরূপিণী রাক্ষসী। অঙ্গার লোহিতবর্ণা। আ ১৯, উ ৯
কালকেয়-দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ইহার বিবাহ হয়। উ ১২
দিগ্বিজয়কালে রাবণ ভ্রমক্রমে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিলে ইনি কাঁদিয়া পড়েন; ভ্রাতা রক্ষোরাজ খরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দণ্ডককানন ইহার বিহারভূমি করিয়া দেন। উ ২৪
ইনি পঞ্চবটী-বনে রামলক্ষ্মণের সহিত রসিকতা করিতে আসিলে লক্ষ্মণ ইহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। আ ১৭
প্রতিহিংসা প্রবৃত্তা এই মায়াবিনী খরের নিকট অভিযোগ করিলে, রামকে শাসন করিতে আসিয়া রক্ষোবীর সদলে নিহত হন। আ ১৮
তখন সূর্পণখা লঙ্কায় গিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া জ্যেষ্ঠকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া সীতা-হরণার্থ জনস্থানে আনয়ন করে। আ ৩৩
অশোককাননে সীতাকে শাসাইয়া সূর্পণখা বলিয়াছিল:—"আজ আমরা তোকে খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।" (সে বোধ হয় এ রাক্ষসী নহে।) সু ২৪

কুম্ভীনসী—রাবণের মাসতুতো ভগিনী। মধুদৈত্য ইহাকে হরণ করে। উ ২৫
রাবণের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্; তাঁহার কন্যা অনলা; অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর কন্যা ইনি। উ ২৫
রাবণ মধুদৈত্যকে শাসন করিতে গেলে ইনি নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়া দেন। উ ২৫
সুমালীরও চারি কন্যার একজনের নাম কুম্ভীনসী—ইনি রাবণের মাসী। উ ৫

---

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে নাম আছে নন্দা।

কৈকসী—রাবণাদির জননী।* সুমালীর কন্যা। উ ৫

পিতার পরামর্শে ইনি বিশ্রবা ঋষিকে ভজনা করিয়া তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রাপ্ত হন ;—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও সূর্পণখা। উ ৯

সালকটঙ্কটা—সন্ধ্যা-তনয়া রাক্ষসী। রাবণের মাতামহের পিতামহ বিদ্যুৎকেশের পত্নী। উ ৪

ভয়া—কাল-ভগিনী। বিদ্যুৎকেশের জননী। রাক্ষসদিগের আদিপুরুষ হেতির পত্নী। উ ৪

দেববতী—গ্রামণী গন্ধর্ব্বের কন্যা। সুমালী রাক্ষসের জননী। রাবণের মাতামহ-জননী।

সুন্দরী—মাল্যবানের পত্নী।
কেতুমতী—সুমালীর পত্নী।
বসুদা—মালীর পত্নী।
} ইঁহারা নর্ম্মদা গন্ধর্ব্বীর কন্যাগণ। রাবণের মাতামহী। উ ৫

অনলা—মাল্যবানের কন্যা। কুম্ভীনসীর জননী। রাবণের জাঠতুতো মাসী। উ ৫

পুষ্পোৎকটা, রাকা, কুম্ভীনসী—সুমালী রাক্ষসের অপর তিন কন্যা। রাবণের মাতৃ-স্বসা। উ ৫

ত্রিজটা—বৃদ্ধা রাক্ষসী। অশোকবনে রাক্ষসীদিগকে সীতার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া কহিয়াছিল, "দেখ, তোমরা জানকীকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও।" ইনি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে রাবণের মৃত্যু ও রামের সীতা-লাভ সূচিত হয়। স ৭

রাবণ-আদেশে ইনি সীতাকে পুষ্পকরথে চড়াইয়া নাগপাশ-বদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখাইয়া আনেন। ল ৪৭

বিনতা, বিকটা, চণ্ডোদরী, প্রঘসা, অজামুখী, সূর্পণখা—ইহারা ভয় দেখাইয়া সীতাকে রাবণের অনুগামিনী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। সু ২৪

একজটা, হরিজটা, বিকটা, দুর্ম্মুখী—রাক্ষসীগণ। ইহারা ভাল কথায় বুঝাইয়া সীতাকে রাবণের প্রতি লওয়াইতে প্রয়াস পায়। সু ২৩

অয়োমুখী—রাক্ষসী। মতঙ্গ-আশ্রমের সন্নিকটে রামলক্ষ্মণ সীতান্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন ; এই বিকটকায়া রাক্ষসী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিল। লক্ষ্মণ ইহার নাসা, কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া দেন। আ ৮৯

সিংহিকা—লবণসমুদ্রবাসিনী ছায়াগ্রাহী রাক্ষসী। রাহু গ্রহের জননী। সু ৯

সমুদ্র-লঙ্ঘন-সময়ে হনুমান্‌কে এই কামরূপিণী রাক্ষসী বদন বিস্তার পূর্ব্বক গ্রাস করে। উ ৩৫

কপিবর ইহার জঠরে প্রবেশ করিয়া নখর-প্রহারে মর্ম্মস্থান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বহির্গত হন। সু ১

---

* উত্তর ও দক্ষিণ সংস্করণে নিকষা নাম দেখি নাই ; গৌড় সংস্করণে এই নাম আছে।

অঙ্গারকা—সিংহিকার নামান্তর (?) (সিংহিকা দেখ); লবণ-সমুদ্রবাসিনী ছায়াগ্রাহী রাক্ষসী। কি ৪১

লঙ্কা—লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ("দেবীগণ" দেখ।)

নিকুম্ভিলা—রাক্ষস-দেবী। ("দেবীগণ" দেখ।)

শতহ্রদা—বিরাধ রাক্ষসের জননী। আ ৩

তাড়কা—সুকেতু যক্ষের কন্যা। জম্ভনন্দন সুন্দের ভার্য্যা। বা ২৫
কোন দোষ বশে সুন্দ মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাড়কা সুন্দরী পুত্র মারীচের সহিত মহর্ষিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে; মহর্ষির শাপে যক্ষী রাক্ষসী হইয়া যায়। বা ২৪
রাক্ষসী হইয়া মলদ করূষ নামক জনপদদ্বয় বিধ্বস্ত করিয়া অগস্ত্য-আশ্রমকে নিজ বিহার-ক্ষেত্র করে। বিশ্বামিত্র ষোড়শবর্ষীয় বীর রামকে আনয়ন পূর্ব্বক ইহার বিনাশ সাধন করেন। বা ২৬

মন্থরা—বিরোচন দানবের কন্যা। ইনি পৃথিবী ধ্বংসের সংকল্প করিলে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হন। বা ২৫

শর্ম্মিষ্ঠা—বৃষপর্ব্ব-দুহিতা। দিতির পৌত্রী। যযাতি রাজার মহিষী। পুরুর জননী। উ ৫৮
শুক্রাচার্য্যের পুত্রী দেবযানীকে উপেক্ষা করিয়া ইঁহাকে সমধিক ভালবাসিতেন বলিয়া রাজা আচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। উ ৫৮

একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তকর্ণী, লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তি-পদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা, একপাদী, পৃথুপাদী, অপাদিকা, দীর্ঘ-শিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী, শূকরীমুখী*—অশোককাননে সীতার রক্ষিকা রাক্ষসীগণ। সু ২২

বানরগণ।

বালী—ইন্দ্রের ঔরসজাত কিষ্কিন্ধ্যাপতি। ঋক্ষরজার সন্তান। উ প্র ১
বালী গিরিরাজ ও সমুদ্রের দর্পহারী দুন্দুভি অসুরকে নিহত করেন। কি ১১
তৎপুত্র মায়াবীর সহিত যুদ্ধে ইনি তাড়া করিলে অসুর এক বিবরমধ্যে অন্তর্দ্ধান করে; বালী কনিষ্ঠ সুগ্রীবকে গহ্বরদ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অনুধাবন করেন। কি ৯
বৎসর অতীত হইয়া গেল; কপিরাজ প্রত্যাগমন করিলেন না; কিন্তু গহ্বরমুখ হইতে সফেন শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, অপিচ গর্ত্তমধ্য হইতে অসুরদিগের সিংহনাদ শ্রুত

---

* আরও অনেক রাক্ষসীর নাম অন্যত্র আছে।

হইল; সুগ্রীব জ্যেষ্ঠকে মৃত স্থির করিয়া অসুরদিগের পথরোধ করিবার আশায় এক প্রকাণ্ড শিলায় গর্ত্তমুখ রুদ্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। জ্যেষ্ঠের পত্নী তারাও তাঁহার হইল। কি ৪৬

অল্পকাল মধ্যেই বালী ফিরিয়া আসিলেন। সুগ্রীবকে গালি দিয়া তাহার ভার্য্যা হরণ পূর্ব্বক তাহাকে একবস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কি ১০

রামের সাহায্য-সাহসে সুগ্রীব যখন ইঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, রাম তখন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শরাঘাতে ইঁহাকে নিধন করেন। কি ১৬

বালী রামকে বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি আমায় কহিতে, আমি তোমার ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক জীবন্ত অবস্থায় তোমার হস্তে দিতাম।" কি ১৭

মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাবণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন; কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন; বালী তখন সমুদ্রোপকূলে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদ শুনিয়া দশানন দক্ষিণসমুদ্রতটে বানররাজের নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালী বেদমন্ত্র জপ করিয়া উপাসনা করিতেছেন। রাবণ বালীকে ধরিবার নিমিত্ত পিছু হইতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; নিকটবর্ত্তী হইলে কপিরাজ রক্ষোরাজকে ধরিয়া কক্ষমধ্যে পুরিয়া বেগে আকাশে উত্থিত হইলেন। পরে তিনি চারি মহাসাগরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া রাবণকে কক্ষ হইতে বাহির করিলেন; গলদঘর্ম্ম রাক্ষসরাজ বিনীতভাবে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। তখন বালী তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। উ ৩৪

সুগ্রীব—বালীর কনিষ্ঠ। ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে সূর্য্যের ঔরসজাত পুত্র। উ প্র ১

রামের প্রধান সহায়। মায়াবী অসুরের অনুধাবনে গত জ্যেষ্ঠের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে মৃত স্থির করিয়া তাঁহার রাজ্য ও ভার্য্যা অধিকার করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া ইঁহার ভার্য্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক ইঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন; কি ১২

জ্যেষ্ঠের তাড়নায় ইনি কোথাও স্থির হইতে পারেন নাই; অবশেষে মতঙ্গ মুনির শাপ-বশে বালীর অগম্য ঋষ্যমূক গিরির এক গুহায় পঞ্চ বিশ্বস্ত অনুচর সহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। কি ১১

সীতা-বিরহিত রামের সহিত সুগ্রীবের সখ্য স্থাপিত হইলে রাম বালীকে বিনষ্ট করিয়া ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ তারাও ইঁহার হন। কি ২৬

ইঁহার সৈন্য সাহায্যে রাম লঙ্কা জয় করেন।* কি ২৯

---

* লঙ্কাজয়ের পর রামাদি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর, আমাদের ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম।" ল ১২৮

বালী ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; এমন তাড়া লাগাইয়াছিলেন যে, ভয়ে সুগ্রীবকে সমস্ত পৃথিবী ছুটিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ইহাতে এক উপকার হয় এই যে আদ্যোপান্ত ভূ-বৃত্তান্ত ইনি জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞান-অনুসারে অনুচর বানরগণকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মরূপ বিবরণ জানাইয়া সীতান্বেষণার্থ পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। কি ৪৬

মহাপ্রস্থানকালে ইনি রামের অনুগমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন। উ ১১০

অঙ্গদ—বালীর পুত্র। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইয়া রামের অনুরোধে ইঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কি ২৬

ইনি হনুমানের সহিত দক্ষিণদিকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। সমুদ্র-লঙ্ঘনের কথা উঠিলে ইনি বলেন, "আমি শতযোজন লম্ফে পার হইতে পারি, কিন্তু ফিরিবার বেলা সন্দেহ।" কি ৬৬

কুম্ভকর্ণের ভয়ে বানরসৈন্য পলাইতেছে দেখিয়া বালিপুত্র সাহস দিয়া কহিলেন, "পলাইও না; হয় আমরা অল্প আয়ুঃবশতঃ রণে ধরাশায়ী হইব এবং এরূপ মৃত্যুতে কাপুরুষগণের দুর্লভ ব্রহ্মলোকে গমন করিব, বীরজনের সমস্ত ভোগ্য ভোগ করিব, নয় ত রণে নিহত হইয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব।" ল ৬৬

রামের মহাপ্রস্থানকালে সুগ্রীব ইঁহাকে রাজ্য দিয়া সখার অনুগমন করেন। উ ১০৮

হনুমান্—কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ ও বায়ুর ঔরস পুত্র। ("পবন" দেখ) ল ৩০

কেশরীর পত্নী অঞ্জনা বানরী ফলাহরণার্থ গমন করিয়া গহন বনে হনুমান্‌কে প্রসব করিয়া প্রস্থান করে; সদ্যঃপ্রসূত শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; ঐ সময়ে দিবাকর উদিত হইলেন; হনুমান্ তাঁহাকে ফল মনে করিয়া ভক্ষণার্থ লম্ফ প্রদান করিল; সূর্য্যের যখন সন্নিহিত, তখন রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল; রাহুকে দেখিয়া হনুমান্ বৃহত্তর ফল বোধে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল; রাহু প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাগত হইলেন; ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া সাহায্যার্থ আসিতে লাগিলেন। হনুমান্ ঐরাবতকে আরও বৃহত্তর ফল মনে করিয়া উহার অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানের প্রতি বজ্র প্রহার করিলেন; বজ্র-তাড়িত হইয়া কপি-শিশু এক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে পতিত হইল, পড়িয়া শিশুর বাম হনুটি ভাঙ্গিয়া গেল। বায়ু কাতর শিশু পুত্র লইয়া এক গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, ত্রিলোকে হাহাকার উঠিল। উ ৩৫

তখন দেবতারা আসিয়া সকলে হনুমান্‌কে এক এক বর দিয়া তাহাকে দেব-অস্ত্রেরও অবধ্য করিয়া অমর করিয়া দিলেন। বনে ঋষিদিগের উপর উৎপাত করিতেন বলিয়া ঋষিগণ শাপ দিয়াছিলেন, সেই জন্য হনুমান্ স্বয়ংও আপন শক্তির সীমা জানিতেন না, কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে তবে বল বর্দ্ধিত হইত। উ ৩৬

বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি ইঁহারই আয়ত্ত; বল উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ ইঁহারই ছিল। সু ১৪, ল ১১৪

ইনি সুগ্রীবের মন্ত্রী হইয়াছিলেন; প্রভুর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর। কি ২

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সীতাবিরহিত রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া বালীর চর মনে করিয়া সুগ্রীব নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিলে, ইনি ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া বীর-যুগলের সম্মুখে আসিয়া বিনয়পূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কি ২

পরিচয় পাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিলন করিয়া দেন।* কি ৫

ইনি সীতান্বেষণে দক্ষিণদিক গমনার্থ ভার পাইলে রাম ইঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকুশল বিবেচনা করিয়া সীতার অভিজ্ঞান নিমিত্ত আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ইঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। কি ৪৪

ইনি শতযোজন সমুদ্র লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়া সীতান্বেষণে লঙ্কায় গিয়া লঙ্কাপুরীর (দুর্গের) সেতু ভগ্ন ও পরিখা আপূর্ণ করিয়া দেন। সু ২

বহুকষ্টে অশোককাননে সীতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় মহা উৎপাত আরম্ভ করেন। ল ৩

রাবণ বহু আয়াসে ইঁহাকে বন্ধন করিয়া ইঁহার লাঙ্গুলে অগ্নি লাগাইয়া দেন। ল ৫৮

হনুমান্ আপন শক্তি-বলে মুক্ত হইয়া সেই পুচ্ছাগ্নিতে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া রামকে সংবাদ দেন। সু ৬৫

যুদ্ধকালে এক সময়ে ইনি রাবণকে এক চপেটাঘাত করেন, চড় খাইয়া রক্ষোরাজ কপিবরকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলেন, "কপিবর, তোমার বলবীর্য্য বিচিত্র; তুমি আমার শ্লাঘনীয় শত্রু, তোমার বীরত্বে সাধুবাদ প্রদান করি।" ল ৫৯

যুদ্ধকালে ইনি ওষধিপর্ব্বত আনিয়া নাগপাশক্লিষ্ট রামলক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করেন ও শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করেন।† ল ৭৩

অযোধ্যায় রামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে হনুমান্ বর চাহিলেন, "পৃথিবীতে যতকাল রাম কথা প্রচলিত থাকিবে, ততকাল যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে।" রাম "তথাস্তু" বলিয়া হনুমান্‌কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চন্দ্রপ্রভ রত্নহার নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া তাহার গলে পরাইয়া দিলেন।‡ ("হনুমানের পুরস্কার" দেখ) উ ৪০

---

* হনুমানের বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহেন, "ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ ও সামবেদজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অপ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয় ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যম স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক পদবিন্যাস ক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু-পদশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কি ৩

† গৌড় সংস্করণে হনুমানের ওষধি আনয়ন বৃত্তান্ত নানা ব্যাপারে অনেক বেশী আছে। কালনেমি সংবাদ, পথে নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি—অন্য রামায়ণে নাই। উ ৪১

‡ পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা মাধুর্য্য নীতিজ্ঞান গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য বীর্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি

জাম্ববান্—ঋক্ষরাজ। সুগ্রীবের বিশ্বস্ত অনুচর। (মন্ত্রী ?) ল ৩০

সত্যযুগে জৃম্ভাপরিত্যাগকালে ব্রহ্মার আস্য হইতে উৎপন্ন। বা ১৭

গদ্গদের (ক্ষেত্রজ ?) পুত্র। এই গোলাঙ্গুলেশ্বর ইন্দ্রের সাহায্যকারী। ল ২৭

দেবাসুর-যুদ্ধে ইনি দেবপক্ষে থাকিয়া শিলা বর্ষণ করিয়া অনেক বরলাভ করিয়াছিলেন। দেবশাসনে ওষধি সঞ্চয় করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করেন; তজ্জন্য সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হয়। কি ৬৬

পূর্ব্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন; ঐ সময় ইনি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। কি ৬৬

সমুদ্র পার হইবার কথা উঠিলে ইনি বলেন, "আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তি আর তেমন নাই, তবে এখন নবতি যোজন মাত্র লম্ফ দিয়া যাইতে পারি।" কি ৬৬

নর্ম্মদা-তীরে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ইনি অধিষ্ঠান করিতেন। ল ২৭

মহাপ্রস্থানকালে রাম জাম্ববান্‌কে বলেন, "যাবৎ কলিযুগ তাবৎ তুমি জীবিত থাক, কিন্তু বিভীষণ ও হনুমান্ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন।" উ ১০৮

ঋক্ষরজা—বালী ও সুগ্রীবের জনক (ও জননী) উ প্র ১

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার যোগাভ্যাসকালে নেত্রযুগ হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হয়; ভগবান্ হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চ্চিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর উৎপন্ন হইল; তিনিই ইনি। উ প্র ১

ঋক্ষরজা একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উত্তরমেরুপর্ব্বতস্থ সরোবরে গমন করেন; তথায় জলমধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য বানর মনে করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন; লম্ফ দিয়া তীরে উঠিবামাত্র অসামান্য সুন্দরী স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র ও সূর্য্য ঐ সময়ে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন; সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখিয়া উভয়েই কামমোহিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রের কৃপায় ইনি বালীকে এবং সূর্য্যের কৃপায় সুগ্রীবকে জন্মদান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ইনি স্বীয় বানররূপ পুনঃ প্রাপ্ত হন। উ প্র ১

ব্রহ্মার আদেশে দেবদূত ইঁহাকে লইয়া গিয়া কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিয়া দিল। ইনি সপ্তদ্বীপের সমুদয় বানরগণের অধিপতি হইলেন। উ প্র ১

নল—বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র অনুবালীর ক্ষেত্রজ পুত্র। ল ৩০

সমুদ্রের নির্দ্দেশানুসারে রামের আদেশে ইনিই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। ল ২২

গুণে হনুমান্ অপেক্ষা ইহলোকে কেহই অধিক নাই। অপিচ, এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষা করিবেন বলিয়া সূর্য্যাভিমুখ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উদয়গিরি হইতে অস্ত-পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। অধিক কি, এই অপ্রমেয় বানরেন্দ্র সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহের সহিত মহার্থযুক্ত মহৎ গ্রন্থ অর্থতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার সদৃশ শাস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। ইনি সমস্ত বিদ্যা—কি ছন্দঃ কি তপোবিধান সকল বিষয়েই সুরগুরুকে স্পর্দ্ধা করেন।

নীল—অনল-পুত্র। ল ৩০

ইনি রাবণ-সেনাপতি প্রহস্তকে নিধন করিয়াছিলেন। ল ৫৮

সুষেণ—বরুণ-পুত্র। সুগ্রীব ও বালীর শ্বশুর। (স্থলান্তরে "ধর্ম্মের পুত্র।") ল ৩০, বা ১৭

তার—বৃহস্পতি-পুত্র। সুগ্রীবের শ্বশুর।* বা ১৭

মৈন্দ ও দ্বিবিদ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্র। অঙ্গদের মাতুল। ল ৩০

প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বীর সম্মান বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহাদিগকে সকলের অবধ্য করিয়াছিলেন। সু ৬০

একদা এই দুই মহাবীর সুরসৈন্য পরাজয় পূর্ব্বক অমৃত পান করেন। ল ২৮

শ্বেত, জ্যোতির্ম্মুখ—সূর্য্যের পুত্র। ল ৩০

গন্ধমাদন—কুবেরের পুত্র। বা ১৭

হেমকুট—বরুণের পুত্র। ল ৩০

শরভ—পর্জ্জন্যের পুত্র। বা ১৭

কেশরী—বৃহস্পতির পুত্র। হনুমানের পিতা। ল ৩০

ইনি মাল্যবান্ পর্ব্বতে বাস করিতেন, তথা হইতে গোকর্ণ পর্ব্বতে প্রস্থান করেন; সেই-খানে সমুদ্রতীর্থে শাম্বসাদন নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। সু ৩৫

দধিমুখ—সুগ্রীবের মাতুল†। কিষ্কিন্ধ্যারাজের মধুবন-রক্ষক। সোমের পুত্র। ল ৩০

সীতা-সংবাদ-আনয়নকারী বানরেরা ইঁহার বড় নির্য্যাতন করিয়াছিল। সু ৬২

যক্ষ ও প্রভাব—সুগ্রীবের মন্ত্রী। নবরাজ্য প্রাপ্ত ভোগসুখরত সুগ্রীবকে চেতাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি ৩১

ধুম্র—জাম্ববানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গদ্গদের পুত্র। ল ৩০

ইনি দেবাসুর-যুদ্ধে ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ল ২৭

সন্নাদন—বানরগণের পিতামহ। ল ২৭

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধেও ইনি পরাজিত হন নাই। চতুষ্পদের মধ্যে ইঁহার তুল্য রূপবান্ কেহ ছিল না। ল ২৭

ক্রথন—পর্ব্বতকন্যার গর্ভে অগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ল ২৭

দেবাসুর-যুদ্ধে দেবপক্ষে ছিলেন। ল ২৭

দুর্দ্ধর—বসুর পুত্র। ল ৩০

সুমুখ, দুর্ম্মুখ, বেগদর্শী—বানররূপী স্বয়ম্ভুর পুত্র। ল ৩৯

---

* উত্তরকাণ্ডে তারার পিতা তার। উ ৩৪

† বালী ও সুগ্রীবের মাতা কই যে মাতুল! ঋক্ষরজা ত পিতা ও মাতা দুইই। উ প্র ৩

গজ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন—যমের পুত্র। গবাক্ষ গোলাঙ্গুলেশ্বর। ল ৩০

গোলাঙ্গুলেরা লঙ্কা-যুদ্ধে রাক্ষস গিলিত। ল ৪৪

বিনত—বানর যূথপতি। ইনি সীতান্বেষণার্থ অনুচরগণ সহ পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪০

সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, বৃষভ, উল্কামুখ, অনঙ্গ, বৃহদ্বল—হনুমানের সহিত ইঁহারা দক্ষিণদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪১

অর্চ্চিষ্মান্, অর্চ্চিমাল্য, মারীচ—সুষেণের সহিত ইঁহারা পশ্চিমদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪২

শতবলী—বানরযূথপতি। অনুচরগণ সহ ইনি উত্তরদিকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। কি ৪০

সূর্য্যের উপাসক সাবর্ণিমেরু পর্ব্বতে বাস করেন। ল ২৭

রক্তমুখ, কেশরী, দরীমুখ, ধূম্র, পনস, রুমণ, গয়, ইন্দ্রজানু, রম্ভ, দুর্ম্মুখ, বহ্নি, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, দম্ভ, সূর্য্যাক্ষ, বীরবাহু, সুবাহু, কুমুদ, দধিবক্ত্র, সুপাটল, সুনেত্র—সুগ্রীবের আত্মীয় অনুচর ও যূথপতিগণ। ইঁহারা অনেকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। কি ৩৯

অর্ক, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ, রভস, বলীমুখ, তরস, প্রসভ, পাবকাক্ষ, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানন, বেগদর্শী—বানরবীরগণ। লঙ্কা-যুদ্ধে যুঝিয়াছিলেন। ল ৪

প্রজঙ্ঘ, তরস, সুবাহু, বীরবাহু, প্রসভ, অনল, পনস, শাস্ত্র—বানরযূথপতিগণ ল ৪১

সম্পাতি, অশ্বকর্ণ, ঋষভ, সানুপ্রস্থ, সানুগ্রাহ, ঋষভস্কন্ধ, সুন্দ, পৃথু, শঙ্খচূড়, শুম্ভ, ইন্দ্রজানু—বানরবীরগণ। ল ৪২, ৪৩

সংযোজন, সরভ, সংরম্ভ, ক্রমণ, প্রমাথী, হর, পনস, রম্ভ, চণ্ড, কুমুদ—বানরযূথপতিগণ। ল ২৬

তারেয়, ইন্দ্রজানু, ঋষভ, সুপাটল, শুম্ভ, শরভ, শঙ্খচূড়—ইহাদের পুরস্কৃত করিয়া রাম অযোধ্যা হইতে বিদায় দেন। ইহারা তাঁহার লঙ্কাসমরে সাহায্যকারী। উ ৪০

তারা—সুষেণের দুহিতা। বালীর মহিষী। বালীর অবর্ত্তমানে দেবর সুগ্রীবের প্রণয়িণী।* কি ২২, ৪৬, ২৯

বালীর মৃত্যুতে শোককাতরা হইয়া ইনি সহমরণে যাইতেছিলেন, রাম নিবারণ করেন। কি ২৪

সুগ্রীব রাজা হইলে দিন রাত তাঁহাকে লইয়া মাতাল হইয়া থাকিতেন। কি ৩৩, ৩৫

রুমা—সুগ্রীব-ভার্য্যা। তার বানরের কন্যা। কি ২৫

বালী সুগ্রীবকে তাড়াইয়া এই ভ্রাতৃবধূকে অধিকার করিয়াছিলেন। কি ১৮

---

* সুগ্রীবের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, এমন উল্লেখ নাই। "রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কাঞ্চনী মালা, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করেন।" ল ২৮

অঞ্জনা—হনুমানের গর্ভধারিণী। কেশরীর ভার্য্যা। কুঞ্জরের দুহিতা। কি ৬৭

ইনি পুঞ্জিকাস্থলী নাম্নী অপ্সরা, শাপবশে বানরী হন। রূপযৌবনসম্পন্না কেশরিপত্নী অঞ্জনা একদা শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন; বায়ু তাঁহার বসন অল্পে অল্পে অপহরণ করিলেন এবং রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া উঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা তটস্থ হইয়া পড়িলে পবনদেব বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান্ মহাবল পুত্র জন্মিবে।" (সে পুত্র হনুমান্।) কি ৬৭

বিশিষ্টজীবগণ।

গরুড়—পক্ষিরাজ। বিষ্ণুর বাহন। কশ্যপ-সন্তান।* বিনতা-নন্দন। আ ২৪

সগররাজ-পত্নী সুমতি ইঁহার সহোদরা ছিলেন। উ ৬, বা ১৭

ভূলোকে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে ইনিই ভাগিনেয় পুত্র অংশুমান্‌কে পরামর্শ দেন। বা ৪১

রামলক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ ছিলেন; ইঁহার আগমনমাত্রে সেই পাশ ঘুচিয়া যায়। ইনি বীরদ্বয়ের গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক মার্জ্জন করিয়া দিলেন; তাহাতে ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল। রাম ইঁহার পরিচয় চাহিলে ইনি কহেন, "আমি তোমার সখা, এখন আর অধিক পরিচয় দিব না, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিবার সময় আমাদের সম্বন্ধ বিশেষ জানিবে।"† এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া পক্ষিরাজ প্রস্থান করিলেন।............সকলে দেখিয়াছিল ইনি সুরূপ। ল ৫০

ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য, ইনি দিব্য আভরণ ও নির্ম্মল বস্ত্রে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছেন। (বায়ুপথের ষষ্ঠ কক্ষায় ইঁহার অবস্থান) উ প্র ৪, ল ৫০

(পরে "সুভদ্র" বটবৃক্ষ দেখ) আ ৫৫

সম্পাতি—অরুণের পুত্র। জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চিরজীবী গৃধ্ররাজ। আ ১৪

বৃত্রাসুর বধের পর জটায়ু ও ইনি ইন্দ্রকে জয় করিবার নিমিত্ত ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করেন। কি ৫৯

আসিবার সময় সূর্য্যদেবের সন্নিহিত হন; তখন মধ্যাহ্নকাল; জটায়ু সূর্য্যের তেজে

---

* কোন কোন স্থলে গরুড়—অরিষ্টনেমির পুত্র। (অরিষ্টনেমি = কশ্যপ ?) কিন্তু আ ১৪ দুই পৃথক্। কি ৬৬

† প্রক্ষিপ্তকার মহাশয়দের নিকট এই কথাটা এড়াইয়া গিয়াছে। কারণ রামের ফিরিবার সময় গরুড়ের সহিত সম্বন্ধ জানাইবার গন্ধ নাই।

বিহ্বল হন; সম্পাতি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা কনিষ্ঠকে আবৃত করেন। কি ৬২

জ্যেষ্ঠের পক্ষ দগ্ধ হইল, তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতে পড়িলেন; তদবধি সেই স্থানেই থাকিতেন, পুত্র সুপার্শ্ব আহার যোগাইত। জটায়ুর আর কোন সংবাদ পান নাই। সীতান্বেষণে আসিয়া বিন্ধ্যগিরিতে অঙ্গদপ্রমুখ বানরেরা পরস্পর জটায়ু-নিধন কথা বলাবলি করিতে-ছিল; ইনি শুনিতে পাইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। কি ৫৭

তাহাদের মুখে সকল সমাচার অবগত হইয়া আত্ম-পরিচয় কহেন এবং নিশাকর মহর্ষির বৃত্তান্ত বলিয়া রাবণের নিবাসস্থান জানাইয়া দেন। ইহার পর ঋষির বরানুসারে ইঁহার পুনরায় পক্ষোদ্ভেদ হয়; ইনি উড্ডীন হইলেন। কি ৬৪

জটায়ু ও সম্পাতি সূর্য্যের নিকট গিয়া দেখেন, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ। কি ৬২

সুপার্শ্ব—সম্পাতি গৃধ্রের পুত্র। দগ্ধপক্ষ পিতাকে বিন্ধ্যাচলে ভক্ষ্য যোগাইতেন। কি ৬০

একদা ইনি পিতার আহার সংগ্রহের জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বত আগলাইয়াছিলেন; রাবণ সে সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল; এই দুইজনকেই পক্ষিবর ভক্ষ্যরূপে আয়ত্ত করার উদ্যোগ করাতে রাবণ ইঁহার শরণাপন্ন হন; তাহাতেই নিষ্কৃতি লাভ করেন। কি ৬০

জটায়ু—গৃধ্ররাজ। গরুড়ভ্রাতা অরুণের পুত্র, শ্যেনীগর্ভজাত। দশরথের বয়স্য। আ ১৪

পঞ্চবটীবনে বাসকালে রামের ইনি সহায় হইয়াছিলেন—সীতা রক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। আ ৫০, ৫১

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পথে ইনি দেখিতে পান। সীতা উদ্ধার কল্পে রক্ষোরাজের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাস্ত হন। রাবণ ইঁহাকে মৃতকল্প অবস্থায় ফেলিয়া সীতাকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করে। আ ১৭

সীতা-বিরহে উন্মত্তপ্রায় রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে সকল তথ্য নিবেদন করিয়া (রাবণ বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা—তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে না করিতে) বিহগরাজ প্রাণত্যাগ করেন। রাম লক্ষ্মণ ইঁহার অগ্নিসংস্কার করিয়া-ছিলেন। আ ৬৮

অরুণ—গরুড়ের কনিষ্ঠ। সম্পাতি ও জটায়ুর জনক। আ ১৪

উচ্চৈঃশ্রবা—সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট অশ্ব। ইন্দ্র ইঁহাকে বাহন করেন। বা ৪৫

রাবণ সূর্য্যলোকে গিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য্যের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। উ প্র ২

ঐরাবত, বামন, অঞ্জন, পদ্ম—দিঙ্‌নাগ চতুষ্টয়।* উ ৩২

গজরাজ ঐরাবত ইন্দ্রের বাহন। উ ৩৫

---

* ঐরাবত, মহাপদ্ম, সার্ব্বভৌম,—ইঁহারা দিগ্‌গজ। ঐরাবত—দন্তচতুষ্টয় শোভিত। ল ৬৯

বিরূপাক্ষ, মহাপদ্ম, সুমনা, ভদ্র—পাতালের দিক্‌হস্তিচতুষ্টয়। ইহার মধ্যে ভদ্র শুভ্রবর্ণ। বা ৪০

ইহারা পাতালদেশে চারিদিকে চারি জন থাকিয়া পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। পর্ব্ব-কালে বিরূপাক্ষের শিরশ্চালনে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। বা ৪০

ইহারা বাক্য-প্রয়োগ সমর্থ।

কুমুদ—দেবকুঞ্জর। সযূথ ইনি আকাশ হইতে বৃষ্টি হিমপাত করিয়া থাকেন। উ প্র ৪

সুরভি—স্বর্গের কামধেনু। পাতালে বরুণালয়ে থাকিতেন। ইঁহার স্তন হইতে সততই ক্ষীরধারা ঝরিতেছে; ঐ ক্ষীরধার হইতে ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন। এই সমুদ্র হইতে চন্দ্র উদ্ভূত; অমৃতভোজীদিগের অমৃতও এই ক্ষীরোদসাগর হইতে উত্থিত। ইহা হইতেই পিতৃগণের স্বধা উৎপন্ন হয়। উ ২৩

রাবণ এই গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাতালে বরুণালয়ে আসিয়াছিলেন। উ ২৩

এক সময়ে সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিতে পান,—তাঁহার দুই পুত্র বলীবর্দ্দ ক্ষেত্রে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া লাঙ্গল টানিতেছে; তদুপরি কৃষক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিষম তাড়না করিতেছে। দেখিয়া সুরভির নেত্র হইতে জল ঝরিতে লাগিল; দৈবাৎ সেই অশ্রুর এক বিন্দু ইন্দ্রের দেহে পতিত হয়; ইন্দ্র সুরভিকে কাতর দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন,—পুত্রের কষ্টে ধেনুশ্রেষ্ঠা বিচলিতা। সকলে বুঝিতে পারিল, বহুপুত্রা সুরভি যখন পুত্রের কষ্টে এত আকুল, তখন পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই। অ ৭৪

শবলা—বশিষ্ঠের কামধেনু। পাপাপহারিণী বিচিত্রবর্ণা গাভী। বা ৫২

একদা নৃপতি বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গিণী সেনা সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন; বশিষ্ঠ শবলাকে বলিলেন, "শবলে, আমি এই সসৈন্য রাজার সম্যক্ আতিথ্য বিধান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি উপকরণ সংগ্রহ কর।" মহর্ষির আজ্ঞামাত্র শবলা ইক্ষু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী সুরা, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, সূপ, পর্ব্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু খাণ্ডবে পূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজনপাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। বা ৫৩

বিশ্বামিত্র আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট এই গাভীটি চাহিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহা দ্বারা আমার অগ্নিহোত্র হোম ও বলিকার্য্য সংসাধিত হয়, অধিক কি স্বাহাকার ও বষট্‌কার-সাধ্য বিবিধ যাগ যজ্ঞ এবং বিদ্যা ইহারই অধীন।........আমি ইহার সাহায্যে প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ এবং অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকি; ইহাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।" রাজা বিশ্বামিত্র বহু লোভ দেখাইলেন; শেষে বলিলেন, "এটি রত্ন, রত্নে রাজার অধিকার, অতএব এটি আমারই প্রাপ্য।" বা ৫৩

কিন্তু কিছুতেই বশিষ্ঠকে সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন রাজা গাভীটি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া চলিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া বশিষ্ঠ শবলাকে আদেশ দিলেন, "তুমি সৈন্য সৃষ্টি কর।" বা ৫৪

শবলা হুম্বা রব করিবামাত্র বহুসংখ্য পহ্লব নামক ম্লেচ্ছসৈন্য উৎপন্ন হইল। বা ৫৪

ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য উদ্ভূত হইল। ইহারা মহাবীর্য্য তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বর সংবৃত। শবলা হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখরমূর্ত্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। বা ৫৫

তাহার আপীনদেশ হইতে বর্ব্বর ও যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকূপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। ইহারা বিশ্বামিত্রসৈন্য সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া পদাতি হস্তী অশ্ব রথ সমুদয় বিনষ্ট করিল। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ অস্ত্র লইয়া আসিয়াও নিহত হইলেন। পরিশেষে বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া শবলাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে বাধ্য হইলেন। বা ৫৫

সুরসা—নাগজননী।* সু ১

হনুমান্ সমুদ্র ডিঙ্গাইতেছিলেন, দেবগণ তামাসা দেখিবার নিমিত্ত ইঁহাকে তাঁহার পথরোধ করিতে বলেন। ইনি আসিয়া হনুমান্‌কে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বদন বিস্তার করিলেন। পরস্পর আকার বাড়াবাড়ির পর সুরসার আস্যবিবর যখন শতযোজন হইল, হনুমান্ সহসা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ক্ষুদ্র হইয়া নাগমাতার মুখ গলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সু ১

কাক—বায়সরূপী ইন্দ্রের পুত্র। (জয়ন্ত?) সু ৩৮

চিত্রকূট পর্ব্বতে একদা রাম সীতার ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলেন; এই কাক আসিয়া সীতার স্তন ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়; রাম জাগরিত হইয়া দর্ভাস্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ ইহার প্রতি প্রয়োগ করেন। কাক ব্রহ্মাস্ত্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া রামেরই শরণাপন্ন হয়। রাম ইহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিয়া ইহাকে বিদায় দেন। সু ৩৮

(অশোককাননে সীতা হনুমান্‌কে রামের প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপ এই গল্প বলিয়াছিলেন।)

স্বর্ণমৃগ—সীতা হরণোদ্দেশে রাবণ-আদেশে মারীচ কর্ত্তৃক গৃহীত মূর্ত্তি। আ ৪২

উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ত তুল্য, পার্শ্বভাগ মধুক পুষ্প সদৃশ, বর্ণ পদ্মরাগের অনুরূপ স্নিগ্ধ ও সুন্দর; খুর বৈদূর্য্যাকার, জঙ্ঘা সূক্ষ্ম, সর্ব্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত; সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ও ঊর্দ্ধে শোভিত। আ ৪২

* হনুমান্ ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দাক্ষায়ণী।" সু ১। জটায়ুর বিবরণ অনুসারে ইনি দক্ষের দৌহিত্রী। আ ১১

সিংহ—চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে একপ্রকার পক্ষী; উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। কি ৪২

মহাকালিকা, কালপুরুষ—(প্রেতমূর্ত্তি?) মাল্যবান্ রাবণকে কহিলেন, "স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান, উহারা গৃহের দ্রব্যজাত অপহরণ পূর্ব্বক প্রতিকূল করিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে।.........প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছে।" ল ৩৫

সার্ব্বভৌম—কুবেরের বাহন হস্তী। মৈনাক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রমের সরোবরে পর্য্যটন করে। কি ৪৩

শত্রুঞ্জয়—রামের বাহন, মহাবল মহাকায় হস্তী। রাম মাতুলালয় হইতে এটি উপহার পান। বনগমনকালে সুযজ্ঞকে দান করিয়া যান। অ ৩২

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় আসিবার কালে সুগ্রীব এই নামের এক হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। ল ১২৯

সুদর্শন—হস্তী। লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর রাক্ষস ইহার উপরে চড়িয়া যুঝিয়াছিলেন। ল ৬৯

শ্যাম—বটবৃক্ষ। ভরদ্বাজ-আশ্রম হইতে চিত্রকূট যাইতে যমুনা-তটে বনস্পতি। বনগমনকালে সীতা ইহাকে নমস্কার করিয়া মানত রাখিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করেন। অ ৫৫

সত্যোপযাচন—শরদণ্ডা নদীর পশ্চিম তীরে এক দিব্য বৃক্ষ। ইহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে লোকে প্রবেশ করে। (ইহার নিকট যাহা যাজ্ঞা করা যায়, তাহাই মিলে—তজ্জন্য এই নাম?) অ ৬৮

সুভদ্র—বটবৃক্ষ। লঙ্কার সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। শাখাসকল চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আ ৩৫

মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার দেহভারে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে নানাবিধ ঋষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। গরুড় উহাদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া এক পদে ঐ শতযোজন দীর্ঘ ভগ্নশাখা ও গজকচ্ছপ গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটী জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদদেশের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। আ ৩৫

(ইহার পরেই পক্ষীন্দ্র ইন্দ্রাগার হইতে অমৃত হরণ করেন।)

পিশাচ—ছয়শত পিশাচ রাবণের সভাগৃহ রক্ষা করিত। ল ১১

ভূত, বিনায়ক—বায়ুমার্গের চতুর্থ কক্ষায় বিনায়কের সহিত ভূতগণ বাস করেন। উ প্র ৪

যেখানে রামায়ণ পাঠ হয়, সেখানে ভূতের উপদ্রব থাকে না। ল শেষ

বংশ-লতা।

ইক্ষ্বাকু বংশ। বা ৭০

প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর
ব্রহ্ম
|
ব্রহ্মা
|
মরীচি
|
কশ্যপ
|
বিবস্বান্
|
মনু (প্রজাপতি)*
|
ইক্ষ্বাকু (অযোধ্যার আদি রাজা)
|
কুক্ষি
|
বিকুক্ষি
|
বাণ
|
অনরণ্য
|
পৃথু
|
ত্রিশঙ্কু
|
ধুন্ধুমার
|
যুবনাশ্ব
|
মান্ধাতা
|
সুসন্ধি
|
ধ্রুবসন্ধি, প্রসেনজিৎ
|
ভরত (ধ্রুবসন্ধির পুত্র)
|
অসিত

|
সগর
|
অসমঞ্জ
|
অংশুমান্
|
দিলীপ
|
ভগীরথ
|
ককুৎস্থ
|
রঘু
|
প্রবৃদ্ধ (পরে কল্মাষপাদ)
|
শঙ্খন
|
সুদর্শন
|
অগ্নিবর্ণ
|
শীঘ্রগ
|
মরু
|
প্রশুশ্রূক
|
অম্বরীষ
|
নহুষ
|
যযাতি
|
নাভাগ
|
অজ
|
দশরথ

* ইনি সপ্তম মনু।

জনক বংশ। বা ৭১

নিমি*
|
মিথি
|
জনক†
|
উদাবসু
|
নন্দিবর্দ্ধন
|
সুকেতু
|
দেবরাত
|
বৃহদ্রথ
|
মহাবীর
|
সুধৃতি
|
ধৃষ্টকেতু
|
হর্য্যশ্ব
|
মরু
|
প্রতীন্ধক
|
কীর্ত্তিরথ
|
দেবমীঢ়
|
বিবুধ
|
মহীধ্রক
|
কীর্ত্তিরাত
|
মহারোমা
|
স্বর্ণরোমা
|
হ্রস্বরোমা

হ্রস্বরোমার পুত্র: সীরধ্বজ, কুশধ্বজ

সীরধ্বজ
|
জনক‡

বিশ্বামিত্র বংশ। বা ৩২, ৩৪

কুশ (প্রজাপতি-পুত্র)
|
কুশনাভ
|
গাধি

গাধির সন্তান: বিশ্বামিত্র, সত্যবতী = ঋচীক (ঋষি)

সত্যবতী = ঋচীক (ঋষি)
|
শুনঃশেফ

---

* ইনি ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। উ ৫৫

† ইঁহার নামানুসারে জনক-বংশ। বিখ্যাত রাজর্ষি (সীরধ্বজ) জনকের পূর্ব্বপুরুষ।

‡ ইনিই সীতার পিতা। প্রখ্যাত রাজর্ষি।

রাক্ষস বংশ *। উ ৪, ৫—৯

হেতি + ভয়া (কাল-ভগিনী)
- বিদ্যুৎকেশ + সালকটঙ্কটা (সন্ধ্যা-তনয়া)
  - সুকেশ + দেববতী (গ্রামণী-কন্যা)
    - মাল্যবান্ + সুন্দরী
      - বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত, উন্মত্ত
      - অনলা
        - কুম্ভীনসী
    - সুমালী + কেতুমতী
      - প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস, ভাসকর্ণ
      - কুম্ভীনসী, পুষ্পোৎকটা, রাকা, কৈকসী† + বিশ্রবা (ঋষি)
        - রাবণ
          - মেঘনাদ, অতিকায়, অক্ষ§
        - কুম্ভকর্ণ
          - কুম্ভ, নিকুম্ভ
        - বিভীষণ
          - কলা‡
        - সূর্পণখা
    - মালী + বসুদা
      - অনল, অনিল, হর, সম্পাতি

বিশাল বংশ-বৃক্ষ। বা ৪৭

বিশাল
- হেমচন্দ্র
  - সুচন্দ্র
    - ধূম্রাশ্ব
      - সৃঞ্জয়
        - সহদেব
          - কৃশাশ্ব
            - সোমদত্ত
              - কাকুৎস্থ||
                - সুমতি

---

* রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতি রূপে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভাকৃতি ভ্রাতৃযুগল জন্মগ্রহণ করে। প্রহেতি ধার্ম্মিক হইয়া বনে গেল। হেতি সংসারী হইয়া কালের ভগিনী ভয়ার পাণিগ্রহণ করিল।

† বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সুমালী রাক্ষস আপন দুহিতা কৈকসীকে বিশ্রবা ঋষির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করে। ঋষির কৃপায় কৈকসী রাবণাদিকে প্রাপ্ত হয়। নিকষা নাম সকল সংস্করণে নাই।

‡ এটি কন্যা। বিভীষণের পুত্রের উল্লেখ নাই।—"তরণীসেন" কৃত্তিবাসের গল্প।

§ দেবান্তক নরান্তক, ত্রিশিরা—ইহারাও রাবণপুত্র।

|| কোন কোন গ্রন্থে এ নামটা নাই।

জটায়ু বংশ। আ ১৪

কশ্যপ + তাম্রা (দক্ষকন্যা)
- শুকী
  - নতা
    - বিনতা
      - গরুড়
      - অরুণ
        - সম্পাতি
        - জটায়ু

জীবকুল। আ ১৪

প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি কন্যা ; তন্মধ্যে আটটিকে কশ্যপ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সেই আটটি ও তাঁহাদের বংশ :—

১। অদিতি—ইঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমার যুগল, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা।

২। দিতি—ইঁহার গর্ভে দৈত্যসকল জন্মগ্রহণ করে।*

৩। দনু—ইঁহার গর্ভে অশ্বগ্রীবের জন্ম।

৪। কালকা—ইঁহা হইতে নরক ও কালকের উৎপত্তি।

৫। মনু—ইঁহা হইতে মনুষ্যের উদ্ভব।† মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জন্মে।

৬। অনলা—পবিত্র বৃক্ষ সকল ইঁহার সন্তান।

---

* পূর্ব্বে সকাননা সাগরবসনা বসুন্ধরা এই দৈত্যদিগের অধিকারে ছিল। অমৃত উদ্ধারের পর ইন্দ্র দৈত্য দলন করিয়া ধরা কাড়িয়া লন।

† রামায়ণ অনুসারে ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে চারি বর্ণ মানবের উৎপত্তি নহে। স্বায়ম্ভুব মনু হইতেও মানব নহে।

৭। তাম্রা

- ক্রৌঞ্চ
  - উলূক
- ভাসী
  - ভাস
- শ্যেনী
  - শ্যেন
  - গৃধ্র
- ধৃতরাষ্ট্রী
  - হংস
  - কলহংস
  - চক্রবাক
- শুকী
  - নতা
    - গরুড়
    - অরুণ
      - সম্পাতি
      - জটায়ু

৮। ক্রোধবশা

- মৃগী
  - মৃগ
- মৃগমদা
  - ভল্লুক
  - সৃমর
  - চমর
- হরী
  - সিংহ
  - বানর
- ভদ্রমদা
  - ইরাবতী
    - ঐরাবত
- মাতঙ্গী
  - মাতঙ্গ
- শার্দ্দূলী
  - ব্যাঘ্র
  - গোলাঙ্গুল
- শ্বেতা
  - দিগ্‌গজ
- সুরভী
  - রোহিণী
    - গো
  - গন্ধর্ব্বী
    - অশ্ব
- কদ্রু
  - সর্প
- সুরসা
  - বহুশীর্ষসর্প

সমুদ্র।

ক্ষীরোদ—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ; শরৎ মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কি ৪৬

অপ্সরোগণের বিহারস্থান। কি ৫০

অমৃত উদ্ধার করিতে সুরাসুরগণ এই সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ এই সমুদ্রে শয়ান থাকেন। বা ৪৫

কামধেনু সুরভির স্তন হইতে যে ক্ষীরধারা ঝরিতেছে, ঐ ক্ষীরধারা হইতে এই সমুদ্র উৎপন্ন। উ ২৩

এই সমুদ্র হইতে চন্দ্র উদ্ভূত। উ ২৩

সুরগণের সুধা ও পিতৃগণের স্বধা ইহা হইতে উৎপন্ন। ঐ

ধন্বন্তরি, বারুণী, অপ্সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভও উত্থিত হয়। বা ৪৫

লবণ—দক্ষিণসমুদ্র ; দক্ষিণদিকে অবস্থিত। কি ৪১

এই সমুদ্রের শতযোজন দূরে লঙ্কাদ্বীপ। কি ৫৯

হনুমান্ এই সমুদ্র লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সু ১

রামচন্দ্র এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। ল ২২

মৈনাক পর্ব্বত এই সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত। সু ১

মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতকে সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। কি ৪১

জলোদ—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কি ৪০

এই সমুদ্রে বড়বানল বিরাজিত; সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে; ঐ রব অতি দূর হইতেও শ্রুত হয়। এই অগ্নি যুগান্তকালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে। কি ৪০

উত্তর—উত্তরকুরুর পর উত্তরদিকে অবস্থিত। কি ৪৩

ইহার মধ্যে সোমগিরি। কি ৪৩

পশ্চিম—পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কি ৪২

ইহার জলরাশি তিমি, নক্র, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল। কি ৪২

দিগ্বিজয়কালে রাবণ এই সমুদ্রের এক দ্বীপে আসিয়া ভগবান্ কপিলদেবের নিকট পরাজিত হন। উ প্র স ৫

লোহিত—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার জল লোহিতবর্ণ। কি ৪০

ইহার তটে গরুড়ের রত্নখচিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত গৃহ বিরাজমান। কি ৪০

ইক্ষু—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই সমুদ্রে মহাকায় ছায়াগ্রহ অসুরগণের নিবাস। কি ৪০

সাগর—সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র অপহৃত যজ্ঞ-অশ্বের অন্বেষণে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ এক যোজন প্রস্থ অবনীতল খনন করেন; এই খাতস্থল জলে পূর্ণ হইলে সগরের নামে "সাগর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বা ৪০

পর্ব্বত।

হিমালয়—(হিমাচল) মহারণ্যে মহাশৈল। কি ১১

সিদ্ধচারণসেবিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। ধাতুর আকর। বা ৩৫

স্বভাবতঃ হিমপূর্ণ; হেমন্তকালে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং সূর্য্য অতি দূরে থাকায় স্পষ্টতঃ হিমালয় নাম সার্থক হয়। আ ১৬

মেনকার স্বামী। গঙ্গা ও উমার পিতা। বা ৩৫

হনুমান্ হিমালয়ের কোন্ স্থানে ব্রহ্মকোশ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান, কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনস্থানে প্রদীপ্ত সূর্য্যসমাবেশ, কোথাও ব্রহ্মালয়, কোথাও শিবকোদণ্ডস্থান, কোথাও বা পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিয়াছিলেন। ল ৭৩

সুগ্রীব-দূতেরা হিমাচলে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতি প্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফল মূল দেখিতে পাইল, উহা ভক্ষণ করিলে একমাসকাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। কি ৩৭

সুমেরু—হিমালয়পত্নী মেনকার পিতা। এই পর্ব্বত পর্য্যন্ত সূর্য্য বিচরণ করেন। বা ৩৫

মেঘপর্ব্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টিসহস্র শৈল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে সুমেরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে পদার্থ এই পর্ব্বত আশ্রয় করে, সূর্য্যকরে সেই স্বর্ণময় হইয়া যায়। কি ৪২

বিশ্বদেব বসু ও মরুদ্গণ এই পর্ব্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন; পরে সূর্য্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের এক দিব্য বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত আলয় আছে। কি ৪২

কৈলাস—ধাতুরাগরঞ্জিত শিবস্থান। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। কি ৪৩

সরযূ নদী এই পর্ব্বতস্থিত মানস-সরোবর হইতে প্রবাহিত। বা ২৪

এখানে কুবেরের বাসভবন; রাবণ কুবের জয় করিতে আসিয়া এই পর্ব্বত উত্তোলন করিতে প্রয়াস পান। উ ১৪

এখানে মহাদেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও নন্দী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। উ ১৬

এইখানে তাঁহার রম্ভা সম্মিলন। উ ২৬

হনুমান ওষধি লইতে আসিয়া এই পর্ব্বতে রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ল ৭৩

বিন্ধ্য—সহস্রশৃঙ্গ পর্ব্বত, কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণ। কি ৪৯

দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত অর্থাৎ রামায়ণ অনুসারে সমুদ্রাবধি বিস্তৃত। কি ৫৪, ৫৯

এই পর্ব্বত সূর্য্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছিল, মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে নিবৃত্ত হয়। আ ১১

হিমালয় তুল্য উচ্চ। বা ৩৯

উদয়গিরি—স্বর্ণময় পর্ব্বত; পৃথিবীর পূর্ব্বসীমা। কি ৪০

সূর্য্য সত্যযুগে উত্তরদিক্ দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। কি ৪০

উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব্ব প্রথম দ্বার, এই জন্য এই দিকের নাম "পূর্ব্বদিক।" কি ৪০

অস্তাচল—সুমেরু হইতে দশ সহস্র যোজন দূর। কি ৪২

সুমেরু হইতে সূর্য্য অর্দ্ধ মুহূর্ত্তে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হন। অস্তাচলের পর পশ্চিম দিকে আর যাইবার নাই। কি ৪২

ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। এই দুই পর্ব্বতের

অন্তরালে বৃহৎ এক তালবৃক্ষ আছে, উহা দশ মস্তকে শোভিত, বেদী মণ্ডিত ও স্বর্ণময়। কি ৪২

মহেন্দ্র—দক্ষিণ-সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। লঙ্কায় লম্ফ দিতে হনুমান্ এই পর্ব্বত হইতে যাত্রা করেন। কি ৬৮

মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য এই পর্ব্বতকে সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। কি ৪০

প্রতি পর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র এখানে আসিয়া থাকেন। কি ৪০

পরশুরাম ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সমাধানে মন নিবিষ্ট ও ভগবান্ কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। বা ৭৫

মন্দর—এই পর্ব্বত সমুদ্র-মন্থনে মন্থন-দণ্ড হইয়াছিল। বা ৪৫

পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কি ৪০

মৈনাক—ইন্দ্রবজ্রভয়ে লবণসমুদ্র মধ্যে অবস্থিত গিরি। সু ১

পূর্ব্বে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল, তাহারা উড়িয়া বেড়াইত। মাথায় পড়িবার ভয়ে দেব-ঋষিগণ কাতর হন, তজ্জন্য ইন্দ্র বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলেন। বায়ু মৈনাককে উড়াইয়া সমুদ্রে ফেলেন, তাহাতে মৈনাক সপক্ষ রহিয়া যান। পরে দেবরাজ পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চার রোধ করিবার নিমিত্ত পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরুদ্ধ করণে অর্গলস্বরূপে মৈনাককে নিযুক্ত করেন। হনুমান্ সীতান্বেষণে লঙ্কায় গমনার্থ সাগর ডিঙ্গাইতেছিলেন, তাঁহার বিশ্রামের জন্য মহাসমুদ্র মৈনাককে হনুমানের পথে উত্থিত হইতে আজ্ঞা করেন; ইনি উত্থিত হইয়া গমনশীল মহাবীরকে সাদর সম্ভাষণ করিলেও বৃথা বিলম্ব ভয়ে তিনি অপেক্ষা করেন নাই। সু ১

মৈনাক পর্ব্বতে ময়দানবের এক প্রাসাদ ছিল। পর্ব্বতে ইতস্ততঃ কুরঙ্গবদনা স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হয়। কি ৪৩

সোমগিরি—উত্তরসমুদ্রে অবস্থিত পর্ব্বত। ইহা সুরগণেরও অগম্য পর্ব্বত। উত্তর-সমুদ্রে সূর্য্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে।* এই পর্ব্বত উত্তর-দিকের শেষ সীমা। কি ৪৩

এখানে বিশ্বব্যাপী দেবপ্রধান শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।† কি ৪৩

এখানে বিশ্বাত্মা (বিষ্ণু) একাদশাত্মক শম্ভু (রুদ্র) ও যিনি ব্রহ্মা—এই ত্রিমূর্ত্তি বাস করেন। কি ৪৩

সৌবর্ণ—মেঘ পর্ব্বত। কি ৪২

---

* Aurora Borealis ?

† শম্ভু এখানে। কৈলাসে নহেন? মতান্তরে যিনি বিষ্ণু, তিনি রুদ্র, তিনি ব্রহ্মা—ত্রিমূর্ত্তি। কি ৪৩

পূর্ব্বে সুরগণ এই পর্ব্বতে শ্রীমান্ ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তিনিই ইহার রক্ষক। কি ৪২

মেঘ—ঐ। (সৌবর্ণ পর্ব্বতের নামান্তর) কি ৪২

সৌমনা—উদয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ। কি ৪০

পূর্ব্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণকালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরু-শিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। কি ৪০

সুদামন—কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিবার পথে এই পর্ব্বত। ইহার উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুর এক পদচিহ্ন ছিল। অ ৬৮

কনকশিল—জলোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে স্বর্ণপ্রভ এক পর্ব্বত। সর্ব্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্ত এই পর্ব্বতে বিরাজমান। কি ৪০

চক্রবান্—পশ্চিম-সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে এই পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। এখানে বিশ্বকর্ম্মা সহস্রঅরযুক্ত এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রধান বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। কি ৪২

হিমবৎপ্রভব—হিমালয়ের অন্যতম শৃঙ্গ। উত্তরে স্থিত। এখানে ব্যোমকেশ দেবীর সহিত তপে রত। বা ৩৬

মানস—উত্তরে। এই পর্ব্বতে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। কি ৪৩

শিশির—যবদ্বীপের পর, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার শৃঙ্গ নভঃস্পর্শী। এই পর্ব্বত দেব দানবগণের বাসভূমি। কি ৪০

পারিযাত্র—পশ্চিম সমুদ্রে অবস্থিত পর্ব্বত। এখানে জ্বলন্ত অগ্নির তুল্য ঘোররূপ চব্বিশকোটি গন্ধর্ব্ব বাস করে। কি ৪২

বরাহ—পশ্চিম-সমুদ্রপারে পর্ব্বত। এইখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর। কি ৪২

কুঞ্জর—দক্ষিণসমুদ্র-পারে পর্ব্বত। ইহার উপর ভোগবতী পুরী।* এখানে অগস্ত্য মুনির বাসস্থান ছিল। কি ৪১

ঋষভ—বৃষাকার গিরি। এই পর্ব্বতে গো-শীর্ষ পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মে। ঋষভ পর্ব্বতের পরই পৃথিবীর দক্ষিণ শেষ-সীমা। কি ৪১

ইহার পর যমের রাজধানী, অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। কি ৪১

ঋষভ—পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদ সাগরে এক ধবল পর্ব্বত। কি ৪০

---

* রাবণও পাতালে গিয়া ভোগবতী পুরী জয় করেন; রসাতল তাহা হইলে দক্ষিণদিকে বটে?

ভৃগুতুঙ্গ—পর্ব্বত-শৃঙ্গ। ঋচীক-আশ্রম এই পর্ব্বতে ছিল। এই স্থানে অম্বরীষ রাজা শুনঃশেফকে ক্রয় করেন। বা ৬১

উত্তর—কৌশিকী-নদীতীরে এই পর্ব্বতে বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেন। বা ৬৩

শৈবল—দক্ষিণদিকে এই পর্ব্বতের পাদদেশে এক সরোবরতীরে শম্বুক শূদ্র তপস্যা করিতেছিলেন। উ ৭৫

গোকর্ণ—সমুদ্রতীর্থে অবস্থিত পর্ব্বত।* এই স্থানে কেশরী বানর দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন অসুরকে নিপাত করেন। সু ৩৫

ওষধি—হিমালয় ও ঋষভ পর্ব্বতের মধ্যে সর্ব্বৌষধিপ্রদ এই পর্ব্বত; হনুমান্ ইহা উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলেন।† ("ঋষভ, গন্ধমাদন, মহোদয়" ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নাম)। ল ৭৩

চন্দ্র ও দ্রোণ—যেখানে অমৃত মন্থন হইয়াছিল, তাহার সন্নিকটে ক্ষীরোদসাগরে অবস্থিত পর্ব্বত। বিশল্যকরণী ঔষধি এইখানে জন্মায়। ল ৫০

চন্দ্রগিরি—সিন্ধু-সাগরসঙ্গমে শতশৃঙ্গ পর্ব্বত। কি ৪২

পুষ্পিতক, সূর্য্যবান, বৈদ্যুত—দক্ষিণসমুদ্র-পারে পর্ব্বত। কি ৪১

বজ্রগিরি—পশ্চিমসমুদ্রে অবস্থিত। কি ৪২

ক্রৌঞ্চ—উত্তরে কৈলাসের পর এক পর্ব্বত। কি ৪১

কাল—সোমাশ্রমের নিকট স্বর্ণের আকর এই পর্ব্বত। উত্তরে। কি ৪৩

সুদর্শন, দেবসখা—হিমালয়ের নিকট দুই পর্ব্বত। কি ৪৩

মলয়—ঋষ্যমূক-গিরির নিকট এক পর্ব্বত (ঋষ্যমূকের শাখা)। রামলক্ষ্মণকে বালীর চর মনে করিয়া সুগ্রীব এ পর্ব্বতে পলাইয়া আসেন; হনুমান্ ভ্রাতৃদ্বয়কে এখানে আনিয়া কপিরাজের সহিত মিলন করান। কি ৫

মলয়—এ পর্ব্বতে চন্দন-বন আছে। কাবেরী নদী ইহা হইতে উদ্ভুত। এখানে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিতেন। কি ৪০

মলয়—সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া পারে পঁহুছিবার কালে হনুমান্ এক দ্বীপ (লঙ্কা) ও মলয় পর্ব্বতস্থ উপবন দেখেন।‡ সু ১

দর্দ্দুর—সমীরণ মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত হইতে সুরভি হইয়া থাকেন। অ ৯১

সহ্য—মলয়ের নিকট দক্ষিণে এক পর্ব্বত। ল ৪

---

* দক্ষিণের গোকর্ণতীর্থ বোধ হয় এই পর্ব্বতোপরি স্থিত।

† মতান্তরে এ পর্ব্বতের নাম "গন্ধমাদন"। নাগপাশক্লিষ্ট রামলক্ষ্মণকে চেতাইতে এবং শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হনুমান্ ইহা বহিয়াছিলেন।

‡ সমুদ্রের দক্ষিণতীরেও বোধ হয় "মলয়" নামে গিরি ছিল। লঙ্কাবতার-সূত্র গ্রন্থে আছে, বুদ্ধ লঙ্কার মলয়-শিখরে রাবণকে উপদেশ দেন।

লম্ব—"ত্রিকুট" দেখ। (ত্রিকুটের নামান্তর) সু ২

ত্রিকুট—হনুমান্ সমুদ্র পার হইয়া লম্ব পর্ব্বতে পতিত হইলেন। সু ১

ইহার অপর নাম ত্রিকুট, ইহার উপর লঙ্কা প্রতিষ্ঠিত। সু ২

এই পর্ব্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তদুপরি লঙ্কা। উ ৫

অরিষ্ট—লঙ্কার উপান্তে অবস্থিত পর্ব্বত। হনুমান্ লঙ্কা হইতে ফিরিবার কালে এই পর্ব্বত হইতে লম্ফ দেন। হনুমানের ভারে নিপীড়িত হইয়া গিরি রসাতলে প্রবেশ করেন। সু ৫৬

সুবেল—লঙ্কায় অবস্থিত, যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ পর্ব্বত। এই গিরির নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শার্দ্দূল ও অপর দশ জন রাবণ-চর রামের ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করে। ল ২৯

রামও এই গিরির উপর উঠিয়া লঙ্কাপুরী দেখিয়া বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ল ৩৮

চিত্রকুট—গন্ধমাদন তুল্য পর্ব্বত। ভরদ্বাজ-আশ্রম (প্রয়াগ) হইতে দশক্রোশ দূর। অ ৫৪

পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর দিয়া যাইতে হয়। বনবাসকালে রাম ভরদ্বাজ ঋষির নিদেশ-অনুসারে এই পর্ব্বতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করেন। এইখানে ভরত-সমাগম ঘটে। অ ১০০

রামের বনবাসকালে বাল্মীকি-আশ্রম এখানে ছিল। অ ৫৬

ঋষ্যমূক—দণ্ডকারণ্যে পম্পার উপকূলবর্ত্তী পর্ব্বত। ব্রহ্মার নির্ম্মিত শিশুসর্পসমাকীর্ণ ধাতু রঞ্জিত এই গিরি। আ ৭৩

ইহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যে যত ধন পায়, জাগরিতাবস্থায় তত ধন অধিকার করে। আ ৭৩

পাপকর্ম্মা পুরুষ এই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলে রাক্ষসেরা সুপ্তাবস্থায় তাহাকে প্রহার করে। আ ৭৩

কিষ্কিন্ধ্যার অনতিদূরে অবস্থিত। মতঙ্গ মুনির শাপ-ভয়ে এ পর্ব্বতে বালীর প্রবেশাধিকার ছিল না, সেই হেতু সুগ্রীব স্বীয় অন্তরঙ্গ চারি অনুচর সহ এখানে নির্ভয়ে বাস করিতেন। আ ৭৫

এইখানে রাম-সুগ্রীব মিলন ঘটিয়াছিল। কি ৫

ঋক্ষবান্—এই পর্ব্বত বানরদিগের অবস্থিতি-স্থান। নর্ম্মদার নিকট। গোলাঙ্গুলেশ্বর জাম্ববান্ এখানে অধিষ্ঠান করিতেন। ল ২৭

মাল্যবান্—এই পর্ব্বতের পক্ষ ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার সমীপবর্ত্তী। আ ৫১

হনুমানের পিতা কেশরী এখানে বাস করিতেন। সু ৩৫

প্রস্রবণ—দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীতটে। রামের কুটীর ইহার নিকট ছিল। আ ৬৪

প্রস্রবণ—সুগ্রীবকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া রাম এখানে বর্ষাতিবাহিত করেন। কি ২৭

গন্ধমাদন—গন্ধপূর্ণ পর্ব্বত। বানর-বিহারভূমি।* অ ৫৪, সু ১৫

পদ্মাচল, অঞ্জনশৈল, মহাশৈল, ধূম্রাচল, মহারুণ শৈল, কলিন্দগিরি—অন্যান্য পর্ব্বতবাসী বানরগণের সহিত এ সকল পর্ব্বতের বানরগণও সুগ্রীব-আদেশে রামের সাহায্যার্থ আসিয়াছিল। কি ৩৭

চন্দন, কৃষ্ণ, সালেয়, পারিযাত্র, সুদর্শন, সাবর্ণিমেরু, সংরোচন (গোমতী-তীরে), **উশীরবীজ** (মন্দর-শাখা)—বানরবিহার-ভূমি পর্ব্বত সকল। ল ২৬, ২৭

যামুন—যমুনার উৎপত্তি গিরি। কলিন্দ গিরি।† কি ৪০

লোকালোক—বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ভীত হইয়া লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সত্বর নিরবচ্ছিন্ন তমোময় প্রদেশে পলায়ন করেন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টনকারী শেষ সীমা—লোকালোক পর্ব্বত; ইহার পর আর সূর্য্যের কর পঁহুছায় না। উ ৯৮

নদী।

গঙ্গা—ভাগীরথী। জাহ্নবী। ত্রিপথগা। সুরতরঙ্গিণী। বা ৪৪

সুরগণ স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথবিহারিণী লোকপাবনী গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। বা ৩৫

এই গঙ্গাজলে পিতৃগণের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলে তাঁহারা সুরলোক পাইয়া থাকেন। বা ৪১

এই গঙ্গাজলে অশুভকালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই। বা ৪৪

ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত‡ ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হন। অ ৫০

ভগীরথের তপস্যায় সুরতরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ আকারে আকাশ হইতে শোভন হর-শিরে বেগে পতিত হইলেন; লোক-পাবনী হর-জটা হইতে বিন্দুসরোবরাভিমুখে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিলেন; তিনধারা পশ্চিমে, তিনধারা পূর্ব্বে এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে

---

* শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হনুমান্ যে ওষধিপর্ব্বত আনয়ন করেন, গৌড় সংস্করণে তাহার নামই গন্ধমাদন। অন্য গ্রন্থে নাই।

† যমুনা এই হেতু "কালিন্দী।"

‡ গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনাকালে বিষ্ণুপাদচ্যুত হইবার কথা নাই।

মহাসাগরে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধন নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ("গঙ্গা উৎপত্তি" দেখ) বা ৪৩

গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২

মন্দাকিনী—আকাশ-গঙ্গা। আ ৫০, বা ৩৭

বায়ুপথের চতুর্থ কক্ষায় চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত; অষ্টম কক্ষায় বায়ু ইঁহাকে আদিত্যপথে ধারণ করিয়া আছে—অশীতি সহস্র যোজন উর্দ্ধে। ("বায়ুপথ" দেখ।) উ প্র ৪

কার্ত্তিকেয় উৎপত্তিকালে অগ্নি ইঁহার গর্ত্তে পাশুপত-তেজ নিক্ষেপ করেন, ইনি সহিতে না পারিয়া তাহা হিমালয়-পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন। ("কার্ত্তিকেয় উৎপত্তি" দেখ)। বা ৩৭

সরযূ—কৈলাস পর্ব্বতস্থ মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন। সরঃ হইতে নিঃসৃত বলিয়া নাম সরযূ। বা ২৪

ইহার তীরে অযোধ্যা নগরী।* বা ৫

কাল পূর্ণ হইলে মহাত্মা রাম ভ্রাতৃগণ সহ পুণ্যসলিলা এই নদীতে অবতরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন; সেই সময়ে রামের অনুগামী বহুসংখ্য প্রাণী সরযূতে অবগাহন পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করে। উ ১১৫

তমসা—ভাগীরথীর অদূর স্থিতা। বা ২

বাল্মীকি-আশ্রম এই নদীতীরে ছিল। এই নদীতীরে বিচরণ করিতে করিতে মহর্ষির মুখকমল হইতে শ্লোকোৎপত্তি হয়। বা ২

তমসা—অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রামকে এ নদী পার হইতে হইয়াছিল। অ ৪৬ ("তমসা তটিনী" দেখ।)

পম্পা—দণ্ডকারণ্যে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী। ঋষ্যমূক গিরি ইহার তটে। আ ৭৫

ইহার তীরে সীতাবিরহিত রাম উন্মাদের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এইখানে প্রথম হনুমানের সমাগম ঘটে। কি ১

গোদাবরী—দণ্ডকারণ্যে নদী। পঞ্চবটী বনে রামের পর্ণশালা ইহার অদূরে ছিল। আ ১৫

মন্দাকিনী—চিত্রকূট পর্ব্বতের তলবাহিনী। (গঙ্গার স্বর্গীয় ধারা নহে) আ ৯৫

ইহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া গেলে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম।† আ ৬

মাল্যবতী—চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের কুটীরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। অ ৫৬

যমুনা—ইনি আসিয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সঙ্গম-স্থলে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম। অ ৫৪

---

* কোশল জনপদ সরযূতীরে, রাজধানী অযোধ্যা কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন দক্ষিণ। উ ১২৩

† বোধ হয় দণ্ডকারণ্যে এই নামে দ্বিতীয় নদী ছিল। উ ১২৩

কালিন্দী—যমুনার এক নাম। অ ৭১

সরস্বতী—কেকয়দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে গঙ্গা*সরস্বতী সঙ্গম। অ ৭১

সরস্বতী—সীতান্বেষণার্থ পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরেরা এই নদী পার হয়। কি ৪০

শোণ—এই নদী মগধদেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভমানা। বা ৩২

মাগধী—সিদ্ধাশ্রমের দূর উত্তর। শোণ নদীর নামান্তর। বা ৩২

শোণ—পূর্ব্বদিকে সমুদ্রপারে সিদ্ধচারণসেবিত নদ। ইহার রক্তবর্ণ প্রবাহ খরবেগে বহিয়া থাকে। কি ৪০

মহী, কালমহী—পূর্ব্বদিকে দুই স্রোতস্বতী। কি ৪০

নর্ম্মদা, কৃষ্ণাবেণী,† মহানদী, গোদাবরী—কিষ্কিন্ধ্যা হইতে দক্ষিণ যাইতে পার হইতে হয়। কি ৪৯

কাবেরী, তাম্রপর্ণী—দক্ষিণে। মলয় পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত। কি ৪১

শৈলোদা—উত্তরে। ইহার উভয়তীরে কীচকবংশবন; বংশ ধারণ পূর্ব্বক ঋষিগণ এই নদী পার হন। কি ৪৩

বেদশ্রুতি, গোমতী, স্যন্দিকা,—অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রামকে এ সকল নদী পার হইতে হইয়াছিল। অ ৪৯

কৌশিকী—বিশ্বামিত্র-ভগিনী, ঋচীকপত্নী সত্যবতী স্বর্গারোহণের পর লোকহিতার্থ এই নদীর আকার হিমালয় হইতে প্রবাহিত। ইহার সন্নিকটে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বা ৩৪

সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু—শিব-জটা হইতে পতিত হইয়া গঙ্গার কয় ধারার পূর্ব্ববাহিনী এই তিন ধারা। বা ৫৩

হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী—গঙ্গার সপ্তধারার পশ্চিমবাহিনী ত্রিধারা। বা ৪০

ইক্ষুমতী—ইক্ষ্বাকুদিগের পৈত্রিক নদী। অ ৬৮

সাঙ্কাশ্যা নগরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বা ৭১

মালিনী, শরদণ্ডা, ইক্ষুমতী—অযোধ্যা হইতে কেকয়দেশ যাইতে পার হইতে হয়। অ ৬৮

বিপাশা, শাল্মলী—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইবার পথে দৃষ্ট হয়। অ ৬৮

সুদামা, হ্রাদিনী, শতদ্রু, শিলা, আকুর্ব্বতী,‡ শিলাবহা, কুলিঙ্গা,§ কুটিকোষ্টিকা,

---

* এ গঙ্গা ভাগীরথী নহে, "সীতা" নামে গঙ্গার শাখা।

† আধুনিক "কৃষ্ণা"?

‡ এই দুই নদী সন্তরণ-পার যোগ্য।

§ যমুনার নিকট।

উত্তরগা, কুটিকা, কপিবতী, স্থানুমতী, গোমতী—কেকয়দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে এই সকল নদী পার হইতে হয়। অ ৭১

বালুকিনী, বরূথী*—শৃঙ্গবের পুর হইতে নন্দিগ্রাম আসিবার পথে। ল ১১৭

পর্ণসার, হৈমবতী, বেণা—বানর-বিহার জলাশয়। নদী। ল ২৬

কেশিনী—সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবার সময় লক্ষ্মণ ইহার তটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। উ ৫২

আশ্রম তীর্থ।

অনঙ্গাশ্রম—গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম তীর্থে এই আশ্রম। এই স্থানে অঙ্গদেশ। মহাদেবের রোষাগ্নিতে কামদেব এই স্থানে অঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই জন্য কামের নাম অনঙ্গ, দেশের নাম অঙ্গ। অনঙ্গ আশ্রমস্থ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ পুরুষ পরম্পরায় অনঙ্গেরই শিষ্য,† ইঁহারা নিষ্পাপ। বা ২৯

পুষ্কর—পশ্চিমদিকস্থ প্রসিদ্ধ তীর্থ। বা ৬১

নূতন স্বর্গ সৃষ্টির পর বিশ্বামিত্র ঋষি এইখানে আসিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। শুনঃ-শেফ এই স্থানে তাঁহার শরণাগত হয়। এইখানে তাঁহার মেনকা সমাগম। বা ৬২, ৬৩

কুশপ্লব—তপোবন। এইখানে কশ্যপপত্নী দিতি সুর-নাশী পুত্র লাভার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। মারুৎগণ এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বা ৪৬

বিশালা জনপদ মধ্যে এই আশ্রম। বা ৪৭

সিদ্ধাশ্রম—পুরাকালে ভগবান্ বামনদেব এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। পরে ইহা অগস্ত্যের আশ্রম হয়। বা ২৯, ২৫

সপুত্র তাড়কা ও সুবাহু রাক্ষস এই আশ্রম বিধ্বস্ত করিতে থাকে; বিশ্বামিত্র ঋষি রাম-লক্ষ্মণের সাহায্যে ইহা উপদ্রবশূন্য করেন এবং এখানে স্বীয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বা ৩০

সিদ্ধাশ্রম—মৈনাক পর্ব্বতের পর তাপসদিগের বাসভূমি। কুবেরের হস্তী এখানে পর্য্যটন করিত। কি ৪৩

সোমাশ্রম—হিমালয় সন্নিকটে এই আশ্রম; এখানে দেবতা গন্ধর্ব্ব বাস করেন। কি ৪৩

পরশুরাম-তীর্থ—শৃঙ্গবেরপুর; হইতে নন্দিগ্রাম আসিতে হনুমান্ এই তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। ল ১১৬

---

* জারুথী ?

† কেহ কেহ বলেন "হরের শিষ্য" একটা "তত্ত্ব" লইয়া গোল। বা ২৩

গোকর্ণ-তীর্থ—এইখানে আশ্রমে দশানন কঠোর তপস্যা করিয়া দুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন। উ ৯

এই প্রদেশে তীর্থে ভগীরথ ভূতলে গঙ্গা আনয়নার্থ তপশ্চরণ করেন। হিমালয়ে বা দক্ষিণে (মালাবার উপকূলে) বা ৪২

গো-প্রতার—মহাপ্রস্থানকালে সরযূর এই তীর্থে রামানুগামী জীবজন্তুগণ অবগাহন পূর্ব্বক আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া দেবলোকে গমন করেন। (অযোধ্যা রাজপুরী হইতে সার্দ্ধ-যোজন দূর)। উ ১১০

সেতুবন্ধ—লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমানারোহণে প্রত্যাগমনকালে রাম সীতাকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই অগাধ অপার সাগরের তীর্থস্থান ; এক্ষণে উহা "সেতুবন্ধ" নামে পবিত্র ত্রিলোকপূজিত বিখ্যাত তীর্থ হইবে—ইহা মহাপাতক নাশন।" ল ১২৪

নিকুম্ভিলা—দেবালয় ও সহস্রযূপ-শোভিত লঙ্কার যজ্ঞক্ষেত্র। * উ ২৫

ইন্দ্রজিৎ এখানে যজ্ঞ করিয়া যুদ্ধে যাইতেন। ল ৭২

গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম—এই স্থানে অনঙ্গাশ্রম। বা ২৩

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম—এই স্থানে প্রয়াগ ভরদ্বাজাশ্রম। অ ৪৫

সরোবর।

মানস-সরঃ—ব্রহ্মার মানস হইতে সম্ভূত। কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিত পবিত্র সরোবর। ইহা হইতে সরযূ নদী উৎপন্ন। বা ২৪

বিন্দু সরোবর—গঙ্গা ভূতলে নামিবার সময় মহাদেবের জটাজূটমধ্যে তিরোহিত হইলে ভগীরথ ভগবানের স্তুতি করিলেন ; শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে এই সরোবর অভিমুখে নিঃসৃত করিয়া দেন। বা ৪৩

সুদর্শন-সরঃ—ঋষভ পর্ব্বতেস্থিত সরোবর। এই সরোবরে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজত-পদ্ম আছে। কি ৪০

ঋক্ষবিল—বিন্ধ্য পর্ব্বতে এক প্রকাণ্ড বিবর। হনুমানাদি বিন্ধ্য পর্ব্বতে সীতান্বেষণে ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই গর্ত্তমধ্যে জল আছে এমন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমশঃ ময়-দানবের আশ্চর্য্যপুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাহির হইবার পথ পান না। স্বয়ম্প্রভা তাপসী চক্ষু বাঁধিয়া বাহির করিয়া দেন। কি ৫০, ৫৩

পঞ্চাপ্সরঃ-সরঃ—যোজন প্রমাণ এক দীর্ঘিকা। এই সরোবর মধ্য হইতে গীতবাদ্যধ্বনি

শ্রুত হয়, কিন্তু নিকটে জনপ্রাণীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্ম্মাণ করেন। সুরকার্য্যোদ্দেশে প্রধান পাঁচ অপ্সরা আসিয়া উগ্রতপোরত এই মুনিকে কামের বশীভূত করিয়া ফেলে। মুনি সেই পাঁচজনের নিমিত্ত সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্তগৃহ প্রস্তত করেন; তথায় তাহারা মহর্ষির সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া গীতবাদ্য করিয়া থাকে; তাহারই শব্দ সরঃ মধ্য হইতে শুনা যায়। আ ১১

পম্পা-সরোবর, মতঙ্গ সরঃ--পম্পা নদীর অংশ বিশেষ। আ ৫৭

কানন।

নন্দন—স্বর্গের উপবন। সুরোদ্যান। সু ৬১

চৈত্ররথ—উত্তরকুরুদেশে কুবেরোদ্যান। গঙ্গা*-সরস্বতী-সঙ্গমের নিকট। বা ২৬

রাবণ এই আশ্চর্য্য কানন বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। অ ৭১, আ ৩২

কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিতে এই নামে এক কানন। ("উত্তরকুরু" দেশ দেখ) অ ৭১

শ্বেতারণ্য—এই স্থানে অন্ধকাসুর রুদ্রদেবের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত হয়। আ ৩০

শ্লেষাত্মক-বন—রাবণাদি তিন ভ্রাতা লঙ্কা অধিকারের পূর্ব্বে এই পিতৃ-তপোবনে বাস করিতেন। উ ১০

আলিখিতাখ্য—পশ্চিম-সমুদ্রতীরে এক বন, অদূরে সিন্ধুসাগরসঙ্গম। কি ৪২

নৈমিষারণ্য—গোমতী-তীরে এই স্থানে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উ ৯১

নিকুম্ভিলা—লঙ্কার উপবন। যজ্ঞক্ষেত্র। ল ৭২

কুরুজাঙ্গল—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে ইহার মধ্য দিয়া পথ। অ ৬৮

ভারুণ্ডবন—কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে এক বন। অ ৭১

ক্রৌঞ্চারণ্য—জনস্থান ও মতঙ্গাশ্রমের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে এক বন। জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ। আ ৬৯

মধুকবন—অগস্ত্য-আশ্রম ও পঞ্চবটীর মধ্যে এক বন। আ ১৩

অশোক—লঙ্কায় রাবণের প্রমোদবন। নন্দন ও চৈত্ররথ কাননের ন্যায় সুদৃশ্য। স্বর্ণ-প্রাকারে বেষ্টিত কল্পবৃক্ষসঙ্কুল উপবন। ইহার ভিতর স্বর্ণবর্ণ কদলীকুঞ্জ ছিল। এখানে দীর্ঘিকায় মণিসোপান, মুক্তা-রেণু ও প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম ছিল। ইহার অনতিদূরে স্তম্ভশোভী চৈত্যপ্রাসাদ। সু ১৪, ১৫

* এ গঙ্গা—জাহ্নবী নহে।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রথমে আপন অন্তঃপুরমধ্যে রক্ষা করেন; তথায় দেবীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে আপন অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মিষ্ট কথায় হস্তগত করিতে প্রয়াস পান; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহেন, "আমি আর দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব, যদি তুমি এতদিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে।" পরে অনুচরী রক্তমাংসাশী রাক্ষসীগণকে কহিলেন, "এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক-বনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর; এবং কখন ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা শান্তবাক্যে বন্যকরিণীর ন্যায় ইহাকে ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও।" আ ৫৬

এই কাননে এক সুবৃহৎ শিংশপা-বৃক্ষমূলে দীনমনে ধরাসনে মলিন-বসনে সীতাদেবী অবস্থান করিতেন। অন্বেষণে রত হনুমান্ এইখানে একবেণীধরা দেবীকে দেখিতে পাইয়া রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার চূড়ামণি প্রত্যভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় নানা উপদ্রব এবং এই কানন বিধ্বস্ত ও ইহার তোরণদ্বার চূর্ণ করিয়া রামের নিকট ফিরিয়া আইসেন। সু ১৫, ৩৬, ৪১

অশোকবন—পরে দেখ।

দণ্ডকারণ্য—ইক্ষ্বাকু-তনয় দণ্ড রাজার রাজ্য শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে এই ভীষণ অরণ্যে পরিণত হয়। উ ৮১

গঙ্গার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রকূলাবধি বিস্তৃত বহু-ঋষি-সেবিত, বহু-রাক্ষস-আশ্রয় এক মহাবন। এই বনে চতুর্দ্দশ বৎসর রাম-বনবাস কৈকেয়ীর অন্যতর প্রার্থনা ছিল। অ ১১

এই বনে বাস করিয়া রামলক্ষ্মণ বহুসংখ্য রাক্ষসাদি বিনাশ করিয়া ঋষিগণকে নিশ্চিন্ত করেন। আ ৩০

জনস্থান—দণ্ডক কাননের মনোরম অংশ বিশেষ। আ ৪৯

পঞ্চবটী ইহার অন্তর্গত। উ ৮১

পঞ্চবটী*—রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া এই কাননাংশে পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করেন। আ ১৫

এইখানে সূর্পণখা-সমাগম, খরাদি রাক্ষস সহ যুদ্ধ ঘটে; এইখান হইতে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন। অগস্ত্য-আশ্রম হইতে দুই যোজন অন্তর। আ ১৩

মধুবন—সুগ্রীবের এক সুরম্য কানন—মধুপূর্ণ। কিষ্কিন্ধ্যার নিকট। দক্ষিণগামী অঙ্গদপ্রমুখ বানরেরা সীতাসংবাদলাভে কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়া এই বনে নানা অত্যাচার করেন; সুগ্রীব সহিয়াছিলেন। সু ৬১

দেবগণের প্রীতিদান স্বরূপ কপিরাজ এই বন প্রাপ্ত হন। সু ৬৩

---

* পঞ্চবটীর পঞ্চবট কি কি তাহা উল্লেখ নাই।

শালবন—শৃঙ্গবেরপুর হইতে শীঘ্রপথে অযোধ্যা আসিতে হনুমান্‌কে এই ভীষণ বন পার হইতে হইয়াছিল। ল ১১৬

মতঙ্গ-বন—পম্পার পশ্চিমদিক্‌ ধরিয়া গেলে মতঙ্গ মুনির তপোবন; যে বনে এই আশ্রম তাহার নাম মতঙ্গ-বন। এই স্থানে শবরী তাপসী বাস করিতেন। ইহার অনতিদূরে ঋষ্যমূক গিরি। আ ৭৪

মতঙ্গ-শিষ্যেরা গুরুর কার্য্যে শ্রম করিতেন, তাঁহাদের দেহ হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পড়িত উঁহাদের তপোবলে তাহাই এই বনে পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইত। ইঁহাদের স্মৃতি-মাত্রে এই বনে সপ্তসমুদ্র নিকটে আসিয়াছিল। আ ৭৪

কেতক-বন—পশ্চিমদিকে কুক্ষিদেশের নিকট। পশ্চিমগামী বানরেরা এখানে সীতান্বেষণার্থ আদিষ্ট হয়। কি ৪২

অশোকবন—অযোধ্যার রাজোদ্যান।* উ ৪২

দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন, কুবেরের যেমন ব্রহ্মানির্ম্মিত চৈত্ররথ কানন, রামের সেইরূপ এই অশোকবন। এই বনে শিল্পী প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ ছিল। উ ৪১

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাম এই অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক কুসুম খচিত আস্তরণাচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। উ ৪২

ঐ সময় ভৃত্যেরা শীঘ্র রামের ভোজনার্থ সুসংস্কৃত মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূল আনয়ন করিল। উ ৪২

নৃত্যগীতবিশারদ সুরূপ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত কিন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধুপানে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। উ ৪২

দ্বীপ।

জম্বুদ্বীপ—সাগরাম্বরা বিশাল ধরার এক অংশ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর এক দ্বীপ। উ প্র ১

সূর্য্য সত্যযুগে উত্তরদিক্‌ দিয়া উদয়গিরি আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। কি ৪০

সগর রাজার পুত্রগণ বহুল-শৈল-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে খনন করিয়া পাতালে গিয়াছিলেন। বা ৩৯

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী—ঋক্ষরজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। উ প্র ১

* বোধ হয় লঙ্কার অশোককাননের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাম এই উপবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

লঙ্কাদ্বীপ*—শতযোজন দূরে লবণসমুদ্রমধ্যে† দ্বীপ। ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি স্থিত; ইহার রাজধানী লঙ্কাপুরী। ("দেশ" মধ্যে "লঙ্কা" দেখ) কি ৫৮, ৪৯

শ্বেতদ্বীপ—ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যে এক দ্বীপ। নারায়ণ-ভক্তের বাসভূমি। (বিবিধ তত্ত্বে "শ্বেতদ্বীপ" দেখ) উ প্র ৫

যবদ্বীপ—সপ্ত রাজ্যে বিভক্ত।

স্বর্ণদ্বীপ—স্বর্ণকার-বহুল দ্বীপ।

রৌপ্যদ্বীপ—এই তিন দ্বীপ পূর্ব্বদিকে। কি ৪০

সুদর্শন—উদয়পর্ব্বতের অদূরে স্থিত দ্বীপ। কি ৪০

সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জ—সুগ্রীব পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরগণকে সীতান্বেষণার্থ সামুদ্রিক দ্বীপ সকলে যাইতে বলিয়াছিলেন। কি ৪০

রাবণ পশ্চিমসমুদ্রে এক দ্বীপে আসিয়া কপিলদেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। উ প্র৫

দেশ নগর।

অযোধ্যা—কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই পুরী মনু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিনযোজন বিস্তীর্ণ। অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃ-পথ সকল বিকশিত কুসুম সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট তোরণ ও শ্রেণিবদ্ধ বিপণী। কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র; কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজপট সকল বায়ুবেগে উড্ডীন। প্রাকার সংরক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। বা ৫

নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। বা ৫

প্রাকার ও অতি গভীর জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরতিগম্য। বা ৫

কোথাও রত্ন নির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান······কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্ত-গৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল।······তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। বা ৫

অযোধ্যার বৈজয়ন্ত দ্বার। অ ৭১

---

* সমুদ্রের পর পারে এক দ্বীপ শতযোজন বিস্তৃত রাবণের বাসস্থান। দ্বীপের নাম "লঙ্কা" নাই। পুরী লঙ্কা।

† প্রায় সকল স্থানেই আছে সমুদ্রের পর পারে।

রাজা দশরথের রাজত্বকালে অযোধ্যার নর নারী জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মশীল, স্বভাব-সন্তুষ্ট ও মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত...... সেখানে নাস্তিকতা ও মূর্খতার প্রভাব ছিল না.........সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলে সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল।......কাম্বোজ বাহ্লিক ও পারস্য-দেশীয় এবং সিন্ধুদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্ব সকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বত-জাত দিগ্গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মৃগভদ্র এই ত্রিবিধ জাতি-সঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উচ্চ মাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। বা ৬

অযোধ্যায় সহস্র সহস্র ধ্বজপতাকাধারী তুরগসৈন্য ছিল। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম "অযোধ্যা" হইয়াছিল। বা ৬

সরযূর সার্দ্ধযোজন দক্ষিণ অযোধ্যা। বা ২২

লঙ্কা—লবণসমুদ্র পারে রাক্ষসরাজ রাবণের অতুল সৌষ্ঠবময়ী পুরী। কি ৫৯

সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। সু ২

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহু প্রযত্নে এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। উ ৫

এই পুরী প্রথমে সালকটাংকট-বংশীয় (রাবণের মাতামহ)* রাক্ষসদিগের ছিল। বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাক্ষসগণ পাতালে পলায়ন করিলে পুরী শূন্য থাকে। উ ৮

কিছুকাল পরে ইহা বৈশ্রবণ কুবেরের রাজ্য হয়। উ ৩

মাতামহের পরামর্শে রাবণ ইহা সাপত্ন্য ভ্রাতার নিকট চাহিবামাত্র তিনি পুরী কনিষ্ঠকে ছাড়িয়া দেন। উ ১১

এই অবধি লঙ্কা আবার রাক্ষসদিগের অধিকার হয়। লঙ্কাপুরী বিস্তারে দশযোজন দৈর্ঘ্যে বিশযোজন। এই পুরী চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর দ্বারা সম্বেষ্টিত।† ইহার পর একটি নক্র-কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা। চারিদিকে চারি দ্বার; প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ যন্ত্র-লম্বিত সেতু বিরাজমান; বিপক্ষ পক্ষ উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হইয়া থাকে; ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরসৈন্য পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হয়। ল ৩

রাবণের সময়ে এই পুরীর সৌষ্ঠবের সীমা ছিল না। ইহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। সু ২

অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথ। উহার ইতস্ততঃ কিঙ্কিণীরব বিস্তারী পতাকা ও লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। পথ সকল প্রশস্ত, সর্ব্বত্র প্রাসাদ-

---

* রাবণের মাতামহগণের অনুরোধেই বিশ্বকর্ম্মা ইহা নির্ম্মাণ করেন। রাবণের মাতামহের পিতামহীর নাম "সালকটংকটা" বা "লঙ্কটঙ্কটা"; ইহা হইতেই বোধ হয় "লঙ্কা" নামের উৎপত্তি।

† নির্ম্মাণকালে বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "উহা ত্রিশযোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন দীর্ঘ স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও স্বর্ণ-তোরণে শোভিত।"

স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল। কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা অষ্টতল গৃহ; কুট্টিম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে ভূষিত। দ্বারবেদী মরকতময়, মণি মুক্তা স্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপান শোভিত। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার। রাত্রিকালে লঙ্কার সর্ব্বত্র দীপালোক। লঙ্কায় গৃহ সকল পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত, উহাতে বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত ছিল। হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বিস্তার করিত। সর্ব্বত্র অত্যন্ত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। সু ৩

পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান, উদ্যান চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। উদ্যানে শিলাগৃহ, চিত্রগৃহ, লতাগৃহ, বৃক্ষবাটিকা। সু ৪

হনুমান্ দেখিয়াছিলেন লঙ্কার কোন স্থানে পানগোষ্ঠির কোলাহল, কোথাও বা সাধুরা একত্র উপবিষ্ট আছেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ, মধুরভাষী ও আস্তিক। ·········উহাদের পরিণীতা পত্নী সকল শুদ্ধ স্বভাব, মহানুভব, পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত·········তাহারা একান্ত লজ্জাশীল।·········লঙ্কায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া মন্ত্র মধ্য ও তার স্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চীরব, কোথাও নূপুরধ্বনি, কোথাও বা সোপান-শব্দ। এক স্থানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ কোথাও বা বেদপাঠ হইতেছে।·········তথায় রাক্ষসদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপ। সু ৪

কিষ্কিন্ধ্যা*—ব্রহ্মা স্বপুত্র ঋক্ষরজাকে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত, রত্নভূয়িষ্ঠ, ফলমূলবহুল, পণ্যদ্রব্যপূর্ণ এই পুরীর রাজা করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরগণের প্রভু করিয়া দেন। উ প্র ১

এখানকার রাজোদ্যানে ইন্দ্র কল্পবৃক্ষ দিয়াছিলেন। ঋক্ষরজার পর বানররাজ বালী; বালীর পর সুগ্রীব এই রাজ্য প্রাপ্ত হন। কি ২৬

মহাপ্রস্থানকালে সুগ্রীব রামের অনুগমন করিলে অঙ্গদ এখানকার রাজা হন। উ ১০৮

নলিনী†—ইন্দ্রপুরী।

বস্বৌকসারা‡—কুবেরনগরী। রাম সীতাকে বলেন, ইহাদের অপেক্ষাও চিত্রকূটের শোভা। অ ৯৪

উত্তরকুরু—উত্তরে এক দেশ। কৃতপুণ্যদিগের বাসভূমি। কি ৪৩

এখানকার নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল, এবং নীল বৈদুর্য্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকা সকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কি ৪৩

---

* এক স্থলে আছে কিষ্কিন্ধ্যা নামক "গুহা"। বা ১, কি ৩৩

† অমরাবতী ?

‡ অলকা ?

বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তা খচিত বৈদূর্য্য জড়িত স্ত্রী পুরুষের যোগ্য সর্ব্বকাল সুখ-সেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অন্নপান এবং সুরূপ গুণবতী যুবতী সকল উৎপন্ন হয়। কি ৪৩

চৈত্ররথ কানন এই দেশে। অ ৯১

("সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।" কোন কোন গ্রন্থে এই দেশ সম্বন্ধে এই শ্লোক আছে।) কি ৪৩

ভোগবতী— নাগরাজ বাসুকির রাজধানী। পন্নগগণের পুরী। উ ২৩

দক্ষিণে কুঞ্জরাচলে অবস্থিত।* কি ৪১

পাতালে নাগরাজের এই রাজধানী হইতে রাবণ তক্ষকের পত্নীকে হরণ করিয়া আনেন। আ ৩২

রাবণ যমকে পরাজিত করিয়া বরুণ কর্ত্তৃক রক্ষিত দৈত্য ও উরগগণের বাসস্থান রসাতলে গমন করিবার অভিলাষে সাগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে এই বাসুকি-রক্ষিতা পুরীতে উপস্থিত হইয়া নাগলোক স্ববশে আনয়ন করেন। উ ২৩

অশ্মনগর—পাতালে কালকেয় দৈত্যগণ অধিষ্ঠিত পুরী। উ ২৩

রাবণ এখানে আসিয়া বলদর্পিত কালকেয়গণকে নিধন করিয়া স্বীয় ভগিনীপতি বিদ্যু-জ্জিহ্ব দানবকে অসি দ্বারা ছেদন করেন। উ ২৩

মাহীষ্মতী—হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনের পুরী। উ ৩১

ভগবান্ অগ্নিদেব এই পুরীতে নিয়ত বাস করিতেন। উ ৩১

রাবণ এ পুরী আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হন। উ ৩২

প্রাগ্জ্যোতিষ—নগরী। পশ্চিমদিকে বরাহ-পর্ব্বতে স্থিত। (মহাভারত মতে এটা পূর্ব্বদিকে আসাম অঞ্চলে)। কি ৪২

গান্ধার—গন্ধর্ব্বদেশ। শৈলূষপুত্রগণের রাজ্য।† সিন্ধু নদীর অপর পার্শ্বে অবস্থিত। উ১০০

ভরত সম্বর্ত্তাস্ত্র দ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে বিনষ্ট করিয়া এই দেশ অধিকার করেন। (বিভী-ষণের পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা)। উ ১০১

পারস্য‡ (বনায়ু)—পারস্যদেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব দশরথ রাজধানীতে বহুসংখ্য ছিল। বা ৬

বাহ্লীক—ইল রাজা এই দেশের অধিপতি ছিলেন।§ জনপদ। এ দেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্বও অযোধ্যায় বিস্তর ছিল। বা ৬

---

* সাগর পার দক্ষিণদিক্‌টাই পাতাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। টীকাকার বলেন, মর্ত্ত্যে ও পাতালে দুই পুরী এক নাম—উভয়ই বাসুকির রাজধানী।

† গান্ধার যদি কান্দাহার, শৈলূষপুত্রগণ কি Seljuke আফগান? সকল রামায়ণে গান্ধার নাম নাই—"গন্ধর্ব্বদেশ" আছে।

‡ মূলে আছে "বনায়ু"—এইটা পারস্যের নামান্তর,—অনেকের মত।

অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে দূতেরা বাহ্লিক দেশের মধ্য দিয়া যায়। (কোন কোন রামায়ণে নামটা "বাহিক" আছে। অ ৬৮

ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ—এই সকল রাজ্য উত্তরদিকে ছিল। কি ২৩

কোশল—সরযূর তীরে ধনধান্যশালী আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ জনপদ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য। বা ৫

অযোধ্যা ইহার রাজধানী। বা ৫

নন্দিগ্রাম—অযোধ্যা হইতে একক্রোশ দূর। ল ১২৬

জ্যেষ্ঠকে বনবাস হইতে ফিরাইতে না পারিয়া ধর্ম্মশীল ভরত অযোধ্যায় না গিয়া এই স্থান হইতে জ্যেষ্ঠের হইয়া রাজ্যপালন করিয়া জ্যেষ্ঠের ন্যায় মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এইখানে কালাতিপাত করেন। অ ১১৫

লঙ্কাজয়ের পর চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস শেষ হইলে রামচন্দ্র এই স্থানে ভ্রাতৃগণের সহিত জটা অবতরণ পূর্ব্বক সীতার অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া অযোধ্যায় আইসেন। ল ১২৯

কেকয়—দশরথ-মহিষী কৈকেয়ীর পিতৃরাজ্য। অযোধ্যা হইতে উত্তরপশ্চিম, ভরত সাত দিবসে কেকয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। অ ৭১

(বিবিধ তত্ত্বে "কেকয়রাজের উপহার" দেখ।)

মিথিলা—বিদেহ—রাজর্ষি জনকের রাজ্য। ইঁহার রাজকন্যা বলিয়া সীতার নাম "মৈথিলী" ও "বৈদেহী।" বা ১৩

অঙ্গ*—গঙ্গা-সরযূর সঙ্গমস্থলে দেশ। বা ২৩

দশরথ-সখা লোমপাদ রাজার রাজ্য। বা ১৩

মগধ—মাগধী (শোন) নদী এই দেশ হইতে উৎপন্ন। বা ৩২

কাশী, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, কোসল†—প্রসিদ্ধ জনপদ সকল। এই সকল দেশের রাজগণ অন্যান্য নরপতিগণ সহ রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বা ১৩

বারাণসী—কাশী রাজ্যের রাজধানী। রাম-সখা প্রতর্দ্দনের পুরী। উ ৪৮

সাংকাশ্যা—দেশ। জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজের রাজ্য। এই রাজ্য সুধন্বা নৃপতির ছিল; জনক রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই রাজ্যে আপন ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলকসমূহ সংগৃহীত ছিল। বা ৭১

---

* পশ্চিমদেশীয় সংস্করণ রামায়ণে অঙ্গদেশের কথা অনেক অধিক আছে; তাহাতে অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা।

† কোসল—(অযোধ্যা) কোশল নহে। কোসলাধিপতি জনৈক তেজস্বী রাজা। (সম্ভবতঃ রাণী কৌশল্যা এই রাজার কন্যা)।

দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী,* কোসল*—দেশ। এই সকল দেশের রাজগণ দশরথের অধীন ছিলেন। অ ১০

শৃঙ্গবেরপুর—কোশলরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া গঙ্গাতীরে এই পুরী। নিষাদাধিপতি গুহ এইখানে বাস করিতেন। অ ৫০

বনগমনকালে রাম এই স্থানে সুমন্ত্রকে বিদায় দেন। অ ৫২

নিষাদদেশ—গজকচ্ছপবাহী গরুড়ের ভার-ভগ্ন বটশাখা গরুড় কর্ত্তৃক এই দেশে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে দেশ উচ্ছন্ন যায়। আ ৫৩

প্রয়াগ—গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমক্ষেত্র। এখানে ভরদ্বাজাশ্রম। অ ৫৪

গয়া—প্রদেশ। এখানে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রিয়কামনা শ্রুতি গান করিয়াছিলেন :—"যিনি পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন তিনিও পুত্র। জ্ঞানী ও গুণবান্ বহুপুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" অ ১০৭

উশীরবীজ—প্রদেশ। মরুত রাজার রাজ্য। রাবণ দিগ্বিজয়কালে এইখানে আসিয়াছিলেন। উ ১৮

প্রতিষ্ঠান—পুরুরবার রাজধানী। পুরশ্রেষ্ঠ নগরী। মধ্যদেশে ইল রাজার প্রতিষ্ঠিত পুর। উ ৯০

বৈজয়ন্ত—নিমি রাজার প্রতিষ্ঠিত সুন্দরী পুরী। মিথিলার রাজধানী। গৌতম-আশ্রম ইহার নিকট। উ ৫৫

বৈজয়ন্ত—দণ্ডকারণ্যে এক নগর। তিমিধ্বজ অসুরের রাজধানী। অ ৯

মধুমন্ত - ইক্ষ্বাকুপুত্র দণ্ড রাজার রাজধানী। বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে এই রাজার রাজ্য ছিল ; শুক্রাচার্য্যের শাপে অরণ্যে পরিণত হয় তখন হইল দণ্ডকারণ্য। উ ৭৯

মধুবন—মধুদৈত্যের নগর। লবণকে সংহার করিয়া শত্রুঘ্ন এখানে রাজা হন। উ ৬২

মধুপুরী—তখন ইহার নাম হইল (শূরসেনা) মধুপুরী। উ ৭০

বৎসদেশ—শৃঙ্গবের পুরে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া গুহকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া রাম এই শস্যবহুল দেশে উপস্থিত হন। অ ৫২

ইন্দ্রশির—দেশ। ঐরাবত নাগ এই দেশোৎপন্ন। অ ৭০

উৎকৃষ্ট হস্তীর জন্য বিখ্যাত। যুধাজিৎ ভাগিনেয় ভরতকে এই দেশজাত হস্তী ও শীঘ্রগামী গর্দ্দভ উপঢৌকন দিয়াছিলেন। অ ৭০

[illegible]াম্বী—কুশাম্ব রাজার প্রতিষ্ঠিত পুরী। বা ৩২

---

*কাশীপুরী প্রাকার বেষ্টিত তোরণ সম্পন্ন ছিল। উ ৩৮। উত্তরকাণ্ডে এক স্থলে নাম বারাণসী আছে। উ প্র২

মহোদয়—কুশনাভ দ্বারা সংস্থাপিত নগর।* বা ৩২

গিরিব্রজা-বসু কর্ত্তৃক সংস্থাপিত পুর। এই নগর, পঞ্চ শৈল ও শোণা নদী বসুর অধিকৃত। বা ৩২

গিরিব্রজ (রাজগৃহ)—কেকয় রাজ্যের রাজধানী। অ ৬৮

কাম্পিল্যা—কুশনাভ-জামাতা ব্রহ্মদত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুরী। বা ৩৩

ধর্ম্মারণ্য—অমূর্ত্তরজা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত নগর। বা ৩২

ক্রৌঞ্চবন—পিতা যযাতি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যদু এই দুর্গমপুরে অবস্থিতি করিতেন। উ৫৯

কুশাবতী—বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে রাম-পুত্র কুশের রাজধানী। উ ১০৮

শ্রাবস্তী—উত্তর-কোশলে লবের পুরী। উ ১০৮

তক্ষশিলা—গান্ধার অংশ। ভরত-পুত্র তক্ষের পুরী। উ ২০১

পুষ্কলাবত—গান্ধার অংশ। ভরত-পুত্র পুষ্কলের নগর। উ ১০১

কারুপদ—দেশ। লক্ষ্মণ-পুত্র অঙ্গদের রাজ্য। উ ১০.

অঙ্গদীয়া—কারুপদ দেশে কুমার অঙ্গদের রাজধানী। উ ১০:

চন্দ্রদ্যুতি (চন্দ্রকান্ত)—নগরী। মল্লদেশের মধ্যে। উত্তরে। লক্ষ্মণ-পুত্র চন্দ্রকেতু রাজধানী। উ ১০

মধুরা—(মথুরা) শত্রুঘ্ন-পুত্র সুবাহুর রাজধানী। উ ১০

বিদিশা—শত্রুঘ্নপুত্র শত্রুঘাতীর নগরী। উ ১১

বিশালা—নগরী। সিদ্ধাশ্রম হইতে মিথিলা গমনকালে রামলক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্র নৌকযোগে গঙ্গা পার হইয়া এই নগরে আইসেন। বা ৪

অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত পুরী। বা ৪৫

ব্রহ্মমাল, মালব, পুণ্ড্র, মহাগ্রাম, কলিন্দগিরি—দেশ। পূর্ব্বদিকে। কি ৪০

মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক—দেশ। দক্ষিণদিকে। কি ৪১

আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল—দেশ। দক্ষিণদিকে। কি ৪১

পাণ্ড্য—দেশ। ইহার মুক্তামণিমণ্ডিত পুরদ্বারে স্বর্ণকবাট। দক্ষিণে। কি ৪১

সৌরাষ্ট্র, বাহ্লিক, চন্দ্রচিত্র, বিশালপুর, কুক্ষিদেশ—সুসমৃদ্ধ জনপদ। পশ্চিমে। কি ৪০

---

* কুশনাভ-কন্যাগণ পবন কর্ত্তৃক কুব্জীকৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া পরে দেশের নাম "কান্যকুব্জ" (কনোজ) হয়।

† মগধে বসু রাজার পুরী ও কেকয়-রাজধানী উভয়ের এক নাম। মগধের এই পুরীর নাম বসুমতী। বা

মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুর—পশ্চিমসমুদ্র-পারে জনপদ। কি ৪২

প্রস্থল, ভরত, মদ্রক, দক্ষিণকুরু—দেশ। উত্তরদিকে। কি ৪৩

ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী—নগর। দক্ষিণদিকে। কি ৪০

নখল—দেশ। নৃগ রাজার সময়ে এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার হৃত গাভী পুনঃ প্রাপ্ত হন। উ ৫৩

মলদ,১ করূষ—দেবনির্ম্মিত সুসমৃদ্ধ দুই জনপদ। (বিদর্ভ।) সিদ্ধাশ্রমের সমীপবর্ত্তী। বা ২৪

বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ক্ষুধার্ত্ত মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। বসু আদি দেবগণ কর্ত্তৃক এই স্থানে গঙ্গাজল কলসে স্নাত ও শুদ্ধ হন। এই স্থানে ইন্দ্রের মল ও করূষ (ক্ষুধা) অপনীত হয়, তজ্জন্য এই নাম। বা ২৪

শাপগ্রস্তা তাড়কা রাক্ষসী এই দুই জনপদ উৎসন্ন করিয়া আপন বিহারক্ষেত্র করে। বা ২৪

গোকর্ণ—প্রদেশ। ভূ...কে গঙ্গা আনয়ন নিমিত্ত ভগীরথ এই স্থানে বহু তপস্যা করেন। বা ৪২

দশাননও এই স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়া দুর্লভ বর লাভ করেন। (তীর্থ মধ্যে এই নাম দেখ) উ ৯

লঞ্জর—দেশ (?) এখানকার এক কুলপতির কুকুরত্ব ঘটিয়াছিল। কুকুর হইয়া তিনি অভিযোগার্থ রাম-সভায় আইসেন। উ প্র ২

...রপর্ব্বত,* ঐলধান,† শল্যকর্ষণ,‡ বীরমৎস্য,‡ অংশুধান,† প্রাগ্বটপুর,† ধর্ম্ম-...ন,† তোরণ,† জম্বুপ্রস্থ,* বরূথ,* সর্ব্বতীর্থ,† উজ্জিহানা,|| হস্তিপৃষ্ঠক,† ...হিত্য,† একসাল,† বিনত,† কলিঙ্গ||—কেকয় হইতে পূর্ব্বমুখে অযোধ্যা আসিতে এই সকল স্থানের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। ভরতের সাতরাত্রি লাগিয়াছিল। অ ৭১

...রতাল,* প্রলম্ব,* পাঞ্চাল,* হস্তিনাপুর,† বাহ্লিক,¶ কুলিঙ্গ,† ত...,‡ ...জোভিভবন**—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে এই সকল স্থান অতিক্র...তে হয়। অ ৬৮

...রকোশল—লবের রাজ্য। শ্রাবস্তীপুরী ইহার রাজধানী। উ ১০৮

...কাষকারক কীটস্থান,§ রজতখনি—পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরগণকে এই সকল স্থান অন্বেষণ করি...ত সুগ্রীব বলিয়া দিয়াছিলেন। কি ৪০

---

১ কোন গ্রন্থে "মলজ"। * জনপদ। † গ্রাম। ‡ দেশ। || নগর।

...দেশ এখানকার "বাহ্লীক" কোন কোন গ্রন্থে "বাহিক"।

...াসাম। ** "যোধিবন"—নামান্তর।

পৃথ্বী সংস্থান।

পূর্ব্ব—গঙ্গা, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, শোণ, মহী, কালমহী, (নদী); কলিন্দশির, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, (দেশ); কোষকারক কীটের স্থান* ও রজতখনি। যবদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ, রৌপ্যদ্বীপ; শিশির পর্ব্বত, শোণ নদ, ইক্ষু সমুদ্র, লোহিত সাগর, ক্ষীরোদ সমুদ্র, ঋষভ পর্ব্বত; সুদর্শন সরোবর; জলোদ-সমুদ্র; কনকশিল গিরি, উদয় পর্ব্বত, সুদর্শন দ্বীপ।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান। কি ৪০

দক্ষিণ—বিন্ধ্য পর্ব্বত; গোদাবরী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণবেণী, (নদী); মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক, (দেশ); ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী, (নগর); দণ্ডকারণ্য; আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল, (দেশ); মলয়গিরি, কাবেরী নদী, তাম্রপর্ণী নদী, পাণ্ড্যদেশ, দক্ষিণ সমুদ্র; মহেন্দ্র পর্ব্বত; লঙ্কা দ্বীপ, পুষ্পিতক পর্ব্বত, সূর্য্যবান্ পর্ব্বত, বৈদ্যুত গিরি, কুঞ্জরাচল, ভোগবতী নগরী,† ঋষভ পর্ব্বত।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক; যমের রাজধানী। কি ৪১

পশ্চিম—সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র, (জনপদ); বিশালপুর, কুক্ষিদেশ, কেতকবন, পশ্চিম সমুদ্র; মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেশাপুর; আলিখিতাখ্য বন; সিন্ধু-সাগরসঙ্গম; চন্দ্রগিরি, পারিযাত্র পর্ব্বত, বজ্র পর্ব্বত, চক্রবান পর্ব্বত, বরাহ পর্ব্বত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর, সৌবর্ণ পর্ব্বত, ষষ্টিসহস্র শৈল ও সুমেরু গিরি, অস্তাচল।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। কি ৪২

উত্তর—প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণকুরু, মদ্রক, (দেশ); ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ ... জা); হিমালয় পর্ব্বত, সোমাশ্রম, কালপর্ব্বত, সুদর্শন পর্ব্বত, দেবসখ ... তুষার ... স্তীর্ণ শূন্য স্থান;‡ কৈলাস গিরি, ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত, মানস পর্ব্বত, মৈনাক ... রী। ... ; সিদ্ধাশ্রম, এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র; শৈলোদা নদী, উত্তরকুরু, উত্তরসমুদ্র, সোম গিরি।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। কি ৪৩

(সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পৃথিবী বিস্তার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা হইতে চতুর্দ্দিকে জল স্থল এরূপ সন্নিবেশ অসম্ভব। বরং রাজধানী অযোধ্যা কিম্বা বাল্মীকি-আশ্রম হইতে ধরিলে কতকটা সঙ্গত হয়—অবশ্য সব ঠিক মিলে না।)

---

* কোষকারককীটের স্থান—আসাম?

† দক্ষিণে ভোগবতী পুরী—রাবণ কিন্তু সমুদ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পাতালে উপস্থিত হইয়া এই পুরী জয় করেন; দক্ষিণসীমার কাছাকাছিটাকেই "পাতাল" বলে?

‡ অজ্ঞাতভূমি তিব্বত?